বেদসংহিতা।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক

পদ্যে অনূদিত

বাঙ্গালা টীকা সহ প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ চন্দ্র পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪।

কাগজে বাঁধাই মূল্য - ১৸৹।

কাপড়ে „ „ ২৲।

উৎসর্গ।

কাশিমবাজারের মাননীয়

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

এবং

লালগোলা-নিবাসী

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়বাহাদুরের

করকমলে

গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

বেদসংহিতার দ্বিতীয় ভাগ

অর্পিত হইল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

উৎসর্গ-পত্র।

মণীন্দ্র যোগেন্দ্র অঙ্গের ভূষণ
স্বদেশানুরক্ত স্বধর্ম্মে রত।
কত আছে দান কে করে গণন
হৃদয়ে নিহিত স্বদেশ-ব্রত॥

কিন্তু আমাদের কিসের স্বদেশ,
কিসের স্বধর্ম্ম, নৃপ-যুগল।
বেদ-শূন্য দেশ লুপ্ত প্রত্যাদেশ
কর্ণ-শূন্য ধর্ম্মকর্ম্ম-সকল॥

বিশৃঙ্খল হায় সমাজ-বন্ধন
নাহি প্রাণ, মাত্র কাঠাম সার।
প্রাণ-শূন্য যথা ধর্ম্ম-আচরণ
প্রাণ-শূন্য তথা সমাজ তার॥

ছিন্ন-মূল সব ঘূর্ণিত আবর্ত্তে,
কেননা বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মের মূল।
যাহা করি মোরা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে
সকলি রাজানৌ জানহ ভুল॥

তাই বেদ-মাথে লোক-হিতে রত
ছল পরিহরি হও এখন।

সব হিন্দু তুল্য এই সাম্যব্রত
গ্রহণ করিয়া লভ জীবন ॥
যাহা চাও তাহা ইহার ভিতর,
ঋক্ ভিন্ন নাই উপায় আর।
তাই নৃপদ্বয়! যুড়ি দুই কর
কিঞ্চিৎ তাহার দেই উপহার ॥
ফোঁটা মাত্রৌষধে পারে করিবারে,
যদি সত্য হয়, ব্যাধির নাশ।
যদি বেদ সত্য এর ব্যবহারে
নষ্ট হবে রোগ, এইত আশ ॥

বিজ্ঞাপন।

বেদসংহিতা দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হইল। প্রথম ভাগে ৬৫৭টি মন্ত্রের সমূলানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এ ভাগে ১৬১২টি মন্ত্রের অনুবাদ ও ২টি সূচী প্রকাশিত হইল। উভয় ভাগে সাকল্যে ২২৬৯টি মন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে ২১৬৮টি মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। সামবেদের যে ৫০টি মন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে, তাহাও প্রায় সকলই ঋগ্বেদের মন্ত্র। সুতরাং ঋগ্বেদের দশ সহস্রাধিক মন্ত্রের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ মন্ত্র এক্ষণ বাঙ্গালা পদ্যে পড়িবার সুবিধা হইল। ইহার পূর্ব্বে আর এরূপ সুবিধা হয় নাই।

যে মন্ত্রগুলি অনূদিত হইল, তাহাতেই ঋগ্বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা পাঠকের আয়ত্তাধীন হইল। অনেকেই জানেন যে, একই দেবতার বহু স্তুতি আছে; সুতরাং এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ঋক্ অনূদিত হইলে, অনুপাতক্রমে যে জ্ঞতব্য বিষয় বাড়িয়া যাইত, তাহা নহে।

দুঃখ থাকিল, আমি সায়ণের টীকাসহ অনূদিত মন্ত্রগুলির মূল প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার অর্থ-

সামর্থ্যে যাহা হইল, তাহাই আমি করিলাম। যদি এই পুস্তকের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারি ও সুবিধা হয়, তবে তৎসঙ্গে সায়ণের টীকা প্রকাশ করা যাইবে। সায়ণের টীকা ভিন্ন মূল বুঝা অনেকের পক্ষেই কঠিন। এজন্য ২য় ভাগে আপাততঃ মূল পরিত্যক্ত হইল। সায়ণের টীকা হাতে করিয়া বেদের মর্ম্ম বুঝা যে একটা কঠিন ব্যাপার নহে, তাহার পরীক্ষা হইতে এখনও বাকী থাকিল।

পরিশেষে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে-টি, ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি, এল, অগাধ বৈদান্তিক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, প্রেসিডেন্সী-কলেজের সিনিয়র সংস্কৃতা-ধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্,এ ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্,এ প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতজ্ঞ মহোদয়েরা আমাকে যেরূপ উৎসাহ বাক্যে উৎ-সাহিত করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিলাম। দ্বিতীয়তঃ এই জিলাস্থ কাশিম-

খাজারের স্বনামধন্য মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের নিকটেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ লালগোলা রাজা বাহাদুরের পুস্তকালয়ের পুস্তক গুলি না পাইলে আমি এই অনুবাদ করিয়া উঠিতে পারিতাম না। এজন্য এই পুস্তকের ২য় ভাগ আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিলাম। আশা করি, তাঁহারা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। আমি যদি বেদসংহিতার আর এক ভাগ বাহির করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎসর্গ করিতে পারিতাম। তাহা আমার হইয়া উঠিল না।

৺ ডাক্তার রামদাস সেনের লাইব্রেরী হইতেও আমি সময় সময় অনেক উপকার পাইয়াছি। এজন্য তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শীদাবাদ
১লা শ্রাবণ, ১৩১৪

শ্রীমধুসূদন সরকার।

সূচী।

১। দেবগণ সম্বন্ধীয়।

বাস্তোস্পতি	২য়	৩৫৪	১	
বিভ্বা	২য়	২৬৫	২	
বিশ্বকর্ম্মা	২য়	৪৪০—	১	
বিশ্বদেবগণ	১ম।২য়			অনেক সূক্ত
বিশ্বাবসু	১ম	১৩২	১	
বিষ্ণু	১ম।২য়	৮।৩৬১	২।৩	
বৃহস্পতি	২য়	৪১	৩	
ব্রহ্মণাস্পতি	১ম	৫	১	
ভগ	১ম	৫৭	—	৪।৩০।২৪
ভারতী	১ম	৭	—	১।২২।১০
মন্যু	২য়	৪৪৪	৩	
মরুদগণ	১ম।২য়	—	—	অনেক সূক্ত
"	১ম	৯৯	১	—
মহী	২য়	৬	১০	
মাতরিশ্বা	২য়	১৭	৪	
মিত্র	১ম	১১	২	
"	২য়	৫৯	১	
"	২য়	২০৫	১	
যম	১ম	১০৯	১	
যম ও যমী	২য়	৪২৬	১	
রাকা	১ম	৪১	১	
রুদ্র	১ম	২৩	১	
রুদ্রগণ	২য়	২৪	১	

রোদসী	২য়	২৯৫।২৫৯	১২।২	
শুক্র	২য়	১৫৮		৩৬ সূক্ত
শুচি	২য়	১৫৮	—	ঐ
শুন	১ম	৬১	১	
শ্যেন	২য়	২৩০	১	
সদসস্পতি	১ম	৫	২	—
সরণ্যু	২য়	৪২৬	—	১৭ সূক্ত
সরস্বতী	১ম	৯৪	—	৯৫ সূক্ত
সরস্বান্	১ম	৯৪	—	ঐ
সরমা	২য়	৪৫৭	১	—
সংজ্ঞান বা ঐক্যমত(একতা)	১ম	১৪৩	২	—
সবিতা	১ম	৭	১	
সিনিবালী	১ম	১২	১	
সীতা	১ম	৬১	২	
সীর	১ম	৬১	১	
সিন্ধু	২য়	২৪৩	২	
সূর্য্য	১ম	৭	১	
স্বাহা	২য়	৬	১২	
স্বস্তি	২য়	২৪৩	২	
সোম সূর্য্যার বিবাহ	২য়	১২৮	১	
সোম	১ম।২য়	—	—	অনেক সূক্ত
হোত্রা	১ম	৭	—	১।২২।১০
ক্ষেত্রপতি	১ম	৬৯	১	—
৩৩জন দেবতা	১ম	৯	১	

সূচী।

২। বিবিধ বিষয়।

বেদসংহিতা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথম মণ্ডল।

৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মঃ

ঋষি।

এস এস শীঘ্র বসহ হেথায়,
গাও গাও সবে ইন্দ্রকে গাথায়,
স্তোমবহ যত হে সখাগণ!
অনেক শত্রুর করিলা দমন,
অনেক ধনের তিনি ঈশ হন,
গাও মিলে, হ'লে সোম-সবন। ২

তিনি আমাদিগে পুরুষত্ব দি'ন, (১)
ধন দি'ন, দি'ন বুদ্ধি সমীচীন, (২)
আসুন নিকটে অন্ন সহিত। ৩
রথে সংযোজিত যাঁর হরিদ্বয়
হেরি শক্রগণ পলায়িত হয়,
সে ইন্দ্রের জন্য গাও সঙ্গীত। ৪
এই সোমরস দধি সংমিশ্রিত
দশ পবিত্রেতে হইয়া শোধিত (৩)
সোমপা-পানার্থে করে গমন। ৫
অভিষুত সোম পান করিবারে,
দেব মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হইবারে,
জাতমাত্র বৃদ্ধ, সিদ্ধ কর্ম্মন্! ৬
হে ইন্দ্র! স্তুতিভাজন তোমায়

(১) মূলে "যোগে আভুবৎ" আছে। "পুরুষার্থং সাধয়তু"। সায়ণ।

(২) মূলে পুরন্ধি শব্দের ব্যবহার আছে। "পুরন্ধির্বহুধিঃ"। নিরুক্ত ৬।১৬।

(৩) মূলে "শুচয়ঃ" শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন দশ-পবিত্রের দ্বারা শোধিত।

পশুক এ সোম ব্যেপে সর্ব্বকায়, (৪)
করুক সুখে তোমা চেতন। ৭
স্তোমেতে তোমাকে করয়ে বর্দ্ধন,
করে তথা উক্থ(৫) হে সিদ্ধকর্ম্মন্!
করুক মোদের বাক্য বর্দ্ধন। ৮
ইন্দ্র, যাঁর সদা অক্ষয় রক্ষণ,
এ সহস্র অন্ন করুন গ্রহণ,
করে যাতে সর্ব্ব বল-বিধান। ৯
মর্ত্ত্যগণ যেন না করে হনন
আমাদের তনু হে স্তুতিভাজন!
বধ নিবারণ কর ঈশান। ১০

(৪) মূলে "আশবঃ" শব্দ আছে। "ব্যাপ্তিমন্তঃ।" সায়ণ। "ব্যাপনশীল (শীঘ্র মাদক)" রমেশ বাবু।

(৫) এই ঋকে স্তোম ও উক্থ দুই শব্দেরই ব্যবহার আছে। সায়ণ মনে করিয়াছেন "স্তোম" সামবেদের স্তোত্র, "উক্থ" ঋগ্বেদের স্তোত্র। কিন্তু একথায় এই ঋক্ রচনার পূর্ব্বে বেদ বিভাগ হইয়াছে বুঝায়। রমেশ বাবু বলেন, ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা হইলে পরে সেই ঋক্ ভাঙ্গিয়া ও রূপান্তরিত করিয়া অন্যান্য বেদ রচিত হয়। ঋগ্বেদে অন্য বেদের মন্ত্র দেখা যায় না, সাম ও যজুর্ব্বেদে ঋগ্বেদের মন্ত্রই অনেক।

১৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। (১) কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

কর আনয়ন সুসমিদ্ধ অগ্নে!
যজমান কাছে যত দেবগণে,
যজ যজ্ঞ দেব পাবক হোতা। ১

মধুমন্ত যজ্ঞ হে তনূনপাৎ! (২)
লয়ে চল করে! দেবতা সাক্ষাৎ,
সেবুন তাঁহারা যত দেবতা॥ ২

এই যজ্ঞে আমি ডাকিছি হেথায়
প্রিয় নরাশংস (৩) অগ্নি দেবতায়,
মধুজিহ্ব তিনি যজ্ঞ-সাধক। ৩

---

(১) এটি আপ্রী সূক্ত। ১ম ভাগ ৩।৪।১ ঋকের টীকা দেখ। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বংশের ভিন্ন ভিন্ন আপ্রীসূক্ত ছিল। এটী কণ্বদের আপ্রীসূক্ত।

(২) তনূনপাৎ অগ্নির একটিরূপ। শব্দটির অর্থ এইরূপ; তনু+উন=তনূন, অর্থ দুর্ব্বল কলেবর,

তনূন+প=তনূনপ দুর্ব্বল কলেবরের পালক অর্থাৎ ঘৃত।

তনূনপ+অৎ=তনূনপাৎ, ঘৃতভোজী অর্থাৎ অগ্নি।

(৩) নরাশংস অর্থ নরপ্রশংসিত। ইরাণীয় আর্য্যগণের মধ্যে

সুখতম রথে হে অগ্নে ঈলিত! (৪)
দেবগণে হেথা কর সমানীত,
মনুর্হিত(৫) ওমি হোতা পাবক॥
হে মনিষিগণ! বিস্তারিত কর
ঘৃতপৃষ্ট বর্হি,(৬) যুক্ত পরস্পর,
অমৃতের যাতে হয় দর্শন। ৫
উদ্ঘাটিত হ'ক এ যজ্ঞশালার
জনশূন্য ছিল যেই দেবী দ্বার(৭),

এই নরাশংস নাম "নৈর্য্যো সজ্ব" রূপে লক্ষিত হয়। উহঁাদের মধ্যে অগ্নির একটি নাম অতর্। এই অতর্ দেবের একটি স্তুতি দিতেছি।

"আমরা অহুর মজদের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি, আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি,রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন, সেই নৈর্য্যো সজ্বকে যজ্ঞ প্রদান করি।" জেন্দ অবস্থ ২য় সিরোজা। (রমেশ বাবু ধৃত)

(৪) ঈলিত অর্থ স্তুত। অগ্নির একটি নাম ইল (৩।৪।৩)। সায়ণ বলেন, এই বিশেষণ বাক্যে সেই ইলরূপী অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(৫) "মনুনা মন্ত্রেণ মনুষ্যেণ বা যজমানাদিরূপেণ হিতোঽত্র স্থাপিতঃ।" সায়ণ।

(৬) বর্হি অগ্নির একটি রূপ। (৭) দেবীদ্বারও তাহাই।

অদ্যই যজ্ঞের হবে সাধন ॥ ৬
রূপবতী রাত্রি ঊষা (৮) দেবীদ্বয়ে
আবাহন করি এই যজ্ঞালয়ে
বসিতে মোদের কুশের' পর ॥ ৭
আবাহন করি সেই দেব দ্বয়ে (৯)
কবি, হোতা, যাঁরা সুজিহ্ব উভয়ে,
করুন সম্পন্ন এই অধ্বর ॥ ৮
দেবীত্রয় মহী, সরস্বতী, ইলা,(৯)
সুখ উৎপাদিকা নহে ক্ষয়শীলা
কুশের উপরি তাঁরা বসুন। ৯
ত্বষ্টাকে (১১) এ যজ্ঞে করি আবাহন,
অগ্রগণ্য নানারূপে সুশোভন,
আমাদের মাত্র তিনি হউন ॥ ১০
দেব বনস্পতে (১২)! হবি দেবগণে
সমর্পণ কর; যজমান জনে
উদিত হউক পরম জ্ঞান। ১১
যজমানগৃহে ইন্দ্রের নিমিত্তে

---

(৮) মূলে "নক্তোষা" আছে। রাত্রি ও উষা অগ্নির দুটি রূপ।
(৯) দৈব্যৌ হোতারৌ অগ্নির দুটি রূপ।
(১০) মহী, সরস্বতী ও ইলা অগ্নির রূপ।
(১১।১২) অগ্নির রূপ বিশেষ।

স্বাহা(১৩) দ্বারা যজ্ঞ কর তাঁর প্রীতে,
দেবগণে তায় করি আহ্বান ॥ ১২

১৪ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কণ্বেরপুত্র মেধাতিথি ঋষি।

এস অগ্নে! হেথা সোমরস পানে,
পরিচর্য্যা লও সহদেবগণে,
শুন বাক্য, কর যজ্ঞ সম্পাদন। ১
ডাকে তোমা বিপ্র(১) কণ্বপুত্রগণ,
করে তাঁহা তব কর্ম্মের ঘোষণ,
দেবগণ সহ কর আগমন ॥ ২
ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, অগ্নি, বৃহস্পতি,
পুষা, ভগ আদি আদিত্য সংহতি, (২)
মরুৎগণে যজ্ঞ-ভাগ দান কর। ৩

---

(১৩) স্বাহা। সু+আ+হ্বে=স্বাহা। যজ্ঞে হব্য প্রদানের সময় এই শব্দ উচ্চারিত হয়। "স্বাহা শব্দো হবিঃ প্রদান বাচী সন্ এতন্নামকং অগ্নি বিশেষং লক্ষয়তি"। সায়ণ।

(১) বিপ্র—মেধাবী (সায়ণ)।

(২) আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। ২।২৭ সূক্তে ৬ জন আদি-

তোমাদের জন্য হতেছে প্রস্তুত,
চমসে মধুর সোম অভিষুত,
বিন্দু বিন্দু, তৃপ্তিকর মদকর ॥ ৪
স্তব করে তোমা রক্ষার কারণে
ছিন্ন করি কুশ কণ্ব পুত্রগণে,
অলঙ্কৃত হয়ে হব্য শোভায়। ৫
ইচ্ছা মাত্র রথে সংযোজিত যারা,

ত্যের নাম পাওয়া যায়; তদ্যথা,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ। ৯।১১৪ সূক্তে ৭ জন আদিত্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের নাম পাওয়া যায় না। ১০।৭২ সূক্তে অদিতির ৮ পুত্রের কথার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তিনি মার্ত্তণ্ডকে ত্যাগ করিয়া অপর ৭ জনকে দেবগণের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ৮ আদিত্যের উল্লেখ আছে; তদ্ যথা,—ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, ও বিবস্বান্। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশাদিত্যের কথা আছে, কিন্তু সে দ্বাদশাদিত্য দ্বাদশ মাসের সূর্য্য মাত্র। "কতমে আদিত্যাঃ ইতি। দ্বাদশমাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৬।৩৮। পরে মহাভারতে ও পুরাণে দ্বাদশাদিত্যের যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহা ৪৫ সূক্তের টীকায় দেখান হইল।

কিন্তু অদিতি কি? দিত ধাতু খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে

ঘৃত পৃষ্ঠ বহ্নি(৩), বহে তোমা তারা;
সোমপানে আন দেবগণে তার ॥ ৬
সেই যজনীয়, যজ্ঞ-বৃদ্ধিকর
দেবগণ সবে পত্নী-যুক্ত কর;
পিয়াও সুজিহ্ব! তাঁহাদিগে মধু। ৭
যজনীয় যাঁরা স্তবযোগ্য যাঁরা,
পিউন তাঁহারা তব জিহ্বা দ্বারা,

অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি, সুতরাং সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে "আদিনা দেবমাতা" বলিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম "অদিতি"।

"Aditi an ancient God or Goddess is, in reality, the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the earth, beyond the clouds beyond the sky." Max Muller's Rig-veda (translation) Vol I (1869) P. 230. রমেশ বাবু ধৃত।

(৩) বহ্নি অর্থে বাহক। অগ্নির যে অশ্ব তাহার রথ বহন করিতেছে, তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কীদৃশ সে অশ্ব, ঘৃতপৃষ্ঠ অর্থাৎ দীপ্তপৃষ্ঠ (সায়ণ)

বষট্ কারকালে(৪) সোমরস মধু॥ ৮

সূর্য্য-দীপ্ত স্বর্গ হ'তে দেবগণে,

জাগেন যাঁহারা ঊষা আগমনে,

আসুন মেধাবী হেথা অগ্নি হোতা। ৯

সব দেব সহ, ইন্দ্র বায়ু সহ,

মিত্রতেজগুলি সহিত করহ

সোম মধু পান, অগ্নি! দেব, হেথা॥ ১০

মনুহিত ওমি অগ্নে দেব! হোতা,

এসে এই যজ্ঞে বস তবে হেথা,

কর আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন। ১১

লাল অশ্বিগণে রোহিত হরিত্(৫)

কর দেব তব রথে সংযোজিত,

দেবগণে তাহে কর আনয়ন। ১২

(৪) যজ্ঞ শেষে বষট্কার শব্দ উচ্চারিত হয়।

(৫) মূলে "অরুষী রোহিতঃ হরিতঃ" আছে। মোক্ষমূলর "অরুষী" অর্থে লালবর্ণ অশ্ব করিয়াছেন। আমরাও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া রোহিত হরিৎকে বিশেষণ করিলাম।

সূর্য্য ও ঊষার আলোক আকাশে ধাবিত হয়, এজন্য বৈদিক কবিগণ এই আলোককে উপমা স্থলে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৯ সূক্ত।

অগ্নি ও মরুদ্‌গণ দেবতা (১)। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

সেই(২) চারু যজ্ঞে সোমরস পানে
আসিবারে তোমা সকলে আহ্বানে,
মরুদ্‌গণ সহ এস হে অগ্নে। ১
দেব কি মানব, কেহ নাহি পারে
মহান্ তোমার (৩) কর্ম্ম লঙ্ঘিবারে,
মরুদ্‌গণ সহ এস হে অগ্নে। ২

অগ্নির আলোককেও সেইরূপ অনেক সময় অশ্ব বলা হইয়াছে। এই আলোকরূপী অশ্বগুলির বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা, সূর্য্যের অশ্বের নাম হরিৎ, ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি, অগ্নির অশ্বের নাম রোহিত ইত্যাদি।

(১) বেদে অনেক স্থানে যুক্ত দেবের স্তুতি দেখা যায়। যথা মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাবরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি ইত্যাদি। এই মন্ত্রে অগ্নি ও মরুদ্‌গণকে একত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

(২) মূলে "ত্যং" শব্দ আছে। "ত্যং তথাবিধং" ত্যৎশব্দঃ সর্ব্বনাম তচ্ছব্দপর্য্যায়ঃ সায়ণ। যে যজ্ঞ চারু, সেই যজ্ঞে আইস এই অর্থ।

(৩) তুমি মহান্, তোমার কর্ম্ম লঙ্ঘিবারে কেহ পারে না।

জানেন যাঁহারা আকাশ মহান্
অহিংসিত যাঁরা অতি দ্যুতিমান,
মরুদ্গণ সহ এস হে অগ্নে। ৩
উগ্র যারা বলে অতীব প্রবল
বর্ষণ যাঁহারা করিলেন জল;
মরুদ্গণ সহ এস হে অগ্নে। ৪
যাঁরা শুভ্র যাঁরা ঘোররূপধারী
যাঁহারা সুক্ষত্র(৪) শত্রুহিংসাকারী
মরুদ্গণ সহ এস হে অগ্নে। ৫
অন্তরীক্ষ'পর স্বর্গে দীপ্যমান,
আছেন যাঁহারা অতি দ্যুতিমান্
মরুদ্গণ সহ এস হে অগ্নে। ৬
করেন যাঁহারা মেঘ সঞ্চারিত
করেন জলধি সমুদ্র ধ্বনিত;

---

(৪) মূলে "সুক্ষত্রাসঃ" আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন, "প্রভূত বল সম্পন্ন" সায়াণ অর্থ করিয়াছেন "শোভন ধনোপেতাঃ।" ক্ষত্র শব্দ জাত্যর্থে বেদে ব্যবহৃত হয় নাই। এই মরুদ্গণকে এস্থলে সুক্ষত্র শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে, আবার অনেক মন্ত্রে মরুদ্গণকে বিশ্ও বলা হইয়াছে। সুতরাং ক্ষত্র ও বিশ্ শব্দে দুটি জাতীয় অস্তিত্বের অনুভব করাইতেছে না।

মরুদ্‌গণ সহ এস হে অগ্নে। ৭

রশ্মিগণ সহ যাঁরা বিস্তারিত
বলেতে যাঁদের, অব্ধি তিরস্কৃত,
মরুদ্‌গণ সহ এস হে অগ্নে। ৮

করিতেছি আমি প্রদান তোমায়
অগ্রে পিয়িবারে সোমমধু হায়,
মরুদ্‌গণ সহ এস হে অগ্নে। ৯

২০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

লব্ধজন্মা দেব এই ঋভুগণে(১)
রত্নপ্রদ স্তোম রচিয়া রসনে
মেধাবীগণ আহ্বান করেন। ১

---

(১) যাস্ক বলেন (নিরুক্ত ১১।১৬) ঋভু, বিভু বাজ এই তিন সুধন্বা নামক অঙ্গিরার পুত্র। সায়ণ বলেন "ঋভবোঽপি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ"। কিন্তু সায়ণ ইহা বলেও 'আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।' (১।১১০।৬)। এই জন্য Wilson বলেন, ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি; মোক্ষমূলর বলেন, ঋভুশব্দ অনেক স্থলে সূর্য্য বা ইন্দ্রের নাম। এক্ষণে একটি প্রশ্ন এই যে, ঋভুর যদি আদি অর্থ সূর্য্য বা

বলামাত্র যুক্ত ইন্দ্র-রথে হয়
গড়িলা মানসে যাঁরা হেন হয়,

সূর্য্য কিরণ হয়, তবে ঋভুগণ অস্ত্রাদি ও পাত্রাদি নির্ম্মাণে নিপুণ, এ কথা আসিল কোথা হইতে? মোক্ষমুলর বলেন "বৃবু নামক এক সূত্রধর বংশ কর্ম্মগুণে বা ধর্ম্মগুণে ঋত্বিক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের বিশেষ কোন উপাস্য দেব ছিল না। অতএব তাহারা ঋভুগণের উপাসনা করিতে লাগিল এবং কালক্রমে সেই বৃবু বংশীয়-দিগের পাত্রাদি নির্ম্মাণে নৈপুণ্য সেই বংশীয় উপাস্য দেব ঋভুগণে আরোপিত হইল। এই বৃবু (বৃবুনাম পক্ষীনাং তণা-সায়ণ) ভরদ্বাজ ঋষির অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ঋষিনামীয় ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৫ সেক্তর ৩১ ৩২ ৩৩ ঋকে বৃবুর প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের Orpheus ঋভু দেবতার নামান্তর মাত্র।

গ্রীকদিগের মধ্যে Orpheus দেবতার গল্পটি এই,—Orpheus একজন গায়ক! তাঁহার স্ত্রীর কাল হইলে, তিনি গানের দ্বারা মৃত্যু-রাজকে সন্তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু পথে তিনি স্ত্রীরদিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহাতে স্ত্রী অদৃশ্য হইলেন। মোক্ষমুলর বলেন, ইহার মুল তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য উষার প্রতি চাহিলে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইয়া গেলে উষা আর থাকেন না, অদৃশ্যা হন। তিনি আরও বলেন বেদে ও অন্যান্য হিন্দু সাহিত্যে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর যে গল্প আছে, তাহার ও মূল অর্থ সূর্য্য (পুরুরবা) উর্ব্বশী (উষার) প্রতি চাওয়াতে উর্ব্বষী অদৃশ্যা হইয়াছিলেন।

শমী (২) সহ যজ্ঞ যোগে আছেন ॥ ২

অশ্বিদ্বয় জন্য রথ সুখকর
গড়িলেন কিবা গমন-সুন্দর !
ক্ষীরদোগ্ধ্রী ধেনু দিলেন তাঁরা। ৩
ঋজুতার প্রিয় সর্ব্ব কর্ম্মে ব্যাপ্ত
পিতাও মাতাকে যৌবন সংপ্রাপ্ত
করিলেন যাঁরা ঘুচায়ে জরা ॥ ৪
মরুদ্গণযুক্ত ইন্দ্রের সহিত,
রাজাস্ত আদিত্য সহ একত্রিত,
তোমাদিগে লোকে সোমে মাতায়।
নিঃশেষিত রূপে ত্বষ্টৃদেবকৃত(৩)
সে নব চমস চর্তুধা বিভক্ত
ঋভুরা সকলে করিলা হায়। ৬

(২) মূলে "শমীভিঃ' আছে। গ্রহচমসাদিনিষ্পাদনরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ সায়ণ "With their works, *i.c* the ceremonial utensils. K. M. Banerjea.

(৩) ত্বষ্টৃদেব, দেবতদিগের অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাতা; সায়ণ বলেন, ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য ! কিন্তু ত্বষ্টা নির্ম্মিত একখানি চমস ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহারা বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিসপ্তগুণিত রত্ন একে একে
দাও যত সোমাভিষবকারীকে
তুষ্ট হয়ে তাঁদের স্তবে শোভন! ৭
ধারণ করিয়া সে বহ্নি সকলে (৪)
চিরায়ু,—আপন সুকৃতির ফলে
করেন যজ্ঞীয় ভাগ সেবন॥ ৮

৩১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

প্রথম অঙ্গিরা ঋষি(১) ছিলে তুমি, ওহে অগ্নি!
দেব হয়ে শিব সখা হলে দেবগণে।

---

(৪) "বাহ্ণু যজ্ঞচমসাদিসাধন নিষ্পাদনেন যজ্ঞস্য বোঢ়ার ঋভবঃ। সায়ণ।

(১) এই মন্ত্রে অগ্নিকে প্রথম অঙ্গিরা ঋষি বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অঙ্গিরাগণের মধ্যে অগ্নিই আদ্য অঙ্গিরা। যাস্ক বলেন "অঙ্গিরা অঙ্গরা"। (১।১।৩ টীকা দেখ। অঙ্গার হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া দেব বা উজ্জ্বল হন, এই কি অঙ্গিরা উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ? ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে অঙ্গিরা ঋষিগণ প্রথমে যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার ছিলেন। ইহাতেও ত ঐ রূপক সমর্থন করে। সে যাহা হউক, অঙ্গিরা নামে একটী ঋষি বংশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তোমার কর্ম্মেতে, কবি, জাতকর্ম্ম, দীপ্তায়ুধ
জনমিল অতঃপর যত মরুদ্‌গণে ॥ ১
অঙ্গিরাগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠতম, আদ্য,
কবি তুমি দেব-যজ্ঞ কর বিভূষিত।
সকল ভুবন-পতি দ্বিমাতা(২) মেধির অতি(৩)
নর হিতে নানারূপে আছহ শায়িত ॥ ২
তুমি মাতরিশ্বা আদ্য (৪) শোভন যজ্ঞের জন্য
হে অগ্নে পরিচারকে হও আবির্ভূত;

---

(২) দুইখানি অরণিকাষ্ঠের সংঘর্ষণে উৎপন্ন বলিয়া অগ্নিকে দ্বিমাতা বলা হইয়াছে।

(৩) মেধির অতি—অতিশয় মেধাবান্।

(৪) সায়ণ বলেন "মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ত্ততে ইতি যাবৎ মাতরিশ্বা বায়ুঃ।" "অগ্নিবায়ুরাদিত্য" ইত্যাদি বাক্যে অগ্নির পূর্ব্বে উল্লেখ হওয়ায় এই মন্ত্রে অগ্নিকে মাতরিশ্বা আদ্য বলা হইয়াছে, ইহাই সায়ণের মত। কিন্তু ১।৬০।১ ঋকে "মাতরিশ্বা, অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগু বংশীয়দিগের নিকট আনিলেন" এইরূপ উক্তি আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, মাতরিশ্বার দুটি অর্থ (১) তিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুদিগকে দিয়াছিলেন। (২) অগ্নির একটী গুপ্ত নাম মাতরিশ্বা। মাতরিশ্বা যে অগ্নির নাম, তাহা ৩।২৬।২ ঋকে দেখা যায় "তং শুভ্রং অগ্নিং অবসে

কম্পিতা দ্যাবা পৃথিবী ; করিয়াছ হোতৃ-কার্য্য
করিয়াছ পূজ্যগণ-যজ্ঞ সমাহিত ॥ ৩
তুমিই মনুকে অগ্রে (৫) বলেছিলে স্বর্গ-কথা
সুকৃতি পুরুরবাকে কৈলে সুকৃত্তর ;

হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানং উক্থ্যং।" বেদার্থরত্ন বলেন, মাতরিশ্বা বিদ্যুদগ্নি স্বর্গ হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পার্থিব অগ্নি উৎপন্ন করে। যদি মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটী নাম হয়, তবে গ্রীকদিগের Prometheus (সংস্কৃত প্রমথ) দেবের গল্প ভৃগুদিগের নিকট মাতরিশ্বার অগ্নি আনয়নের গল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায়।

(৫) যাস্ক খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি মনু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমজ সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন। বিবস্বান্ ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান এবং তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।" তিনি আরও বলেন, অশ্বরূপ ধারণের পূর্ব্বে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল, তাঁহারা যম ও যমী, এবং সরণ্যু নিজের পরিবর্ত্তে যে দেবীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সবর্ণা, এবং বিবস্বানের দ্বারা তাঁহার যে পুত্র হয়, তিনিই বৈবস্বত মনু। কিন্তু মোক্ষ মূলর বলেন, মন্ত্রের মধ্যে মনুকে সবর্ণার পুত্র বলা হইয়াছে, একথা দেখা যায় না। "The hymn does not allude

অগ্নিরে অরণিকাষ্ঠে নীত তুমি পূর্ব্ব দিকে
সমানীত পুনর্ব্বার দিকেতে অপর (৬)॥ ৪
তুমি কামবর্ষী অগ্নে পুষ্টি সম্বর্দ্ধনকারী
সমুদ্যত স্রুচে (৭) তুমি শ্রবণীয় হও।
যে বা সহ বষটকৃতি (৮) প্রদান করে আহুতি
আগে তাঁকে, বিশ্বগণে পরে আলো দাও॥ ৫

---

to Manu as the son of Sabarna. It only calls the second wife of Vivasvat by that name. The fable of Manu is probably of a later date. For some reason or other Manu, the mythic ancestor of the race of man, was called Sabarni meaning possibly the Manu of all colors i. e of all tribes and castes." Science of Language, vol II, page 557. রমেশবাবু ধৃত।

(৬) পুরূরবা রাজা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া তিন প্রকার যজ্ঞ-অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ)। সায়ণ বলেন— "পূর্ব্বদেশমানয়ন্ আহবণীয়ত্বেন।" "পশ্চিম দেশ মানয়ন্ গার্হপত্য-রূপেণ।" "আহবণীয় কর্ম্মাণুষ্ঠানাৎ ঊর্দ্ধং গার্হপত্যরূপেণ ধারিত-বন্তঃ"। অর্থাৎ পূর্ব্বে আহবণীয় অগ্নি, পশ্চিমে গার্হপত্য অগ্নি সেই গার্হপত্য অগ্নিই উর্দ্ধে ধৃত হয়।

(৭) স্রুচ—হাতা Ladle—Wilson.

(৮) বষট্কৃতি—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার সময় এই শব্দের উচ্চারণ হইয়া থাকে।

তুমি অগ্নি বিচক্ষণ কুপথে করে গমন,
যোগ্য কার্য্যে যুড়ি তাঁকে করহ পালন।
শূরের আরাধ্য ধনে(৯) চৌদিকে বিস্তৃত রণে
অল্পের সহিত কর বহুলে হনন। ৬
সে নরে অন্নের জন্যে দিনে দিনে তুমি অগ্নে!
অমর উত্তম পদে করহ ধারণ।
অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত উভয় জন্মের জন্যে
ময়প্রয় (১০) সে সূরিকে কর বিতরণ॥ ৭
তুমি অগ্নে ধন জন্যে স্তূয়মান আমাদের
পুত্র দাও যশস্বী যজ্ঞের সম্পাদক।
পাইয়া নূতন পুত্র করিব বৃদ্ধি যজ্ঞের
হে দ্যাবা পৃথিবি! হও মোদের রক্ষক॥ ৮
তুমি অগ্নি অনবদ্য জাগরূক দেবমধ্যে
পিতৃমাতৃ (১১) কাছে থেকে পুত্র কর দান।
অনুগ্রহ করি দেব! প্রসন্ন হও কারুকে(১২)
সর্ব্ব বসু-উপ্তা অগ্নে! তুমিই কল্যাণ॥ ৯

---

(৯) ধন—ধনবৎ প্রিয়তম যুদ্ধ।

(১০) মূলে ময় ও প্রয় শব্দই আছে; ময়-সুখ, প্রয়-অন্ন।

(১১) দ্যাবা পৃথিবী।

(১২) কারু—যজ্ঞকর্ত্তা স্তোতা।

তুমি হে প্রসন্নমতি তুমি আমাদের পিতা
তুমি অগ্নে আয়ুকর্ত্তা বন্ধু আমাদের।
তুমি হে অদাভ্য অগ্নি ব্রতপা সুবীরযুক্ত
তুমিই প্রাপক শত সহস্র ধনের। ১০
তোমাকে প্রথমে অগ্নে। আয়ুষ্মান্ (১৩) নহুষের
আয়ুষ্মান্ বিশ্‌পতি, দেবেরা করিলা।
ইলারে করিলা তারা উপদেষ্ট্রী মনুষের(১৪)
যখন পিতার মম, পুত্র জনমিলা॥ ১১

(১৩) এই ঋকে আয়ুঃ শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে; ১ম, আয়বে আয়ো (ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী) নহুষস্য ২য়, আয়ুং বিশ্‌পতিং আমি উভয়তঃ আয়ু শব্দ রাখিয়া অনুবাদ করিলাম। ঋকের অর্থ দেবতারা অগ্নিকে আয়ুষ্মান্ নহুষের আয়ুষ্মান্ বিশ্‌পতি করিয়াছিলেন (বিশ্‌পতি অর্থে সেনাপতি (সায়ণ)। কিন্তু বিশ্‌পতি অর্থে প্রজাগণের অধিপতি হইলেও দোষ না। অর্থাৎ নহুষ রাজার যাবতীয় প্রজা (বিশ)গণের অগ্নিই পতি ছিলেন; সকল প্রজাগৃহেই অগ্নির পূজা হইত।

(১৪) এই ঋকে মনু অর্থে মনুষ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তদ্‌যথা, "মনুষস্য শাসনীং" অর্থাৎ দেবতারা ইলাকে মনুষ্যের (মনুর) শাসনী (উপদেষ্ট্রী) করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়েরা বলেন "ইড়া বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিন্যাসীদিতি; বাজসনেয়ীরা বলেন "প্রবাজানু

তুমি আমাদের অগ্নে! সধনে রক্ষহ দেব।
রক্ষা কর আমাদের পুত্রদের দেহ।
আমার পুত্রের পুত্র সদা রত ব্রতে তব
পালন করহ তার গোযূথ সমূহ ॥ ১২
তুমি অগ্নে! পালয়িতা থাকি যজ্ঞ সন্নিকটে
চারি দিকে চক্ষু রাখি দীপ্যমান হও।
তুমি পাতা অহিংসক তোমাকে যে হব্য দেয়
মনের সহিত তাঁর সেই মন্ত্র লও॥ ১৩
তুমি অগ্নে চাও, যাতে ঋত্বিক স্তুতিবাদক
যে ধন পরম বাঞ্ছা, পায় সেই ধন।
তুমি প্রতিপাল্য প্রতি পিতাও প্রসন্ন মতি
বিজ্ঞ তুমি শিশু(১৫) দিক্(১৬) করহ শাসন ॥ ১৪

যাজানাং মধ্যে মান্নবকন্যয় ময়া সর্বানিবাপস্যাসি কামানিতি সা মনুমবশাদিতি বৎ শাদিতি।" সায়ণ। পুরাণে কথিত আছে, ইলা মনুর কন্যা। কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত Burnouf বলেন, ঋগ্বেদের কুত্রাপি একথা নাই। তিনি ইলা অর্থে বাক্ এবং কোন কোন স্থলে পৃথিবী বলিয়াছেন।

(১৫) মূলে পাক শব্দ আছে, অর্থ শিশু। এস্থলে যজমানকে অগ্নি শিশুবৎ পালন করেন, এই কথা বলা হইতেছে।

(১৬) অগ্নি দিক্ শাসন করেন, শ্রুতির ইহাও মত। "দেবা বৈ দেবযজন মধ্যবসায় দিশো ন প্রজানয়িতি। সত্রমো দক্ষিণাদিগ্‌গতোঽগ্নিনা নিবর্ত্তত। সায়ণ।

তুমি অগ্নি রক্ষা কর প্রদত্তদক্ষিণ নরে
স্যূত বর্ম্ম রক্ষা করে সমরে যেমন।
সুস্বাদু অন্নেতে যে বা গৃহেতে অতিথি সেবা
করে জীব-যাগে, সেত স্বর্গের মতন॥ ১৫

আমাদের এই ভ্রম ক্ষম, অগ্নে আর ক্ষম
বিপথে এসেছি চলে বহুদূর হ'তে।
সোম্যদের পিতা তুমি আপ্তা, সুপ্রসন্ন, ভ্রমি(১৭)
ঋষিকৃৎ(১৮) তুমি দেব তাঁদের পক্ষেতে॥ ১৬

শুচি অগ্নে! মনুবৎ অঙ্গির! অঙ্গিরবৎ
যযাতি প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায়।
যজ্ঞের যাও সদনে আন তথা দেবগণে
কুশেতে বসাও, দাও হব্য সমুদায়॥ ১৭

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও অগ্নে! এই সব ব্রহ্ম দ্বারা
যথাশক্তি যথাবিদ্যা রচিলাম যাহা।
আমাদিগে দাও ধন দাও বুদ্ধি সুশোভন
প্রভূত অন্নদায়িকা হয় যেন তাহা॥ ১৮

(১৭) ভ্রমি কর্ম্মনির্ব্বাহক। (১৮) ঋষিকৃৎ—দর্শনকারী। অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ হও এই অর্থ।

৪৫ সূক্ত।

অগ্নিদেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

এই যজ্ঞে বসুগণে যজ তুমি অগ্নে!
আদিত্য সকলে যজ, যজ রুদ্রগণে।
সুশোভন যজ্ঞযুক্ত মনুজাতজনে (১)

---

(১) এই ঋকে বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণের উল্লেখ আছে। পুরাণে বসুর সংখ্যা আট। এই ভাগে ৪র্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের টীকায় বসুগণের নাম দেওয়া হইয়াছে। পৌরাণিক একাদশ রুদ্র যথা ;—

মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নির্ঋতিশ্চ মহাযশাঃ।
অজৈকপাদহির্বুধ্নঃ পিনাকী চ পরন্তপঃ॥
দহনোঽথেশ্বরশ্চৈব কপালীচ বিশাম্পতি।
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রাস্তত্রাবতস্থিরে॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়।

দ্বাদশ আদিত্য সম্বন্ধে ১৪ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ। পৌরাণিক দ্বাদশ আদিত্য যথা,—

ধাতার্য্যমাচমিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রোবিবস্বান্ পূষাচ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা।
পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়।

যজহ, আছেন যিনি ঘৃতের সিঞ্চনে। ১
হে অগ্নে! সকল দেব অতি প্রজ্ঞাবান্
যজমানে তাঁহারা করেন ফল দান,
রোহিতাশ্ব তুমি দেব স্তুতির ভাজন,
সেই ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবে(২) কর আনয়ন। ২
হে সর্ব্বভূতজ্ঞ দেব প্রভূত কর্ম্মন্
প্রিয়মেধা বিরূপ ও অত্রির যেমন,
অঙ্গিরার আবাহন করিলে শ্রবণ,
প্রস্কণ্বের শুন তথা এই আবাহন(৩)। ৩

তত্রবিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি ॥
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশোভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ ॥
বিষ্ণুপুরাণ ১।১৫।১০

(২) এই ঋকে ও অন্যান্য স্থলে ৩৩ দেবের উল্লেখ দেখা যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হইয়াছে আকাশে ১১, অন্তরীক্ষে ১১ এবং পৃথিবীতে ১১ জন দেবতা আছেন। শতপথব্রাহ্মণ বলে ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য এবং দ্যু ও পৃথিবী ৩৩ দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণানুসারে ১১ প্রযাজদেব, ১১ অনুযাজ দেব এবং ১১ উপযাজ দেব। বিষ্ণু পুরাণে ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য ৮ বসু এবং প্রজাপতি ও বষটকার এই ৩৩ দেবতা। রমেশবাবু ধৃত টীকা।

(৩) এই ঋকে প্রস্কণ্ব ঋষি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রিয়মেধ, বিরূপ, অত্রি

মহাকর্ম্মশীল সেই প্রিয়মেধাগণ
করিয়াছিলেন অগ্নি দেবে আবাহন;
বিশুদ্ধ আলোকে হয়ে যজ্ঞে দীপ্যমান্
করিবেন তাহাদের রক্ষার বিধান। ৪
ফলপ্রদ অগ্নি তুমি ঘৃতে হূয়মান,
ভালমতে শ্রবণ করহ এ আহ্বান;
রক্ষা পাইবার আশে কণ্বপুত্রগণ
যে আহ্বানে তোমাকে করিছে আবাহন। ৫
তুমি অগ্নি! বিচিত্র অন্নের শ্রেষ্ঠ পতি
বিশোৎপন্ন জন(৪) তোমা দিতেছে আহুতি
দেবতা সমীপে হব্য করিতে বহন,
হে শোচিকেশিন্! তুমি বহুপ্রিয়জন। ৬
তুমি হোতা, ঋত্বিক ও শ্রেষ্ঠ বসুদাতা
সর্ব্বত্র বিশ্রুত তব প্রশংসার কথা;

ও অঙ্গিরা এই ৪ জন ঋষির উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পুরাণানু-সারে বৈবস্বত মনুর পুত্র বিরূপ। অঙ্গিরা সম্বন্ধে (৩১ সূক্তের টীকা) এবং অত্রি সম্বন্ধে (১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ)।

(৪) মূলে্য "বিক্ষু জন্তবঃ" আছে। "প্রজাসু উৎপন্না যজমানা হবন্তে"। সায়ণ।

সতত শ্রবণ করে তোমার শ্রবণ,
স্থাপিলেন তাই যজ্ঞে তোমা বিপ্রগণ। ৭

সোম অভিষব কার্য্য করি সম্পাদন
অন্ন অভিমুখে তোমা ডাকে বিপ্রগণ,
হব্যদাতা জন্য হবি করিয়া ধারণ,
তুমিই মহান্ অগ্নি প্রভানিকেতন। ৮

বলোৎপন্ন(৫) ফলদাতা, বাসহেতুভূত(৬)
যে সকল দেব প্রাতে হন সমাগত;
তাহাদিগে অদ্য হেথা, অন্য দেবজনে
সোম পানে কুশেতে বসাও আনি অগ্নে! ৯

সম্মুখের দৈবজনে, (৭) সহ দেবগণ,
সমান হবনে অগ্নে! করহ যজন;
কল্য হইয়াছে সেই সোম অভিষুত
পান কর তাহা অদ্য দাতা দেব যত। ১০

(৫) মূলে "সহস্কৃত" শব্দ আছে। অর্থ বলেন মথিত। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এজন্য তাহাকে সহস্কৃত বলা হইয়াছে। সহঃ শব্দ বলবাচক।

(৬) "বসো" আছে। অর্থ নিবাসের হেতু।

(৭) ১ম, ৯ম ও ১০ম ঋকে মনুর্জাত ও দৈবজন শব্দের উল্লেখ আছে। তিনই মনুজাত ও অন্যান্য দেবতার ন্যায় পূজ্য। ইনি কে?

৪৯ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষি।

রুচির আকাশ’পর হইতে হেথায়
আগমন কর উষে! শোভনীয় রথে;
অরুণপ্‌ সুগণ (১) দেবি বহুক তোমায়,
আনুক তাহারা তোমা সোমীর গৃহেতে। ১

সুন্দর ও সুখকর রথে অধিষ্ঠান
কর দেবি! উষে তুমি স্বরগ হইতে!
শোভন-হব্য-সহিত এই যজমান,—
এস সেই রথে অদ্য তার সন্নিহিতে। ২

পতত্রী বিহঙ্গগণ তব আগমনে
দ্বিপদ কি চতুষ্পদ আদি জন্তুগণ,
আকাশ প্রান্তেতে রত সকলে গমনে,
হে উষে! অর্জ্জুনি! (২) করি তবানুসরণ। ৩

---

(১) মূলে “অরুণপ্সবঃ” আছে। “অরুণবর্ণা গাবঃ (সায়ণ)

(২) অর্জ্জুনী—শুভ্রবর্ণ (সায়ণ) এই অর্জ্জুনী হইতে গ্রীকদিগের Aphrodite Arjyunis এবং এগামেমননের প্রিয় Argentios উৎপন্ন হইয়াছে। রমেশবাবুর টীকা।

তমোবিনাশিনী দেবি! রশ্মিতে তোমার
রুচির জগৎ এই হয় প্রকাশিত,
ধনপ্রার্থী হয়ে তাই কণ্বের কুমার
স্তব বাক্যে তোমাকেই করিছে আহুত। ৪

৫০ সূক্ত।

সূর্য্যদেবতা প্রস্কণ্ব ঋষি।

সেই জাতবেদা দেবে কেতুগণ(১)
করিছে সূর্য্যকে উর্দ্ধেতে বহন
বিশ্ব জগতের দর্শন তরে। ১
বিশ্বপ্রকাশক সূর আগমনে
চৌরগণ যথা তথা রাত্রিসনে
তারারাজি অপগমন করে(২)॥ ২

(১) কেতুগণ "সূর্য্যাখ্যা যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ" সায়ণ। ঋগ্বেদে কিরণা-বলীকে অনেক সময় অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

(২) মূলে "অপযন্তি" শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "অপগচ্ছন্তি পলায়ন্তে।"

ইহার জ্ঞাপক কিরণ নিচয়
একে একে দেখে লোক সমুদয়
দেখে যথা দীপ্ত আগ্নের প্রভা। ৩

মহাপথ সূর্য্য! করহ ভ্রমণ
বিশ্বদর্শনীয় জ্যোতির কারণ
বিশ্বেতে সুন্দর প্রকাশ বিভা। ৪

দেববিশ্‌ (৩) সম্মুখে উদয় তোমার
মানুষ সম্মুখে উঠ সে প্রকার
দেখে বিশ্ব স্বর্গ তোমার শোভা। ৫

যে আলো প্রকাশে বরুণ পাবক (৪)
হইয়ে প্রত্যেক জনের পোষক
কর তুমি বিশ্ব অবলোকন। ৬

দিবা রাত্রি তাহে করি উৎপাদন
বিস্তৃত দ্যুলোক করহ ভ্রমণ
সকলের জন্ম করি দর্শন। ৭

(৩). মূলে "দেবানাং বিশঃ।" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, মরুদ্গণ কিন্তু অর্থ বোধ হয় দেব সাধারণ। (৪) এস্থলে সূর্য্যকে পাবক ও বরুণ দুই বলা হইয়াছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, সকলের শোধক ও অনিষ্ট নিবারক।

করে তোমা সপ্ত হরিতে বহন
ওহে সূর্য্যদেব ওহে বিচক্ষণ (৫)
কিরণের রাজি কেশ তোমার। ৮
রথের বাহিকা সপ্ত ঘোটকীকে
যুড়িলেন সূর, যোদের অভিকে
সে বাজিনী রথে গমন তাঁর। ৯
আঁধার উপরি হেরি অত্যুত্তম জ্যোতি,
দেবগণ মধ্যে যিনি দ্যোতমান্ অতি,
সেই সূর্য্য সন্নিকটে করিব গমন
আমরা সকলে, তিনি জ্যোতীশ্বর হন। ১০
মিত্রতেজা সূর্য্যদেব! উদয় হইয়া
উন্নত আকাশ পথে অদ্য আরোহিয়া,
আমার হৃদ্রোগ তুমি করহ বিনাশ
হরিমাণ রোগ দেব কর মম নাশ (৬)।

(৫) বিচক্ষণ "সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতঃ" সায়ণ।

(৬) ১১, ১২, ১৩ ঋক তিনটি একটি তৃচ." পীড়া আরোগ্যের জন্য এই ঋক্‌গুলি পড়িতে হয়। শৌনক বলেন;—

উদন্নদ্যেতি মন্ত্রোঽয়ং সৌরঃ পাপ প্রণাশনঃ।
রোগঘ্নশ্চ বিষঘ্নশ্চ ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদঃ।

কথিত আছে, প্রস্কণ্ ঋষি এই তৃচ দ্বারা সূর্য্যের স্তব করিয়া শ্বেত রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

শুকশারিকায় মম রোগ হরিমাণ (৭)
আমরা স্থাপন করি ওহে জ্যোতিষ্মান্!
হরিদ্রা দ্রব্যতে (৮) মম রোগ হরিমাণ
স্থাপিতেছি কর তার আরোগ্য বিধান। ১২
এইত আদিত্য বিশ্বতেজের সহিত
হতেছেন আকাশ উপরে সমুত্থিত
করেছেন আমার সে রোগ বিনাশন,
আমি সে শত্রুর নাহি করিনু হিংসন। ১৩

ইন্দ্রদেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি

৫২ সূক্ত।

একেবারে শতস্তোতা যাঁর স্তুতি গায়
অর্চ্চহ সে মেষে (১) সেই স্বর্গবেদিতায়;
অশ্ববৎ বেগে তাঁর রথ-যজ্ঞে ধায়,
সে রথে চড়িতে স্তব করিছি তাঁহায়। ১

---

(৭) হরিমাণ "yellowness of my body" Wilson.

(৮) মূলে "হারিদ্রং" আছে, রমেশবাবু অর্থ করিয়াছেন হরিদ্রা।

(১) মূলে "মেষং" শব্দ আছে। "শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধমানং সায়ণ।

অচল, উদক মধ্যে, পর্ব্বতের প্রায়
বাড়িলা সহস্ররূপে রক্ষিয়া সবায়,
যজ্ঞারে হর্ষিত হয়ে করি বরিষণ,
নদী আবরিতাবৃত্রে হানিলা যখন (২)। ২
আবরক-আবরীতা জলেতে বিস্তৃত,
হ্লাদ-কর মদকর সোমেতে বর্দ্ধিত ;—
এহেন ইন্দ্রকে ডাকি সহ ঋষিগণে—
অন্নদাতা তাঁহাকে—সুকর্ম্ম যোগ্যমনে (৩)। ৩
সমুদ্রকে পূর্ণ করে স্বীয় নদ যথা,
স্বর্গেতে ইন্দ্রকে করে সোমরস (৪) তথা ;
বৃত্র-বধে কাছে তার ছিলা মরুদ্‌গণ
শোষয়িতা, হিতাকাঙ্ক্ষী, শোভনদর্শন। ৪

---

(২) সব্য ঋষির পূর্ব্বপুরুষ অঙ্গিরাগণ সোমপান করাইয়া ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তখন জলাবরক মেঘরূপ বৃত্রকে তিনি নিহত করেন। বৃত্র জল মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ইন্দ্রকে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে জল মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন। বেদার্থ যত্ন।

(৩) মূলে "স্বপস্যয়াধিয়া" আছে। "শোভন কর্ম্ম যোগ্যয়া বুদ্ধ্যা।"

(৪) "সদ্মবর্হিষঃ" আছে। সদ্ম সদনং স্থানং বর্হিঃ শব্দোপলক্ষিতঃ যজ্ঞঃ যেষাং সোমানাং তে সোমাঃ "সায়ণ। "কুশস্থিত সোমরস" রমেশ বাবু।

গতিশীল জল যথা নিম্নদিকে ধায়,
ধাইলা মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সহায়;
স্ববৃষ্টি বৃত্রের দিকে সোমে মত্ত হয়ে;
ত্রিত (৫) যথা ভেদিলেন পরিধি সমূহে,

---

(৫) সায়ণ তৈত্তিরীয় সংহিতা হইতে ত্রিত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন। দেবগণের হব্যচিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। * * ত্রিত উদকপান করিতে গিয়া কূপে পড়িয়াছিলেন। অসুরেরা তাহাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য পরিধি অর্থাৎ কূপের আচ্ছাদন সৃষ্টি করিয়াছিল। ত্রিত তাহা ভেদ করিয়াছিলেন। (রমেশ)

ইন্দ্র যেরূপ অহি বা বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ত্রৈতন বা ত্রিতও সেইরূপ করিয়াছিলেন। ইহা ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে আছে। ত্রৈতন বা ত্রিত যে আর্য্যদিগের প্রাচীন দেব, 'অবস্থা' গ্রন্থ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঋগ্বেদে অহিহন্তা ইন্দ্র যেরূপ উপাস্য, ইরাণীয় "অবস্থা" গ্রন্থে "অজি" হন্তা "থ্রেতন" তেমন উপাস্য। ঋগ্বেদের ত্রিত "আপ্ত্য বংশীয় (১।১০৫।৯) অবস্থা গ্রন্থের থ্রেতন ও "(আথ্য)" বংশীয়। গ্রীকদিগের প্রধান দেব Zeus কে কখন ত্রিত বলিত কিনা জানা যায় না, কিন্তু Zeus কন্যা Athini (সংস্কৃত অহনা) কখন কখন ত্রিত কন্যা (Tritogenia) নামে বর্ণিত হইতেন। আবার Triton নামে গ্রীকদিগের জনৈক জলদেব বা সমুদ্রদেব ছিলেন। ইনিই কি আপ্ত্য ত্রিতের অনুরূপ? সায়ণ বলেন জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া ত্রিত

ইন্দ্র তথা যজ্ঞ-অন্নে হয়ে উৎসাহিত,
বলকে ভেদিয়া বজ্রী করিলা পাতিত। ৫
নভে আবরিয়া জল যথন-শায়িত
প্রকাণ্ড বৃত্রের তনু করিলে ঘাতিত;
শত্রু-বিজয়িনী দীপ্তি পাইল প্রকাশ,
হে ইন্দ্র! বলের তব হইল বিকাশ। ৬
ব্রহ্মেতে বাড়ায় তোমা, ব্রহ্ম তোমা পায়,
হ্রদ পায় যে প্রকারে উর্ম্মি সমুদায়।
তব যোগ্যবল দেব ত্বষ্টা বাড়াইলা,
শত্রুঘাতি বজ্র ত্বষ্টা গড়াইয়া দিলা। ৭
অশ্বে চ'ড়ি সিদ্ধ কর্ম্মন্! বৃত্রকে বধিলে,
যখন মনুষ্য মাঝে আসিতে চাহিলে।
বৃষ্টি হ'ল; লৌহ বজ্র করিলে ধারণ।
দেখিতে আকাশে সূর্য্য করিলে স্থাপন। ৮
ভয়ে ভয়ে হ্লাদকর স্বর্গের প্রাপক
রচিলা স্তোতারা স্তোত্র বলবিধায়ক;

"আপ্ত্য"। অতএব অহিহন্তা ত্রিত বা ত্রৈতন আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন দেব সন্দেহ নাই; কিন্তু হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকেই অহিহন্তা বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, তখন ত্রিত ক্রমশ মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেলেন। তখন "একত" ও "দ্বিত" দুইটী নূতন নাম সৃষ্ট হইয়া আখ্যান কল্পিত হইল।

স্বর্গ রক্ষাকারী, নর হিতকর রণে
ইন্দ্রে উৎসাহিলা যুটি সব মরুদ্‌গণে। ৯
পৃথক্ হ'ল ভয়ে দ্যৌ এত বলবান্
সে অহির শব্দে, যেই বজ্রের সন্ধান
করিয়া ছেদিলে মত্ত ইন্দ্র! বৃত্রশির,—
বাধাদাতা (৬) ছিল যেই দ্যাবা পৃথিবীর। ১০
দশগুণ হ'ত যদি হে ইন্দ্র! পৃথিবী
কৃষ্টিগণ (৭) চিরদিন বাঁচিত যদ্যপি;
তবেই তোমার কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ হইত,
তোমার বলের কার্য্য দ্যৌবৎ মহত। ১১
ব্যাপ্ত রজসের পারে থাকি নিজ বলে
ভূলোক করিলে সৃষ্টি রক্ষিতে সকলে;
ধৃষন্মনা! সকল বলের প্রতিমান (৮)
স্বর্গ অন্তরীক্ষ ব্যাপি তব অবস্থান। ১২
পৃথ্বীর প্রতিভূ তুমি, বিস্তৃত স্বর্গের
পতি তুমি, যেই স্থান দেবতাবর্গের;

---

(৬) মূল "বদ্বধানস্য বৃত্রস্য" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "বাধনশীলস্য বৃত্রস্য"। যে বৃত্র স্বর্গ পৃথিবীর বৃষ্টি অবরোধ করিয়া ব্যাপ্ত ছিল।

(৭) মূলে "কৃষ্টয়ঃ" শব্দ আছে। অর্থ "মনুষ্য" সায়ণ।

(৮) প্রতিমান—প্রতিভূ।

ব্যাপিয়াছ অন্তরীক্ষ মহত্বে তুমিই
তোমার সমান আর অন্য কেহ নাই। ১৩
আকাশ পৃথিবী যাঁর ব্যাপ্তি নাহি পায়,
আকাশের সিন্ধু যাঁর অন্তে নাহি যায়;
বৃষ্ট্যর্থে মাতিলে রণে অতুল্য প্রবল,
একাকী সে তুমি বশ করেছ সকল। ১৪
এই যুদ্ধে মরুদ্গণ অর্চ্চিল তোমায়
বধিলে বৃত্রকে যদা বজ্রের দ্বারায়,
আঘাত করিয়া তার আননের প্রতি;
হইলা দেবতা সবে আনন্দিত অতি। ১৫

১ম মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি।

মহাত্মা ইন্দ্রকে দেই সুন্দর বাক্যের ডালি
যজমান গৃহে তাঁকে করিতেছি স্তুতি;
সুপ্তের ধনের মত তিনি রত্ন অবগত,
মন্দ স্তুতি নাহি সাজে ধনদাতা প্রতি। ১
ইন্দ্র তুমি অশ্বদাতা গোদাতা যবাদি দাতা
তুমি বসুপতি, তব প্রতিপাল্য সব;

দান নেতা, পুরাতন, নহে আশাবিনাশন
সখি মধ্যে সখা, তাঁকে করিতেছি স্তব। ২
বহু কর্ম্মা শচীবান্ তুমি ইন্দ্র দ্যুতিমান্
চৌদিকের ধন, জানি, সকলি তোমার;
এনে কর বিতরণ আমাদিগে সেই ধন
কাম্য ব্যর্থ করিও না তোমার স্তোতার। ৩
এই হব্য দীপ্তিমান্ এই সোম-রস পান
করিয়া প্রসন্ন হও, অশ্ব গাভী দিয়ে;
সোমে হৃষ্ট ইন্দ্র সনে দলি যত শত্রুগণে
নিরাপদে থাকি অন্নভোগ সুখ পেয়ে। ৪
হে ইন্দ্র! অন্ন ও ধন সকলের বিনোদন
দ্যুতিমান্ অশ্বগণ যেন মোরা পাই;
তোমার প্রসন্নমতি বীরঘাতী অশ্ববতী
গোপূর্ব্বা, লভিয়া যেন সুখে থেকে যাই। ৫
সে মত্ত মরুদ্গণ, বলপ্রদ হব্য, (১) সোম
মাতাইল তোমা যদা বৃত্র-বধে গেলে;

(১) মূলে "বৃষ্ণ্যা" শব্দ আছে। "বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্যতব সম্বন্ধীনি চরুপুরোড়াশাদীনি হবীংষি।" অর্থাৎ মরুদ্গণ, চরুপুরোডাশাদি হব্য, সোম—সকলেই তোমাকে প্রমত্ত করিয়াছিল।

যখন ওহে সৎপতি! তুষ্ট হয়ে দাতা প্রতি
দশ সহস্রক বৃত্রে (২) সংহার করিলে। ৬
যুদ্ধ হ'তে যুদ্ধান্তরে যাও শত্রু হত করে
পুর হতে পুরান্তর তুমি ধ্বংস কর।
নমী ঋষি সাহায্যেতে বধিলে দূর দেশেতে
মায়াধারী নমুচীকে ইন্দ্র বজ্রধর। ৭
অতিথিগ্বের নিমিত্ত করঞ্জে পর্ণয়ে হত
তেজস্বিনী বর্ত্তনীতে (৩) তুমি করিয়াছ।
হয়ে শূন্য-অনুচর বঙ্গৃদ-শত-নগর
ঋজিশ্বা রাজাবরুদ্ধ, তুমি ভেদিয়াছ। ৮
অবন্ধু সুশ্রবা (৪) সাথে এসেছিল যুদ্ধ-অর্থে
যে বিংশতি জন-পদ-অধিপ তা সবে ;

(২) মূলে "দশসহস্রাণি বৃত্রাণি" আছে। "বৃত্রানি আবরকাণি উপদ্রবজাতানি" সায়ণ। রমেশবাবু উপদ্রব শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বৃত্র শব্দই রাখিলাম।

(৩) 'বর্ত্তনী' শব্দ মূলে আছে। "শত্রু প্রেরণ কুশলয়া শক্ত্যা" সায়ণ। 'Gleaming spear' Wilson. এই ঋকে যে অতিথিগ্ব রাজার উল্লেখ আছে, তিনি আর কেহই নন, দিবোদাস! "অতিথি ভির্গস্তব্যায় দিবোদাসায়" (১।৫১।৬)

(৪) সুশ্রবা সম্বন্ধে সায়ণ নির্ব্বাক্। রমেশবাবু বলেন, বায়ু পুরাণে সুশ্রবা একজন প্রজাপতি।

ষষ্টি সহস্রক নব নবতি পদাতি সব
দুর্জয্য চক্রেতে জয় করিলে আহবে। ৯
তোমার পালন-বশে বাঁচাইলে সুশ্রবসে
ত্রাণকর পালনে রক্ষিলে তূর্বযান;
এই যুবা রাজাধীনে (৫) আনিলে নৃপতি তিনে
কুৎস, অতিথিগ্ব, আয়ু যাঁদের আখ্যান। ১০
তব যজ্ঞ উদ্যাপনে মোরা যারা সখাগণে
তব প্রিয় হয়ে আছি দেবের পালনে।
তোমাকে করিব স্তব, দিবে বীর পুত্র সব,
সুখেতে কাটিব দিন সুদীর্ঘ জীবনে (৬)। ১১

৬০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি।

যশস্বী যজ্ঞের কেতু, রক্ষয়িতা, দূত, বহ্নি
সদাই যজ্ঞের দ্রব্য করেন বহন।

---

(৫) সুশ্রবা রাজার অধীনে কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ু নামক তিনজন নৃপতিকে আনা হইয়াছিল।

(৬) এই সূক্তে করঞ্জ, পর্ণয় ও বঙ্গৃদের উল্লেখ আছে; তাহাদের সম্বন্ধে সায়ণ কিছুই বলেন নাই। শত পুরাধিপতি বঙ্গৃদের নাম হইতে কি বঙ্গ নামের উৎপত্তি হইয়াছে?

দ্বিজন্মা (১), ধনের স্থায় প্রশংসিত মিত্র তাঁকে,
মাতরিশ্বা (২) ভৃগুকে করিলা আনয়ন ॥ ১
হবিষ্মান্ কাম্যবান্ দেব ও মানবগণ
এই শাসিতায় সেবা করেন উভয়ে।
আদিত্যের পূর্ব্বে স্থিত ছিলেন এ পূজ্য হোতা
বিশ্‌পতি বিশ্‌গণের বিধাতা হইয়ে ॥ ২
হৃদজাত মধুজিহ্ব অগ্নিদেবে আমাদের
নব স্তুতি করুক বেষ্টিত পুরোভাগে।
মনুষ্য ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞ অন্ন নিবেদন
করিয়া জন্মায় তাঁকে সংগ্রামের আগে ॥ ৩
অগ্নি কামনার পাত্র, পাবক, বরেণ্য, বসু (৩)
হোতা হয়ে যজ্ঞের বিশ্‌ মধ্যে সংস্থাপিত।
শত্রুর দমনে মন, গৃহপতি যজ্ঞগৃহে
রয়িপতি(৪) রয়িদের হউন সতত ॥ ৪
ধনপতি ওহে অগ্নে! আমরা গোতম সবে
তোমাকে প্রশংসা করি মননীয় স্তবে।

---

(১) দুইখানি অরণি কাঠে উৎপন্ন এজন্য অগ্নি দ্বিজন্মা।

(২) মাতরিশ্বা সম্বন্ধের ১।৩১।৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) বসু—নিবাস হেতু, বাসয়িতা।

(৪) রয়ি অথবা রে (ইংরেজি ray) অর্থ কিরণ।

আরোহী অশ্বকে যথা মাজে তোমা মেজে (৫) তথা ;
অন্নকর্ত্তা প্রজ্ঞাবসু (৬) এস প্রাতে তবে॥ ৫

৬৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

বিচিত্র ধনের ন্যায় দর্শক সূর্য্যের প্রায়
আয়ুবৎ প্রাণ, হিতকারী পুত্রবৎ ;
অশ্ববৎ ধারয়িতা ধেনুবৎ প্রণীয়িতা
বনদগ্ধকারী অগ্নি শুচি ও ভাস্বৎ। ১
গৃহবৎ রমণীয় ধনরক্ষক স্থানীয় (১)
সুপক্ক যবের ন্যায় জনগণ-জেতা ;
ঋষিবৎ স্তোতা অগ্নি বিশেতে প্রশস্ত যিনি,
বাজীবৎ হৃষ্ট হউন অন্নের প্রদাতা। ২
দুষ্প্রাপ্যতেজা সে অগ্নি ক্রতুবৎ নিত্য যিনি,
গৃহেতে জায়ার ন্যায় সবের ভূষণ !

(৫) মূলে "মর্জয়ন্তঃ" শব্দ আছে। "অগ্নে হর্বির্বহন প্রদেশং মর্জয়ন্তঃ" অগ্নির হবির্ব্বহন স্থানটি মার্জ্জন করিয়া (মাজিয়া)।

(৬) "মূলে ধিয়াবসু' আছে প্রজ্ঞাবসু (রমেশবাবু)

(১) মূলে 'ক্ষেম' শব্দ আছে ; লব্ধধনকে ক্ষেম বলে।

প্রজ্জ্বলিত হইলে হায় দৃষ্ট চিত্র শ্বেত (২) প্রায়
বিশে রথ প্রায় দীপ্ত, সমরে দাহন। ৩
প্রেরিত সেনার ন্যায় দীপ্ত ক্ষেপ্তৃ ইষুপ্রায়
অগ্নি শত্রুগণে ভয় করেন সঞ্চার।
হইয়াছে যাহা জাত অথবা হবে সঞ্জাত
সকলই অগ্নি (৩), অগ্নি কুমারীর জার (৪)।
আবার অগ্নিই পতি সকল জায়ার॥ ৪
গাভী গৃহে যায় যথা অগ্নি কাছে যাব তথা
লয়ে মোরা উপহার জঙ্গমে স্থাবরে;
জল যথা নীচে ধায় অগ্নি জ্বালাসমুদায়
প্রেরণ করেন তথা দিগ্‌দিগন্তরে;
সুদৃশ্য অগ্নির যোগ হয় সে অম্বরে। ৫

(২) মূলে "চিত্রো যদভ্রাট্ শ্বেতোন" আছে। যখন প্রজ্জ্বলিত হন, তখন চিত্র শ্বেত (সূর্য্যের) ন্যায়। শ্বেত অর্থ সূর্য্য (সায়ণ)।

(৩) মূলে 'যম' শব্দ আছে। অগ্নি ইন্দ্রের সঙ্গে সহজাত বলিয়া ইহার এক নাম যম। সায়ণ।

(৪) লাজাদি দ্রব্যের দ্বারা হোম করিলে কন্যা আর কন্যা থাকে না, বিবাহিতা হয়; এ জন্য অগ্নিকে কন্যার জার বলা হইয়াছে। সায়ণ।

(৫) বিবাহিতা স্ত্রী (জায়া) অগ্নির অর্চ্চনা বা সহায়তা করেন, এ জন্য অগ্নি জায়ার পতি।

৬৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

মর্ত্ত্য মিত্র, বনে জাত, যজমান পালয়িতা
রাজা যথা কার্য্য ক্ষমে (১) করেন পালন;
ক্ষেমবৎ সাধু অগ্নি ভদ্র যথা কর্ম্মকর্ত্তা (২),
করুন হব্যবাট্ হোতা কর্ম্মের শোভন! ১

ধারণ করিয়া অগ্নি হস্তেতে সমস্ত ধন
গুহা প্রবেশিলে (৩) ভীত সমস্ত দেবতা;
হৃদয়ের কৃত মন্ত্রে করিয়া স্তব তখন
পাইলেন তাঁকে যত নেতা কর্ম্মধাতা। ২

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ধরিলা অজের (৪) প্রায়
সত্য মন্ত্রে আকাশের করিলা স্তম্ভন;

---

(১) মূলে 'অজুর্য্যং' শব্দ আছে। জরারহিতং দৃঢ়াঙ্গং সর্ব্বকার্য্যে শক্তং। সায়ণ।

(২) মূলে "ক্ষেমো ন সাধুঃ ক্রতুর্ন ভদ্রঃ" আছে। ক্ষেম-রক্ষক, সাধু সাধয়িতা, ক্রতু কর্ম্মকর্ত্তা এবং ন শব্দ তুল্যার্থে।

(৩) অগ্নি গিরিগহ্বরে, অশ্বত্থ বৃক্ষের কোটরে এবং জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি প্রবাদ সায়ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৪) অজ-সূর্য্য।

হে বিশ্বায়ু! (৫) রক্ষ প্রিয় পশু-পদ সমুদায়,
গুহা হ'তে কর অগ্নে! গুহেতে (৬) গমন। ৩
যে জানে গুহাস্থ তাঁকে, যে বা যজ্ঞ-ধারয়িতা
অগ্নিদেব নিকটেতে করে আগমন;
যাঁহারা করিয়া যজ্ঞ হয় সে অগ্নির স্তোতা,
বলে দেন তাঁহাদিগে কোথা আছে ধন। ৪
নিহিত যে ওষধীতে করিলা মহৎ গুণ,
মাতৃভূতা ওষধীতে প্রজার নিধান;
চেতয়িতা অপ্স্থিত সে বিশ্বায়ুকে ধীরগণ
গৃহবৎ পূজি, যজ্ঞ করেন বিধান। ৫

৬৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

স্থিত হব্যবাহ অগ্নি আকাশে মিশায়ে হব্য,
প্রকাশ করেন রাত্রি জঙ্গম স্থাবরে।

---

(৫) বিশ্বায়ু-বিশ্বার।

(৬) মূলে 'গুহং' শব্দ আছে। অর্থ গুহা।

স্থাবর জঙ্গম মাঝে থাকি, দেবগণশ্রেষ্ঠ,
দ্যুতিমান্ অগ্নিদেব বিশ্বচরাচরে ॥ ১
শুষ্ক কাষ্ঠ হতে দেব! প্রজ্বলিত হয়ে তুমি
জনমিলে সবে তব কর্ম্মে হয় রত।
অমর তোমাকে অগ্নি! স্তবে তুষ্ট করি সবে
প্রাপ্তবান্ হয় তারা দেবত্ব প্রকৃত ॥ ২
আগত হইলে অগ্নি, কৃত তাঁর যজ্ঞ স্তুতি,
বিশ্বায়ু তাঁহাকে লোকে যজ্ঞ করে দান।
যে তোমাকে করে দান(১) কিম্বা কর্ম্ম শিক্ষা করে
ধন দাও তাকে জানি তার অনুষ্ঠান ॥ ৩
মনুর অপত্য মাঝে তুমি দেবগণ হোতা
তুমি তাহাদের যত ধনঅধিপতি,
স্বতনুতে পেয়ে পুত্র বেঁচে থাকে তারা সবে
অমূঢ় হইয়া স্ব স্ব পুত্রের সংহতি ॥ ৪
পুত্র (২) যথা পিতৃ বাক্য, সত্বর শাসন তাঁর
শুনে যারা, কর্ম্ম তারা করয়ে তাঁহার।

---

(১) মূলে 'দাশাৎ' শব্দ আছে। চরুপুরোডশাদি হব্যের দান বশতঃ। সায়ণ।

(২) মূলে 'পুত্র' শব্দ আছে। বেদে 'পুত্র' শব্দ "পুত্র" ভাবে কথন লিখিত হয় নাই। 'পুত্রঃ পুরু ত্রায়তে নিপরণাৎ বা পুং নরকং তত-

দেন প্রভূতান্ন অগ্নি যজ্ঞদ্বারভূতধন,
দমাগ্নি (৩) করেন নাকে নক্ষত্র (৪) বিস্তার ॥ ৫

৭১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

প্রীত করে যথা জায়া নিত্য পতি সেবে,
সেরূপে ভগিনীগণ (১) আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ মন
কামে পূর্ণ অগ্নিদেবে হব্য দিয়া সেবে ;
অথবা শ্যামবরণা পরেতে উজ্জ্বলরঙা (২)
বিকশিতা হলে উষা গগনের গায়,

ত্রায়তে ইতি বা (নিরুক্ত ২, ১১)। সুতরাং পুন্নাম নরক হইতে পুত্র ত্রাণ করে, যাস্ক এ অর্থ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(৩) মূলে "দমুনা" আছে। দম অর্থে যজ্ঞ গৃহ, তাহাতে আসক্ত অগ্নি।

(৪) মূলে "স্তৃভিঃ" আছে। "স্তৃভিঃ নক্ষত্রৈ" (সায়ণ)। এই স্তৃ শব্দ হইতে ইংরেজি ষ্টার (Star) ও বাঙ্গলা তারা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

(১) মূলে 'স্বসারঃ' আছে। অঙ্গুলিরূপিণী ভগিনীগণ (সায়ণ)

(২) মূলে "শ্যাবী মরুষীং" আছে। "উষা প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ পরে শুভ্রবর্ণ হয়" (রমেশ) কিন্তু অরুষী শব্দে লালবর্ণও বুঝায়।

তাঁহাকে সেবয়ে যথা রশ্মি সমুদায়।১

আমাদের পিতৃগণ উক্থ করি উচ্চারণ
বলবান্ দৃঢ় অদ্রি (৩) করিলা হনন,
স্তবের প্রভাব ছিল তাঁদের এমন।

মহত্ত দ্যুলোক পথ হ'ল তাতে আবিষ্কৃত
সুখের দিবস আর সুখের কেতন (৪)
পণি অপহৃত ধন লভিলা তখন। ২

ধারণ করিয়া ঋত (৫) কর্ম্ম তাঁর ধনান্বিত
করিয়া আর্য্যেরা পরে ধরিলা তাঁহারে (৬)
নিরত থাকিলা তাঁর সেবা করিবারে (৭)।

---

(৩) মূলে "অদ্রিং" আছে। "পণিনামানমসুরং" সায়ণ।

(৪) মূলে "কেতুং' আছে। অহ্নঃ কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারং আদিত্যং" সায়ণ।

(৫) মূলে 'ঋতং' আছে। দেবযজনং দেশং প্রগুং অর্থাৎ দেব-যজন দেশপ্রাপ্ত অগ্নিকে গার্হপত্যাদিরূপে ধারণ করিয়া (সায়ণ)। যজ্ঞরূপ অগ্নিকে ধারণ করিয়া (রমেশ)।

(৬।৭) পরে তাঁহারা অনুষ্ঠানগুলিকে ধনান্বিত করিয়া ধারণ করেন অর্থাৎ কৃতাগ্ন্যাধান হন, তৎপরে অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মে বিহার করেন অর্থাৎ রত থাকেন (সায়ণ)। This and the preceding stanza are corroborative of the share borne by the

কর্ম্মে যুক্ত হয়ে তাঁর স্পৃহাশূন্য হয়ে আর
হব্যদানে দেবনরে শ্রেয় সম্পাদিয়া,
অর্চ্চনা করিলা তাঁকে সম্মুখে যাইয়া ॥ ৩
গৃহে গৃহে প্রাদুর্ভূত, ধরি অগ্নি বর্ণ শ্বেত,
হন, মাতরিশ্বা তাঁকে করিলে মথিত,
বিভক্ত হইয়া যিনি প্রাণে অবস্থিত (৮)।
মহান্ রাজার কাছে যথা করে অন্য রাজে,
অগ্নিকে করেন তথা ভৃগবান্ যত,
দৌত্যেতে প্রেরণ স্বীয় সখ্যতা বশত ॥ ৪

Angirasas in the organisation, if not in the origination of the worship of fire. That priestly family or school (Angirasas) either introduced worship with fire or extended or organised it in various forms in which it came alternately to be observed. Wilson এবং Muir ও বিবেচনা করেন যে, মনু, অঙ্গিরা, ভৃগু, অথর্ব্বা, দধীচি প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ দ্বারা ভারতবর্ষে অগ্নিহোমাদি অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। (রমেশ)

(৮) মূলে "বিভৃতঃ" আছে। প্রাণিষু প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিরূপেণ বিহৃতো বিভজ্য স্থিতঃ। সায়ণ।

মহান্ দিবপিতায় যখন যাজ্ঞিক দেয়
এই রস (৯) সরে যায় স্পর্শকুশলীরা, (১০)
হব্যবাহী জানি অগ্নে তোমাকে তাহারা।
নাশক ধনুক ধরি অগ্নি ইষু ক্ষেপকারী
দীপ্ত ইষু তাহাদিগে করেন ক্ষেপণ,
দুহিতায় (১১) করেন দীপ্তির সংস্থাপন ॥ ৫

যজ্ঞ-গৃহে আপনার, হ'তে তোমা চারিধার,
প্রজ্বলিত করে যেবা করিয়া কামনা,
অনুদিন অন্ন দিয়া করে আরাধনা ;
দ্বিবর্হা (১২) বয়ঃ (১৩) তাহার বৃদ্ধি কর বারংবার,
যুদ্ধে যারে রথ সহ করহ প্রেরণ,
প্রাপ্ত হ'ক যে যুদ্ধার্থী তব দত্ত ধন ॥ ৬

(৯) রস—হবিঃ।

(১০) স্পর্শ কুশলীরা-রাক্ষসেরা।

(১১) দুহিতা উষা; রাত্রির পর উষা আইসে, এ জন্য রাত্রির দুহিতা উষা। সায়ণ।

(১২) দ্বিবর্হা মধ্যম ও উত্তম স্থানের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, এ জন্য অগ্নি দ্বিবর্হা।

(১৩) বয়ঃ—অন্ন।

মহতী সরিৎ সপ্ত (১৪) সমুদ্রকে যথা প্রাপ্ত
হয়, তথা এ সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হয়
অগ্নিকে, ইহাতে কিছু নাহিক সংশয়।
জ্ঞাতিবর্গ আমাদের না পায় ভাগ অন্নের,
আমাদের বস্তুতঃ নাহিক এত ধন,
জেনে দেবগণে স্তোত্র কর নিবেদন ॥ ৭
অন্ন পাইবার আশে নৃপতিতে (১৫) যাহা পশে,
সেই দীপ্ত শুচি তেজে নিষিক্ত গর্ভেতে
করি রেতঃ, অগ্নিদেব সেই রেতঃ হ'তে,
উৎপন্ন করুন সুত, অনবদ্য, বলযুত,
যুবক, শোভন কর্ম্মা, গুণেতে মণ্ডিত ;
করুন তাহাকে যজ্ঞকর্ম্মেতে প্রেরিত। ৮
মনের ন্যায় ঝটিতি (১৬) একাকী করেন গতি
স্বর্গীয় মার্গেতে সেই সৌর দিবাকর,
পেয়ে যুগপৎ কত ঐশ্বর্য্য বিস্তর ;

---

(১৪) সপ্তনদী। বেদসংহিতা ১ম ভাগ, ৭।৩৬।৬ দেখ।

(১৫) মূলে "নৃপতিং"আছে। 'নৃণাম্ ঋত্বিজাম্ পালকং যজমানং" সায়ণ।

(১৬) সূর্য্যের দ্রুত গমন সম্বন্ধে সায়ণ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তদ্যথা

সুপাণি বরুণ মিত্র শোভায় বিরাজে তত্র,
গাভীতে নিহিত আছে যে প্রিয় অমৃত,
সে অমৃত রক্ষা করি তারা অবিরত॥ ৯
পৈতৃিক সখ্যতা অগ্নে! ভুলিও না কদাচনে
আমাদের পিতৃগণ করিলেন যাহা,
তুমি কবি সর্ব্বজ্ঞ অবশ্য জান তাহা;
রূপ (১৭) যথা নভঃ নাশে আমাকে জরা বিনাশে
সেইরূপ, অতএব দয়ার প্রকাশে,
কর হেন জরা যেন নাশিতে না আসে॥ ১০

৭৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

জাতবেদা সর্ব্বদর্শিন্! গোতমেরা
পূজিলেন তোমা পূরা স্তোত্র দ্বারা,
দ্যুম্ন স্তোমে মোরা পূজি এখন। ১

যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে।
একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোস্তুতে॥

(১৭) মূলে "নভোন রূপং" আছে। "যথান্তরীক্ষং রূপবন্তঃ সূর্য্যরশ্মর আচ্ছাদয়ন্তি তদ্বৎ" সায়ণ। •

ধন কামনায় তোমাকে গোতম
করিলেন সেবা প্রদানিয়া স্তোম,
ছ্যুম্ন স্তোমে মোরা পূজি এখন। ২
আবাহন করি আমরা তোমায়,
তুমি ধনদাতা অঙ্গিরার ন্যায়,
ছ্যুম্ন স্তোমে তোমা পূজি এখন। ৩
স্থানভ্রষ্ট কর তুমি দস্যুগণে
তুমি বৃত্রহন্তা, বলি তেকারণে;
ছ্যুম্ন স্তোমে তোমা পূজি এখন। ৪
অগ্নির উদ্দেশ্যে মোরা রহুগণ
উচ্চারণ করি মধুর বচন,
ছ্যুম্ন স্তোমে তোমা (১) পূজি এখন। ৫

৮৬ সূক্ত।

মরুদ্গণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

সমুজ্জ্বল মরুদ্গণ! অন্তরীক্ষ হ'তে
এসে সোম পান কর যাঁহার গৃহেতে,
সুরক্ষাসম্পন্ন তিনি। ১

(১) মূলে "দ্যুম্নৈঃ" আছে। "ত্বদীয়ৈঃ গুণ প্রকাশকৈঃ মন্ত্রৈঃ" সায়ণ।

যজ্ঞবাহি মরুদ্‌গণ! করহ শ্রবণ
আবাহন তাঁর, যজ্ঞে নিরত যে জন,
যজ্ঞেতে মেধাবী যিনি। ২

কিম্বা তীক্ষ্ণ করে বিপ্র মরুদ্‌গণে (১) যাঁর
হব্য দানে ঋত্বিকেরা (২), হয় তায় তাঁর
গোযুক্ত ব্রজেতে (৩) গতি। ৩

যজনীয় দিনে যজ্ঞে সোম অভিষুত
হয় এ বীরের (৪) জন্য, হর্ষের সহিত
উচ্চারিত হয় গীতি॥ ৪

(১) এস্থলে মরুদ্‌গণকে "বিপ্র" বলা হইয়াছে। ১।১৯।৫ ঋকে মরুদ্‌গণকে "সুক্ষত্র" বলা হইয়াছে। অনেক স্থানে মরুদ্‌গণই স্বর্গের বিশ্‌। যদি বৈদিক সময়ে বিপ্র, ক্ষত্র, বিশ্‌ শব্দ জাতিবাচক হইত, অথবা দেবতাগণের মধ্যে একটা জাতিভেদের কল্পনা করা ঋষিদের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে উক্ত ত্রিবিধ শব্দ দ্বারা এক দেবতাকে বিশেষিত করা হইত না।

(২) মূলে "বাজিনঃ" আছে "ঋত্বিকগণ" (সায়ণ)।

(৩) মূলে "ব্রজ" শব্দ আছে, অর্থ গোষ্ঠ।

(৪) মূলে "অস্য বীরস্য" আছে। সকল মরুৎকে একত্রে বলাতে এক বচনের ব্যবহার হইয়াছে।

শত্রু-অভিভবকারী এই মরুদ্‌গণ
শ্রোতার এ স্তব বাক্য করুন শ্রবণ,
অন্ন তিনি হ'ন প্রাপ্ত। ৫

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরতে হইয়ে সুরক্ষিত,
সর্ব্বজ্ঞ মরুদ্‌গণ! তব রক্ষোপেত,
দিয়াছি হব্যাদি কত॥ ৬

যজনীয় মরুদ্গণ! তোমরা যাঁহার
গ্রহণ করহ হব্য, হউক তাঁহার
সৌভাগ্যের অভ্যুদায়। ৭

হে সত্য-বল-সম্পন্ন নেতা মরুদ্গণ!
স্তবেতে ঘর্ম্মাক্ত কায় স্তুতিপরায়ণ
তোমাদিগে কামনা করেন যেই জন
জান তাঁর অভিপ্রায়॥ ৮

হে সত্যবলসম্পন্ন মরুৎ সকল!
প্রকাশ করহ সেই মাহাত্ম্য উজ্জ্বল,
কর তাহে রক্ষঃ নাশ। ৯

গূহ্য (৫) তমঃ নাশ কর, কর বিদূরিত
সমস্ত অত্রিকে (৬), কর যে জ্যোতি বাঞ্ছিত,
ধরায় তার প্রকাশ॥ ১০

---

(৫) মূল "গূহতা গূহ্যংতমঃ" আছে। "গুহ্যং গূহায়াং স্থিতং সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমানং তমোহন্ধকারং গূহত সম্বৃতং কুরুত * * বিনাশয় ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৬) মূলে "অত্রিণং" আছে। "অত্তারং রাক্ষসাদিকং" সায়ণ।

৮৯ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

সর্ব্বদিক্ হ'তে অত্র আসুক যজ্ঞ সকল,
অদব্ধ, অপ্রতিরুদ্ধ—দেয় যাতে শুভফল;
দেবগণ, আমাদিগে না করেন ত্যাগ যাঁরা,
প্রত্যহ পালেন, সদা মঙ্গল করুন তাঁরা। ১

হ'ক ঋজু দেবগণ-অনুগ্রহ শুভকর,
হউক তাঁদের দান বর্ষণ মোদের' পর;
তাঁদের সখিত্ব যেন আমরা সকলে পাই,
বাঁচিবার জন্ত আয়ু তাঁদের নিকটে চাই। ২

পূর্ব্বের বাক্যেতে করি তাঁহাদিগে আবাহন,—
অদিতি, অস্রিধ (১) দক্ষ (২), ভগ, মিত্র, অর্য্যমন্,

Tusky spirit—*Max-muller*. Atrin which stands for Attrin is one of the many names assigned to the powers of darkness and mischief. Atri is derived from Atra which means tooth or jaw. *Max-muller*.

(১) শোষণ রহিত ও সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান মরুদ্গণ। সায়ণ।

(২) দক্ষ প্রজাপতি অথবা প্রাণ। সায়ণ।

বরুণ ও অশ্বিদ্বয়ে, সোমে আবাহন করি ;
হউন সুভগা দেবী সরস্বতী সুখকরী। ৩

এনে দিন আমাদিগে সুখদ ভেষজ বাত ;
আসুন পৃথিবী মাতা আসুন আকাশ তাত ;
প্রস্তর সোমপীড়ক, করুন তা আনয়ন ;
ধ্যান-গম্য অশ্বিদ্বয়! করহ যাচঞা শ্রবণ। ৪

আবাহন করি ইন্দ্রে স্থাবর জঙ্গমপতি,
পালুন ঈশান, যাঁর যজ্ঞে হয় এত প্রীতি ;
ধনের বৃদ্ধির জন্য পূষা যথা রক্ষয়িতা
হউন সে পূষা তথা আমাদের স্বস্তিদাতা। ৫

স্বস্তি করুন আমাদের ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবা,
স্বস্তি করুন আমাদের পূষা বিশ্ববেদা।
স্বস্তি করুন আমাদের তার্ক্ষ্যারিষ্ট নেমি, (৩)
স্বস্তি করুন আমাদের দেব বৃহস্পতি।৬

"দক্ষং সর্ব্বস্য জগতো নির্ম্মাণে সমর্থং প্রজাপতিং
যদ্বা প্রাণ রূপেণ সর্বেষু ব্যাপ্য বর্ত্তমানং হিরণ্যগর্ভং।
প্রাণো বৈ দক্ষ ইতিশ্রুতেঃ। সায়ণ।

(৩) তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি শব্দে তৃক্ষেরপুত্র অরিষ্টনেমিকে বুঝাইতেছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, তৃক্ষের পুত্র "গুরুত্মান্" বা গরুড়। রমেশ

পৃশ্নিপুত্র শ্বেতবিন্দু অশ্বযুক্ত মরুদ্গণ,
করেন শোভনগতি যজ্ঞভূমে আগমন;
অগ্নিজিহ্ব, বুদ্ধিমন্ত সূরচক্ষা দেবগণ,
এসে হেথা আমাদিগে সবে করেন পালন। ৭

কর্ণে যেন শুনি মোরা ভদ্রবাক্ দেবগণ
চক্ষে যেন করি মোরা ভদ্রবস্তু সন্দর্শন;
দৃঢ়াঙ্গ শরীরে যেন তোমাদের স্তব গাই।
দেবতা বিহিত আয়ু আমরা সকলে পাই। ৮

শতেক শরৎ আয়ু মানুষ-জন্য কল্পিত
যখন তোমরা দেহে জরা কর উৎপাদিত;
পুত্র যথা পিতা হন, থাকিতে সে দত্ত আয়ু,
হিংসিও না দেবগণ! আমাদের পরমায়ু। ৯

অদিতি আকাশ হন, অদিতিই অন্তরীক্ষ,
অদিতিই মাতাপিতা অদিতিই হন পুত্র।

বাবু মনে করেন যে, পুরাণে কোন কোন স্থানে কাশ্যপ প্রজাপতিকে অরিষ্টনেমি বলা হইয়াছে; এই মন্ত্রে সেই কাশ্যপ প্রজাপতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই ৬ষ্ঠ ঋকটি আত্মমিলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, আমি যথাবৎ অনুবাদ করিলাম। কেন না, ইহা যজুর্ব্বেদি

অদিতি সকল দেব অদিতিই পঞ্চজন,
অদিতিই জন্ম আর অদিতি জন্ম-কারণ। ১০

৯০ সূক্ত।

বহু দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

জানিয়া সরল পথ মিত্র ও বরুণ
আমাদিগে ঋজুভাবে লইয়া চলুন;
সদেব অর্য্যমা প্রীত তদ্রূপ করুন (১)। ১

নিশ্চয় তাঁহারা সবে ধনের প্রদাতা
সতেজে করিয়া ছিন্ন স্ব স্ব বিমূঢ়তা,
স্বীয় কার্য্য সাধি তাঁরা চির পালয়িতা। ২

তাঁরা আমাদিগে শর্ম্ম প্রদান করেন;
মর্ত্ত্য মোরা, মৃত্যু তাঁরা কভু না জানেন;
আমাদের শত্রুগণে তাঁহারা নাশেন। ৩

দিগের স্বস্তিবচনের মন্ত্র। বৃদ্ধশ্রবা অর্থ প্রভূত স্তুতিভাজন। বিশ্ববেদা বহুল ধনের ঈশ্বর।

(১) এই মন্ত্রে মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবের উল্লেখ আছে।

বন্দনীয় ইন্দ্র, পুষা, আর মরুদগণ।
উৎকৃষ্ট ফলের জন্য, ভগদেবগণ;
আমাদিগে সুপথ করুন প্রদর্শন। ৪

হে পুষণ! হে বিষ্ণো! ওহে মরুদ্গণ আর
পশুলাভ-যোগ্য কর আমাসবাকার
এই যজ্ঞ, স্বস্তি হ'ক প্রার্থনা সবার। ৫

যজমান জন্য বাত হ'ক মধুময়;
মধুময় হ'ক তথা সিন্ধু সমুদয়;
মধুর মোদের হ'ক ওষধীনিচয়। ৬

মধুর হউন রাত্রি ঊষা আমাদের;
মধুর এ জনপদ, পার্থিব লোকের;
পিতাকাশ (২) মধুর হউন সকলের। ৭

হউক মাধুরীময় যত বনস্পতি;
হউন মাধুরীময় দিবা অধিপতি;
আমাদের ধেনু সব হ'ক মধুমতী! ৮

"অহরভিমানী দেবো মিত্রো বরুণো রাত্র্যাভিমানী * * * অর্য্যমাহোরাত্র বিভাগস্যকর্ত্তা সূর্য্যঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "দ্যৌঃপিতা" আছে। গ্রীকদিগের Jupiter ঠিক এই দ্যৌপিতা শব্দমাত্র।

সুখকর আমাদের মিত্র ও বরুণ;
সুখকর আমাদের অর্য্যমা হউন;
সুখকর হউন ইন্দ্র আর বৃহস্পতি
উরুক্রম (৩) বিষ্ণু হউন সুখকর অতি। ৯

৯২ সূক্ত।

ঊষা ও শেষতৃচে অশ্বিদ্বয় দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

এই সেই ঊষাগণ (১) আলো বিস্তারিয়া
আকাশের পূর্ব্বদিকে ভানুকে ব্যক্তিয়া,
যোদ্ধারা করেন যথা অস্ত্রের সংস্কার,
সংস্কার করি তথা জগত সংসার,

---

(৩) উরুক্রম—বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপী।

(১) মূলে "উষসঃ" অর্থাৎ বহুবচনান্ত শব্দ আছে। "প্রভাত কালাভিমানিন্যো দেবতাঃ। সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন, উষাদেবীর সম্মানার্থে একবচন স্থানে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। "একস্যা এব পূজ্যার্থে বহুবচনং স্যাৎ" নিরুক্ত ১২।৭।

গমন স্বভাবা দীপ্তপ্রভা মাতৃগণ (২)
করেন সকলে তাঁরা প্রত্যহ গমন। ১

উদিল সহজে ভানু অরুণ কিরণ,
যুড়িলেন রথে যোগ্যা শুভ্রা গাভীগণ
রুচির বরণা সেই উষা দেবীগণ,
করিলেন পূর্ব্ববৎ সকলে চেতন;
অতঃপর শুভ্রবর্ণ ভানুর আশ্রয়
লইলেন উষাগণ শোভার নিলয়। ২

আদূরপ্রদেশ এক সমান যোজনে
উষাদেবীগণ সবে আপন কিরণে,
উজ্জ্বল আয়ুধধারী যোদ্ধার সমান,
করেন সে নেত্রীগণ ব্যোপে অবস্থান;
যাঁহারা সুকৃতি, দাতা, সোমেতে যজন
করেন, তাঁদের অন্ন করেন বহন। ৩

নর্ত্তকীর ন্যায় উষা রূপের বিকাশ
করেন, আপন বক্ষ করেন প্রকাশ,

(২) সূর্য্য প্রকাশস্য নির্ম্মাত্র্যো জগজ্জনন্যো বা। সায়ণ। ভাসো নির্মাত্র্যঃ। নিরুক্ত ১২, ৭।

করেন দোহন কালে করয়ে যেমন
গাভী আপনার উধঃ করেন তেমন,;—
গাভী যথা গোষ্ঠ মুখে করয়ে গমন
গমন করিয়া পূর্ব্বদিকেতে তেমন,
বিশ্বভুবনেতে জ্যোতি করেন প্রকাশ,—
উষা দেবী জগতের তম করি নাশ। ৪

উষার উজ্জ্বল তেজ পূর্ব্বে দেখা যায়
পরে মহাতম হরি, সর্ব্বদিকে ধায়;
যজ্ঞে যূপকাষ্ঠে যথা করয়ে অঞ্জন
করেন সেরূপে উষা রূপের ব্যঞ্জন।
স্বর্গের দুহিতা উষাদেবী অতঃপর,
চিত্রভানু সেবায় হয়েন তৎপর। ৫

নৈশ অন্ধকার পারে এসেছি আমরা
চেতন দিলেন সবে উষা তমোহরা;
উপছন্দয়িতা যথা আঢোর নিকটে
হাসে, তথা হাসিছেন উষা স্বীয়রূপে;
আলো বিকশিত অঙ্গে শোভন শরীরে
করেন হর্ষিত মন হরিয়া তিমিরে। ৬

গোতম বংশীয়গণ করিতেছে স্তুতি
সে দিবকন্যার যিনি দীপ্তিমতী অতি;
সুনৃত বাক্যের যাঁকে নেত্রী বলা যায়,
তাঁহার করিছে স্তুতি অন্নের আশায়,
প্রজাযুক্ত দাসযুক্ত, গো-অশ্ব সংযুক্ত
দান কর অন্ন উষে! হয়ে কৃপাযুক্ত। ৭

তোমার কৃপায় উষে! পাই যেন ধন
যে ধনেতে যশ দেয়, দেয় লোকজন (৩)
দেয় বীর পুত্র পৌত্র দেয় অশ্বগণ;
হে সুভগে! করিতেছি তোমার স্তবন,
শ্রোতব্য এ সব স্তবে, যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে,
দাও অন্ন, দাও ধন প্রভূত, সদয়ে। ৮

সমস্ত ভুবন দেবী করি প্রকাশিত,
প্রতীচীমুখিনী চক্ষু করি উন্মিলিত,
বিস্তীর্ণ আলোকে ক্রমে প্রকাশ পাইয়া
কার্য্যার্থে সমস্ত জীবে জাগ্রত করিয়া,
যে সকল জীব করে মানস ধারণ,
তাহাদের বাক্য সব করেন শ্রবণ। ৯

---

৩) মূলে "দাস প্রবর্গং" আছে। অনেকে ভৃত্যোরপেতং সায়ণ।

পুনঃ পুনঃ জন্ম লভি দেবী চিরন্তনী
শোভমানা উষা এক বরণ-ধারিণী ;
চলন্ত বিহঙ্গ পক্ষ করিয়া ছেদন
শ্বঘ্নী যথা বিহঙ্গমে করয়ে হনন,
সেরূপে জগতে আছে যত প্রাণিব্রাত
সকলের আয়ু হ্রাস করেন নিয়ত। ১০

আকাশের প্রান্ত করি তমোবিয়োজিত,
ভগিনী নিশাকে করি ক্রমে অন্তর্হিত,
মানুষের আয়ু হ্রাস করি জার-যোষা (৪)
সুন্দর প্রকাশমানা প্রতিদিন উষা। ১১

পশুপাল করে যথা পশুর বিস্তার
চিত্রা (৫) ও সুভগা উষা করি সে প্রকার
তেজের বিস্তার, দেবী ধাবিতা মহতী,
নিম্নদিকে প্রধাবিতা যথা স্রোতস্বতী,

(৪) জার যোষা, সূর্য্য উষার জার; এরূপ কথা ঋগ্বেদে অনেক স্থলে আছে।

(৫) মূলে চিত্রা আছে। অর্থ "যাচনীয়া পূজনীয়া" সায়ণ।

যাবতীয় দেবব্রত করি উত্তেজিত (৬)
সূর্য্যরশ্মি সহকারে সর্ব্বত্র লক্ষিত। ১২

হে বাজিনীবতি উষে! কর আহরণ
আমাদের জন্য তব সেই চিত্রধন,
পারিব প্রভাবে যার পালিতে আমরা
তোক ও তনয় (৭) যত পুত্র পরম্পরা।১৩

হে গোমতী অশ্ববতী উষে বিভাবরী
সুনৃত বাক্যের তুমি দেবী অধীশ্বরী,
অদ্য এই স্থানে তুমি হইয়া রেবতী (৮)
প্রকাশিতা হও উষে আমাদের প্রতি।১৪

অরুণ বরণ অশ্ব সংযুক্ত করহ,
অতঃপর আমাদের জন্যেতে আনহ
বিবিধ সৌভাগ্য উষে! হে বাজিনীবতি!
তব কাছে আমাদের এইত মিনতি।১৫

---

(৬) "মূলে অমিনতী" আছে অর্থ "অহিংসতী"। দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম্মানুষ্ঠান হিংসা না করিয়া বরঞ্চ উত্তেজিত করিয়া।

(৭) তোক-পুত্র; তনয় পৌত্র (সায়ণ)।

(৮) রেবতী-ধনবতী।

আমাদের গৃহ যাতে দস্র (৯) অশ্বিদ্বয়!
গাভীপূর্ণ হয় আর হয় হিরণ্ময়,
সেরূপে সমান মনে রথ তোমাদের
চালাও গৃহাভিমুখে এবে আমাদের।১৬

তোমরাই অশ্বিদ্বয়! আকাশ হইতে
শ্লোক (১০) জ্যোতি আনিয়াছ জগজ্জনেতে;
আমাদের জন্যে উভে কর আনয়ন
বলকর অন্ন, করি দয়া বিতরণ (১১)।১৭

উষাকালে জাগরিত হয়ে অশ্বগণ
এই যজ্ঞে অশ্বিদ্বয়ে করুক বহন;
স্বর্ণ-রথ, দ্যুতিমান্, আরোগ্য নিদান
দস্র উভে আসিয়া করুন সোমপান।১৮

---

(৯) মূলে "দস্রা" আছে। "শত্রূণামুপক্ষয়িতারৌ' সায়াণ।

(১০) মূলে 'শ্লোকং শব্দ আছে। সায়াণ অর্থ করিয়াছেন 'উপশ্লোকনীয়ং প্রশংসনীয়ং"।

(১১) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে সায়ণ যাস্কের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন;

'তৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে সূর্য্যচন্দ্রমসাবিত্যেক ইতি অর্থাৎ অশ্বিদ্বয় কাহারা? কাহার মতে দ্যাবা পৃথিবী কাহার মতে সূর্য্যচন্দ্রমা ইতি।

---*---

৯৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। মরীচির পুত্র কাশ্যপ ঋষি।

করিব সোমাভিষব জাতবেদানলে;
শত্রুতাকারীর ধন (১) করুন দাহন;
নৌকা যথা করে সিন্ধু, দুর্গতি সকলে
দুরিতেও তিনি পার করুন তেমন।১

১০০ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব ভয়মান ও সুরাধা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ঋষি।(১)

অভীষ্ট বর্ষক সেই ইন্দ্রবীর্য্যবান্
দ্যুলোকে ভূলোকে যিনি সম্রাট্ মহান্,
বৃষ্টিদাতা, যুদ্ধে যাঁকে করে আবাহন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্গণ। (১)
প্রাপনীয় নহে গতি সূর্য্যবৎ যাঁর,
বৃত্রহা সংগ্রামে শত্রু করেন সংহার;

---

(১) মূলে 'বেদঃ শব্দ' আছে। অর্থ ধন। জাতবেদা শব্দের অর্থ সর্ব্বভূতজ্ঞ।

(১) বৃষাগির নামক রাজার পঞ্চপুত্র এই মন্ত্রের ঋষি।

যিনি ইষ্টপ্রদ সহ স্বীয় সখাগণ,—
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ২

সূর্য্যের কিরণ মত যাঁহার কিরণ
প্রভাবিত হয় করি বৃষ্টির দোহন;
করেন সবলে যিনি বিজয় সাধন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ৩

অঙ্গিরাগণের মধ্যে অঙ্গিরা প্রধান,
অভিষ্টবর্ষীর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠস্থান,
সখাগণ মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ,
অর্চ্চনা ভাজন মধ্যে তিনি অর্চ্চনীয়,
তিনি শ্রেষ্ঠ,—আছে যত স্তুতির ভাজন,—
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ৪

পুত্রবৎ রুদ্রগণে করিয়া সহায়
বধিয়া সংগ্রামে তিনি শত্রু সমুদায়;
সহবাসী সহ (২) বৃষ্টি করিয়া প্রেরণ,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ৫

---

(২) মূলে 'সনীলেভিঃ' আছে। 'সমাননিলয়ৈর্ম্মরুদ্ভিঃ' সায়ণ।

শত্রুহন্তা রণকর্ত্তা আমাদের প্রতি
প্রকাশ করুন সূর্য্যে অন্ত সংপতি (৩)
বহুলোক দ্বারা যিনি সমাদৃত হন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ (৪)।৬

মরুদ্‌গণ রণে তাঁরে উত্তেজিত করে,
ক্ষিতিগণ (৫) তাঁরে ধন-রক্ষয়িতা ধরে;
সকল সফল কর্ম্মে তিনি ঈশ হন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ।৭

রক্ষার আশায় আর ধনের আশায়,
নেতারা রণেতে তাঁর আনুগত্য চায়,
করেন আঁধারে যিনি আলো বিতরণ,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ।৮

বাম হস্তে করিয়া শত্রুর নিবারণ,
তুলে লন দক্ষ হস্তে জয়লব্ধ ধন;

---

(৩) অর্থাৎ ইন্দ্র আমাদিগের লোকসমূহকে আলোক দান করুন, এবং শত্রুদিগের চক্ষে অন্ধকার নিক্ষেপ করুন।

(৪) সায়ণ বলেন, শত্রু কর্তৃক গো অপহৃত হইলে, মহারাজা বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্বাদি ঋষিগণ যুদ্ধে গমন করিয়া এই সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন।

(৫) মূলে "ক্ষিতয়ঃ আছে। "মনুষ্যগণ' সায়ণ।

স্তুত হয়ে করেন ধনের বিতরণ,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ৯

ধনদাতা তিনি মরুদ্‌গণের সহিত;
সবকৃষ্টি (৬) কাছে অশ্ব রথে পরিচিত;
পৌংস সহ করেন শত্রুর বিনাশন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ১০

বন্ধু বা অবন্ধুগণে হইয়া মিলিত
রণে বহির্গত হন ইন্দ্র পুরুহূত;
শরণাগতের পুত্র পৌত্রে জয় দেন!
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ১১

বজ্রধারী, দস্যুহা, ভীমোগ্র, বহুজ্ঞানী,
বহুস্তুত, মহান্—পালেন পঞ্চশ্রেণী (৭),
বল প্রদানিয়া সোমরসের মতন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ১২

কাঁদে তাঁর বজ্র অতি, সুষ্ঠু জল-দাতা,
সূর্য্যবৎ দীপ্ত, কর্ম্মকর্ত্তা, শব্দয়িতা;

(৬) কৃষ্টি অর্থ মনুষ্য।

(৭) মূলে 'পাঞ্চজন্য' শব্দ আছে। পঞ্চজন, পঞ্চক্ষিতি ও পঞ্চকৃষ্টি শব্দে পঞ্জাব দেশীয় পঞ্চ নদতীরস্থ পঞ্চজাতি (tribes) বুঝাইত।

ধনদান সেবে তাঁকে, সেবে তাঁকে ধন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ। ১৩

মান-ভূত বল যাঁর দ্যাবাপৃথিবীকে,
অজস্র পালন করে, করে সর্ব্বদিকে ;
পার করুন যজ্ঞেতে হইয়ে তুষ্টমন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ।১৪

যাঁহার বলের অন্ত না পায় কখন
নরগণ দেবগণ কিম্বা জলগণ ;
বলে যিনি পৃথ্যাকাশ হতে শ্রেষ্ঠ হন,
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্‌গণ।১৫

ধন প্রদানিতে ঋষি ঋজ্রাশ্ব রাজায়
স্বর্গীয়, ভূষিত, লালশ্যাম দীর্ঘকায়
অশ্বদ্বয়, ঐন্দ্ররথ করি অগ্রে ধৃত,
নাহুষ বিশের কাছে (৮)হয় পরিচিত।১৬

করিবারে তব ইন্দ্র! প্রীতি উৎপাদন
এই সব স্তব গায় বার্ষগিরগণ ;

আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। অর্জ্জুনের যে পাঞ্চজন্য শংখের উল্লেখ পরবর্ত্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহার কি উৎপত্তি এই মন্ত্রে ?

(৮) মূলে "নাহুষীষু বিক্ষু' আছে। অর্থ নহুষ সম্বন্ধীয় প্রজা। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "নহুষাঃ মনুষ্যাঃ বিক্ষু সেনা-লক্ষণাসু প্রজাসু।"

ঋজ্রাশ্ব ও অম্বরীষ গায় স্তবমান
সহদেব সুরাধা সকলে করে গান। ১৭

গতিশীল মরুদ্গণ সহ পুরুহূত
করিলেন পৃথিবীতে বজ্রেতে নিহত
শিম্যুগণে দস্যুগণে, (৯) ক্ষেত্র ভাগ করে
লইলেন শ্বেত মিত্রগণ সহ পরে,
তমোবৃত ছিল সূর্য্য, অবরুদ্ধ জল,
লাভ করিলেন তিনি ক্রমে সে সকল। ১৮

হউন ইন্দ্র অধিবক্তা আমাদের পক্ষে সদা
আমরাও অন্ন সবে করিব ভুঞ্জিত।
বরুণ মিত্র অদিতি সিন্ধু, দ্যুস্, বসুমতী
করুন মোদের এই স্তব সম্পূজিত ॥ ১৯

(৯) শিম্যুগণ রাক্ষসগণ (সায়ণ) কিন্তু দস্যু শিম্যুগণ অর্থে যে অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণের লোক এবং শ্বেতমিত্রগণ অর্থে শ্বেত আর্য্যবর্ণের লোক বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

১০১ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

গর্ভবতী ভার্য্যাগণে (১) কৃষ্ণের প্রহৃষ্ট মনে,
ঋজিশ্বন্ রাজসনে করিলা হনন,
অন্নদানে কর সেই ইন্দ্রকে অর্চ্চন।
আমরা রক্ষাভিলাষী ইন্দ্র ও অভিষ্টবর্ষী
দক্ষ-হস্তে বজ্র-ধরে করি আবাহন,
মরুদ্‌গণ সহ যাতে সখা তিনি হন।১

প্রবৃদ্ধ ক্রোধ-উপেত অংস শূন্য করি হত
করিলা যে ইন্দ্র বৃত্রে বধিলা শম্বরে,
বধিলা পিপ্রুকে যেই ব্রত নাহি করে;
করিলা সমূলে হত শুষ্ণকে, অপ্রতিহত
প্রভাব যাঁহার, তাঁকে করি আবাহন,
মরুদ্‌গণ সহ যাতে সখা তিনি হন।২

---

১) সায়ণের মতে ইন্দ্র কৃষ্ণ নামক অসুরকে হত করিয়া তাহার ভার্য্যাগণের যাহাতে সন্তান না হয়, এজন্য গর্ভবতী অবস্থায় তাহাদিগকে ঋজিশ্বন্ রাজার সহযোগে বধ করিয়াছিলেন।

পৃথিবী আকাশ যাঁর মহান্ পুরুষকার
অনুসারে অনিবার করেন গমন,
করেন বরুণ সূর্য্য নিয়ম পালন ;
বহে যায় সিন্ধুগণ করি নিয়ম পালন
যে ইন্দ্রের, মোরা তাঁকে করি আবাহন,
মরুদ্গণ সহ যাতে সখা তিনি হন। ৩

যিনি অশ্ব-অধিপতি, গোপতি, গোগণপতি
বশী, (২) যিনি সকলের কাছে স্তোম পান,
সকল কর্ম্মেতে যাঁর স্থির অধিষ্ঠান ;
অভিষব শূন্য যত আছে শত্রু দৃঢ়ব্রত
তাহাদের হন্তা যিনি, করি আবাহন—
মরুদ্গণ সহ যাতে সখা তিনি হন। ৪

যারা আছে গতিমান্ যারা আছে প্রাণবান্
তাহাদের সকলের যিনি অধিপতি,
দিলেন স্তোতার (৩) অগ্রে গাভীর সংহতি ;

(২) মূলে"বশী" শব্দই আছে। "অপরাধীন" "স্বতন্ত্র" (সায়ণ)

(৩) মূলে "ব্রহ্মণে" শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন 'ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণজাতিভ্যঃ অঙ্গিরোভ্যঃ কিন্তু এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যবহার নাই, ব্রহ্মণ শব্দের ব্যবহার আছে ; ব্রহ্ম অর্থে স্তব ব্রাহ্মণ স্তব-

নিকৃষ্ট করিয়া যত দস্যুকে করিলা হত
যে ইন্দ্র, তাঁহাকে মোরা করি আবাহন,
মরুদ্‌গণ সহ যাতে সখা তিনি হন। ৫

যাঁকে করে আবাহন শূরগণ, ভীরুগণ,
পলায়ন-পর যাঁকে করে আবাহন,
আবাহন করেন যাঁহাকে জেতৃগণ;
সকল ভুবন যাঁকে আপন সম্মুখে রাখে
কার্য্যকালে মোরা তাঁকে করি আবাহন,
মরুদ্‌গণ সহ যাতে সখা তিনি হন। ৬

সঙ্গে লয়ে রুদ্রগণ (৪) উদিত যে বিচক্ষণ (৫)
রুদ্রগণ প্রসাদেই বাক্ জয়বতী,
তাঁদেরি প্রসাদে হয় বাক্যের বিস্তৃতি;
সে বিশ্রুত ইন্দ্রদেবে যাঁহাকে সকলে সেবে
স্তববাক্যে, মোরা তাঁকে করি আবাহন,
মরুদ্‌গণ সহ যাতে সখা তিনি হন। ৭

কারীর জন্য এস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ একটি জাতি ইহা ঋগ্বেদের কুত্রাপি নাই। ঋগ্বেদে "আর্য্যবর্ণ" দাসবর্ণ" এই দুটি লোক বিভাগ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে স্তবকারক সম্প্রদায় মাত্র।

(৪) "রুদ্রগণ" রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ। (৫) বিচক্ষণ ইন্দ্রাত্মক সূর্য্য।

যে গৃহেতে হও হৃষ্ট, হউক তা অত্যুৎকৃষ্ট,
অথবা সে গৃহ হউক অতি সাধারণ,
ওহে মরুত্বান্ ইন্দ্র ওহে মঘবন্ !
এস যজ্ঞে আমাদের, অতিশয় আগ্রহের
সহ করিতেছি এই হব্যের অর্পণ,
যজ্ঞ অভিমুখে এস ওহে সত্যধন (৬) ! ৮

হে ইন্দ্র ! আমরা সব সোম করি অভিষব
হবির অর্পণ করি, তব কামনায়,
হে সুদক্ষ ! স্তবেই তোমাকে পাওয়া যায় ;
তুমি দেব অশ্ববান্ হয়ে তুমি মরুত্বান্
এ সব কুশের পরি সগণ সহিত
করিয়া উপবেশন হও আমোদিত। ৯

হে ইন্দ্র ! অশ্ব সহিত হও তুমি আমোদিত,
খোল শিপ্র দুটি যাহা আছয়ে তোমার,..
খোল তব জিহ্বা তব উপজিহ্বা আর ;

---

(৬) মূলে "সত্যরাধঃ" শব্দ আছে। রমেশবাবু সায়ণানুসারে অর্থ করিয়াছেন সত্যধন।

হে সুশিপ্র! অশ্বগণ হেথা তোমা আনয়ন
করুক হইয়ে তুষ্ট আমাদের প্রতি,
গ্রহণ করহ এই হব্যের আহুতি। ১০

মরুদ্‌গণ সহ স্তুত শত্রুকে করেন হত
অন্ন যেন পাই হয়ে তাঁর সুরক্ষিত;
বরুণ, মিত্র, অদিতি সিন্ধু, দ্যুস, বৃহস্পতি
করুন মোদের এই স্তব সম্পূজিত। ১১

১০৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

উজ্জ্বল করি জগৎ আছে যে রথ ভাস্বৎ
তোমাদের সেই চিত্র-রথে ইন্দ্র-অগ্নে!
কর যজ্ঞে আগমন হয়ে উভে একাসন
বসে অভিষুত সোম পিয় দুই জনে॥ ১

এই যে ব্যাপ্ত শরীর বিশ্ব ভুবন গভীর
হউক গভীর সোম সেই পরিমাণে।

হে ইন্দ্র অগ্নে উভয় এই রস সোমময়
পর্য্যাপ্ত হউক তাহা তোমাদের পানে ॥ ২

তোমাদের শিবময় করিয়াছ নামদ্বয়
একত্র, একত্রে বৃত্রে গেলে বধিবারে (১)।
ইষ্ট বর্ষি ইন্দ্র অগ্নে! বসি উভে একাসনে
অভিষিক্ত সোম ঢাল স্বকীয় উদরে ॥ ৩

অগ্নি হ'লে প্রজ্বলিত সিঞ্চন করিয়া ঘৃত
স্রুক হস্তে বর্হি'পরে করিছে বিস্তার (২)।
তীব্র সোমে পরিষিক্ত হইয়া ইন্দ্রাগ্নি অত্র
অনুগ্রহ প্রকাশার্থে কর অভিসার ॥ ৪

করেছ যে বীরকার্য্য গড়েছ যেরূপ রাজ্য (৩)
করেছ যে উপকার বৃষ্টির বর্ষণে।

(১) ইন্দ্রই বৃত্রকে বধ করেন; কিন্তু যখন উভয়েরই একত্রে স্তব করা হইয়াছে, তখন উভয়েতেই একরূপ গুণের আরোপ করা হইয়াছে।

(২) মূলে ও কর্ত্তৃপদ অধ্বর্য্যুর উহ্য আছে।

(৩) মূলে "রূপাণি" আছে। "নিরূপ্যমাণানি গবাশ্বাদীনি ভূত

শিবময় পুরাতন লয়ে সেই সখ্যধন
এসে অভিষুত সোম পিয় দুইজনে ॥ ৫

যা বলিনু দুই জনে, প্রথমে বরিনু মনে,
(অসুর কর্ত্তৃক হব্য সোম) (৪) ইন্দ্র অগ্নে!
সে সত্য শ্রদ্ধেয় কথা লক্ষ্য করি এস হেথা,
এসে অভিষুত সোম পিয় দুইজনে ॥ ৬

যদি তুষ্ট নিজ গেহে যষ্টব্য ইন্দ্রাগ্নি দোঁহে
যদি তুষ্ট হয়ে থাক রাজায় ব্রহ্মণে।
এই সব স্থান হ'তে ইষ্টবর্ষী উভয়েতে
এসে অভিষুত সোম পিয় দুইজনে ॥ ৭

জাতানি।" ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং হি সর্ব্বং জগৎসৃজ্যতে। ইন্দ্রঃ সূর্য্যাত্মনা বৃষ্টিং সৃজতি। বৃষ্টেঃ সকাশাৎ সর্ব্বে প্রাণিন উৎপদ্যন্তে।" সায়ণ।

(৪) মূলে "সোমো অসুরৈর্নো বিহব্যঃ" আছে। "অসুরৈর্হবিষাং প্রক্ষেপকৈ ঋত্বিগ্‌ভিরয়ং নোঽস্মাকং সোমো বিহব্যো বিশেষেণ হোতব্যো ভবতি। হবি নিক্ষেপক ঋত্বিকগণের কর্ত্তৃক সোমের আহুতি দেওয়া হইতেছে; তোমাদের উভয়কে যে বলিয়াছিলাম, সোমের দ্বারা প্রীত করিব, এক্ষণে সেই সত্য ও শ্রদ্ধেয় কথা স্মরণ করিয়া আসিয়া এই অভিষুত সোম পান কর। ইহাই এই ঋকের অর্থ।

যদি যদুগণ মাঝে তুর্ব্বশ দ্রুহ্যু সমাজে
থাক অনুগণ মাঝে, মাঝে পুরুগণে (৬)।
এ সব স্থান হইতে ইষ্টবর্ষী উভয়েতে
এসে অভিষুত সোম পিয় দুইজনে ॥ ৮

এ অধম পৃথিবীতে অথবা মধ্যাপৃথ্বীতে
কিম্বা যদি থাক পর পৃথ্বী নিকেতনে।

---

(৬) মূলে "যদুষু তুর্ব্শেষু দ্রুহ্যষু অনুষু পুরুষু" আছে। সায়ণ এই সকল শব্দের ধাত্বর্থ গ্রহণ করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়াছেন;—যদুষু যম উপরমে। নিয়তেষু পরেষামহিংসকেষু মনুষ্যেষু। তুর্বশেষু তুর্বী হিংসার্থঃ। হিংসকেষু মনুষ্যেষু। দ্রুহ্যষু। দ্রুহ জিঘাংসায়াম্। পরেষামুপদ্রবমিচ্ছৎসু মনুষ্যেষু। অনুষু। অন প্রাণনে। প্রাণৎসু সকলৈঃ প্রাণৈর্যুক্তেষু জাতৃষু অনুযাতৃষু মনুষ্যেষু।

পুরুষু। পুরী আপ্যায়নে। কামং পুরয়িতব্যেষু অন্যেষু স্তোতৃজনেষু মনুষ্যেষু।

সে যাহা হউক, যদুগণ, তর্ব্শগণ, দ্রুহ্যগণ অনুগণ ও পুরুগণ যে পঞ্চবিধ লোক (tribes) এবং তাহারা যে ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি আর্য্যদেবগণের উপাসক ছিলেন, তাহা এই ঋক হইতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়; কেননা ঋষি বলিতেছেন, তোমরা যদি ইহাদের মধ্যে উপস্থিত থাক, তাহা হইলে চলিয়া আসিয়া আমাদের যজ্ঞে সোম পান কর।

এই সব স্থান হ'তে ইষ্টবর্ষী উভয়েতে
এসে অভিষুত সোম পিয় দুইজনে ॥ ৯

যদি পর পৃথিবীতে অথবা মধ্য পৃথ্বীতে
থাক কিম্বা অধম পার্থিব নিকেতনে।
এ সব স্থান হইতে ইষ্টবর্ষী উভয়েতে
এসে অভিষুত সোম পিয় দুইজনে ॥১০

আকাশে বা পৃথিবীতে পর্ব্বতে বা ওষধীতে
কিম্বা যদি জলে থাক ওহে ইন্দ্র অগ্নে!
এ সব স্থান হইতে ইষ্টবর্ষী উভয়েতে
এসে অভিষুত সোম পিয় দুইজনে ॥ ১১

সূর্য্যের উদয় হলে স্বকীয় তেজের বলে
অন্তরীক্ষে যদি হৃষ্ট হও ইন্দ্র অগ্নে!
এই সব স্থান হ'তে ইষ্টবর্ষী উভয়েতে
এসে অভিষুত সোম পিয় দুইজনে ॥ ১২

এইরূপে অভিষুত সোমপিয়ে হয়ে তৃপ্ত
ইন্দ্র অগ্নে ধনরাজি কর বিতরিত।
বরুণ মিত্র অদিতি সিন্ধু দ্যাস্ বসুমতী
করুন মোদের এই স্তব সম্পূজিত ॥ ১৩

১১৩ সূক্ত।

উষাদেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎসঋষি।

আসিলেন জ্যোতী এই জ্যোতীর ঈশ্বরী যেই
চিত্র প্রকাশক রশ্মি যোগে প্রাদুর্ভূত।(১)
সবিতা হইতে যথা জাতা রাত্রি, ঠিক তথা
রাত্রি হ'তে উষাযোনি হ'ল বিকল্পিত ॥ ১

সূর্য্যবৎসা দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা উষা সতী
আসিলেন কৃষ্ণারাত্রি গেলেন স্বস্থানে।
তুল্যবন্ধু (২) একে অন্যে অনুযাই, নাশি বর্ণে
অমৃতা আকাশে তারা আছেন ভ্রমণে ॥ ২

---

(১) মূলে "চিত্র প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা" আছে। "চিত্রশ্চায়-নীয়ঃ প্রকেতোহন্ধকারস্থ সর্ব্বস্য পদার্থস্য প্রজ্ঞাপক স্তদীয়ো রশ্মিঃ" সায়ণ। অর্থাৎ বিশ্বের চিত্র প্রকাশক রশ্মি ব্যাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। মূলে মাত্র চিত্র প্রকাশ (চিত্রঃ প্রকেতঃ) আছে। পরবর্ত্তী ঋকে উষাকে সূর্য্যাবৎসা বলা হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্য প্রস-বের পূর্ব্বে উষা যে বিচিত্র তমোনাশকরূপ প্রকাশ করেন, তাহাই উক্ত "চিত্রঃ প্রকেতঃ" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

(২) মূলে "সমান বন্ধু"আছে। রাত্রি ও উষা উভয়ের সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ আছে; এজন্য তাহারা সূর্য্যের সমান বা তুল্যবন্ধু, সায়ণ।

ভগিনী দ্বয়ের পথ অনন্ত ও একমত
দেবাদেশে একের পরেতে অন্যে যায়।
ভিন্ন ও বিচিত্র কায় একমনা চলে যায়,
রাত্রি উষা কেহ কারে বাধা নাহি দেয় ॥৩

সুনৃত শব্দের নেত্রী চিত্রিতা দেবী ভাস্বতী
দিয়াছেন আমাদের জন্য দ্বার খুলে।
করি বিশ্ব উদ্বোধন প্রকাশ করিয়া ধন
উদ্গীর্ণ করিলা বিশ্ব ভুবন সকলে ॥ ৪

বক্রতঃ শায়িতগণে ভোগ যজ্ঞ ধন জন্যে
উঠাইলা জাগৃত করিয়া ধনবতী।
অল্পদৃষ্টি ছিল যার স্পষ্ট দৃষ্টি হল তার
উদ্গীরিলা বিশ্ব সব সে উষা মহতী ॥ ৫

কারে বা ক্ষত্রের জন্যে (৩) অন্নার্থের জন্যে অন্যে
মহাযজ্ঞ জন্যে বা করিলে উদ্বোধিত।
বিভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ পাইল তায়
করিলা ভুবন সব উষা উদ্গীরিত ॥ ৬

---

(৩) মূলে "ক্ষত্রায়" শব্দই আছে। "ধনার্থং" সায়ণ।

এই দৃষ্টা দেবকন্যা চির-যৌবন-সম্পন্না
বিশদবসনা আসি হলেন উদয়।
যে সব পার্থিব ধন, ঈশানী তাহার হন ;
হে সুভগে! কর অন্ধ তিমির বিলয় ॥ ৭

পূর্ব্ব পূর্ব্ব উষাগণ করিলা যত্র গমন
যাবেন যে পথে উষা অনন্ত ভাবিনী।
তম করি বিদূরিত জীবে করি জাগরিত
মৃতে করি উদ্বোধিত সে পথেগামিনী ॥ ৮

যে অগ্নি জ্বালিলে উষে করিলে নাশ তমসে
প্রকাশ করিয়া যেবা সূর্য্যের আলোক।
যজ্ঞরত নরে কত করিলে যে তমোমুক্ত
দেবের এ ভদ্র কার্য্য জানে সর্ব্বলোক ॥ ৯

আজ কত কাল হ'তে উষা জাতা এ জগতে
কতকাল আরো উষা হয়েন সঞ্জাতা।
পূর্ব্বেতে যে উষা গতা এ উষা তার অনুগতা
ভবিষ্যতী হবে পুনঃ এর অনুজাতা ॥ ১০

গত—দেখিয়াছে যারা আলো প্রকাশিতে পূরা
উষাকে সে মর্ত্ত্যগণ গত এবে সবে।

সম্প্রতি দেখিছি মোরা, পরেতে দেখিবে যারা
উষাকে, আসিছে তারা ক্রমশঃ এভবে ॥১১
দ্বেষিগণে বিদূরিত করি, সাধি যজ্ঞহিত,
সুনৃতা সুখদা উষা যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত।
হে উষে কল্যাণ দাত্রী দেব যজ্ঞধারয়িত্রী,
অত্র অদ্য ভাল মত হও প্রকাশিত ॥ ১২

পূর্ব্বকালে নিত্য নিত্য উঠিতেন এবেও ত
অন্ধকার বিনির্মুক্ত করেন জগৎ।
প্রতিদিন ভবিষ্যতে উঠিবেন এই মতে (৪)
অজরা অমরা উষা তেজেতে ভাস্বৎ ॥ ১৩
স্বর্গের বিস্তীর্ণ পথ তেজেতে করি ভাস্বৎ
ত্যজিলা সে উষা দেবী অসিত বসন।
জগৎ প্রবুদ্ধ করি অরুণাশ্ব রথে চড়ি
এই দেখ উষার হতেছে আগমন ॥ ১৪

আনি বরণীয় ধন জীবে করি উদ্বোধন
করেন প্রকাশ তিনি বিচিত্র কেতন।
পূর্ব্বে যত উষাগতা তার উপমান-ভূতা
ভাবিনী উষার ইনি চারু নিদর্শন ॥ ১৫

---

(৪) মূলে "যথাভি" আছে। "আত্মীয়েস্তেজোভিঃ" সায়ণ।

উঠ তবে জনগণ আগত হ'ল জীবন
গত তম, সমাগত হইল আলোক।
করিয়া দিলেন ব্যক্ত সুপথ সূর্য্য-নিমিত্ত
যাব তথা আয়ু (৫) যথা লাভ করে লোক। ১৬

উষা-দেবী প্রভাবতী স্তোতা তাঁকে করে স্তুতি
সুগ্রথিত বাক্যে স্তব করিয়া বহন।
ধনবতী ওহে উষে! হরণ করি তমসে
স্তোতায় সন্ততি সহ দান কর ধন ॥ ১৭

গোমতী সমূহ বীরা বায়ুর সমান ত্বরা
সুনৃত বাক্যের স্তুতি হলে অবশেষ।
যজমানে তমোহরি তাঁহাকে আশ্বস্ত করি
প্রসন্না অশ্বদা উষা হউন বিশেষ। ১৮

হে উষে! দেব জননি! (৬) অদিতি দেবীস্পর্দ্ধিনী
যজ্ঞ কেতু, বিস্তীর্ণা হইয়া আলো দাও ৮·

(৫) মূলে "আয়ুঃ" শব্দ আছে। "অন্নং" সায়ণ।

(৬) উষাকালে সকল দেবগণ স্তুতি দ্বারা জাগরিত হয়েন,অতএব উষাকে তাঁহাদের জননী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এজন্যই আবার উষা অদিতির প্রতি স্পর্দ্ধিনী। সায়ণ।

এ যজ্ঞ প্রশংসা করি উদিয়া শির উপরি
বরদে এ জনপদে প্রাদুর্ভূতা হও ॥ ১৯

প্রাপ্তব্য যে চিত্রধন আনি দেন উষাগণ
করুক তাহাতে স্তোতৃ মঙ্গল বিহিত।
বরুণ মিত্র অদিতি সিন্ধু, দ্যাস্, বসুমতী
করুন মোদের এই স্তব সম্পূজিত ॥২০

---

১১৫ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা অঙ্গিরার পুত্র কুৎসঋষি।

দেবগণতেজোরূপী চিত্র সমুদিত, (১)
মিত্র, অগ্নি, বরুণের নয়ন স্বরূপ;
আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ব্যাপি স্থিত
সূর্য্যদেব স্থাবর জঙ্গম-আত্মারূপ।১

---

(১) মূলে "চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং আছে। "দেবানাং দীপ্যতীতি দেবারশ্ময়ঃ তেষাং দেবজনানামেবরা অনীকং তেজঃ সমূহরূপং চিত্রং আশ্চর্য্যকরং সূর্য্যমণ্ডলং উদগাৎ উদয়াচলং প্রাপ্তমাসীৎ।" সুতরাং উপরিউক্ত মন্ত্রে চিত্র শব্দ সূর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়ণ চিত্রকেই আশ্চর্য্যকর সূর্য্যমণ্ডল বলিয়াছেন।

আসিছেন সূর্য্যদেব পশ্চাদে উষার, (১)
যোষার পশ্চাদে যথা আসয়ে পুরুষ ;
যুগপ্রচলিত যজ্ঞ করিল বিস্তার
মঙ্গলার্থে দেবভক্ত সকল মানুষ। ২

ভদ্রচিত্র সূর্য্যের এসব হরিদশ্ব
যাইতেছে এই পথে প্রার্থনাভাজন ;
পঁহুছিল স্বর্গপৃষ্ঠে তাহারা নমস্য,
আকাশ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল কিরণ। ৩

সূর্য্যের দেবত্ব হেন, মাহাত্ম্য এমন,
কর্ত্তার না হ'তে কর্ম্ম রশ্মি অস্তমিত ;
বিমুক্ত করেন যদা হরিদশ্বগণ,
রাত্রি আসি সর্ব্বলোকে করে আবরিত। ৪

আকাশের মাঝে মিত্র বরুণ দর্শনে,
জ্যোতির্ম্ময় রূপ সূর্য্য করেন ধারণ ;

---

(১) গ্রীকদিগের মধ্যে আছে—Daphne (অহনা বা উষা) Apollo (সূর্য্যের) কর্তৃক অনুধাবিতা হইয়াছিলেন এবং যেই তৎকর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেন, অমনি প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঋকেও উষার পশ্চাদে সূর্য্যেরই অনুধাবন দেখা যাইতেছে।

তাঁর দিব্যানন্ত বল ধরে হরিদ্‌গণে, (৩)
করে তথা অন্য দিকে তম আনয়ন। ৫

অদ্য ওহে দেবগণ আমাদিগকে পালন
করহ পাপের পাশ করি বিমোচিত।
বরুণ মিত্র অদিতি সিন্ধু দ্যুস্ বসুমতী
করুন মোদের এই স্তব সম্পূজিত॥ ৬

---

(৩) মূলে "হরিতঃ" আছে। "হরিতোরসহরণশীলা রশ্ময়ঃ" সায়ণ। সূর্য্যাশ্ব হরিৎ যে সূর্য্যের কিরণমাত্র তাহা এই মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই মন্ত্রে বলা হইতেছে, হরিদ্গণ একদিকে সূর্য্যের দিব্য অনন্ত বল ধারণ করে, অপর দিকে তম আনয়ন করে, অর্থাৎ যেদিকে হরিৎগণ গমন করে না, সেদিক্ অন্ধকারময় থাকে। ৪র্থ ঋকেও ঠিক এই কথা বলা হইয়াছে; হরিদ্গণ যখন রথবিমুক্ত হয়, তখন রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হয়।

(৪) মূলে "দেবাঃ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দ্যোতমানাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।"

১১৬ সূক্ত।

(১) অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

নাসত্য দ্বয়কে (২) আমি করিছি প্রেরণ স্তব
বর্হিবৎ (৩), বাত কিম্বা মেঘকে যেমন,
যাঁরা যুবা বিমদকে (৪) আনিয়া দিলেন জায়া
রথে তুলি, ফেলি পাছে শত্রু সেনাগণ। ১

সজোরে লম্ফনশীল আশুগতিশীল অশ্বে
দেবের প্রেরণে হ'লে তোমরা প্রেরিত;

---

(১) মহাভারতে, মৎস্যপুরাণে, ও বায়ুপুরাণে কক্ষীবানে গল্প আছে। কলিঙ্গরাজ সন্তানাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার রাজ্ঞীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাসের আদেশ করেন। রাজ্ঞী স্বয়ং না যাইয়া দাসী উশিজ্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মুনি ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং উশিজের দ্বারায় কক্ষীবান্ নামক সন্তান উৎপাদন করিলেন। কক্ষীবান্ কালে ঋষি হইলেন। এই মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২১ সূক্তের দ্রষ্টা কক্ষীবান্। ১৮ সূক্তে ও কক্ষীবনের উল্লেখ আছে।

(২) সৎসুভবৌ সত্যৌ নসত্যৌ অসত্যৌ ন অসত্যৌ নাসত্যৌ (সায়ণ)।

(৩) যজমান যেমন বর্হি (কুশ) বিস্তার করে, তদ্রূপ।

(৪) সায়ণ বলেন বিমদ নামক রাজর্ষি স্বয়ম্বরে কন্যা লাভ

সহস্র, না সত্য হয়! যম-প্রীতিপ্রদ আজি
তোমাদের রাসভ (৫) করিল বিজয়িত। ২

যথা কোন ম্রিয়মান্ কষ্টে করে ধনত্যাগ
ত্যজিলেন তথা তুগ্র ভুজ্যুকে সাগরে;
গতিশীল অন্তরীক্ষে অপোদক স্বনৌবক্ষে (৬)
চড়াইয়া অশ্বিদ্বয়! আনিলে তাঁহারে (৭)। ৩

করিলে, পথিমধ্যে তাঁহাকে অন্যান্য রাজারা আক্রমণ করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় বিমদের স্ত্রীকে রথে তুলিয়া লইলেন এবং শত্রু সেনাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহাকে বিমদের গৃহে পঁহুছিয়া দিলেন।

(৫) অশ্বিদ্বয়ের বাহক রাসভ (নিরুক্ত ১।১৪)।

(৬) মূলে "নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, অন্তরিক্ষে গমনশীল স্বীয় অপ্রবিষ্টোদক নৌকা সমূহ দ্বারা, স্বচ্ছতা বশতঃ অন্তরিক্ষ অর্থে জল অর্থাৎ জলে গমনশীল অথচ জল প্রবেশ করে না এমন স্বীয় নৌকায় তুলিয়া লইয়া।

(৭) তুগ্র জনৈক রাজর্ষি। তিনি দ্বীপান্তরবাসিগণের দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া তাহাদের দমনার্থ স্বীয় পুত্র ভুজ্যুকে নৌকায় পাঠাইয়া দেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর গিয়া নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলে তাঁহারা তাহাকে স্বীয় নৌকায় আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তুগ্রের নিকটে পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন।

তিন রাত্রি তিন দিবা শীঘ্রগামী রথে কিবা
বহিলে তোমরা তাঁকে, নাসত্যযুগল!
ষড়শ্ব ত্রিরথে তাঁর শত চক্র যুক্ত যার
সমুদ্রের পারে যথা নাহি ছিল জল।৪

যাহার আরম্ভ নাই, যেথানেতে নাহি স্থান,
গ্রহণীয় বস্তু নাই সমুদ্রে এমন,
করিলে সে বীর কর্ম্ম তুলি শতারিত্র নৌতে (৮)
ভুজ্যুকে আনিয়া দিয়া স্বকীয় ভবন।৫

অবধ্যাশ্ব পেদুঋষি (৯) তাঁহাকে যে শ্বেত অশ্ব
দিয়াছিলে সেই অশ্বে স্বস্তি হ'ল সদা;
তোমাদের সেই দান মহৎ ও কীর্ত্তনীয়
পেদুর যে অর্ব (১০) বাজী পূজার্হ সর্ব্বদা। ৬

(৮) শতারিত্র নৌ শত দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা। অরিত্র Oar. Wilson.

(৯) পেদু নামক জনৈক রাজর্ষির স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে একটি শ্বেত অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অশ্বে তাঁহার অনেক জয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

(১০) মূলে "অর্ব" শব্দই আছে। "শত্রূণাং প্রেরয়িতা যুদ্ধেষু প্রেরয়িতব্যো বা" সায়ণ। "উৎকৃষ্ট" রমেশ।

তোমরা উভয়ে নেতা পজ্রকুলে জাত(১১) স্তোতা
কক্ষিবানে বুদ্ধিমান্ করিলে প্রভূত (১২)
কারোতর(১৩) হ'তে যথা বৃষ্ণ অশ্বশফে তথা
সিঞ্চিত করিলে উভে সুরাকুম্ভ শত ॥ ৭

নিবারিলে দীপ্ত অগ্নি হিমেতে তোমরা উভে
অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য প্রদানিলে।
ছিলেন আঁধার গৃহে অবনত মুখে অত্রি,
সগণ সহিত তাঁকে সুখে উঠাইলে (১৩) ॥৮

আনিলে না সত্যদ্বয় দেশান্তর হ'তে কূপ
অধোমুখ, তল উর্দ্ধ করিয়া রাখিলে।

---

(১১) মূলে "পজ্রিয়ায়" আছে। "পজ্রা ইত্যঙ্গিরসামাখ্যা পজ্রা বা অঙ্গিরস ইত্যাম্নাতত্বাৎ" সায়ণ।

(১২) সায়ণ কক্ষীবান্ সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—কক্ষীবান্ পুরাকালে তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিতজ্ঞান হইয়াছিলেন; জ্ঞানার্থে তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলে তাঁহারা তাঁহাকে প্রভূত ধীশক্তি-সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

(১৩) "কারতরো নাম বৈদলশ্চর্ম্মবেষ্টিত ভাজন বিশেষঃ" সায়ণ। 'সুরাধার' রমেশ।

তৃষিত গোতম ঋষি, তাঁহার পানের জন্য
সহস্র ধনের জন্য জল বহাইলে (১৫)। ৯

চ্যবনের তোমরা নাসত্যদ্বয়
খুলেছিলে দ্রাপিবৎ (১৬) তনুস্থজরায়;
জহিত (১৭) ঋষির আয়ু করেছিলে সম্বর্দ্ধন
কন্যাগণ পতি পরে করেছিল তাঁয় (১৮)। ১০

---

(১৪) সায়ণ বলেন, অসুরেরা অত্রিঋষিকে শতদ্বার পীড়াযন্ত্র গৃহে প্রবেশ করাইয়া তুষের আগুণ জ্বালিইয়া দিয়াছিল। অত্রি তখন অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলে অশ্বিদ্বয় হিম (জল) দ্বারা সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করত তাঁহাকে অবিকলেন্দ্রিয় বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন।

(১৫) একদা মরুভূমির মধ্যে গোতম ঋষি তৃষিত হইয়াছেন। অশ্বিদ্বয় দুরবর্ত্তী অন্য এক দেশ হইতে একটি কূপ উঠাইয়া আনিয়া তাঁহার নিকট এমন ভাবে রাখিলেন যে, উহার তলদেশ উর্দ্ধ ও উর্দ্ধদিক নিম্নে থাকিল। তাহাতেই গোতমের স্নান পানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। সায়ণ।

(১৬) দ্রাপি কবচ।

(১৭) জহিত পুত্রাদি দ্বারা পরিত্যক্ত।

(১৮) বলিপলিত জীর্ণ ও পুত্রাদি পরিত্যক্ত চ্যবন ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়া পুনর্ব্বার যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সায়ণ। মহাভারতের বনপর্ব্বে গল্প আছে যে, ভৃগুর পুত্র চ্যবন নর্ম্মদাতীরে তপঃ

সেই কার্য্য তোমাদের ইষ্টপ্রদ বরণীয়,
আরাধ্য, প্রশংসাযোগ্য হে না সত্যদ্বয় ;
জেনে গুপ্ত নিধিবৎ লুক্কায়িত বন্দনেরে (১৯)
পাষ্থ দৃষ্ট (২০) কূপ হ'তে তুলিলে উভয়। ১১

করিতেছিলেন এবং বল্মীক কীট তাঁহার শরীরের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল মাত্র তাঁহার চক্ষু দুটি দেখা যাইত। শর্য্যাতি রাজার সুকন্যা নাম্নী দুহিতা বল্মীকের মধ্যাস্থিত উজ্জ্বল পদার্থ দেখিয়া একটি কাটি দিয়া খোঁচা দিয়াছিলেন। তাহাতে ঋষি ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলে, রাজা তাঁহাকে উক্ত কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার ক্রোধাপনয়ন করেন। অত:পর অশ্বিদ্বয় তাঁহার আশ্রমে আসিয়া এমন জীর্ণ স্বামীর সহিত সুকন্যার বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে যৌবন পুনঃ প্রদান করিয়া যান! Kuhn Max Muller এবং Benfey প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন যে, বার্দ্ধক্যের পর এতাদৃশ যৌবন প্রাপ্তি সূর্য্যের অস্ত গমনের পর তাহার পুনরুদয়ের উপমা মাত্র। সেইরূপ রেভ, বন্দন, পরাবৃত, ভুজ্যু প্রভৃতি যাঁহাকে যাঁহাকে অশ্বিদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপমা মাত্র। কিন্তু Muir এই মত সমর্থন করেন না। (রমেশ)

(১৯) বন্দন ঋষি অসুর কর্ত্তৃক কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; অশ্বিরের স্তব করাতে তাঁহারা তাঁহাকে কূপ হইতে উঠাইয়াছিলেন। (সায়ণ)

(২০) "মূলে দর্শতাৎ" আছে। "অধ্বগৈঃ পিপাসুভিঃ দ্রষ্টব্যাৎ কূপাৎ সায়ণ।

মেঘের গর্জ্জন যথা করে বৃষ্টি আমি তথা
করি তোমাদের সেই ধর্ম্ম প্রকটন;
অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ (২১) পরিয়া অশ্বের মাথা
তোমাদিগে করেছিল মধু (২২) অধ্যাপন। ১২

বুদ্ধিমতী বধ্রিমতী (২৩) পুনঃ পুনঃ আবাহন
করিলে মহৎস্তবে হে নাসত্যদ্বয়!
পুরুভূজ কর্ত্তৃদ্বয়! শিষ্যবৎ শুনি তাহা
হিরণ্যহস্তকে দিলে তাঁহাকে তনয়। ১৩

(২১) সায়ণ বলেন, যে ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্য বিদ্যা ও মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি ইহা অন্য কাহাকে শিক্ষা দেও, তোমার শিরচ্ছেদ করিব। অশ্বিদ্বয় দধীচির মস্তক ছেদন করিয়া তাহা অন্য স্থানে রাখিয়া দিয়া তাঁহাকে অশ্বের মস্তক পরাইয়া দিলেন। এই প্রকারে অশ্বিদ্বয় তাহার নিকট হইতে প্রবর্গ্যবিদ্যা অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ এবং মধুবিদ্যা অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার সেই অশ্বের মাথা বজ্র দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে তাঁহার নিজের মানুষের মাথা পরাইয়া দিলেন। সায়ণ।

(২২) মূলে "মধু" শব্দই আছে অর্থ মধুবিদ্যা।

(২৩) বধ্রিমতী এক রাজর্ষির পুত্রী। তাঁহার স্বামী নপুংসক ছিলেন। বধ্রিমতী পুত্রলাভের জন্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিয়া-

হইতে বৃকের মুখ বৃকবর্ত্তিকার মুক্তে
বর্ত্তিকার (২৪) তোমরা করিলে উভে মুক্ত ;
তোমারই স্তোত্রকারী কবিকে বিবিধ জ্ঞানী
করেছিলে, নেতৃদ্বয় বহুভুজযুক্ত ! ১৪

পক্ষীর পর্ণের ন্যায় খেলজায়া বিশ্‌পলার (২৫)
হইল যখন রণে বিচ্ছিন্ন চরণ ;

ছিলেন। অশ্বিদ্বয় সেই আহ্বান শুনিয়া আসিয়া তাঁহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র প্রদান করেন। সায়ণ।

(২৪) বর্ত্তিকা চড়াইপাখী (চটক) সদৃশ পাখীর স্ত্রী। পুরাকালে একটি আরণ্য কুক্কুর (বৃক) সেই বর্ত্তিকাকে ধরিয়াছিল; অশ্বিদ্বয় তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ। যাস্ক বলেন, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে, এই অর্থে "বর্ত্তিকা" উষার নামান্তর মাত্র। মোক্ষমূলরও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

"The quail in Sanscrit is called vartika *i. e.,* the returning bird, one of the first birds that return with the return of spring. The same name is given in the Veda to one of the many beings deliverved or revied by the Asvins *i. e.* by day and night, and I believe Vartika, the returning, is again one of the many names of the dawn." Science of Language (1882) vol II page 553.

(২৫) খেল নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুরোহিত ছিলেন

রাত্রে সদ্য আসি তাঁর পরাইলে লৌহ জঙ্ঘা
চলিলেন তিনি লয়ে শক্রহিতধন। ১৫

খাওয়াইলে শত মেষ বৃকীকে ঋজ্রাশ্ব দেখি
করিলেন অন্ধ তাঁকে তাঁহার জনক।
নেত্রাভাবে দৃষ্টিহীন দিলে ঋজ্রাশ্বকে আঁখি (২৬)
তোমরা নাসত্যদস্র যুগল ভিষক্ (২৭)॥ ১৬

অগস্ত্য। খেলের স্ত্রীর নাম বিশ্পলা; কোন এক যুদ্ধে বিশ্পালার পা ছিন্ন হইয়াছিল। অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করাতে অশ্বিদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া বিশ্পলার পা লৌহময় করিয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(২৬) বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্বনামক এক রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের বাহন রাসভ, তাঁহার নিকটে বৃকী (নেকড়ে বাঘিনী) হইয়াছিল। ঋজ্রাশ্ব সেই বৃকীকে ১০১ পৌরজনের মেষ খণ্ড খণ্ড করিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। পৌরজনের এরূপ অনিষ্ট করাতে ঋজ্রাশ্বের পিতা তাঁহাকে নেত্রহীন করিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিতে লাগিলেন। অশ্বিদ্বয় নিজের বাহনের জন্য ঋজ্রাশ্বের চক্ষুর হানি হইল জানিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার চক্ষুযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(২৭) দস্র অর্থ দর্শনীয়; এই মন্ত্রে অশ্বিদ্বয়কে ভিষক্ বলা হইয়াছে। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাম্ ভিষজাবিতি শ্রুতেঃ তৈত্তীরীয় সংহিতা (২, ৬, ১১)

সূর্য্যের দুহিতা জিতা (২৮) শীঘ্রগামী অশ্বগুণে
কাষ্ঠ'বৎ (২৯) তোমাদের রথে আরোহিলা।
সকল দেবতা হৃদে আনন্দ লভিলা তায়
শ্রীযুক্ত হইয়া উভে একত্র চলিলা ॥ ১৭

আহূত হইয়ে যদা গিয়াছিলে অশ্বিদ্বয়,
অন্নহস্ত দিবোদাস রাজর্ষির গৃহে (৩০)

---

(২৮) সবিতা স্বীয় দুহিতা সূর্য্যাকে সোমরাজাকে দান করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সকল দেবই সেই সূর্য্যাকে পাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর বলিয়াছিলেন,আমরা আদিত্য পর্য্যন্ত দৌড়াইব। আমাদের মধ্যে যে জয়লাভ করিবেন, সূর্য্যা তাঁহারই হইবেন। অশ্বিদ্বয় জয়ী হইলেন এবং সূর্য্যাকে রথে তুলিয়া লইয়া গেলেন। সায়ণ। বেদে সোম অর্থে সোমরস।৯।১।৬ ঋকে "পুণাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্য্যস্য দুহিতা" আছে। অর্থাৎ সূর্য্যের দুহিতা পরিস্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন। সূর্য্যকিরণে সোম-রস মাদকতা প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে সূর্য্যা সোমের বিবাহাখ্যানের উৎপত্তি হইতে পারে। ১০ মণ্ডল ৮৫ সূক্তে সূর্য্যার বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

(২৯) কার্ষ্মবৎ "কার্ষ্ম শব্দ "কাষ্ঠ বাচী" সায়ণ। ঘোড়দৌড়ের সময় যে নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড সমীপে পঁহুছিলে জয় হয়, সেই কাষ্ঠখণ্ডের নাম কার্ষ্ম।

(৩০) দিবোদাস নামে একজন অতিথিবৎসল রাজর্ষি ছিলেন। ১।১৩০।৮ দেখ।

তোমাদের সেব্য রথ   বহিল সধন অন্ন
যুড়েছিলে যেই রথে রাসভ ও গ্রাহে (৩১)। ১৮

তোমরা সুক্ষত্র ধন   অপত্য সুবীর্য্য অন্ন
সমান হইয়া প্রীত, হে নাসত্যদ্বয়!
আনিলে জহ্নু-সন্তানে (৩২) যাহারা হব্যের দানে
করিলা ধারণ দৈনসবনের ত্রয়॥ ১৯

চৌদিকে শত্রু-বেষ্টিত   জাহুষে (৩৩) সুগম পথে
শত্রুভেদকারী রথে, হে নাসত্যদ্বয়!
বহন করিয়াছিলে,   শত্রু-দুরারোহ-শৈলে
আরোহিলে চিরযুবা তোমরা উভয়। ২০

একদা রক্ষিলে বশে (৩৪)   তোমরা হে অশ্বিদ্বয়!
সহস্র সুরমাধন লাভের কারণ।

---

(৩১) মূলে "শিশুমার" শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "গ্রাহঃ।" কিন্তু Wilson বলেন শিশুমার অর্থে শুশুক "The Gangetic porpoise রাসভ ও গ্রাহ পরস্পর বিরোধী হইলেও অশ্বিদ্বয় নিজগুণে তাহাদিগকে একত্রে যুক্ত করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩২) জহ্নু—জনৈক ঋষি। পুরাণে এক জহ্নু আছেন।

(৩৩) জাহুষ—এক রাজার নাম।

(৩৪) বশ—একজন ঋষির নাম।

ইন্দ্রের সহিত যোগে ক্লেশদায়ী শত্রুদিগে
পৃথু শ্রবসের, (৩৫) পরে করিলে নিধন ॥ ২১

ঋচৎকের পুত্র শর, (৩৬) তাঁহার পানের জন্ম
কূপের নীচের জল উর্দ্ধে তুলে ছিলে।
ক্লেশিত শর্য্যুর তরে আপন শচীর বলে (৩৭)
তোমরা স্তরীকে (৩৮) দুগ্ধবতী করেছিলে ॥ ২২

শরণ লইতে স্তব করিলে কৃষ্ণের পুত্র (৩৯)
ঋজুভাব বিশ্বকায়, হে নাসত্যদ্বয়!

(৩৫) পৃথুশ্রবা একজন কানীন রাজা ছিলেন (সায়ণ) পুরাণেও একজন পৃথুশ্রবার উল্লেখ আছে।

(৩৬) শর—সায়ণ বলেন ঋচৎকের পুত্র শর একজন দেবতা বা ঋষি।

(৩৭) মূলে "শচীভিঃ" শব্দ আছে। "কর্ম্মভিঃ"। সায়ণ।

(৩৮) মূলে "স্তর্যং "আছে। "স্তর্যং নিবৃত্তপ্রসবাং গাং" সায়ণ।

(৩৯) মূলে "কৃষ্ণিয়ায় আছে" "কৃষ্ণো নাম কশ্চিৎ তস্য পুত্রায়" সায়ণ। "এ কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকায় ও তাহার পুত্র বিষ্ণাপু কে, তাহার টীকায় কোন বিবরণ নাই। কেবল তাঁহারা ঋষি ছিলেন, এই টুকু জানা যায়।" রমেশ।

তোমরা শচীর বলে দেখিতে দিইলে তারে
পশুবৎ নষ্ট তার বিশ্বাপুত্তনয় ॥ ২৩
দশ রাত্রি নব দিবা অশিব দামেতে বদ্ধ
জল মধ্যে ছিলা রেভ (৪০) অরাতি হিংসিত।

বিপ্লুত ব্যথিত ভাবে সমুত্থিত করেছিলে
স্রুবে যথা সোমরস করে সমুত্থিত (৪১) ॥ ২৪
তোমাদের কর্ম্ম সব বলিলাম অশ্বিদ্বয়!
সুগো ও সুবীর সহ পতি হই এর (৪২)

(৪০) পূর্ব্বকালে অসুরেরা রেভ ঋষিকে পাশবদ্ধ করিয়া কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি দশরাত্রি ও নবদিবা অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়াছিলেন। অতঃপর দশম দিন প্রাতে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উঠাইয়া দিলেন। সায়ণ।

(৪১) মূলে "সোমমিবস্রুবেণ" আছে। যথাঅগ্নিহোত্র হোমার্থং অভিষুতং সোমরসং কূপসদৃশে অগ্নিহোত্রস্থালীমধ্যে বর্ত্তমানং স্রুবেণাধ্বর্য্যুরুন্নয়তি তদ্বৎ। সায়ণ। রমেশ বাবু স্রুব অর্থে "হাতা" করিয়াছেন।

(৪২) মূলে মন্ত্র 'অস্য পতি', আছে। 'অস্য রাষ্ট্রস্য পতিরধিপতিঃ।' সায়ণ।

নয়নে দেখিতে পাই, পাই আর দীর্ঘ আয়ু
প্রাপ্ত হই অস্ত প্রায় (৪৩) সীমা বার্দ্ধক্যের ॥ ২৫

(৪৩) মূলে "অস্তমিবেৎ" আছে। "যথা গৃহং স্বামী নিষ্কণ্টকং প্রবিশতি"। সায়ণ।

১১৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষিবান্ ঋষি।

মধুর সোমেতে হর্ষ করিবারে উৎপাদন
চিরন্তন হোতা এই করিছে অর্চ্চন।
কুশেতে স্থাপিত রাতি (১) প্রস্তুত হয়েছে স্তুতি,
অন্ন বল ল'য়ে এস নাসত্য দুজন ॥ ১

মন হ'তে বেগবান্, শোভনীয় অশ্বযুক্ত,
যে রথে বিট্‌গণ কাছে যাও অশ্বিদ্বয়!
যে রথে সুকৃতি গৃহে যাও, সেই রথে চড়ি,
এস আমাদের গৃহে, হে নেতৃ-উভয় ॥ ২

সমস্থানে, নেতৃদ্বয়! পাপ তুষানল হ'তে
পাঞ্চজন্য (২) অত্রিকে করিলা বিমোচন।

---

(১) 'রাতির্দাতব্যং হবিঃ' (সায়ণ)

(২) মূলে "পাঞ্চজন্যং ঋষিং" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, পঞ্চজনে অর্থাৎ নিষাদপঞ্চম চতুর্ব্বর্ণে সমুৎপন্ন অত্রি ঋষিকে। কিন্তু ৫বর্ণ সম্বন্ধে বেদ সংহিতা ১ম ভাগ ১।৭।৯ ঋকের টীকা দেখ। আর অত্রি সম্বন্ধে এই ভাগে ১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

হিংসা করি শত্রুগণে, অশিব শত্রুর মায়া
হে বৃষণদ্বয় (৩)! সদা করি নিবারণ ॥ ৩

দুষ্প্রাপগণের দ্বারা সলিলে নিগূঢ় রেভে (৪)
তুলি তাঁর অশ্ববৎ বিশ্লিষ্ট-বয়ব।
নিজ কর্ম্মে সংস্কৃত (৫) করিলে হে অশ্বিদ্বয়!
জীর্ণ হইবার নয় সেই কর্ম্ম সব ॥ ৪

নির্ঋতির (৬) কোলে সুপ্ত পুরুষ সদৃশ কিম্বা,
তমোমধ্যে যথা সূর্য্য তথা দস্রদ্বয়!
মাটিতে সুবর্ণ প্রায় (৭) নিপতিত, দর্শনীয়
তুলে ছিলে বন্দনকে তোমরা উভয় ॥ ৫

---

(৩) মূলে "বৃষণা" আছে। অভীষ্টবর্ষিদ্বয়; যাঁহারা অভীষ্ট প্রদান করেন।

(৪) রেভ ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) মূলে "সংরিণীথঃ" আছে। "সমধত্তম্ সর্ব্বৈরবয়বৈরূপেতম্ কুরুতম্"। সায়ণ। অর্থাৎ নিজের ঔষধগুণে সর্ব্বাঙ্গ সংযুক্ত করিয়াছিলে অর্থাৎ পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলে।

(৬) নির্ঋতি পৃথিবী (সায়ণ)। রোথ্‌ অর্থ করিয়াছেন "death." বোধার্থ বহু। বন্দন সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) "Like brilliant gold buried under earth."

অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য পজ্রী কক্ষিবান্ ঋষি
তোমাদের সেই কর্ম্ম করিব কীর্ত্তন।
যাহাতে অশ্বের শফে (৮) উপস্থিত জনগণে
দিলে শতকুম্ভ মধু করিয়া পূরণ ॥ ৬

তোমরা হে অশ্বিদ্বয়! কৃষ্ণির বিশ্বকে দিলে
স্তবে বশীভূত হয়ে বিশ্বাপু তনয় (৯) ॥
গৃহে পিতৃ সন্নিকটে জরাগ্রস্তা ছিলা ঘোষা
প্রদানিলে পতি তাঁকে হে অশ্বি-উভয় (১০) ॥ ৭

রূপবতী রমণী দিলে শ্যাবকে (১১) হে অশ্বিদ্বয়!
চলিতে অশক্ত অন্ধ কণ্বকে নয়ন (১২)

---

(৮) শফ খুর। অশ্বের শফ হইতে মধুক্ষরণ করিয়া শত কুম্ভ পূরণ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৯) কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বককে বিশ্বাপু নামক বিনষ্টপুত্র প্রদান বিষয়ে ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) ঘোষানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কক্ষিবানের দুহিতা ছিলেন; কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত থাকায় তাঁহার বিবাহ হয় নাই। অশ্বিদ্বয় তাঁহার কুষ্ঠ দূর করিয়া দেন, এবং তিনি পতিলাভ করেন। সায়ণ।

(১১) মূলে "শ্যাবায়" আছে। "কুষ্ঠরোগেণ শ্যামবর্ণায় ঋষয়ে"। সায়ণ। অশ্বিদ্বয় তাঁহার কুষ্ঠ আরোগ্য করিয়া দিলে তিনি রুশতীং অর্থাৎ দীপ্তিমতী রমণী লাভ করিয়াছিলেন।

(১২) ১।১১৮।৭ ঋকে লিখিত আছে, অশ্বিদ্বয় কণ্বঋষিকে চক্ষু দিয়াছিলেন।

প্রশংসার কথা বটে তোমরা হে বৃষাম্বয়!
দিলে সে নৃষদ পুত্রে বধিরে শ্রবণ (১৩) ॥ ৮

। দিলে আশুগামী অশ্ব
আনিয়া তোমরা পেদু নামক স্তোতায় (১৪)।
সহস্র ধনদ, বলী, শত্রুহা, অপ্রতিহত,
বিপদে তরিতা, তার কেনা গুণগায় ॥ ৯

তোমাদের এই সব শ্রুতিযোগ্য দাতৃদ্বয়!
প্রসন্নতা হেতুভূত ব্রহ্ম স্তবনীয়।
তোমরা রোদসীরূপী (১৫) ডাকিতেছে পজ্রগণ
এসে অন্ন দাও শুনি প্রশংসা মদীয় ॥ ১০
কুম্ভ পুত্র (১৬) দ্বারা স্তুত হইয়া হে অশ্বিদ্বয়
মেধাবীকে (১৭) অন্ন দিয়া হে নাসত্যদ্বয়।

(১৩) নৃষদপুত্র একজন বধির ঋষি ছিলেন।

(১৪) ১১৬।৬ ঋকের টীকা দেখ।

(১৫) "তৎকৌ অশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি একে। নিরুক্ত" ১২, ১।

(১৬) মূলে "সূনোঃ" আছে। "কুম্ভাৎ প্রসূতস্য অগস্ত্যস্য যেন পুরোহিতস্য" সুতরাং যেনের পুরোহিত অগস্ত্যই কুম্ভ পুত্র।

বর্দ্ধিত অপত্যায়রে হইয়া বিশ্‌পলাকে
করিলে আরোগ্য দান তোমরা উভয় (১৮) ॥১১

আকাশের পুত্রদ্বয় শুনিতে কাব্যের (১৯) স্তুতি,
অভীষ্ট বর্ষিতে কোথা করিছ গমন?

হিরণ্য কলস মত কূপেতে পতিত রেভে
করিলে দশম দিনে ঊর্দ্ধে উত্তোলন ॥১২

জরাজীর্ণ চ্যবনকে (২০) তোমরা যৌবন দান
নিজ কর্ম্মগুণে করেছিল পুনরায়।

তোমাদের রথোপরি সূর্য্যের দুহিতা দেবী (২১)
আবাহন শ্রীসহ করিলা একদায় ॥ ১৩

(১৭) মূলে "বিপ্রায়" আছে। "মেধাবিনে ভরদ্বাজায়"। সায়ণ।

(১৮) খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলার ছিন্নজঙ্ঘা অশ্বিদ্বয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছিল। ১১৬ সূক্ত ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(১৯) মূলে কাব্য শব্দই আছে, অর্থ উশনা। পূর্ব্বকালে উশনার স্তুতি শুনিতে যাইবার সময়ে অশ্বিদ্বয় পথে কূপে নিপতিত রেভকে দেখিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ১১৬ সূক্ত ২৪ ঋক্ দেখ।

(২০) ১১৬ সূক্ত ১০ ঋকের টীকা (২১) ১১৬ সূক্ত ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

তোমাদিগে অশ্বিদ্বয় পূর্ব্ববৎ স্তোত্রে উগ্র
পরেও অর্চিত, ওহে দুঃখ বিনাশন!
ভুজ্যুকে (২৩) সমুদ্র হ'তে দ্রুতগতি নৌতে অশ্বে
তোমরাই দিলে তাঁকে করি আনয়ন॥ ১৪
করিলা পিতাকে পেয়ে আবাহন তোমাদিগে
নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পারে তুগ্রের তনয়।
উৎকৃষ্ট তুরঙ্গ রথে অশ্বিদ্বয়! নিরাপদে
এনেছিলে তাঁকে দ্রুত তোমরা উভয়॥ ১৫
হইতে বৃকের মুখ বাঁচালে বর্ত্তিকা যদা (২৪)
ডাকিল সে পাখী তোমাদিগকে অশ্বিদ্বয়!
নিলে জয়শীল রথে জাহুষে পর্ব্বত শৃঙ্গে (২৫)
করিলে বিষেতে হত বিষাঙ্-তনয় (২৬)॥ ১৬

(২২) মূলে 'প্রিয়া' আছে। "ঋক্ সহস্ররূপয়াসম্পদা কান্ত্যা বা সহ" সায়ণ। রমেশবাবু কান্তিশব্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

(২৩) ১১৬ সূক্ত ৩ঋকের টীকা দেখ।

(২৪) ১১৬ সূক্ত ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(২৫) ১১৬ সূক্ত ২০ ঋকের টীকা দেখ।

(২৬) "বিষাচোবিবিধপতিযুক্তস্য এতৎসংজ্ঞস্যাসুরস্যাত্মজমুৎপন্নমপত্যং।" সায়ণ।

বৃকীকে শতেক মেষে পূজিলে, ক্রোধান্বিত পিতা
করিলা ঋজ্রাশ্বপুত্রে নয়ন-বিযুক্ত।
তোমরা হে অশ্বিদ্বয়! দিলে তাঁরে অক্ষিদ্বয়
দর্শনার্থে অন্ধকে করিলে নেত্রযুক্ত। (২৭) ॥ ১৭

অন্ধকে নয়ন সুখ প্রদান মানসে বৃকী
ডাকিল হে অশ্বি-নেতা-বৃষণ-যুগল!
কানীন জারের মত ঋজ্রাশ্ব মেষ শতেক
খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে লভিল এ ফল! ১৮

তোমাদের রক্ষাকার্য্য মহৎ সুখের হেতু
ব্যধিতকে সঙ্গতাঙ্গ করেছ তোমরা।
অতেব পুরন্ধি (২৮) হেন করিল আহ্বান, এস
অভীষ্ট পূরণ কর রক্ষাকার্য্য দ্বারা ॥১৯

অধেনু কৃশাঙ্গী স্তরী শযুর জন্যেতে হ'ল
দুগ্ধবতী, অশ্বিদ্বয়! তো'দের কৃপায়।

(২৭) ১১৬ সূক্ত, ১৬ঋকের টীকা দেখ।

(২৮) ব্রহ্মবাদিনী ঘোষার কথা বলা হইতেছে, এই সূক্তের ৭ঋকের টীকা দেখ।

তোমাদের কর্ম্মগুণে মিলিল বিমদে যাহা
পুরুমিত্র কুমারীকে (২৯) অর্পিলে তাঁহায় ॥২০
বপিলে লাঙ্গলে যব আর্য্য মনুষ্যের জন্য (৩০)
দুহিলে তোমরা অন্ন দর্শনীয় দ্বয়!
বজ্রেতে ঘাতিলে দস্যু, প্রকাশ করিলে জ্যোতি,
সুবিস্তীর্ণ নেতৃদ্বয় তোমরা উভয় ॥২১॥
আথর্ব্বাণ দধীচিকে (৩১) ছিন্নমস্ত করি তথা
অশ্বশির, অশ্বিদ্বয়! করিলে যোজন।
তিনিও দিলেন শিক্ষা ত্বষ্টৃলব্ধ মধুবিদ্যা
হয়েছিল যাহা অপিকক্ষ্যের মতন (৩৩) ॥২২॥

(২৯) ১১৬।১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩০) মূলে "আর্য্যায় মনুষায়" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন বিদ্বান্ মনুকে। কিন্তু রমেশ বাবু এবং Wilson প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দস্যু বিরোধী আর্য্য সম্প্রদায়ের লোক অর্থ করিয়াছেন।

(৩১) ১১৬।১২ ঋকের টীকা দেখ।

(৩২) মূলে অপিকক্ষ্যং আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ছিন্নস্ত মস্তশিরসঃ কক্ষপ্রদেশেন পুনঃ সন্ধানভূতং প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্যং রহস্যং"। কিন্তু প্রবর্গ্যবিদ্যার কথা মূলে এ ঋকেও নাই, ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকেও নাই। Wilson অর্থ করিয়াছেন "Ligature of the waist".

হে অশ্বিযুগল! যাচি সদা তোমাদের কৃপা
আমার সকল কর্ম্ম রক্ষ অশ্বিদ্বয়!
দাও আমাদিগে ধন মহৎ অপত্যোপেত
প্রশংসার উপযুক্ত মাগত্য উভয় ॥ ২৩ ॥

হিরণ্যহস্ত নামক দিলে পুত্র (৩৩) দানশীল
তোমরা বধ্রিমতীকে হে অশ্বিযুগল!
ত্রিধাছিন্ন ছিলা শ্যাব (৩৪) তাঁহাকে হে অশ্বিদ্বয়!
উজ্জীবন করেছিলে দয়ায় কেবল ॥ ২৪ ॥

এই সব বীর কর্ম্ম তোমাদের পুরাতন
বলেছেন মানবেরা (৩৫) ওহে অশ্বিদ্বয়!
আমরাও ব্রহ্ম করি তোমাদের বৃষাদ্বয়!
সুপুত্রক যজ্ঞমন্ত্র বলি সমুদয় ॥ ২৫ ॥

---

(৩৩) ১১৬।১৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৩৪) অসুর কর্ত্তৃক তিন ভাগে খণ্ডিত শ্যাব ঋষিকে যুক্তাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিলেন (সায়ণ)।

(৩৫) "আয়বো মনুষ্যাঃ মদীয়াঃ পিত্রাদয়ঃ" (সায়ণ)

১২৬ সূক্ত।

১—৫ কক্ষীবান্ ঋষি। রাজা ভাবযব্যের উপলক্ষে।
৬ ভাবযব্য ঋষি। তাঁহার স্ত্রী লোমশার উপলক্ষে।
৭ লোমশা ঋষি। তাঁহার স্বামীর উপলক্ষে।

নিজ বুদ্ধি বলে আমি বহু স্তোম সম্পাদন
করি সিন্ধুবাসী ভাবযব্যের (১) নিমিত্ত।
মদর্থে অতূর্ত্ত রাজা (২) কীর্ত্তিলাভ কামনায়
করেছেন সহস্র সবন (৩) অনুষ্ঠিত ॥ ১ ॥

আমাকে বলিবা মাত্র গ্রহণ করিনু আমি
সে অসুর রাজার নিকটে নিষ্ক (৪) শত।
অশ্ব-শতক প্রদত্ত ধেনু বলীবর্দ্দ শত,
স্বর্গেতে রাজার কীর্ত্তি হইবে অক্ষত ॥ ২ ॥

স্বনয়-প্রদত্ত (৫)শ্যাব বধূমন্ত দশরথ
আমার নিকটে পরে হ'ল উপস্থিত।
এল সহস্রক ষাটি গাভী, পেয়ে কক্ষীবান্
পরদিন পিতাকে করিলা সমর্পিত ॥ ৩ ॥

---

(১) ভাবযব্য সিন্ধুপ্রদেশের রাজা। (২) অতূর্ত্ত অহিংসিত। (৩) সবন সোমযাগ। (৪) মূলেও "নিষ্ক" শব্দই আছে; নিষ্ক একপ্রকার মুদ্রা। কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন আভরণ বা সুবর্ণ।

সহস্র গাভীর অগ্রে   দশরথে সংযোজিত
চল্লিশ তুরঙ্গ শোণ শ্রেণীতে চলিল।
ভূষিত স্বর্ণাভরণে   মদস্রাবী অশ্বগণে
তাঁর প্রজাগণে (৬) পথে মাজিতে লাগিল॥৪॥

লইয়াছি তোমাদের   অগ্র, পূর্ব্বমত দান,—
এবার অশ্বের রথ, গাভী বহু মূল্য।
কীর্ত্তি-চেষ্টা, পজ্রগণ (৭)   করুক শকটবান্,
বন্ধুগণ! অনুরক্ত হয়ে বিশ্‌তুল্য॥৫॥

মিলিত হইয়া কিম্বা হয়ে সম্মিলিতা
কশিকার (৮) মত যিনি করেন রমণ।
দিলেন আমাকে যিনি রেতঃ সমন্বিতা
শত শত বার কত ভোগ্য আলিঙ্গন॥৬॥

(৫) স্বনয়, ভাবয়ব্যের অন্য নাম। (৬) প্রজাগণ অনুচরগণ।

(৭) পজ্রগণ অঙ্গিরোগণ। বিশ্‌ বা প্রজাগণ যেমন পরস্পর অনুরক্ত হইয়া চেষ্টা করে, সেইরূপ অঙ্গিরাগণ শকটবান্‌ হইয়া পরস্পর অনুরক্তভাবে কীর্ত্তিলাভের চেষ্টা করুক।

(৮) কশিকা নকুলী।

আমাকে করহ স্পর্শ আসিয়া নিকটে
মনে করিওনা মম লোম অল্প হয়।
যেমন গান্ধারী মেষী পূর্ণ-অঙ্গা বটে
রোমশা আমাকে জান তেমন নিশ্চয়॥ ৭॥

১৩৪ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি।

করুক হে বায়ু! তোমা আনয়ন
ত্বরিত বলিত তুরঙ্গমগণ,
করিবারে যজ্ঞে অন্নের গ্রহণ,
পূর্ব্ব পানাশায় সোমপানাশায়।

তোমার মনের মত হউক এ ভারতী;
সত্যা সমুন্নতা—যাহে করি তব স্তুতি;
নিযুৎ যোজিত রথেতে চড়িয়া,
যজ্ঞের হবিষ্য উদ্দেশ্য করিয়া
এস, আমাদিগে ইষ্টদানাশায়॥ ১॥

প্রমত্ত করুক (১) উজ্জ্বল মাদক
তোমা ইন্দুসব হর্ষ উৎপাদক,
দর্শ পবিত্রেতে প্রস্তুত সম্যক্,
গিয়ে অভিমুখে হয়ে মত্তে হৃষ্টমান্ ।

তাই যত নিযুৎ (১) তোমাকে যজ্ঞ পানে
আনিবারে যাইতেছে মিলিয়া সকলে,
সুকর্ম্ম কুশল, নিত্য সহচর,
তোমারি উৎসাহে সোৎসাহ অন্তর ;
করেন মানস ব্যক্ত যতেক ধীমান ॥২॥

যোড়েন সে বায়ু তুরঙ্গ লোহিত,
অরুণ তুরঙ্গ করেন যোজিত,
অজিরাশ্বে (২) তথা রথেতে ত্বরিত
ধুরির বহনে দৃঢ় ধুরির বহনে ।
প্রাজ্ঞ যজমানে কর প্রবোধিত,
জার যথা নিদ্রিতাকে করে জাগরিত ;

(১) নিযুৎ বায়ুর অশ্বের নাম।
(২) "অজিরা অজিরৌ গমন শীলৌ বর্ণবিশেষ যুক্তৌ" সায়ণ।

প্রকাশ করহ আকাশ পৃথিবী,
স্থাপন করহ আনি উষা দেবী,
উষাকে স্থাপন কর হব্যের গ্রহণে ॥৩॥

শুচি উষা সবে অতি দূর দেশে
গৃহ আচ্ছাদক রশ্মি সমাবেশে
পাতেন তোমার জন্ত ভদ্রবাসে,—
কিবা চিত্র বাসে, বায়ো! নবরশ্মিজালে।

সুধা নিস্যন্দিনী যত গাভীগণ,
তব জন্য বসু করেন দোহন;
মরুত্‌ সকলে তুমি জন্মাইলে
অন্তরীক্ষে হ'তে হেথায় আনিলে,
উৎপাদন করিবারে নদী বৃষ্টি জলে ॥৪॥

তব জন্ত তব আনন্দ কারণ,
দীপ্ত, শুচি, উগ্র, অতিপ্রবহণ,—
আহ্বানীয় অগ্নি নিকটে গমন
করিতেছে সোম, বায়ো! যেথাকাঙ্ক্ষা করি।
পূজে তোমা যজমান ভীত ক্ষীণ কায়
তস্কর যাহাতে সব অন্যত্র পলায়;

(৩) মূলে "অসূর্য্যাৎ" আছে। The fear of evil spirits. Wilson.

ভূত জাত হ'তে হয় যত ভয়
রক্ষ তাহা হতে আমা সমুদয়,
ধর্ম্ম হেতু, অমূর্ধ্য (৩) হইতে ভয় হরি ॥৫॥

তব পূর্ব্বে কেহ নাহি করে পান,
পানের সময়ে তব আদ্য স্থান,
অতেব অগ্রেতে কর সোমপান,
অভিষুত সোম, বায়ো! করহ গ্রহণ।

বিবর্জ্জিত-পাপ যারা আর সোমবান্
হেন বিশ্‌গণ-সোম কর তুমি পান;
তোমার জন্যেতে করয়ে দোহন
দুগ্ধ ধেনু সবে, করয়ে অর্পণ
তোমার জন্যেতে ঘৃত যত ধেনুগণ ॥৬॥

১৫৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

বসু, রুদ্র, পুরুজ্ঞানী, স্তবেবর্দ্ধমান উক্তে
পুজিতে অভীষ্টবর্ষিদ্বু! দাও কাম্য ফল।

ঔচথ্য প্রার্থয়ে ধন দস্রদ্বয়। তোমাদিগে (১)
কেহ ত আশ্রয় চেয়ে না হয় বিফল॥১॥

তোমাদের সুমতির কে পারে করিতে দান
দেবিপদে যাহা দিতে করহ মনন।
পুরাইতে বাঞ্ছা যেন হইয়া কৃতসংকল্প
পুষ্টিকরী, শব্দকরী দাও ধেনুগণ॥ ২॥

তোমাদের যুক্ত পেরু (২) হয়েছিল সংস্থাপিত
বলেতে তৌগ্রের জন্ম অর্ণব ভিতরে।
তোমাদের কৃপা লভি হইব দুঃখের পার
শীঘ্রগামী অশ্বে জয়ী যথা ফেরে ঘরে॥ ৩॥

ঔচথ্যে করুক রক্ষা তোমাদের উপস্তুতি (৩)
নাহি যেন কৃশ করে দিবস রজনী।

---

(১) এই মন্ত্রে অশ্বিদ্বয়কে বসু ও রুদ্র বলা হইয়াছে। সায়ণ বসু অর্থে বাসয়িতা ও ধনবান্ দুই অর্থই করিয়াছেন। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন নিবাসপ্রদ। রুদ্র শব্দেরও দুই অর্থই সায়ণে দৃষ্ট হয়, পাপনাশক ও ভয়ঙ্কর শব্দকারী।

(২) অশ্বযুক্ত পারক্ষমরথ। ১১৬ সূক্তের ৩শ্লকের টীকা দেখ।

(৩) সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যে স্তুতি করা হইয়াছে (সায়ণ)।

দশ বার প্রজ্বলিত অনলে না দহে যেন,
তবাশ্রিত বদ্ধ হয়ে লোটায় ধরণী (৪) ॥ ৪ ॥

মাতৃ সমা নদী সব না গিলে আমায় যেন
ফেলেছে দাসেরা নিয়ে কুব্জাঙ্গ আমারে।
এই মম শিরচ্ছেদ করেছে ত্রৈতন দাস
স্বয়ং সে হেনেছে বক্ষঃ অংসদ্বয় পরে (৫) ॥৫॥

(৪) এই ঋক সম্বন্ধে সায়ণ যে আখ্যায়িকা দিয়াছেন, তাহা আমি রমেশ বাবুর ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি। "জরাজীর্ণ অন্ধক, মমতা পুত্র দীর্ঘতমাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইয়া গর্ভদাসেরা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। দীর্ঘতমার স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করেন। গর্ভদাসেরা পরে তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিল, অশ্বিদ্বয় জল হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তখন ত্রৈতন নামক এক দাস তাঁহার মস্তক ও বক্ষঃ ছেদন করিল, তাহাতেও অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

(৫) মূলে "দাস" শব্দের ব্যবহার আছে, যেমন অন্যত্র, তেমন এই ঋকেও দাস অনার্য্য দস্যু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ত্রৈতন সম্বন্ধে ৫২ সূক্তের ঋকের টীকা দেখ। শৌনক বলেন ব্যাঘ্র, বৃক, তস্করাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই পঞ্চমী ঋক জপ করা কর্ত্তব্য।

দশম যুগেতে জীর্ণবান্ দীর্ঘতমা।
কর্ম্মার্থীর পক্ষে তিনি সারথি ও ব্রহ্মা (৬)॥ ৬॥

১৬৩ সূক্ত।

অশ্ব দেবতা। উচথ্যের অপত্য-দীর্ঘতমা ঋষি।

পূরায়ে কামনা সব প্রথমে হয়ে উদ্ভব
সমুদ্র (১)হইতে শব্দ করিলে হ্রেষণ।
পক্ষ, শ্যেনপক্ষ প্রায় বাহু হরিণের ন্যায়
তব জন্ম স্তুতি-যোগ্য, মহৎ অর্ব্বন্ (২)॥ ১॥

আততায়িনমায়ান্তং দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্র মথবৃকং।
সমাগরয়িতি জপং স্তেভ্য এব প্রমুচ্যতে।
ত্রিরাত্রোপষিতো রাত্রৌ জপেদাহর্বাদর্শনাৎ।
আয়ুত্য প্রযতঃ সূর্য্য মুপতিষ্ঠেদ্দিবাকরং।
গচ্ছন্তি তস্করা দৈন্যস্তথাস্তে পাপবুদ্ধয়ঃ।
একঃ শতানি ত্রায়েত তস্করেভ্যশ্চরন্ পথি।

(৬) রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন নেতা। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ব্রহ্ম সদৃশঃ পরিবৃঢ়ো ভবতি"।

(১) সায়ণ সমুদ্র অর্থে অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র দুই করিয়াছেন।

(২) অর্ব্বন্ হে অশ্ব।

এ অশ্বকে যমদত্ত রথে যুড়িলেন ত্রিত
প্রথমেই তদুপরি ইন্দ্র আরোহিলা।
গন্ধর্ব ধরি রশনা করিলা রথ-চালনা
সূর্য্য হ'তে সে অশ্বকে বসুগণ সৃজিলা ॥ ২ ॥

তুমি অশ্ব যম হও তুমি কি আদিত্য নও
গূহ্যব্রত বলে তুমি ত্রিত হে অর্ব্বন্।
সোমের সহিত যুক্ত আছে এই কথা ব্যক্ত
স্বরগে তোমার আছে তিনটী বন্ধন ॥ ৩ ॥

আছে স্বর্গে ত্রিবন্ধন জলে তিন হে অর্ব্বন্,
সমুদ্রেও ত্রিবন্ধন আছয়ে তোমার।
বরুণ তুমি, আমার পরম জন্ম কোথায়
তোমায় বলিছ, যাহা বলে এ সংসার (৩) ॥ ৪ ॥

দেখিয়াছি হে বাজিন্ এ তব মার্জ্জন-স্থান,
বক্ত তোমা তোমার শফের স্থান এই।

(৩) স্বর্গে তিন বন্ধন বসুগণ, আদিত্য ও দ্যুঃস্থান; জলে অর্থাৎ পৃথিবীতে তিন বন্ধন অন্ন, স্থান, বীজ; সমুদ্রে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে তিন বন্ধন মেঘ, বিদ্যুত্ ও স্তনিত। বন্ধনাদি উৎপত্তি কারণাদি সায়ণ।

এখানে রশনা তব করে যজ্ঞ সুবিধান
দেখেছি তাহাও, হয় ফলপ্রদা যেই ॥ ৫ ॥

দূর হতেই মানসেতে পেয়েছি তোমা চিনিতে
নিম্ন হ'তে অন্তরীক্ষে উঠিছ ভাস্করে।
অরেণু সুগম পথে দেখেছি শির উঠিতে
তোমার হে অশ্ববর! ক্রমশঃ উপরে ॥ ৬ ॥

তোমার উৎকৃষ্ট রূপ আমি দেখিতেছি হেথা
অন্নার্থে পৃথিবী-পদে চারিদিকে আসে।

আসিলেই কাছে লোক লয়ে তব ভোগ তথা,
খাও সে ওষধি তুমি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রাসে ॥ ৭ ॥

তব অনু রথ চলে গো মর্ত্ত্য চলে সকলে*
স্ত্রী-সৌভাগ্য তব অনু করয়ে গমন।
তবানু করি গমন সখ্য লভে ব্রাতগণ (৪)
দেবগণ তব বীর্য্য করেন কীর্ত্তন ॥ ৮ ॥

(৪) মূলে "ব্রাতাসঃ" শব্দ আছে। 'ব্রাতাসো ব্রাত্যাঃ [illegible] সমূহাঃ বস্বাদি দেবগণাঃ' সায়ণ। অর্থাৎ [illegible] গণ অথবা বসু আদি অপ্রধান দেবগণকে ব্রাত বলা হইয়াছে।

শৃঙ্গ যার হিরণ্ময় (৫) অশ্বঃ পদ চতুষ্টয়
মনোজব ইন্দ্র যার কাছে ক্ষুদ্র (৬) ছিলা।

যার অদ্য (৭) হব্যাশনে সমাগত দেবগণে—
ইন্দ্রই প্রথমে যেয়ে তাহে আরোহিলা ॥ ৯ ॥

সংলগ্ন মধ্যম স্থান বিবিক্ত জঘন দেশ
বিক্রান্ত শূরের ন্যায় দিব্য দ্রুতগামী।
শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলে যথা হংস সমাবেশ
স্বর্গপথে অশ্বগণ যদা অভিগামী ॥ ১০

শরীর তব অর্ব্বন্ করয়ে শীঘ্র গমন
চিত্ত তব বায়ুবৎ করয়ে গমন।
তোমার কেশর চয় নানা ভাবে স্থিত রয়
অরণ্যে বহুল স্থানে করে বিচরণ ॥ ১১ ॥

এই দ্রুত গামী হরি দেবাসক্ত চিত্তে করি
ধ্যান, যাইতেছে স্বীয় বিশসন স্থানে (৮)।

---

(৫) মূলেই "হিরণ্য শৃঙ্গ" শব্দ আছে। "উন্নতশিরস্কঃ হৃদয়রমণ শৃঙ্গস্থানীয় শিরোরুহোবা" সায়ণ।

(৬) মূলে "অবরঃ" শব্দ আছে। অর্থ নিকৃষ্ট।

(৭) মূলে "অদ্যাং" আছে। "অদনযোগ্যং" সায়ণ।

(৮) বধ্য স্থানে।

পুরো ভাগে বন্ধুভূত হইতেছে অজ নীত
পাছে পাছে চলিছেন স্তোতা কবিগণে ॥ ১২ ॥

পাইতে পিতা মাতার উৎকৃষ্ট সধস্থে (১)হায় !
এই দ্রুতগামী অশ্ব করিছে গমন।
অদ্য হয়ে প্রীত অতি দেবগণে কর গতি
অশ্ব ! দাতা পান যেন বরণীয় ধন ॥

১৮২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

বোধ হইতেছে হেন অশ্বিদ্বয় রথ যেন
অভিষ্ট বর্ষণ জন্য হেথা উপস্থিত।
অগ্রে গিয়া তাহাদিগে কর আমোদিত ॥
কর্মকর্তা স্তুতিগণ উপযুক্ত স্তুতি র
বিশ্পলার উপকার তাঁরা করিলেন।
স্বর্গ নপ্তা শুচিব্রত তাঁহারা হয়েন ॥ ১ ॥

---

(১) মূলে "পরমং সধস্থং" আছে। পরম উৎকৃষ্ট এবং সধস্থ একত্রে নিবাসযোগ্য স্থান (সায়ণ)।

স্তুতি-যোগ্য ইন্দ্রতম শত্রুঘাতী মরুত্তম
উৎকৃষ্ট কর্ম্মের কর্ত্তা তোমরা উভয়।
রথবান্ রথীতম তোমরা নিশ্চয়॥
তোমরা কর বহন মধুতে করি পূরণ
সর্ব্বত্র সমৃদ্ধরথ, এস হে তাহায়।
হে অশ্বিযুগল এই হব্য প্রদাতায়॥ ২॥

কি কর হেথা উভয় কেন আছ দস্রদ্বয়
হব্য শূন্য যেই ব্যক্তি হয়েছে পূজিত।
কর তাকে তোমরা সত্বর পরাজিত॥
পণির হরহ প্রাণ আমাকে করহ দান
জ্যোতি, আমি বিপ্র, করি স্তুতি অভিলাষ।
কর মম প্রতি এই দয়ার প্রকাশ॥ ৩॥

শ্বসদৃশ শব্দ করি সম্মুখে আসে যে অরি
অশ্বিদ্বয়! তাহাদিগে বিনাশ করহ।
জান, তাই যুদ্ধার্থীকে সংগ্রামে বধহ॥
স্তোতা যত করে স্তুতি কর তাহা রত্নবতী
প্রত্যেক বাক্যেতে যেন ফলয়ে সুফল।
মম স্তব রক্ষা কর, নাসত্য যুগল (১)॥৪॥

---

(১) ৩য় ও ৪র্থ ঋকে যজ্ঞবিদ্বেষী কুক্কুরের ন্যায় শব্দকারী অনার্য্য জাতির কথা বলা হইয়াছে।

তোমরা তৌগ্রের তরে করিলে সে সিন্ধু'পরে
দৃঢ় পক্ষযুক্ত সেই প্লবের সৃজন।
অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উদ্ধার শোভন॥
অনুগ্রহ করি যায় তুলিয়া আনিলে তাঁয়
দেবগণ মধ্যে আনি করিলে স্থাপন।
মহাজল হতে তাঁকে করি উত্তোলন॥৫॥

জল মধ্যে অধোমুখে নিপতিত সে উগ্রকে
অন্ধকার মধ্যে কত কষ্ট পেতে হ'ল।
অবলম্ব মাত্র তাঁর কিছু নাহি ছিল॥
তখন সে অশ্বিদ্বয় স্বীয় তরি চতুষ্টয়
জলের জঠর মধ্যে প্রেরণ করিলা।
তাহাতেই তৌগ্র আসি পারেতে পৌঁছিলা॥৬

কি সে বৃক্ষ (২) জল মাঝে নিষ্ঠিত(৩) যাহা বিরাজে
ব্যগ্র হয়ে তৌগ্র যাহা কৈলা আলিঙ্গন।
আলিঙ্গন করে যথা মৃগ ভীত মন॥

---

(২) সায়ণ বলেন বৃক্ষ অর্থে রথ বুঝিতে হইবে। "বৃক্ষবিকারে প্রকৃতি শব্দ"।

(৩) নিষ্ঠিত নিশ্চল।

পর্ণাবলী আলম্বনে হিংসকের ভয়ে বনে,
উদ্ধারিলে অশ্বিদ্বয়! তৌগ্রকে এমন।
জগৎ করিছে তব কীর্ত্তির ঘোষণ ॥৭
হে নর নাসত্য দ্বয়! মনেতে করি আশ্রয়
তোমাদিগে যেই সব করা হয় স্তব।
অনুগ্রহে গ্রহণ করহ তাহা সব ॥
অদ্য অস্মদনুষ্ঠিত এই সোম-যাগে প্রীত
হও অশ্বিদ্বয়! মোরা লভি অন্নবল।
দীর্ঘ আয়ু লাভ করি আমরা সকল ॥ ৮

১৮৭ সূক্ত।

পিতু (১) দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

স্তব করিতেছি আমি হয়ে ত্বরান্বিত
বলদ ধারক মহা পিতু দেবতায়;
তাঁহার প্রভাবে পর্ব্ব ছেদ করি ত্রিত
বিমর্দ্দিত করিলেন বৃত্র দুরাত্মায়। ১

মধুর সুস্বাদু পিতো আমরা তোমায়
সেবিতেছি রক্ষা কর আমা সবাকায়। ২

এসহ নিকটে হে পিতু মঙ্গলময়,
শিবময় আশ্রয় প্রদানে সুখী কর;

(১) পিতু-অন্ন। "পিতুং পালকং অন্নং" সায়ণ।
শৌনক বলেন—পিতুং নিত্যুপতিষ্ঠেত নিত্যমন্নমুপস্থিতং।
পূজয়েদশনং নিত্যং ভুংজীয়াদবিকুৎসয়ন্॥১
নাস্যস্যাদন্নজোব্যাধির্বিষমপ্যমৃতং ভবেৎ।
বিষঞ্চ পিত্বেতৎসূক্তং জপেৎ বিষবিনাশনং॥২
নাবাগ্যতস্তু ভুঞ্জীত নাশুচির্ন জুগুপ্সিতং।
দদ্যাচ্চ পূজয়েচ্চৈব জুহুয়াচ্চ হবিঃসদা॥৩
স্তুতঃ নাস্যকিঞ্চিৎস্যান্নানজংব্যাধিমাপ্নুয়াৎ। ইতি"

তব রস যেন আমাদের প্রিয় হয়,
তুমি সখা অদ্বিতীয় হও সুখকর। ৩

অন্তরীক্ষে যথা বাত হে পিতো তেমন,
আছে তব রস ব্যেপে এ বিশ্বভুবন। ৪

স্বাদুতম পিতো! তব প্রার্থনা যাহারা
করে, ভোক্তা হয় পিতো! তোমার তাহারা;
তব অনুগ্রহে দান্ করয়ে তোমায়,
তব রসাস্বাদী চলে উন্নত গ্রীবায়। ৫

করেছেন নিহিত তোমাতে দেবগণ
ওহে পিতো! তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় মন;
তব চারু প্রজ্ঞা বলে আশ্রয়ে তোমার
করেছেন পিতো! তাঁরা অহির সংহার। ৬

পর্ব্বত হইতে যদা করে আগমন
প্রসিদ্ধ উদক সব হে পিতো তখন,
তালমতে আমাদের ভোজনের হেতু
সন্নিহিত হও তুমি হে মধুর পিতু! ৭

জলোষধি করিতেছি যখন ভক্ষিত,
অতেব শরীর! তুমি হও আপ্যায়িত। ৮

সোম! গব্য যব্য যদা করিছি ভক্ষিত,
অতেব শরীর! তুমি হও আপ্যায়িত। ৯

করম্ভ ওষধি! তুমি স্থৌল্য বিধায়ক
রোগ নিবারক তুমি ইন্দ্রিয়োদ্দীপক,
করিতেছি সে ওষধি যখন সেবিত
অতেব শরীর! তুমি হও আপ্যায়িত (১)। ১০

আমরা হে পিতো তোমা হ'তে স্তুতি স্তবে,
ধেনু হতে গব্য যথা, হব্য লব সবে;
এই রস দেবগণে করিবে মাদিত,
মোদিগেও করিবেক অতীব হর্ষিত। ১১

(১) ৮।৯।১০ ঋকের শেষে "বাতাপে পীব ইদ্ভব" আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন "হে শরীর। তুমি স্থূল হও।" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "হে শরীর ত্বং পীব ইৎ আপ্যায়িত এব ভব"।

দ্বিতীয় মণ্ডল।

২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

জাতবেদা অগ্নিদেবে যজ্ঞে কর সম্বর্দ্ধিত,
হবি দ্বারা যজ তাঁকে বাক্যে অতি বিস্তারিত;
উদ্দীপ্ত সমিধ্যমান তিনি দেব স্বর্গনেতা,
তাঁহার অন্ন শোভন, তিনি হোতা বলদাতা। ১

ধেনুগণ গোষ্ঠে বৎসে আকাঙ্ক্ষা করে যেমন
হে অগ্নে! তোমাকে করে তথা রাত্রি উষাগণ;
সংযত হইয়ে তুমি দ্যুলোকের ন্যায় ব্যাপ্ত
সকল মানব যজ্ঞে (১), রাত্রিতেও আছ দীপ্ত। ২

স্থাপিলেন দেবগণ জগতের মূল দেশে
সুদর্শন সে অগ্নিকে দ্যাবা পৃথিবীর ঈশে;—

---

(১) মূলে "মানুষা যুগা" আছে। মানুষা মানুষাণাং যজমানানাং সম্বন্ধীনি যুগাযুগানি যুগশব্দঃকালোপলক্ষকঃ প্রাতরাদি সবনানি সর্ব্বেষু সবনেষু' সায়ণ।

রথবৎ বেদিতব্য দীপ্ত মিত্রবৎ দেবে
যজ্ঞভূমে যাঁকে সবে প্রশংসার বাক্যে সেবে।৩

জলের সেচনকারী, রুচির চন্দ্রের ন্যায়
রাখিলেন বেদি'পরে তাঁরে স্বযজ্ঞ শালায়;
শিখাতে দ্যুলোকগামী সবে করি সচেতন,
জলবৎ পান্তা ব্যাপ্ত দ্যাপৃথ্বীতে অনুক্ষণ। ৪

করুন সমস্ত যজ্ঞ ব্যাপ্ত তিনি হোতা হয়ে,
লোকে তাঁকে অলঙ্কৃত করে হব্য বাক্যচয়ে;
হিরিশিপ্র (২) বৰ্দ্ধমানা ওষধির মাঝে জলে,
করেন দ্যুপৃথ্বী দীপ্ত তারা যথা নভস্তলে। ৫

আমাদের স্বস্তি জন্য দিয়ে ধন বৰ্দ্ধমান্
প্রজ্বলিত হয়ে সম্যক্ হও তুমি দীপ্যমান,
আমাদিগে ফল-প্রদ কর দ্যাবা পৃথিবীতে,
হে অগ্নে মানুষীহব্য নীত হ'ক দেবপ্রীতে। ৬

দাও অগ্নে! বহুধন, সহস্র পুত্রাদি আর,
কীৰ্ত্তি জন্য দাও অন্ন, অন্ন জন্য খোল দ্বার;

---

(২) হিরিশিপ্রঃ হরণশীলহনুঃ দীপ্তোষ্ণীষো বা (সায়ণ)

ব্রহ্ম (৩) দ্বারা অনুকূল কর দ্যাবা পৃথিবীকে
স্বর্গতুল্য উষাগণ দীপ্ত করিছে তোমাকে। ৭

রমণীয় উষাকালে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে
শোভেন সূর্য্যের মত সমুজ্জ্বল তেজোময়ে ;
যজ্ঞোপেত,—মানুষের স্তোত্রে হয়ে স্তূয়মান
আগত অতিথি চারু বিশ্ মধ্যে রাজমান্। ৮

বৃহৎ দেবতাগণ মধ্যে অগ্রে পূর্ব্বে স্থিত,
আমাদের স্তুতি তোমা করিতেছে আপ্যায়িত ;
আপনা আপনি হ'তে যথা ধেনু দুগ্ধবতী,
যাজ্ঞিক স্তোতার ধন দেয় বহু এই স্তুতি। ৯

অশ্ব বা ব্রহ্মের (৪) তেজে আমরা সকলে অগ্নে!
সবীর্য্য করিব অতিক্রম সর্ব্বজনগণে ;

(৩) মূলে "ব্রহ্মণা" শব্দ আছে; অনুবাদেও তাহাই থাকিল। "ব্রহ্মণা পরিবৃঢ়েন কর্ম্মণা" সায়ণ। "উৎকৃষ্ট যজ্ঞদ্বারা" রমেশ।

(৪) "ব্রহ্মণা" শব্দ মূলে আছে। "অন্নেন" সায়ণ। ব্রহ্মশব্দের অর্থ স্তব। সে অর্থও অসম্ভব নয়।

প্রভূত, দুষ্প্রাপ্য অতি আমাদের ধনরাশি,
দীপ্যমান্ হইবেক পঞ্চ কৃষ্টিকে (৫) উদ্ভাসি। ১০

শত্রুজয়ী স্তব-যোগ্য অগ্নিদেব ! শুন স্তব
তোমাকেই করে স্তব সুজাত এ স্তোতা সব ;
ঔরস পুত্রের জন্য হবির্যুক্ত যজমান
যাঁহাকে অর্চ্চনা করে যজ্ঞালয়ে দীপ্যমান্। ১১

ওহে জাতবেদা অগ্নি ! উভয়ে স্তোতা ও সূরি (৬)
আমরা তোমারি হব, সুখলাভ আশা করি ;
আমাদের বাস-হেতু হ্লাদকর অতিশয়
দাও তুমি বহু প্রদ্ধা সুপুত্রাদি ধনচয়। ১২

যে সকল সূরি উৎসর্গ করেন স্তোতৃগণে
গো-প্রভৃথ অশ্বরূপে গণ্য (৭) নানাবিধ ধনে,
তাহাদিগে আমাদিগে লয়ে চল শ্রেষ্ঠ স্থানে,
পুত্রাদি সহিত থাকি যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণে। ১৩

---

(৫) কৃষ ধাতু কর্ষণে পঞ্চকৃষ্টি অর্থে পাঁচটি কর্ষিত জনপদ।

(৬) সূরি মেধাবী যজমান।

(৭) মূলে অশ্বপেশসং আছে। "অশ্বেন নিরূপণীয়াং" সায়ণ।

২৩ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

গণ মধ্যে গণপতি কবি মধ্যে কবি অতি
হে ব্রহ্মণস্পতে! অন্ন শ্রেষ্ঠতম তব।
জ্যেষ্ঠগণ রাজা তুমি মন্ত্র সমূহের স্বামী
পাল এসে যজ্ঞে বসে শুনি সব স্তব॥ ১

হে অসূর্য্য (১) জ্ঞানবান্ দেবগণ প্রাপ্তবান্
হয়েছেন তব যজ্ঞ-ভাগ বৃহস্পতি।
জ্যোতি দ্বারা সূর্য্য যথা সৃজেন কিরণ তথা
তোমা দ্বারা হয় সব মন্ত্রের উৎপত্তি॥ ২

দূর কর বৃহস্পতি তম ও নিন্দা সংহতি
যজ্ঞের জ্যোতিষ্ক রথে কর অধিষ্ঠান।
সে রথ কি ভয়ানক হিংসক রক্ষোনাশক
মেঘ ভেদ করি করে স্বর্গের প্রদান॥ ৩

(১) সায়ণ এস্থলে অসূর্য্য অর্থে অসুরহন্তা করিয়াছেন, কিন্তু ১।১৩৪।৫ ঋকে ঐ শব্দে অসুরের ভয় এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা এজন্য "অসূর্য্য" অবিকল রাখিলাম। রমেশ বাবুও তাহাই করিয়াছেন।

যে দেয় হব্য তোমাকে সৎপথে নেও তাহাকে
পাপে নাহি স্পর্শে তাকে রক্ষ বৃহস্পতি।
মন্ত্রদ্বেষি সন্তাপক তুমি হে ক্রোধ হিংসক
মাহাত্ম্য এমন বহু আছয়ে তোমাতে ॥৪

কষ্ট দিতে নারে তাকে তুমি রক্ষা কর যাকে
পাপ বা দুরিত কিম্বা অরাতি সকলে।
প্রবঞ্চনা করে যাঁরা তারেও না বঞ্চে তারা,
তাড়াও ব্রহ্মণস্পতে হিংসকের দলে ॥৫

তুমি গোপা বিচক্ষণ কর পথ প্রদর্শন
করিতেছি স্তব, জন্যে তোমার ব্রতের।
কৌটিল্য মোদের প্রতি যে করে হে বৃহস্পতি,
নাশুক সত্বর তাকে দুর্ব্বুদ্ধি নিজের ॥৬

যে গর্ব্বিত সর্ব্বগ্রাসী মোদের সম্মুখে আসি
পাপশূন্য আমাদিগে হিংসা করে মর্ত্ত্য।
সে যেন না থাকে পথে দূর কর বৃহস্পতে!
যজ্ঞার্থে সুগম কর আমাদের পথ ॥ ৭

পুত্রাদির পালয়িতা উপদ্রব পারয়িতা
আমাদের অধিবক্তা ডাকিহে তোমায়।
নাশ দেবনিন্দগণে দুর্ব্বুদ্ধিগণ কখনে
নাহি যেন বৃহস্পতি শ্রেষ্ঠসুখ পায়॥ ৮

বৃদ্ধি পেয়ে তব দ্বারা ব্রহ্মণস্পতি আমরা
মানব হইতে যেন পাই ইষ্টধন।
দূরের বা নিকটের শত্রু যেবা আমাদের
অভিভব করে, তারে করহ নিধন॥ ৯

বরপ্রদ শুদ্ধমতি তোমাদ্বারা বৃহস্পতি
উৎকৃষ্ট ধনের লাভ আমরা করিব।
করিবারে অভিভব যারা আসে তারা সব
ঈশ্বর না হয়, স্তোত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লভিব॥ ১০

বৃষভ ব্রহ্মণস্পতি তব দান শ্রেষ্ঠ অতি
যুদ্ধে গিয়ে পরন্তপ শত্রু কর নাশ।
তব পরাক্রম সত্য যারা উগ্র মদোন্মত্ত
দম তাহাদিগে, ছিন্ন কর ঋণপাশ॥ ১১

অন্যের মনেতে করে হিংসা যেবা স্তোত্রকরে
যে উগ্র আত্মাভিমানী চায় বধিবারে।
না স্পর্শে তাদের যেন অস্ত্র, বৃহস্পতি! হেন
কর, যেন পারি দুষ্ট-ক্রোধ নাশিবারে ॥ ১২

রণে সবে ডাকে যাঁরে পূজা করে নমস্কারে
দেন বহু ধন যিনি প্রবেশিয়া রণে।
করেন বিধ্বস্ত হত শত্রুসেনা রথ মত
সেই আর্য্য বৃহস্পতি অভিদীপ্সীগণে (২) ॥ ১৩

সন্তাপিত রক্ষোগণে কর তীক্ষ্ণ প্রহরণে
নিন্দিল যাহারা তোমা জেনে পরাক্রান্ত।
পূর্ব্বেতে যে ছিল উক্থ্য কর তাহা পুনর্ব্যক্ত
নিন্দগণে বৃহস্পতি কর পরিক্লান্ত ॥ ১৪

যজ্ঞে জাত বৃহস্পতি আর্য্যে যাহা পূজে অতি
যাহা দীপ্ত তেজোযুক্ত হয়ে শোভা পায়।
নিজ তেজে দীপ্তিমান্ সে ধন করহ দান
সেই চিত্রধন দাও আমা সবাকায় ॥ ১৫

(২) মূলে "অভিদীপ্সূঃ" আছে। "অভিভবনে ইচ্ছাবতীঃ" সায়ণ।

দ্রোহকার্য্যে হরষিত পর অন্ন আকাঙ্ক্ষিত
করে যারা সেই রিপু চোরগণ হাতে।
হৃদে দেব নাহি মানে সামস্তুতি নাহি জানে
আমাদিগে অর্পণ না কর বৃহস্পতে॥ ১৬

সকল ভুবন'পরি ত্বষ্টা তোমা শ্রেষ্ঠ করি
সৃজিলেন তাই সব সাম উচ্চারক।
আরম্ভিলে মহাঋত করিয়া ঋণ স্বীকৃত
শোধেন ব্রহ্মণস্পতি দ্রোহ বিনাশক॥ ১৭

তোমার শ্রীর নিমিত্ত উন্মোচিত গিরিগাত্র
অঙ্গিরা আবৃত গাভী মোচিলে যখন।
তখন হে বৃহস্পতে যুক্ত হয়ে ইন্দ্রসাথে
বৃত্রাবৃত জলের করিলে বিমোচন॥ ১৮

বিশ্বের নিয়ন্তা পতি সূক্ত করি অবগতি
হে ব্রহ্মণস্পতি প্রীত কর পুত্রগণে।
দেবতা রক্ষেন যাকে কি আশব হয় তাকে
থাকিব সবীর যজ্ঞে প্রভূত স্তবনে॥ ১৯

---

(৩) এই সূক্তে ৩ হইতে ১৭ ঋক পর্য্যন্ত অনার্য্য শত্রুর উল্লেখ দেখা যায়। সমুদয় সূক্তপাঠে বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি যে এক দেবতা, তাহাও বুঝা যায়।

২৭ সূক্ত।

আদিত্যগণ দেবতা। গৃৎসমদ বা তৎপুত্র কূর্ম্ম ঋষি।

শোভন আদিত্যগণে ঘৃতস্রাবী স্তবার্পণে
জুহূ (১) দ্বারা করিতেছি সদা আবাহন।
ব্যাপক বরুণ মিত্র অর্য্যমাদি এসে অত্র
ভগ, দক্ষ, অংশ সবে করুন শ্রবণ (২) ॥ ১

আমার এ স্তোত্র অদ্য অহিংসিত অনবদ্য
সর্ব্বানুগ্রাহক, পূত, স্নাত বৃষ্টি জলে।
সমকর্ম্মা দীপ্যমান মিত্র বরুণার্য্যমান্
করুন আসিয়া সেবা সদয়ে সকলে ॥২

(১) মূলে 'জুহ্বা' আছে। 'জুহ্বা বাগ্বামৈতৎ বাগিন্দ্রিয়েণ'।

(২) এই মন্ত্রে বরুণ, মিত্র, ভগ, আর্য্যমা, দক্ষ ও অংশ নামে ছয় আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ৯।১১৪ সূক্তে এবং ১০।৭২ সূক্তে ৭জন আদিত্যের উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে ১২ জন আদিত্যের উল্লেখ আছে।

আদিত্যগণ মহান্ অদব্ধ গাম্ভীর্য্য-বান্
শত্রু দমনেচ্ছু বহুলোচন বিশিষ্ট।
হৃদে পশি পাপপুণ্য দেখেন তারা রাজন্য
দূরের বস্তুও তাঁহাদের সন্নিকট ॥ ৩

সে আদিত্যগণ দেব স্থাবর জঙ্গম সব
স্থাপিয়া ভুবন সব করেন পালন।
বহু যজ্ঞ সমন্বিত অসুর্য্য (৩) করি রক্ষিত
সত্যবান্ তাঁরা ঋণ করেন মোচন ॥ ৪

আশ্রয় আদিত্যগণ লভিতে পারি যেমন
তোমাদের, অর্য্যমন্ ভয়ে দাও ময় (৪)
তোমাদের অনুযাই হে মিত্র বরুণ তাই
গর্ত্ত মত পরিহরি পাপ সমুদয় ॥ ৫

(৩) অসুর্য্য শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে সায়ণ বলেন, অসু অর্থে প্রাণ, তদ্ধেতুভূত বল উপলক্ষিত হইয়াছে। আমরা মূলের শব্দই রাখিতেছি।

(৪) ময় শব্দের অর্থ সুখ। মূলেও ময় শব্দের ব্যবহার আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন 'আশ্রয় সুখ'।

অর্য্যমা বরুণ মিত্র! কণ্টক রহিত বর্ত্ম
সুগম সুন্দর তোমাদের অতিশয়।
লয়ে যাও সেই পথে মিষ্টবাক্য বল তাতে
প্রদান করহ সুখ যা হয় অক্ষয়॥৬

অতিক্রমি দ্বেষিগণে লয়ে যাউন অন্য স্থানে
রাজমাতা অদিতি, অর্যমা সুগ পথে।
বহুবীর সমন্বিত হইয়া হিংসা রহিত
বরুণ মিত্রের সুখ লভিব যেমতে॥ ৭

ত্রিভূমি ধারণ করি(৫) তথা ত্রিদ্যুলোক ধরি(৬)
যজ্ঞে ইহাদের আছে ব্রত ত্রিপ্রকার (৭)।
বেড়েছে ঋতে মহিমা বরুণ মিত্র অর্য্যমা!
হে আদিত্যগণ! তাহা কিবা চমৎকার॥ ৮

(৫) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ।

(৬) মহর্লোক, জনলোক ও সত্যলোক অথবা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য।

(৭) যজ্ঞের সবনত্রয় অথবা আদিত্যগণের রসাদান, জলধারণ ও বৃষ্টিবর্ষণরূপ তিনটি কার্য্য। সায়ণ।

ত্রিবিধ তেজোধারণ (৮) করিলা দিব্য রোচন
হিরণ্ময় দীপ্তিমান্ ব্রাত সমুজ্জ্বল।
অনিমিষ অনিদ্রিত বহুস্তুত অহিংসিত
সরল লোকের জন্য আদিত্য সকল॥ ৯

যেবা হয় দেব কিম্বা যেবা মর্ত্ত্য হয়
অসুর বরুণ তুমি রাজা সকলের।
দেখিবারে দাও শত শারদ সময়,
পাই যেন আয়ু মোরা প্রাচীনগণের (৯) ॥১০॥

না জানি আদিত্যগণ! কি বা বাম কি দক্ষিণ
নাহি জানি পুরোভাগ অথবা পশ্চাৎ।

(৮) অগ্নি প্রভৃতি তিনটি তেজঃ। "The three bright heavenly regions for the sake of the upright man." Wilson.

(৯) ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই স্থানে ও অন্যান্য স্থানে একশত বৎসরই মনুষ্যের পরমায়ুর সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহস্র-বৎসরজীবি ঋষি ও সত্যযুগের লোক সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান গুলি তখনও সৃষ্ট হয় নাই। (রমেশ)

পকবুদ্ধি, বসুগণ! নহি হে কাতর মন,
নিলে পাই ভয়শূন্য জ্যোতির সাক্ষাৎ ॥১১॥

যজ্ঞ-নেতা রাজমান্ আদিত্যগণেরে দান
করেন, যাঁহাকে নিত্য পুষ্টি বৃদ্ধি করে।
তিনি ধনবান্, খ্যাত, বসুদাতা, প্রশংসিত,
করেন গমন যজ্ঞে রথের উপরে ॥১২॥

অদব্ধ সুপুত্রযুক্ত প্রচুর অন্ন সংযুক্ত
তেজেতে করেন বাস শস্যদাপ (১০) কাছে।
কাছের দূরের নারে শত্রু তাঁরে বধিবারে
আদিত্যগণের যিনি যান পাছে পাছে ॥১৩॥

অদিতি মিত্র বরুণ! সদয়ে ক্ষমা করুন,
যদি কোন অপরাধ করে থাকি মোরা।
প্রশস্ত জ্যোতি অভয় যেন আমাদের হয়
দীর্ঘ তমঃ যেন ইন্দ্র (১১)না করে দিশ্‌হারা ॥১৪॥

(১০) শস্যপ্রদ জল।
(১১) হে ইন্দ্র! পরমৈশ্বর্য্যোপেত আদিত্য (সায়ণ)

উভে (১২) যুক্ত হয়ে তাঁর পূর্ণ করে কামনার
ভাগ্যবান্ স্বর্গীয় জলেতে বৃদ্ধি পান।
রণে শত্রু করি জয় লভেন বাস (১৩) উভয়
উভয়ার্দ্ধ করে তাঁর মঙ্গল বিধান ॥১৫

বিদ্রোহীর জন্য মায়া, পাশ, শত্রু জন্য যাহা,
যাজ্যাদিত্যগণ! তোমাদের সুবিস্তৃত।
অশ্বারোহীর ন্যায় অতিক্রম করি তায়
মহাসুখে বাস করি যেন অহিংসিত ॥১৬॥

ধনী কিম্বা দাতার নিকটে কদাচন
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয়;
থাকে যেন নিয়মিত ধন হে রাজন্!
পারি যেন হে বরুণ যজ্ঞের সময়,
বীরপুত্র পৌত্রগণে হয়ে সমবেত,
তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিরত।১৭॥

(১২) উভে দ্যাবাপৃথিবী (১৩) উভয় বাস আপনার বাসস্থান ও শত্রুর বাসস্থান। সায়ণ।

২৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কূর্ম্ম বা গৃৎসমদ ঋষি।

ধৃতব্রতাদিত্যগণ! করহ দূরে ক্ষেপণ
রহস্যুর মত (১) আমা হ'তে আগ যত।
হে মিত্র বরুণদ্বয়! ডাকি শুন অনুনয়
তোমাদের ভদ্রকার্য্য আছি অবগত ॥১

তোমরা প্রমতি সবে (২) তোমরাই হও বল,
পৃথক্ করহ, হয় বিদ্বেষী যাহারা।
হিংসা কর শত্রুগণে, বিক্রম কর বিফল,
এবে পরে থাকি যেন সুখেতে আমরা ॥২

এবে কি করিতে পারি পরে বা কি বল করি
আশুকার্য্য দ্বারা তোমাদের বন্ধুগণ!
অদিতি! মিত্রবরুণ! হে ইন্দ্র মরুতগণ!
কর নিজে আমাদের মঙ্গল সাধন ॥৩

(১] মূলে "রহস্যুঃ ইব" আছে। "রহসি অন্তৰ্জ্জাতে প্রদেশে সূয়তে ইতি রহস্যুঃ ব্যাভিচারিণী। সা যথা গর্ভং পাতয়িত্বা দূরদেশে পরিত্যজতি তদ্বৎ।" সায়ণ। [২) প্রমতি অনুগ্রহকারী।

তোমরাই দেবগণ বন্ধু, করি নিবেদন,
সদয় আমার প্রতি হও হে তোমরা।
আসিতে রথ যজ্ঞেতে আসে যেন অতি দ্রুতে,
তোমাদের মৈত্রে থাকি অশ্রান্ত আমরা ॥৪

হয়ে তোমাদের এক নাশিয়াছি কত আগ (৩)
পিতা যথা পুত্রে তথা বলিয়াছ কত।
তোমাদের পাপ পাশ দূরেতে করুক বাস
ব্যাধবৎ করিও না আমাকে নিহত ॥৫

এস পূজ্য দেবগণ আমাদের অভিমুখে
সহৃদয় আশ্রয় চাহিছি হয়ে ভীত।
বিপদে যে ফেলে যায় অথবা বৃকের মুখে
রক্ষ তাহা হ'তে এই প্রার্থনা বিনীত ॥৬

ধনী কিম্বা দাতার নিকটে কদাচন
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয়;
থাকে যেন নিয়মিত ধন হে রাজন্
পারি যেন হে বরুণ যজ্ঞের সময়,

(৩). "আগঃ পাপং"। সায়ণ।

বীরপুত্র পৌত্রগণে হয়ে সমবেত,
তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিরত।৭॥

৩০ সূক্ত।

১—৫ ইন্দ্র; ৬ সোম ও ইন্দ্র; ৭ ইন্দ্র; ৮ সরস্বতী ও ইন্দ্র; ৯ বৃহস্পতি; ১০ ইন্দ্র; ১১ মরুদ্‌গণ।

গৃৎসমদ ঋষি।

বৃষ্টিকারী, সৃষ্টিকারী, দেব, অহিধ্বংসকারী
ইন্দ্রের জন্যেতে জল বিরত না হয়;
প্রত্যহ সে জলস্রোতঃ বহিতেছে, প্রথমতঃ
সৃজিত হইল তাহা বল কোন্ সময়? ১

যে অত্র (১) বৃত্রের জন্ত প্রদান করিল অন্ন
জননী তাহার কথা বলিলা বিধানে, (২)

(১) "অত্র পাকস্থানে"। সায়ণ।

(২) মূলে "জনিত্রী বিদুষ উবাচ" আছে। "জনিত্রী জনয়িত্র ইন্দ্রস্ত মাতা অদিতি বিদুষে অভিজ্ঞায় ইন্দ্রায় প্রোবাচ প্রোক্তবতী প্রবচনস্ত হননার্থত্বাৎ তংবৃত্রং হতবান্ ইতি শেষ"। সায়ণ।

তাঁর ইচ্ছা অনুসারে　　স্বীয় স্বীয় পথ খুঁড়ে
নদীগণ চলে নিত্য সমুদ্রাভিযানে। ২

সকল করি আবৃত　　অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত
বৃত্রকে দেখিয়া ইন্দ্র বজ্র হানিলেন ;
বৃষ্টিপ্রদ মেঘাবৃত　　হইল বৃত্র ধাবিত,
তীক্ষ্ণায়ুধে ইন্দ্র তাকে জয় করিলেন। ৩

হান অশনির ন্যায়　　প্রদীপ্ত অস্ত্রের ঘায়
বৃকদ্বর (৩) অসুরের যত পুত্রগণে।
পুরাকালে যথা বলে　　জয়িলে শত্রু সকলে ;
আমাদের শত্রুগণে বধহ তেমনে ;
বধ বৃহস্পতে ইন্দ্র বধ শত্রুগণে (৪)। ৪

উর্দ্ধে হয়ে অবস্থিত　　স্তোতৃগণে হয়ে স্তুত
যাহে শত্রু বধিয়েছ সে বজ্র ক্ষেপ কর।

---

(৩) "বৃকদ্বরসঃ অসুরস্য" অর্থাৎ "সম্বৃতদ্বারস্য অসুরস্য"। সায়ণ

(৪) এই ঋকে বৃহস্পতি ও ইন্দ্র দুটিই সম্বোধন পদ। সায়ণ বৃহস্পতি শব্দকে বিশেষণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন "হে বৃহস্পতে বৃহতাং পরিবৃঢ়ানাং পালয়িত ইন্দ্র।"

তোক ও তনয় পেয়ে পাইয়া গোধনচয়ে
সুখে থাকি যাতে হেন সমৃদ্ধি আহর ॥ ৫

ইন্দ্রসোম! হিংস যারে উন্মূলিত কর তারে
শত্রুগণ বিরুদ্ধে পাঠাও যজমানে;
এই স্থান ভয়যুক্ত, কর তা ভয় নির্ম্মুক্ত,
আমাদিগে রক্ষহ তোমরা দুইজনে ॥৬

আমাকে শ্রান্ত, ক্লেশিত না করেন বা তন্দ্রিত
নাহি যেন বলি সোম করিব না সুত;—
যিনি আশা পূর্ণকারী জ্ঞাতা ইষ্ট দানকারী
অভিষবকারী কাছে গোসহ আগত। ৭

আমাদিগে সরস্বতী রক্ষ হয়ে মরুদ্বতী
দৃঢ়তা সহিত কর শত্রুর নিধন;
শণ্ডিকদিগের মাঝে (৫) স্পর্দ্ধী যে প্রধান রাজে
ইন্দ্র সেই বলবানে করিলা হনন। ৮

(৫) শণ্ডিকগণ কাহারা? রমেশ বাবু অনুমান করেন, তাহারা আর্য্যগণের শত্রু কোন অনার্য্য জাতি। পরবর্ত্তী দুটি ঋকেও অনার্য্য

অন্তর্হিতে লুকায়িত (৬) জিঘাংসু অরাতি যত
খুঁজে তাহাদিগে অস্ত্রে করহ নিধন ;
হে রাজন্ বৃহস্পতে ! নাশ শত্রু অস্ত্রাঘাতে
দ্রোহি-প্রতি তীক্ষ্ণ বজ্র করহ ক্ষেপণ। ৯

আমাদের শত্রুঘাতী শূরগণে হয়ে সাথী
শূর ! তব করণীয় বীরকার্য্য কর ;
গর্ব্ব-পূর্ণ চিরকাল আছে যত শত্রুজাল
বধি তাহাদের ধন মোদিগে আহর।

বাক্যে নমস্কারে স্তব করি হে মরুৎসব !
তোমাদের একীভূত দৈবজন বলে (৭) ;
বীর পুত্র পৌত্রগণে সমন্বিত হয়ে ধনে,
সুখে থাকি দিনে দিনে আমরা সকলে।১১

শত্রুদিগের উল্লেখ দেখা যায়। (৬) মূলে "সমৃত্যাঃ" আছে। "অন্তর্হিত দেশে তব স্তোরঃ" সায়ণ। (৭) মূলে "দৈব্যং জনং আছে।" "দৈববল"। রমেশ।

৩৩ সূক্ত।

রুদ্রদেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

আসুক মরুৎপিতঃ! সুখ আমাদিগে, রুদ্র!
সূর্য্যের দর্শন হ'তে ক'র না বঞ্চিত;
করুক শত্রুকে জয় মোদের বীর তনয়
আমরা বহুলী হই প্রজা সমন্বিত। ১

তব দত্ত সুখ-কর ভেষজে শত বৎসর
থাকি যেন ওহে রুদ্র! আমরা জীবিত;
দ্বেষিগণে কর নাশ করহ পাপ বিনাশ
শরীর ব্যাপক রোগ কর বিদূরিত। ২

ঐশ্বর্য্যে সবের শ্রেষ্ট রুদ্র তুমি বজ্রবাহু
তুমিই প্রবৃদ্ধ হও প্রবৃদ্ধগণের;
পাপ হ'তে পর পারে লয়ে চল আমাদেরে
নিকটে না আসে যেন পাপ আমাদের। ৩

অযথা নমস্কারে, দুষ্ট স্তুতির সহকারে,
বিসদৃশ দেব সহ করিয়া আহূত,
নাহি যেন করি রুদ্র! তোমা ক্রোধান্বিত;

ভেষজের বিতরণে পুষ্ট কর পুত্রগণে
শুনেছি ভিষক্ মধ্যে তুমি প্রশংসিত। ৩

সহব্য আহ্বানে যাঁকে, যে রুদ্রে সকলে ডাকে,
স্তোত্রে তাঁকে ক্রোধ শূন্য করিবারে চাই,
বভ্রুবর্ণ মৃদূদর (১) সুহব সুশিপ্রধর
যেন তাঁর হিংসা মধ্যে আমরা না যাই। ৫

বৃষভ মরুদ্ যুক্ত রুদ্র অন্ন দিয়ে দীপ্ত,
যাচিতেছি আমি, তৃপ্ত করুন আমায় ;
রৌদ্র তপ্ত ব্যক্তি যথা ছায়া লভে আমি তথা
নিষ্পাপ লভিব সুখ, সেবিব তাঁহায়। ৬

কোথা এবে সুখপ্রদ সে হস্ত তোমার রুদ্র !
ভেষজ প্রস্তুত করি যাহে সুখী কর ;
অভীষ্ট বর্ষণ কারী দৈব পাপ অপ-হরি
ক্ষমা কর রুদ্রদেব ! আমাকে সত্বর। ৭

ইষ্টবর্ষী, বভ্রু, শ্বেত রুদ্র দেবে সুমহৎ
শোভন স্তুতির সবে কর উচ্চারণ ;

(১) মূলে "ঋদূদর" শব্দ আছে। যাস্ক অর্থ করিয়াছেন "মৃদূদর"।

জ্বলন্ত সে দেবতারে পূজা কর নমস্কারে
তাহার উজ্জ্বল নাম কর সংকীর্ত্তন। ৮

বহুরূপ, স্থির-অঙ্গ, উগ্র রুদ্র বভ্রুবর্ণ
প্রদীপ্ত হিরণ্যময় ভূষণে ভূষিত ;
ঈশান সব ভুবনের, ভর্ত্তা তথা, সে রুদ্রের
অসুর্য্য (২) কথন নাহি হয় পৃথক্ কৃত। ৯

তুমিই ধারণ কর হে যোগ্য ! ধনুক শর,
ধর তুমি নিষ্ক (৩) বিশ্বরূপ যজনীয় ;
এই বিশ্ব সর্ব্ব-অম্ব রক্ষা করিতেছ অর্হ ! (৪)
তোমা হ'তে বলবান্ আর কেহ নয়। ১০

শত্রু হন্তা সে বিশ্রুত উগ্র, যুবা, রথস্থিত,
মৃগবৎ ভীম রুদ্রে করহ স্তবন ;
হে রুদ্র ! হইয়া স্তুত আমাদিগে সুখযুত
করহ, করুক সেনা শত্রুর নিধন। ১১

বন্দমান্ তাতে যথা নত হয় পুত্র, তথা
সমাগত রুদ্র ! তোমা নমস্কার করি ;

---

(২) অসুর্য্য-বল। (৩) নিষ্ক-হার। (৪) অর্হন্ হে যোগ্য !

তুমি বহু ধন দাতা স্তুত হয়ে সংগাতা
ঔষধ প্রদান কর করুণা বিতরি। ১২

মরুদ্‌গণ! তোমাদের যে শুচি ভেষজ আছে
শিবপ্রদ, সুখপ্রদ,—কামবর্ষিগণ!
মনু পিতা আমাদের করিলেন যে ভেষজ
সে রুদ্র-ভেষজ মোরা করি আকিঞ্চন। ১৩

রুদ্রের আয়ুধ যা'ক্ যা'ক্ দীপ্ত সে রুদ্রের
মহতী দুর্ম্মতি সব ত্যজি আমাদিগে;
সেচন-সমর্থ রুদ্র! শিথিল করহ জ্যা
ধনুর, করহ সুখী পুত্র-পৌত্রাদিকে। ১৪

বভ্রুবর্ণ দীপ্তিমান্ ইষ্টবর্ষী চেকিতান (৫)
আহ্বান শ্রবণকারী রুদ্র! কর হেন;—
না কর ক্রোধ প্রকাশ না কর কখন নাশ,
যজ্ঞে পুত্র পৌত্র লয়ে স্তুতি করি যেন। ১৫

(৫) চেকিতান সর্ব্বজ্ঞ। 'সর্ব্বজানন্' সায়ণ।

৩৬ সূক্ত।

১ ইন্দ্র ও মধু; ২ মরুদ্‌গণ ও মাধব; ৩ ত্বষ্টা ও শুক্র; ৪ অগ্নি ও শুচি; ৫ ইন্দ্র ও নভঃ, ৬ মিত্রাবরুণ ও নভঃ।

গৃৎসমদ ঋষি।

তোমাতে প্রেরিত সোম গব্যজল সংমিশ্রিত,
করিছে নেতারা তাহা অদ্রিলোমে সমস্কৃত; (১)
তুমি ইন্দ্র ঈশ অগ্রে, স্বাহা সহকারে হুত,
হোতা হ'তে পিয় সোম দত্ত বষট্‌ সহকৃত। ১

যজ্ঞের সহিত যুক্ত, পৃষতী যোজিত রথে
স্থিত, স্ব-আয়ুধ শুভ্র, ওহে আভরণ প্রিয়,
ভরতের পুত্রগণ, অন্তরীক্ষ নেতা সবে!
পোতার নিকট হ'তে কুশে বসি সোম পিয়। ২

(১) অদ্রি অর্থাৎ প্রস্তরখণ্ড এবং মেষলোম দ্বারা সোমরস শোধিত হইত। মূলে "অবিভিরদ্রিভিঃ" আছে। অবিভিঃ অবে বালময়ৈর্দশাপবিত্রৈঃ অদ্রিভি গ্রাবভিশ্চ অধুক্ষন্ক্ষারয়ন্ গ্রাবভির-ভিষূত্য দশাপবিত্রেণ পুনন্তি।" সায়ণ।

হে সুহব দেবগণ! আমাদের সহ এসে
কুশেতে বসিয়া সবে বিহার করহ সুখে;
অতঃপর ত্বষ্টা তুমি দেব দেবপত্নী সহ,
তৃপ্তি লাভ কর সবে অন্ন তুলি দিয়ে মুখে। ৩

আন বিপ্র হেথা ডেকে যজ সব দেবতায়,
হে হোতা! হব্যাভিলাষী হয়ে, বস স্থানত্রয়ে;
সেব সোমময় মধু আনীত যাহা হেথায়,
স্বীয় ভাগে তৃপ্ত হও, অগ্নীধ্রের সোম পিয়ে। ৪

এই সেই সোমরস তব তনু-বল-প্রদ
পূর্ব্ব হ'তে তব হস্তে যাতে বল উপচিত;
তোমার জন্যেতে ইহা অভিষুত, সমাহৃত,
ব্রাহ্মণের হস্ত হ'তে পিয়ে হও পরিতৃপ্ত! ৫

হে মিত্র বরুণ উভে এই যজ্ঞ সেবা কর,
শুন হোতা গাইতেছে চিরন্তনী স্তুতি গান;
রাজন্ আবৃত অন্ন যাইতেছে অভিমুখে,
প্রশাস্তার হস্ত হ'তে সোম মধু কর পান (১)। ৬

(১) এই সূক্তের ১, ২, ৪, ৫, ৬ ঋকে ক্রমান্বয়ে পাঁচজন ঋত্বিকের নাম পাওয়া যায়।

৩৭ সূক্ত।

১-৪ দ্রবিণোদা ; ৫ অশ্বিদ্বয় ; ৬ অগ্নি। গৃৎসমদ ঋষি।

দ্রবিণোদঃ (১) হোতৃকৃত অন্ন সেবি হও প্রীত
হর্ষ প্রাপ্ত হও, তিনি হে অধ্বর্য্যুগণ!
পূর্ণাহুতি পাইবারে করেছেন মন ;
অতএব কর দান এই সোম, করি পান,
হইবেন দাতা (২) তিনি ; ঋতুগণ লয়ে
হোতা হ'তে দ্রবিণোদঃ খাও সোম পিয়ে। ১

আবাহন পূর্ব্বে যাঁকে করিয়াছি করি তাঁকে
আবাহন আমরা সকলে পুনর্ব্বার।
তিনি হব্য (৩) ইষ্টদাতা, পতি সবাকার ;
মিলিয়া অধ্বর্য্যুগণে প্রস্তুত তাঁহার জন্যে
করেছেন সোমমধু ; ঋতুগণ লয়ে
পোতা হ'তে দ্রবিণোদঃ খাও সোম পিয়ে। ২

---

(১) দ্রবিণোদা "ধনপ্রদঃ অগ্নিঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "দদিঃ" শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, "দাতা" অর্থাৎ তোমাদের অভীষ্ট ফলদাতা হইবেন।

(৩) মূলে "হব্যঃ" শব্দ আছে। "হ্বাতব্যঃ" সায়ণ। আহ্বান যোগ্য"। রমেশ।

চড়ি যে যে বাহনেতে আছ নিত্য যাতায়াতে
শীঘ্রতুরগ ● উক্ত তাহারা সবে অতি,
না হিংসিয়া দৃঢ় হও ওহে বনস্পতি!
আসিয়া ধর্ষণকারী অগ্রেতে গমন করি
এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞে; ঋতুগণ লয়ে
নেষ্টা হ'তে দ্রবিণোদঃ খাও সোম পিয়ে। ৩

হোতা হ'তে সোম পিয়ে, পোতা হ'তে মত্ত হয়ে,
নেষ্টা হ'তে দত্ত অন্ন করিয়া ভক্ষণ,
হয়েছেন যে দেবতা আহ্লাদিত মন;
দ্রবিণোদা ধনদাতা ঋ'ত্বক হইতে হেথা
সে দেবতা মৃত্যুভয়-হর, অশোধিত,
সোমপান করুন চতুর্থ পাত্রস্থিত। ৪

শীঘ্রগামী নৃবাহন করে যাতে বিমোচন
তোমাদিগে, সেই রথ অদ্য অশ্বিদ্বয়!
আমাদের অভিমুখে যোড় হে উভয়!
হব্য কর মধুময় এস তোমরা উভয়
হে বাজিনীবসু উভে কর সোমপান,
আমাদের এই যজ্ঞে করি অধিষ্ঠান। ৫

হে অগ্নে সমিধে তুষ্ট আহুতিতে হও হৃষ্ট
লোকহিত-কর স্তোত্রে হও পরিতুষ্ট,
সুন্দর স্তুতিতে হও হে দেব! সন্তুষ্ট;
করি হব্য অভিলাষ, যাঁরা হব্য করে আশ
সে সমস্ত মহাদেবে ঋতুর সহিত,
বিশ্বদেব সহ সোম পিয়াও ত্বরিত। ৬

৪১ সূক্ত।

(১, ২, ৩) ঋকের দেবতা বায়ু ও ইন্দ্র; (৪, ৫, ৬) মিত্র বরুণ; (৭, ৮, ৯) অশ্বিদ্বয়; (১০, ১১, ১২) ইন্দ্র; (১৩, ১৪, ১৫) বিশ্বদেবগণ (১৬, ১৭, ১৮) সরস্বতী; (১৯, ২০, ২১) দ্যাবা পৃথিবী।

গৃৎসমদ ঋষি।

হে বায়ু! তোমার আছে যে সহস্র রথ,
তাহাতে চড়িয়া হেথা কর আগমন;
সোমরস পানে এস সহ নিযুৎগণ। ১

হে বায়ু আসহ যুক্ত হয়ে নিযুৎগণে,
এই সোম দীপ্তিমান্ গৃহীত তোমার,
এস তুমি অভিষব কর্ত্তার আগার। ২

ইন্দ্র বায়ু নেতৃবর! নিযুৎগণ সহ
সোমরসপানে সদ্য কর আগমন;
পিয় সোম, আছে যাতে গব্যের মিশ্রণ। ৩

তোমাদের জন্য ওহে সত্যের বর্দ্ধক!
অভিযুত এই সোম হে মিত্র বরুণ!
মদীয় আহ্বান উভে শ্রবণ করুন। ৪

সহস্র স্তম্ভের গৃহে, (১) উৎকৃষ্ট ও স্থির,
দ্রোহশূন্য রাজা বসি মিত্র ও বরুণ;
আমাদের এই স্থানে উভয়ে আসুন। ৫

সম্রাট্, ঘৃতান্নভোজী, আদিত্য ও দাতা
মিত্র ও বরুণ উভে সেবেন তাঁহাকে,
অকুটিল আচরণ দেখেন যাঁহাকে। ৬

নেতৃ-পের সোম কর ধেনু-অশ্বযুক্ত
অশ্বিদ্বয়, রুদ্রদ্বয়, হে নাসত্যদ্বয়!
রথে আরোহণ করি এস যজ্ঞালয়। ৭

---

(১) সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট গৃহের উল্লেখ দেখা যায়।

দূরের বা নিকটের মর্ত্ত্য মন্দভাবী
রিপু নারে করিতে যে ধনাপহরণ ;
ধনবর্ষী তোমরা বিতর হেন ধন। ৮

ধিষণাহ অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে
ধনের প্রাপক রয়ি কর আনয়ন ;
আমাদিগে দাও সেই নানারূপ ধন। ৯

যে ভয় মহৎ, যাতে করে অভিভব,
বিদূরিত ইন্দ্রদেব করুন সে ভয় ;
তিনি স্থির, প্রজ্ঞাবান্ তিনিই নিশ্চয়। ১০

সুখী যদি আমাদিগে করেন সে ইন্দ্র
আমাদের পাছে পাপ আসিবে না আর ;
সম্মুখে আসিবে ভদ্র আমা সবাকার। ১১
সর্ব্বদিক্ হতে ইন্দ্র অভয় প্রদান
করুন, সে শত্রু-জেতা চিরপ্রজ্ঞাবান্। ১২
বিশ্বদেবগণ! হেথা কর আগমন,
কুশোপরি বস, শুন মম আবাহন। ১৩

তীব্র ও মধুর কাম্য সোম মদ-কর
শুনহোত্রগণের (২) নিকটে পান কর। ১৪

যে মরুদ্গণের জ্যেষ্ঠ হন ইন্দ্রদেব
পূষা যাঁহাদের দাতা, সেই দেবগণ
মম আবাহন সবে করুন শ্রবণ। ১৫

মাতৃ-গণেশ্বরী তুমি নদীগণেশ্বরী
দেবীগণেশ্বরী তুমি অয়ি সরস্বতি!
আমরা অপ্রশস্তার মত বাস করি,
আমাদিগে অম্ব! দান করহ প্রশস্তি (৩)। ১৬

ওহে দেবি! সরস্বতি! তোমাকে আশ্রয়
করিয়া সংস্থিত আছে অন্ন সমুদয়;
তৃপ্ত হয়ে সোম-পানে শুনহোত্র-বত,
প্রদান করহ দেবি! আমাদিগে পুত্র। ১৭

---

(২) শুনহোত্র সম্বন্ধে ১ম ভাগ বেদসংহিতার ২য় মণ্ডলের ১২ সূক্তের টিকা দেখ।

(২) প্রশস্তি সমৃদ্ধি।

এই ব্রহ্ম (৪) সরস্বতি! হে বাজিনীবতি!
স্বীকার করহ তুমি হে উদকবতি!
প্রিয় মননীয় ইহা ভাবে দেবগণ,
গৃৎসমদগণ তোমা করিছে অর্পণ। ১৮

যজ্ঞ-সুখ সম্পাদিকে! হে দ্যাবা পৃথিবী!
এসহ, আমরা তব করি অভ্যর্থন;
অগ্নিকেও করি, যিনি হব্যের বাহন। ১৯

দ্যাবা ও পৃথিবী উভে করুন বহন
স্বর্গের সাধন-ভূত যজ্ঞ আমাদের;
যায় যাহা অভিমুখে দেবতাগণের। ২০

শত্রুতা বর্জ্জিতে! অদ্য হে দ্যাবাপৃথিবী!
বসুন আসিয়া তোমাদের সন্নিধানে
যজ্ঞীয় দেবতা সব যজ্ঞে সোমপানে।’ ২১

---

(৪) মূলে ব্রহ্ম শব্দই আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন হব্য। কিন্তু ব্রহ্ম শব্দের স্তুতি অর্থ করিলেও দোষ হয় না।

৪৩ সূক্ত।

কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা (১)। গৃৎসমদ ঋষি।

শকুনি সকল করি অন্ন অন্বেষণ
কালে কালে কারু প্রায় প্রদক্ষিণ করি,
করুক তাহারা সবে শব্দ উচ্চারণ ;—
গায়ত্র ত্রৈষ্টুভ যথা সামগানকারী
গায় তথা তারা সবে উভয় বচন (২)
বলি অনুরক্ত করে স্তোতৃবৃন্দমন। ১

গাও হে শকুনে। সাম উদ্গাতা যেমন,
ব্রহ্মপুত্রবৎ (৩) যজ্ঞে কর শ্রোতস্বর ;
কর শব্দ, করে যথা করিয়া গমন
অশ্বী কাছে, সেচন সমর্থ অশ্ববর ;

(১) অনুক্রমণিকানুসারে এই সূক্তের দেবতা কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র, কিন্তু সূক্ত পাঠে দেখা যায় কপিঞ্জল শব্দের উল্লেখ নাই। কপিঞ্জল পক্ষি বিশেষ (Francoline Patridge—Wilson). কিন্তু শকুনি শব্দের উল্লেখ আছে। সায়ণ বলেন পক্ষিদিগের অমঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করিলে এই ৪৩ ও ইহার পূর্ব্ববর্তী ৪২ সূক্ত জপ করিতে হয়।

(২) "উভেবাচৌ।" "গানক শ্রোতক" সায়ণ।

আমাদের ভদ্র তুমি সর্ব্বত্র বলহ,
সর্ব্বত্র শকুনে! আমাদের পুণ্য কহ। ২

করহ যখন তুমি শব্দ হে শকুনে!
আমাদের মঙ্গলের করহ সূচনা;
তূষ্ণীম্ভাবে থাক যদা, হইও তখনে
আমাদের প্রতি তুমি সুপ্রসন্ন মনা;
গগনে উড্ডীন হ'লে কর্করির (৪) মত
কর শব্দ; বীরপুত্র পৌত্রগণ লয়ে
এই যজ্ঞে প্রভূত স্তবনে যেন রত
আমরা সকলে থাকি হরষিত হয়ে। ৩

(৩) মূলে "ব্রহ্ম পুত্র ইব" আছে। "যথা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী সবনেষু শস্ত্রাণি শংসতি তথা ত্বং কালেষু শংসসি শ্রোতস্বরং করোষি।" সায়ণ। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী যজ্ঞের ১৬ জন ঋত্বিকের মধ্যে এক জন।

(৪) কর্করি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

তৃতীয় মণ্ডল।

১সূক্ত।

অগ্নিদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

নীল পৃষ্ঠ ধাতার যে রশ্মি সব ঊর্দ্ধে ধায়,
মাতৃদ্বয়ে সপ্তনদে সর্ব্বতঃ প্রবেশে তারা।
চতুর্দ্দিকে পিতৃদ্বয় হয়েন প্রসূত তার,
যজ্ঞার্থে সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন যারা (১)॥ ১

অভীষ্ট বর্ষীর অশ্ব দিববাসী ধেনুগণ,
মধুর বাহিনী দেবীগণেতে আছেন তিনি;
ঋতের সদনে বাস আশা করি প্রবর্ত্তন,
একটি গো পরিচর্য্যা তোমাকে করে হে অগ্নি! ২

ধনমধ্যে ধনীশ্রেষ্ঠ অধিপতি জ্ঞানবান্
সুখে আরোহিলা বত ষমনীর বাড়বার।

---

(১) এই মন্ত্রে "মাতৃদ্বয়" ও "পিতৃদ্বয়" বলিয়া যেদুটি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, তাহার মূলে "মাতরা" ও "পিতরা" শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "মাতরৌ" ও "পিতরৌ" অর্থাৎ দ্যাবা পৃথিবী।

নীলপৃষ্ঠ অগ্নি পরে চতুর্দ্দিকে ধাবমান্
ছাড়িলা সে অশ্বগণে সতত চলিতে হায়॥ ৩

মহান্, অজর, ত্বাষ্ট্রি, লোকের স্তভূয়মান (২)
অগ্নিকে ধরেন বলকারিনী বাহিনীগণ (৩)।
যথা একা স্ত্রীর কাছে, তথা হয়ে গতিবান্
জলের নিকটে অগ্নি রোদসী প্রবিষ্ট হন॥ ৪

হিংসাশূন্য ইষ্টদাতা অগ্নির আশ্রয় সুখ
জানে লোকে, থাকে রত মহান্ সে অগ্নিবশে;
মহতী-স্তুতি-স্বরূপ গণ্য যাঁহাদের বাক্,
বিরাজে সুদীপ্ত তাঁরা দীপ্ত হয়ে দীপ্তাকাশে। ৫

মহান্ হ'তেও হয় পিতা মাতা (৪) মহত্তর
তাঁহাদের স্তুতিসুখ অগ্নির নিকটে নীত;
রজনীর চতুর্দ্দিকে জলের নিসেক-কর
সে অগ্নি বহেন স্বীয় তেজ স্তোতৃ-সন্নিহিত। ৬

(২) স্তভূয়মানং লোকানাম্ স্তম্ভনং ধারণমিচ্ছন্তং। সায়ণ। লোক সকলকে ধারণ করিতে অভিলাষী। (রমেশ)।

(৩) নদীগণ।

(৪) দ্যাবা পৃথিবী।

পঞ্চ অধ্বর্য্যুর সহ বিপ্র সাতজন হোতা
রক্ষেন গমনশীল অনলের প্রিয় স্থান ;
আমোদিত পূর্ব্বমুখী জরাশূন্য যত স্তোতা ;
হয়েছিলা দেবযজ্ঞে দেবগণ গতিবান্। ৭

মুখ্য দৈব্য হোতৃদ্বয়ে করিতেছি অলঙ্কৃত,
হতেছেন সোমপানে হৃষ্ট হোতা সপ্তজন ;
ঋতবাদী দীপ্তিশালী ব্রতপাতা হোতা যত,
"ঋতই কেবল সত্য" বলিছেন এবচন। ৮

মহান্, অভীষ্টবর্ষী, চিত্র, শ্রেষ্ঠ, দেবহোতা,
প্রভূতা বিস্তৃতা আশা তোমাকে বৃষের ন্যায়
আচরে (৫), হে জ্ঞানী অগ্নি! তুমি দেবমাদয়িতা,
রোদসী ও দেবগণে আন এ যজ্ঞশালায়। ৯

(৫) ভুক্ত্যং তদর্থং পূর্ব্বীঃ প্রভুতাঃ সুষামাঃ অতিশয়েন বিস্তৃতাঃ রশ্ময়ঃ সর্ব্বতোব্যাপ্তা আশাঃ বৃষায়ন্তে বৃষেবাচরন্তি সেচকাইব ভবন্তি হোতারঃ আশাভিঃ সমিদ্ধমগ্নিং দৃষ্ট্বা। সোমাজ্যপয়ঃ প্রভৃতীনি হবীংষি তত্র প্রক্ষিপন্তি ইতি আশানাম্ বৃষত্বং। সায়ণ।

হে দ্রবিণ! (৬) উষাকালে অগ্নে যজ্ঞারম্ভ হয়,
উষায় সুন্দর বাক্য সুকেতু প্রকাশ পায়;
ধনযুক্ত হয়ে হেন হতেছে উষা-উদয়,
কৃতপাপ নাশ কর তব তেজে মহিমায়। ১০

যজমানে ওহে অগ্নে! বহুকর্ম্ম মূলীভূতা
গবাদি প্রদাত্রী ভূমি দান কর নিরন্তর;
সুত ও তনয় হ'ক; সুমতি সুফলযুতা (৭)
হ'ক আমাদের প্রতি তব দেব বৈশ্বানর। ১১

---

২২ সূক্ত।

অগ্নিদেবতা। গাথী ঋষি।

এই সেই অগ্নি যাতে ইন্দ্র সোমকামী
অভিযুত সোমরস ধরিলা জঠরে;
নানারূপ হব্য অশ্ববৎ বেগগামী,
দেব জাতবেদা! তোমা লোকে স্তব করে। ১

যজনীয় অগ্নি! তব যে তেজ আকাশে,
পৃথিবী, ওষধিচয়ে কিম্বা আছে জলে;

---

(৬) সতত গমনশীল অগ্নি। (৭) সুফলযুক্তা সুমতি কল্যাণ অনুগ্রহ।

অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়াছ যে তেজ প্রকাশে
দেখে মহোজ্জ্বল তাহা মানব সকলে (১)। ২

দ্যুলোকে অর্ণাভিমুখে করিছ গমন
করিতেছ একত্র প্রাণাখ্য (২) দেবগণে,
রোচনে সূর্য্যের'পরি সূর্য্য নিম্নস্থানে,
আছে যেই জল তাহা করিছ প্রেরণ। ৩

পুরীষ্য অগ্নিরা সবে প্রাবণের (৩) সহ
সম্মিলিত হয়ে যজ্ঞ করুন সেবন;
রোগ-শূন্য মহা-অন্ন বিরহিত-দ্রোহ,
আমাদিগে তাঁহারা করুন বিতরণ। ৪

(১) দ্যুলোকে আদিত্য, ভূলোকে আহবনীয় অগ্নি, ওষধিতে গূঢ় অগ্নি, সমুদ্রে বাড়বানল, সকলই অগ্নির রূপান্তর মাত্র। অন্তরীক্ষে বায়ু ও অগ্নিরূপ। সায়ণ।

(২) মূলে "ধিষ্ণ্য" আছে। ধিয়ং বুদ্ধ্যুপহিতং দেহং উকন্তি উক্ষী-কুর্ব্বন্তি ইতি ধিষ্ণ্যা প্রাণাভিমানিনো দেবতাঃ। সায়ণ। "Vital airs" Wilson,

(৩) মূলে "পুরীষ্যাসঃ" আছে। "সিকতা সংমিশ্রা অগ্নয়শ্চিতা অগ্নয়ঃ" সায়ণ। "পশুভ্যোহিতাঃ" মহীধর। (৪) মূলে "প্রাবণেভিঃ" আছে। "মৃৎ খনন সাধন ভূতে রয়্যাদিভিঃ"। সায়ণ।

দাও অগ্নে তাহাকে যে হয় হবমান
সর্ব্বকর্ম্ম মূলীভূত ধেনুদাত্রী ভূমি;
সন্ততি বর্দ্ধক এক পুত্র কর দান;
আমাদিগে অনুগ্রহ কর অগ্নি তুমি। ৫

২৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরতের অপত্য
দেবশ্রবা ও দেববাত ঋষি।

নির্ম্মথিত (১) হয়ে অগ্নি গৃহেতে সুধিত, (২)
প্রত্যহ তরুণ, কবি, যজ্ঞের প্রণেতা;
জরা প্রাপ্ত বনেতেও (৩) জরার অতীত,
জাতবেদা তিনি যজ্ঞে অমৃতের ধাতা। ১

তিনি দক্ষ ধনবান্, তাঁহাকে মন্থন
করেন ভারত দেবশ্রবা দেববাত;

(১) অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মসু অরণ্যোর্নিতরাং মথিতঃ সন্।
(২) গার্হপত্যাদিষু কুণ্ডেষু ত্রিষু নিহিতঃ।
(৩) মূলে "জূর্য্যৎসু বনেষু" আছে। দাবাগ্নি সম্বন্ধাৎ জূর্য্যমাণেষু জরাং নাশং প্রাপ্নুবৎস্বপি। সায়ণ

ধনযুক্ত হয়ে অগ্নে ফিরাও নয়ন
আন অন্ন প্রতি দিন মোদের সাক্ষাৎ। ২

দশাঙ্গুলি উৎপাদিল অগ্নি পুরাতন
মাতৃগণ মধ্যেতে (৪) সুজাত প্রিয় অতি ;
দেবশ্রবা! দৈববাত (৫) অগ্নিকে স্তবন
করহ, আছেন তিনি লোক বশবর্ত্তী। ৩

সুদিনার্থে (৬) অগ্নে! ইলারূপী পৃথিবীর
করিতেছি শ্রেষ্ঠস্থানে (৭) তোমাকে স্থাপন ;
দৃষদ্বতী, সরস্বতী, আপযার তীর
তোমার ধনেতে কর প্রদীপ্ত-বরণ। ৫

দাও অগ্নে তাঁহাকে, যে হয় হবমান্,
সর্ব্বকর্ম্ম মূলীভূত ধেনদাত্রীভূমি ;

(৪) অরণিরূপমাতৃগণ।

(৫) মূলে "দৈববাতং অগ্নিং" আছে। "দেববাতেন যযত্রাত্রা মথিত যেনমগ্নিং" সায়ণ।

(৬) সুদিনার্থে সুদিন লাভের জন্য ; যে সকল দিবসে ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান দেবগণের পূজা হয়, তাহার নাম সুদিন। সায়ণ।

(৭) ইলারূপীভূমির শ্রেষ্ঠস্থানে অর্থাৎ উত্তরবেদিতে। সায়ণ।

সন্ততি বর্দ্ধক এক পুত্র কর দান,
আমাদিগে অনুগ্রহ কর অগ্নে! তুমি। ৫

২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কেবল ১ম ঋক্‌টীর ঋতু
অথবা অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

সুখকামনায় তোমাদের স্রুত,
বাজিগণ ঘৃতস্পৃষ্ট হবির্যুক্ত,
দেবার্থে স্বরগমুখেতে ধায়। ১
অগ্নি মেধাবান্, যজ্ঞের সাধন,
ধনবান্ যাঁর বেগেতে গমন,—
পূজি তাঁ'কে আমি স্তবমালায়। ২
অগ্নে হব্য দিয়ে আমরা সকলে
রাখিতে পারিব তোমা অগ্রস্থলে,
আশা—পাপ হ'তে উত্তীর্ণ হব। ৩
যজ্ঞে প্রজ্বলিত, পূত, পূজনীয়,
জ্বালা সব যাঁর কেশের স্থানীয়,
তাঁর কাছে এই যাচনা সব। ৪

মৃত্যু-শূন্য অগ্নি পৃথু-তেজোধারী
সম্যক্ পূজিত ঘৃত শুদ্ধকারী,
বহেন যজ্ঞেতে যজ্ঞীয় হব। ৫
যজ্ঞ-বিঘ্ন-হর হব্য সহ যুক্ত,
ঋত্বিকেরা স্রুক্ করিয়া সংযত,
স্তবে অভিমুখী করিলা তাঁয়। ৬
অমর ও হোতা সে অগ্নি দেবতা,
যজ্ঞকার্য্যে সবে উৎসাহ-প্রদাতা,
আসিছেন অগ্রে স্বীয় মায়ায়। ৭
যুদ্ধে অগ্নি অগ্রভাগে সংস্থাপিত,
যজ্ঞকালে যথাস্থানেতে নিহিত,
তিনি বিপ্র, তিনি যজ্ঞ-সাধন। ৮
কর্ম্মদ্বারা জাত তাই বরণীয়,
ভূতগর্ভধারী, পিতারস্থানীয়,
দক্ষতনা (১) তাঁকে কৈলা ধারণ। ৯
তুমি অগ্নি দীপ্ত হব্য অভিলাষী
বলে সমুৎপন্ন বরেণ্য ভূরসী
দক্ষ কন্যা ইলা তোমা ধরেন। ১০

---

(১) দক্ষতনা দক্ষতনয়া বা বেদিরূপা ভূমি। সায়ণ।

নিয়ন্তা জলের প্রেরক অনলে
অন্নেতে মেধাবী ভক্তের সকলে
যজ্ঞার্থে সম্যক্ দীপ্ত করেন ॥ ১১
অন্তরীক্ষ সন্নিহিতে দীপ্যমান্
অন্ন-নপ্তা, কবি, অগ্নি জ্ঞানবান্
এই যজ্ঞে স্তব করিছি তাঁয়। ১২
তিমির হরণকারী পূজনীয়
নমস্কার-যোগ্য, অতি দর্শনীয়,
হতেছেন তিনি জ্বালিত হায় ॥ ১৩
অভীষ্ট প্রদাতা, অশ্বের সমান
দেবতাবাহন, অগ্নি দীপ্তিমান্,
হবিষ্মান্ প্রজা পূজয়ে তাঁয়। ১৪
ইষ্টবর্ষী অগ্নি ঘৃত সেক করি,
জল-সেক কর, তোমা দীপ্ত করি,
দিপ্তিমান্ তুমি বৃহতকায় ॥ ১৫

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইষীরথের পুত্র কুশিক বা বিশ্বামিত্র ঋষি।

সম্মানিত করি বহ্নি (১) রেতোধারী জামাতায়
দুহিতৃ পুত্রের কাছে যায় শাস্ত্রমত।
প্রসন্ন মনেতে করে শরীর-ধারণ পিতা
দুহিতার গর্ভ হবে বিশ্বাস করত (২)॥ ১

না দেয় তনুজ পুত্র (৩) ভগিনীকে পিতৃ-ধন
করে তাঁকে সনিতার (৪) সেকের নিধান।

(১) অপুত্রো যঃ পিতা কন্যাং অন্যকুলং প্রাপয়তি স বহ্নিঃ। সায়ণ।

(২) পূর্ব্বকালে পুত্র না হইলে কন্যাকে বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত যে ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হইবে। কন্যার পুত্র দৌহিত্র হইয়াও পৌত্রের কার্য্য করিবে।

"অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাং।
অস্যাম্ যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রোভ:বদিতি।"

(৩) তনুজপুত্র-ঔরসপুত্র। (৪) সনিতা ভর্ত্তা।

যদি পিতা মাতা করে পুত্র কন্যা উৎপাদন
একে কর্ত্তা সুকৃতি, অন্যেতে পায় মান (৫)॥ ২

রোচমান ইন্দ্র যজ্ঞে জ্বালা দ্বারা কম্পমান্
উৎপন্ন করিলা অগ্নি বহু মহাপুত্র (৬)।
তাহাদের গর্ভ্ত মহৎ তাহাদের জন্ম মহৎ
মহতী প্রবৃত্তি, ইন্দ্র-যজ্ঞের বশতঃ॥ ৩

সজ্জ বিজেতৃগণ (৭) হয়ে স্পর্দ্ধী ইন্দ্র সহ
জ্ঞাত হইলেন তমোজাত মহাজ্যোতি।
উষাগণ জানি তাঁকে হইলেন প্রত্যুদ্গাতা
হইয়াছিলেন ইন্দ্র একাই গোপতি (৮)॥ ৪

(৫) এই ঋকে বলা হইয়াছে যে পুত্র কন্যা উভয় থাকিলে কন্যা সম্পত্তি পান না; পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী, কন্যা সম্মানিতা হন।
(৬) এই সকল পুত্র অগ্নিরশ্মি। এই সকল রশ্মির গর্ভ জলাত্মক এবং জন্ম ওষধ্যাত্মক (সায়ণ)।

(৭) বিজেতৃগণ শব্দে মরুদ্গণকে লক্ষ্য করিতেছে।

(৮) এই মন্ত্রে বৃত্র (তমঃ) হত হইলে জ্যোতিঃ (সূর্য্য) উদিত হইতেছেন দেখিয়া উষাগণ প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং ইন্দ্রই গো (রশ্মি) সকলের একমাত্র পতি হইয়াছিলেন বুঝাইতেছে। সায়ণ।

জেনে ধীর বিপ্র সপ্ত গাভী যত বিন্দু-গুপ্ত
অপাবৃত করি পূর্ব্ব-পথে ফিরিলেন।
লভিলেন তারা সবে গভী যজ্ঞ-পথে, তবে
ইন্দ্র জেনে নমস্কারে গিরি পশিলেন॥ ৫

পর্ব্বতের ভগ্ন যদা, পৌঁছিল সরমা তদা
তাহাকে প্রচুর অন্ন দিলা প্রতিজ্ঞাত।
অভিমুখে অনুভব করিয়া সুপদী (৯) রব
অক্ষয় গোবৃন্দ কাছে হৈলা সমায়াত॥ ৬

ইন্দ্র বিপ্র অতিশয়, চলিলা সখ্যাভিলাষে, (১০)
অদ্রিও গর্ভস্থ গাভী বের করে দিলা।
যুবগণ সহ (১১) ইন্দ্র, পাইলেন তাহাদিগে,
অঙ্গিরা তখন তাঁরে অর্চ্চন করিলা। ৭

উৎকৃষ্টের প্রতিনিধি যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তী,
জাতজ্ঞ, শুষ্ণকে যিনি করিলা নিধন।
সেই ইন্দ্র দূরদর্শী, গোধনের অভিলাষী
স্বর্গ হতে এসে, পাপে করুন মোচন॥ ৮

(৯) সুপদী শোভনপদা সরমা।

(১০) অঙ্গিরাগণের সখ্যাভিলাষে (১১) যুবামরুদ্গণের সহিত।

গো কামনা করি মনে, স্তোত্রে অমরত্ব ধনে,
অঙ্গিরা সকলে যজ্ঞে আসীন হইলা।
সদন তাহে প্রভূত, সেই যজ্ঞ সারভূত,
সংভক্ত যদ্বারা মাস করিতে চাহিলা॥ ৯

সম্মুখে দর্শন করি, স্বকীয় গোধন চয়,
পুরাজাত পুত্রার্থে দুহিলা দুগ্ধ হর্ষে;
আকাশ পৃথিবী ব্যাপি, উঠিলেক স্তবধ্বনি
নিয়োগিলা গোরক্ষণে সুবীর পুরুষে॥ ১০

হোমযুক্ত অর্চ্চনীয়, জাত মরুদ্গণ সহ
বৃত্রহা যজ্ঞার্থে দান করিলা গোধন।
প্রশস্তা ক্ষীরধারিণী, গাভী হব্য প্রদায়িনী
মধু স্বাদু হব্য তাঁকে করিলা দোহন॥ ১১

সুকৃত অঙ্গিরাগণ, মহৎ ভাস্বৎ স্থান,
দেখাইয়া ইন্দ্রজন্ম সংস্কার করিলা।
আসীন হইয়া যজ্ঞে, স্তম্ভি রোদসীকে স্তম্ভে (১২)
বেগবান্ ইন্দ্রদেবে স্বর্গেতে স্থাপিলা॥ ১২

(১২) অন্তরীক্ষরূপ স্তম্ভ দ্বারা (সায়ণ)

রোদসী বিশ্লিষ্ট হলে, যদি এ মহতী স্তুতি
বৃদ্ধি প্রাপ্ত ইন্দ্রে করে ধারণ সক্ষম।
বুঝিতে হইবে স্তুতি, হইয়াছে যথারীতি
ইন্দ্রের সমস্ত বল স্বতই উত্তম॥ ১৩

মহৎ বন্ধুত্ব তব, যাচি তব শক্তি আমি
বৃত্রহন্তা তব কাছে আসে অশ্বগণ।
গব্য দেই স্তোত্র দেই, হে বিদ্বন্ মঘবন্,
তুমি গোপা আমাদের, করহ স্মরণ॥ ১৪

জেনে মহাক্ষেত্র যত, প্রভূত হিরণ্য কত,
সখাগণে দিয়াছেন গবাদি সহিত।
তিনি ইন্দ্র দীপ্তিমান্ সহ নেতৃ মরুদ্গণ,
সূর্য্যাগ্নি গো (১৩) উষা করেছেন উৎপাদিত।১৫।

জল বিশ্বহ্লাদকর সুসঙ্গত পরস্পর
সেই দান্তমনা বিশ্বব্যাপ্ত সৃজিলেন।
পবিত্রে(১৪)কবি-কর্ত্তৃক শোধিত মাধুর্য্যোপেত(১৫)
তাহারা জগত্‌কে সদা কার্য্যে রাখিলেন। ১৬

(১৩) গো পৃথিবী।

(১৪) পবিত্র-জল পরিষ্কারক (filter). (১৫) 'সোম উহ্য আছে।

সূর্য্যদেব মহিমায় ধরি বাসী সমুদায় (১৬)
যজ্ঞার্হ উভয়কৃষ্ণ (১৭) করে আবর্ত্তন।
কাম্য সখা ঋজুগতি অনুসরি তব শক্তি
চলে মরুদ্‌গণ, শত্রুবর্জ্জন কারণ॥ ১৭

হে বৃত্রহা অবিনাশী, অন্নদাতাভীষ্টবর্ষী
পতি হও আমাদের সূনৃত বাক্যের।
মহতী রক্ষা প্রদানে কিম্বা শিব সখ্যদানে
ইচ্ছা করে, অভিমুখে এস এ যজ্ঞের। ১৮

অঙ্গিরাগণের ন্যায় পূজি হে ইন্দ্র তোমায়
নবীভূত করি তোমা ভজন আশায়।
দেবশূন্য দ্রোহকারী (১৮) বিনাশ করহ অরি
উপভোগ্য ধন দাও আমা সবাকায়॥ ১৯

সর্ব্বত্র পবিত্র জল, হয়েছে প্রসূত এবে
আমাদের মঙ্গলার্থে পরিপূর্ণ কর।
তুমি রথবান্ ইন্দ্র, রক্ষা কর শত্রু হ'তে
আমাদিগে গাভী-জেতা করহ সত্বর॥ ২০

---

(১৬) মূলে "বসুধিতী" আছে। বস্তব্যপদার্থধারণোপেতে সায়ণ।

(১৭) মূলে "উভে কৃষ্ণে" আছে "অহোরাত্রে"। সায়ণ।

(১৮) দেবশূন্য দ্রোহকারী দেবদ্বেষী বিদ্রোহী অনার্য্যগণ।

গোপতি বৃত্রহা ইন্দ্র প্রদান করুন গাভী
কৃষ্ণদিগে (১৮) দীপ্ততেজে করুন সংহার।
দিয়ে প্রিয়তম গাভী করিয়াছিলেন কৃষ্ণ,
তিনিই সত্যের বাক্যে, সমুদায় দ্বার ॥ ২১
বর্দ্ধমান্, মঘবান্ যুদ্ধে অন্ন লাভবান্
স্তোত্রের শ্রবণকারী নেতার প্রধান।
সংগ্রামে শত্রুর হন্তা ইন্দ্র বহু ধনদাতা
করি তাই আশ্রয়ার্থে তাঁহাকে আহ্বান ॥ ২২

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। ৪, ৬, ৮, ১০ ঋকের নদী ঋষি।
অবশিষ্ট ঋকের বিশ্বামিত্র ঋষি।

বিমুক্তা বড়বাদ্বয় যথা স্পর্দ্ধমানা
পর্ব্বত উৎসঙ্গ হ'তে গোবৎ শোভনা,
বিপাশ শুতুদ্রী নদী সমুদ্রগামিনী (১)
ধেনু যথা ধায় দ্রুত বৎসাভিলাষিণী। ১

---

(১৮) মূলে "কৃষ্ণান্" আছে। "কর্ম্মবিঘ্নকারিণোঽসুরান্" সায়ণ। "কৃষ্ণবর্ণ আদিম জাতি" রমেশ।

(১) পুরাকালে বিশ্বামিত্র ঋষি পিজবনের পুত্র সুদাস রাজার

ইন্দ্র প্রণোদিতে! তাঁর অনুজ্ঞা প্রার্থিনি!
রথীদ্বয়বৎ কর সমুদ্রে গমন;
তরঙ্গে বর্দ্ধিতা এক সঙ্গে প্রবাহিণী
পরস্পর কাছে এসে শোভিছ কেমন! ২

আসিয়াছি আমি সিন্ধুমাতা (২) সন্নিধানে
মহতী সৌভাগ্যবতী কাছে বিপাশার,
ধেনু যথা ধায় দ্রুত বৎসের লেহনে,
সমান যোনিতে (৩) তথা গতি উভয়ার। ৩

এই জলে পূর্ণ হয়ে করি বিচরণ,
আমরা করিয়া লক্ষ্য দেব-কৃত স্থান;
গমন উদ্যোগ নাহি হইবে বারণ,
কি জন্য এ বিপ্র করে নদীকে আহ্বান। ৪

পুরোহিত হইয়াছিলেন। তিনি পৌরোহিত্য করিয়া বহুধন লইয়া আগমন কালে পথিমধ্যে বিপাশ শুতুদ্রী নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলেন। উক্ত নদীদ্বয় উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি ১ম তিনটি ঋকে তাহাদের স্তব করিয়াছিলেন। তৎপর নদীদ্বয় তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং পার হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(২) সায়ণ এই স্থলে মাতৃবৎ শুতুদ্রী নদী করিয়াছেন। কিন্তু মূলে "সিন্ধুং মাতৃতমাং" পদই আছে। (৩) "সমানমেকং যোনিং স্থানং সমুদ্রং" সায়ণ।

বিশ্বামিত্র।

ক্ষণেকের তরে জল-বতী নদীগণ!
আমার এ সোম্য বাক্যে হও উপরত;
আমি কুশিকের পুত্র লভিতে শরণ
সিন্ধুকে মহান্ স্তবে করি সমাহূত (৪)।

নদীদ্বয়।

আমাদিগে বজ্র বাহু করিলা খনন,
নদীর পরিধি বৃত্রে হনন করিয়া;
সবিতা (৫) সুপাণি দেব কৈলা আনয়ন,
চলিছি আজ্ঞায় তাঁর প্রভূতা হইয়া। ৬

বিশ্বামিত্র।

যে বীরত্ব সহ ইন্দ্র অহি বিদারিলা
কর্ত্তব্য সতত সেই বীর্য্যের কীর্ত্তন;
বজ্রে চতুর্দ্দিগে স্থিত অহিকে বধিলা,
স্থানাশায় আসিলা যতেক জলগণ। ৭

[৪] সিন্ধুং গুভুত্রীং স্বামিচ্ছামি মুখ্যেন প্রাহ্বে প্রকর্ষেণাহ্বয়ামি" সায়ণ।

(৫) সায়ণ সবিতা অর্থে ইন্দ্র করিয়াছেন।

নদীদ্বয়।

হে স্তোতা! যা বল তাহা ভুল না কখন,
ভাবি যজ্ঞ দিনে উক্‌থে সেব সেই বাকে;
আমাদিকে প্রগল্‌ভিত পুরুষ মতন
করিও না, নমস্কার করিছি তোমাকে। ৮

বিশ্বামিত্র।

করিতেছি স্তব শুন ভগিনীযুগল!
আনিয়াছি রথ অশ্ব আমি দূর হ'তে;
অবনত হও যাই পার হয়ে জল;
যাও স্রোত জল সহ অক্ষের নিম্নেতে। ৯

নদীদ্বয়।

আসিয়াছ দূর হ'তে শুনিলাম কথা,
হে স্তোতা! লইয়া যাও রথ ও শকট
মাতা স্তন্যদানে, কন্যা আলিঙ্গনে যথা,
অবনত হইতেছি তোমার নিকট। ১০

বিশ্বামিত্র।

ইন্দ্র-জুত (৬) ভরতেরা যাইবেক পারে,
আজ্ঞা পেলে তোমাদের পারে যায় তারা,

(৬) ইন্দ্র-জুত-ইন্দ্রপ্রেরিত। সায়ণ।

প্রবৃত্ত হতেছে পারে, আমি তোমাদেরে
সর্ব্বত্র করিব স্তব, যজ্ঞার্হ তোমরা। ১১

উত্তীর্ণ হলেন গোধনেচ্ছু ভরতেরা
বিপ্র করিলেন স্তুতি অতীব সুন্দর ;
কৃত্রিম সরিৎগণে করি জল-ভরা
গমন কর তোমরা সত্বর সত্বর। ১২

তোমাদের উর্ম্মিমালা হ'ক প্রবাহিতা
হেন, যেন যুগকীল উর্দ্ধে থাকে তার ;
কল্যাণকারিণী অদুষ্কৃতা অনিন্দিতা
বিপাশ শুতুদ্রু যেন নাহি বাড়ে আর। ১৩

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

পুরোভেদী জাত-বসু ইন্দ্র, চির শত্রু হিংসু,
অর্চ্চনীয় তেজে দাসে করিলেন জয়।
ব্রহ্মাকৃষ্ট ভূরিদাত্র প্রবর্দ্ধিত যাঁর গাত্র,
পূরিত যাঁহার দ্বারা রোদসী উভয়॥ ১

হে ইন্দ্র! বলিন্! পূজিত! তোমাকে করি ভূষিত
অন্নাশয়ে স্তবস্তুতি করি উচ্চারণ।
মনুজাত মানুষের অথবা দৈব বিশের
সকলের অগ্রে তুমি করহ গমন (১)॥ ২

রোধিলা প্রবৃদ্ধ নীতি বৃত্রে ইন্দ্র বর্পনীতি (২)
সকল মায়াবীদিগে করিলা সংহার।
বনে স্কন্ধহীন করি বিনাশ করিলা অরি,
রাম্যগণ গোগণ (৩) করিলা আবিষ্কার॥ ৩
দিবেস সৃজন করি যুদ্ধার্থীর সহচরি,
স্বর্গপ্রদ ইন্দ্র সেনা করিলেন জয়।

---

(১) "ক্ষিতীনামসি মানুষীনাং বিশাং দেবীনামুত পূর্বযাবা" মূলে এইরূপ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন মানুষীনাং ক্ষিতীনাং মনোর্জাতানাং মনুষ্যাণাং উতাপিচ দেবীনাং দেব সংবন্ধিনীনাং বিশাং প্রজানাং পূর্ব্বযাবা অগ্রতোগন্তাভবসি। অর্থাৎ মানুষ সম্বন্ধীয় ক্ষিতি-দিগের ও দেব সম্বন্ধীয় বিশ্ অর্থাৎ প্রজাদিগের অগ্রে অগ্রে তুমি গমন করিয়া থাক।

(২) মূলে "বর্পনীতি" শব্দই আছে। "যুদ্ধে পরপ্রহারাণাং নিবারককর্ম্মা ইন্দ্র"। সায়ণ। "শত্রুদিগের আক্রমণ নিবারক" রমেশ।

(৩) মূলে "রাম্যাণাম্" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, রাত্রি।

দিবসের কেতু দীপ্ত করিলা মনু-নিমিত্ত
হইল রণের জন্য জ্যোতির উদয় ॥ ৪

রণ-যোগ্য বহুধন করিয়া ইন্দ্র গ্রহণ
প্রবল শত্রুর সেনা করিলা প্রবেশ।
এই সব উষা হায় জাগ্রত হ'ল স্তোতায়
তাহাদের শুভ্রবর্ণে বৃদ্ধি গেল তেজ ॥ ৫

মহনীয় কর্ম্ম তাঁর সুকৃত অনেক আর,
মহান্, তাঁহাকে করে সকলে স্তবন।
বলিগণে বল দ্বারা চূর্ণ করিলেন পুরা,
শত্রুহা মায়ায় দস্যু করিলা নিধন ॥ ৬

দেবপতি, নরে যিনি বরপ্রদ ইন্দ্র তিনি,
মহাযুদ্ধে দেবগণে দিলা বহু ধন।
তাই বিপ্র কবিগণে বিবস্বানের সদনে (৪)
উক্থ দ্বারা করিতেছে তাঁহার স্তবন ॥ ৭

(৪) মূলে "বিবস্বতঃ সদনে" আছে। "বিশেষেণ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মার্থে বসতো যজমানস্তসদনে গৃহে।" সায়ণ।

সকলের বরণীয় বলপ্রদ সে স্বর্গীয়
জলাধিপ, স্বর্গাধিপ, জেতা সে ইন্দ্রের ;
পৃথ্বী অন্তরীক্ষ স্বর্গ যাঁর দান, স্তোতৃবর্গ
হৈলা আনন্দিত সহ তাঁর আনন্দের। ৮

তিনি দিয়াছেন অশ্ব, দিয়াছেন হরিদশ্ব,
বহু লোক উপভোগ্য তাঁহার গোধন ;
দিয়ে হিরণ্ময় ধন, করিয়ে দস্যু হনন
করেছেন আর্য্যবর্ণে তিনিই পালন (৫) ॥ ৯

ওষধি ও বনস্পতি তাঁর দান দিবাভাতি
প্রদত্ত এ অন্তরীক্ষ কর্তৃক তাঁহার।
তিনি করি মেঘ-ভেদ বিপক্ষ করি উচ্ছেদ
করেছেন অগ্রগামী শত্রুর সংহার ॥ ১০

যুদ্ধোৎসাহে বলীয়ান্ অন্নবান্ ধনবান্
মঘবান্ যুদ্ধে শত্রু করেন হনন।
আমরা যে করি স্তব, শ্রবণ করেন সব,
আশ্রয় পাইতে করি তাঁরে আবাহন ॥ ১১

---

(৫) এই ঋকে মূলে "আর্য্যং বর্ণং" আছে। অর্থ শ্বেতবর্ণ আর্য্যগণ।

৫২ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

ধানাবন্ত করম্ভী অপূপবন্ত সোম
উকৃথযুক্ত,—প্রাতে ইন্দ্র! করহ গ্রহণ (১)। ১

পক্ক পুরোডাশ খেতে করহ উদ্যম,
তোমার জন্যেতে হব্য করিছে গমন॥ ২

খাও পুরোডাশ, সেব বাক্য আমাদের,
বধূয়ু (২) যোষার সেবা করয়ে যেমন। ৩

পুরোডাশ সেব এই প্রাতঃ সবনের
সনশ্রুত ইন্দ্র! (৩) তব মহৎ করণ॥ ৪

মাধ্যন্দিন সবনের　　ধান পুরোডাশ চারু
এই যজ্ঞে এসে খেয়ে করহ সংস্কৃত।

---

(১) ধানা ভৃষ্ট যবাস্তদ্বন্তং করম্ভিণং করম্ভো দধিমিশ্রা সক্তবঃ তদ্বন্তং অপূপবন্তং সবনীয় পুরোডাশোপেতং। সায়ণ। সুতরাং এই মন্ত্রে যে ধান শব্দ আছে তাহার অর্থ ভৃষ্টযব, করম্ভ অর্থ দধিমিশ্রিত ছাতু এবং অপূপ অর্থ পিষ্টক। পুরোডাশ অর্থও পিষ্টক।

(২) বধূয়ুঃ স্ত্রীকামঃ (সায়ণ)।

(৩) সনশ্রুত পুরাণতয়া প্রসিদ্ধ (সায়ণ)।

(৪) মূল "বৃষায়মাণঃ" আছে বৃষ ইব আচরণ, (সায়ণ) বৃষের ন্যায় আচরণকারী (রমেশ বাবু)

যখন তোমার স্তোতা পরিচর্য্যাকারী তূর্ণ
বৃষবৎ (৪) স্তবে তোমা করে প্রশংসিত ॥ ৫

তৃতীয় সবনে হুত ভৃষ্ট যব পুরোডাশ
আমাদের সেবা করি কর সম্মানিত।
ঋভুমন্ত বাজবন্ত (৫) হয়ে মোরা পুরুষ্টুত!
স্তবে পরিচর্য্যা করে! করিব প্রভৃত ॥ ৬

সপুষা (৬) তোমার জন্য প্রস্তুত করন্ত এই
অশ্বযুক্ত তব জন্য প্রস্তুত এ ধান।
মরুদ্গণ সহ ইন্দ্র! খাও এ অপূপ সব
সোম পান কর শূর! বৃত্রহা বিদ্বান্ ॥ ৭

সত্বর ইহাকে দাও (৭) ভৃষ্ট যব, পুরোডাশ
নেতৃগণ মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ অনিবার।

(৫) মূলে "ঋভুমন্তং বাজবন্তং" আছে। ঋভবো যে কেচন দেবাঃ তদ্বন্তং বাজনাম সুধন্বনঃ পুত্রঃ তদ্বন্তং (সায়ণ)

(৬ মূলে "পুষণ্বতে তে" আছে। পুষানাম কশ্চিদেবঃ অদন্তকঃ তদ্বতে তে তুভ্যং (সায়ণ)।

(৭) এটি যজমানের অধ্বর্য্যুর প্রতি উক্তি। সায়ণ

তোমার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র! দিন দিন করি স্তব
সোমপানে হ'ক তায় উৎসাহ তোমার ॥ ৮

---

৫৩ সূক্ত।

১ ঋকের ইন্দ্র ও পর্ব্বত দেবতা। ১৫।১৬
ঋকের বাগ্দেবতা। ১৭, ১৮, ১৯, ২০
ঋকের থরাঙ্গদেবতা। অবশিষ্টের
ইন্দ্রদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

হে ইন্দ্র পর্ব্বত (১) উভে বৃহৎ রথেতে চড়ি
সুন্দর সুবীর অন্ন করহ বহন।
হে যুগল দেব! যজ্ঞে হব্যের ভক্ষণ করি
ইলা-মত্ত (২) হয়ে স্তবে বাড় অনুক্ষণ ॥ ১

সুখে থাক কিছু কাল হেথা দেহ মঘবন্
অন্যত্র না যাও, সোমে যজিব তোমায়।
পুত্র যথা মিষ্ট বাক্যে পিতার ধরে বসন
তব বস্ত্র ধরি তথা রাখিব হেথায় ॥ ২

---

(১) পর্ব্বত শব্দের অন্যত্র অর্থপর্জন্য দেব। (১।১১২।৩)। এস্থলেও পর্ব্বত শব্দের সে অর্থ হইতে পারে।

(২) মূলে "ইরয়ামদন্তা" আছে। "হবিষা মদন্তৌ হৃষ্যন্তৌ".

আমরা করিব স্তব হে অধ্বর্য্যু! দুইজন,
কি বল? ইন্দ্রের জন্য স্তব মনোহর।
যজমান কুশোপরি বসহ ইন্দ্রের জন্যে,
প্রশস্ত হউক এই উক্‌থ মনোহর॥ ৩

জায়াই ত গৃহ (৩) ইন্দ্র জায়া যোনি মঘবন্
যুক্ত হরিদ্বয় তথা বহুক তোমায়।
যখন আমরা সোম করিব সুত তখন
দূত অগ্নি যেন তব নিকটেতে যায়॥ ৪

যাও কিম্বা থাক, আছে উভয়ত্র প্রয়োজন
তথা জায়া হেথা সোম, ভ্রাতঃ মঘবন্!
চড়ে মহারথে যাও, রাসভকে বিমোচন
করে কিম্বা থাক হেথা যজ্ঞপ্রয়োজন॥ ৫

পিও সোম যাও গৃহে আছেন কল্যাণী জায়া
আছয়ে সুন্দর ধ্বনি গৃহেতে তোমার।

সায়ণ। অর্থাৎ হবি দ্বারা হৃষ্ট হইয়া ইন্দ্র ও পর্ব্বত উভয় দেব বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউন।

(৩) "ন গৃহং গৃহমিত্যাহ গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে ইতি স্মৃতেঃ।" সায়ণ

গৃহেতে যাইতে হলে মহারথে চড়ে যাওয়া
অথবা খুলিয়া অশ্ব থাক যজ্ঞাগার ॥ ৬

এই সব ভোজগণ বিরূপ অঙ্গিরাগণ
অসুর আকাশ পুত্র বীর অতিশয়।
সহস্রাশ্বমেধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্রে বহু ধন
দিয়ে তাঁর জীবন করিলা অন্নময় (৪)। ৭

মঘবা মায়ায় স্বীয় তনু হ'তে রূপ নানা
ধরেন, করেন পান সোম অঋতুতে।
ঋতবা হলেও শুনি স্বকীয় স্তব-অর্চনা
ত্রিসবনে স্বর্গ হ'তে আসেন মুহূর্ত্তে ॥ ৮

(৪) এই মন্ত্রে ভোজদিগকে বিরূপ আঙ্গিরস বলা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে অসুর আকাশের পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত বীর ছিলেন, এরূপও বলা হইয়াছে। ভোজগণ তবে কি অঙ্গিরাবংশোদ্ভব? কিন্তু সায়ণ ঠিক এরূপ অর্থ করেন নাই। সায়ণের মতে "ভোজাঃ সৌদাসাঃ ক্ষত্রিয়া" তিনি "দিবঃ অসুরস্ত অর্থে দেবগণ অপেক্ষাও অধিক বলবান্ রুদ্র করিয়াছেন। বীর অর্থে রুদ্রপুত্র মরুত করিয়াছেন। সহস্রসাবে "অশ্বমেধে" সায়ণ।

দেবতার জনয়িতা সিন্ধুবেগ থামরিতা
নেতৃ-উপদেষ্টা মহাঋষি দেবাকৃষ্ট।
যখন সে বিশ্বামিত্র করিলা সুদাস-সত্র
কুশিকগণের প্রতি ইন্দ্র হৈলা তুষ্ট ॥ ৯

হে বিপ্র কুশিকগণ নেতৃগণ চক্ষু ঋষি
অদ্রি স্তুত হলে সোম তুষি দেবগণে ;
হংসবৎ শ্লোক কও, দেবগণ সহ বসি,
সোমমধু পান কর আনন্দিত মনে। ১০

যাও কাছে উত্তেজিত করহ কুশিকগণ
ধনার্থে ছাড়িয়া দাও সুদাসের হয় ;
উত্তরেতে পূর্ব্বাপরে করিলা রাজা হনন
বৃত্রে, পৃথ্বী-শ্রেষ্ঠ-স্থানে যজুন্ এসময় ॥ ১১

আমি দ্যাবা পৃথিবীর দ্বারা ইন্দ্রদেবে
সন্তুষ্ট করেছি কত স্তব উচ্চারণে ;
ভরত বংশীয়গণে আমার সে স্তবে
পালন করুক এবে রক্ষা বিতরণে ॥ ১২

করেছেন স্তুতি ইন্দ্রে বিশ্বামিত্রগণ।
করিবেন বজ্রী আমাদিগকে ধন ॥ ১৩

কীকটের (৫) মধ্যে তব কি করিবে ধেনুগণ
আশির (৬) না দেয়, পাত্র নাহি করে দীপ্ত ;
আন প্রমগন্দ ধন (৭) আমাদিগে মঘবন্ !
নৈচশাখ (৮) ধন দিয়ে কর পরিতৃপ্ত ॥ ১৪

(৫) মূলে "কীকটেষু" আছে। "অনার্য্য জনপদেষু" সায়ণ। Kikata is usually identified with South Behar. Wilson. In the Kik Sanhita when the kikatas the ancient name of the people of Maghadha and their king Pramaganda are mentiened as hostile, we have to think of probably the aborigines of the country * * * It seems not impossible that the native inhabitants being particularly vigorous retained more influence in Magadha than elsewhere even after the country had been Brahmanised * * and that is how we have to account for the special sympathy and success which Buddhism met with in Magadha. Weber's Indian literature (translation) P. 79.

(৬) সোমের সহিত মিশ্রিত করার উপযুক্ত দুগ্ধ।

(৭) প্রমগন্দ কীকটদিগের রাজা (Weber) সায়ণ বলেন, মগন্দ যে সুদ লইয়া টাকা ধার দেয় ; প্রমগন্দ তাহার অপত্য।

(৮) নৈচশাখ আর্য্যেতর বংশের সংস্রবে যাহারা উৎপন্ন, তাহারা নীচশাখা তদ্ভাবার্থে নৈচশাখ।

অজ্ঞান-নাশিনী, করে বিরতে বৃহৎ ধ্বনি, (৯)
জমদগ্নি দত্তা বাক্ নামে সসর্পরী;
সূর্য্যের দুহিতা তিনি দেবগণ মধ্যে যিনি (১০)
রাখেন অমৃত অন্ন বিস্তারিত করি ॥ ১৫

পঞ্চ শ্রেণী লোক মাঝে সত্বরে যে অন্ন আছে
সসর্পরী আমাদিগে করুন প্রদান।
বৃদ্ধ জমদগ্নি-দত্তা পক্ষ্যা সে সূর্য্য-দুহিতা (১১)
করুন আমার জন্যে নবান্ন বিধান ॥ ১৬

গোদ্বয় হউক স্থির অক্ষ হক দৃঢ়তর
দণ্ড নষ্ট না হয়, বিশীর্ণ যেন যুগ।

(৯) সসর্পরী শব্দরূপ বাক্ (সায়ণ)

(১০) কথিত আছে, সুদাসের যজ্ঞে বশিষ্টের পুত্র শক্তি বিশ্বামিত্রের বল ও বাক্য হরণ করেন, জমদগ্নিগণ বাক্‌দেবতাকে আনয়ন করিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেন। সসর্পরীঋচে প্রাহুরিতিহাসং পুরাবিদঃ সৌদাস নৃপযজ্ঞেবৈ বশিষ্ঠাত্মজশক্তিনাং বিশ্বামিত্রস্যাভিভূতং বলংবাক্‌চ সমং ততঃ। বশিষ্ঠেনাভিভূতসঃ হ্যবাসীদথধগাধিজঃ। তস্মৈ ব্রাহ্মীং তু সৌরীং বা নাম্না বাচং সসর্পরীং। সূর্য্য বেশ্মনআহৃত্য দদুর্বৈ জমদগ্নয়ঃ। কুশিকানাং মতিং সাবাগমতিং তামপানুদধত্।

(১১) "পক্ষ্যাপক্ষস্য পক্ষাদি নির্ব্বাহকস্তসূর্য্যস্য দুহিতা সাবাক্" সায়ণ।

কীলক না হতে শীর্ণ ধারণ করুন ইন্দ্র ;
নেমিযুক্ত রথ ! এস অস্মদভিমুখ ॥ ১৭

দেহে কর বল দান বলীবর্দ্দে বলবান্
কর ইন্দ্র ! তুমি হও চির বলপ্রদ।
যাতে চিরজীবী পুত্র হয় চিরজীবী পৌত্র
হেন বল তাহাদিগে দেও আয়ুপ্রদ ॥ ১৮

রথের খদির সার শিংশপার কাট কিম্বা
দৃঢ় কর, কর তাতে বল সংযোজন।
ওহে দৃঢ় দৃঢ়ীকৃত অক্ষ ! আর দৃঢ় হও,
রথ হ'তে আমাদিগে কর না পাতন ॥ ১৯

বনস্পতে ফেলে দিয়ে কষ্ট নাহি দেয় যেন
আমাদিগে এই রথ গৃহাভিগমনে।
আগৃহ মঙ্গল হ'ক যে পর্য্যন্ত থামে রথ
স্বস্তি হ'ক রথের অশ্বের আমোচনে ॥ ২০

ইন্দ্র শূর মঘবান্ প্রভূত আশ্রয় দান
করিয়া করহ তুমি আমাদিগে প্রীত।
যাহাকে বা দ্বেষ করি যেবা হয় দ্বেষী অরি
সে নিকৃষ্ট পতিত হউক প্রাণচ্যুত ॥ ২১

কুঠারে যেরূপ বৃক্ষ তাপ প্রাপ্ত হয়, তথা,
অক্লেশে শিমুল পুষ্প যথা চ্যুত হয়।
জলস্রাবী পাকস্থলী উগরে হয়ে প্রহৃত
ফেন যথা, দ্বেষ্টার তা হ'ক সমুদয় ॥ ২২

জান না হে জনগণ! সায়ক (১২) সে বিশ্বামিত্রে
পশুবৎ মনে করি নিতেছ লুব্ধকে।
প্রাজ্ঞ মূর্খে না হাসায়, কে বল লইয়া যায়
অশ্ব সমূহের অগ্রভাগে গর্দ্দভকে ॥ ২৩

এ সব ভরত পুত্র (১৩) বশিষ্ঠগণের সহ
পার্থক্যই জানে, নাহি জানয়ে একতা।
সহস্র শত্রুর ন্যায় সংগ্রামে পাঠায় অশ্ব (১৪)
ধনুর্ব্বাণ ধরি করে প্রকাশ্য শত্রুতা ॥ ২৪

(১২) মূলে "সায়কস্য" আছে। "অবসান কারিণঃ" সায়ণ।

(১৩) ভরতবংশীয় ও বিশ্বামিত্রগণ। (১৪) ২১ হইতে ২৪ শ্লোক বশিষ্টগণের প্রতি অভিসম্পাৎ। এজন্য নিরুক্তের টীকাকার যিনি কাপিষ্ঠল বশিষ্ঠ ছিলেন, তিনি এই শ্লোকগুলির টীকা লেখেন নাই। মেক্সমূলর ও রথ বলেন, অনেক হস্তলিপিতে এই ঋকগুলি নাই।

৫৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

পুরাতন অগ্নি জন্য দুহিছেন কম পয়
ধেনু (১), পশে অন্তরেতে দক্ষিণা তনয় (২)
সূর্যদেবে শুভ্রযাম বহিছে দিবসচয়
অশ্বিদ্বয় স্তোতা এবে জাগরিত হয় ॥ ১

তোমাদ্বয়ে অশ্বগণ সুযোজিত বহে রথে
পিত্রর্থে পুত্রের মত যজ্ঞ ঊর্দ্ধমুখ।
নাশ কর পণিবুদ্ধি (৩) মোদের নিকট হতে
প্রস্তুত হয়েছে হব্য, এস অভিমুখ ॥ ২

সুচক্র বিশিষ্ট রথে সুযোজিত যাতে হয়,
এসে শুন স্তোতার এ শ্লোক অশ্বিদ্বয়।
বৃত্তিহানি বিরুদ্ধেতে তোমরা যাও উভয়,
বলেন নাই কি বৃদ্ধ বিপ্র সমুদয় ॥ ৩

---

(১) "ধেনুঃ প্রীণয়িত্রী উষাঃ" সায়ণ।

(২) মূলে "দক্ষিণায়াঃ পুত্র" আছে। "দক্ষিণায়াঃ উষসঃ পুত্রঃ" সায়ণ।

(৩) মূলে "পণের্নীযাং" আছে। "আসুরীং বুদ্ধিং" সায়ণ।

এস দ্রুত অশ্বে চড়ি হও স্তব অবগত
তোমাদ্বয়ে সকলে করিছে আবাহন।
বন্ধুবৎ তোমা দু'য়ে হতেছে সোম প্রদত্ত
পয়োযুক্ত হর্ষকর, উঠিছে তপন ॥ ৪

বহু বহু স্থান নিন্দি, এস পথে দেবযান,
অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগে ঘোষে সর্ব্বজন।
তোমাদের জন্য হেথা দস্রদ্বয় ধনবান্!
প্রস্তুত হইয়া আছে মধুরভাজন ॥ ৫

তোমাদের পুরাতন সখ্য সেব্য, অশ্বিদ্বয়!
জহ্নাবীতে (৪) তোমাদের দ্রবিণ আছয়ে।
পাই পুনঃ পুনঃ সখ্য তোমাদের শিবময়
মধুতে তুষিব তোমাদের মিত্র হয়ে ॥ ৬

বেলা অবসানে যুবা সুদক্ষ সুসত্যদ্বয়!
বায়ু ও বিদ্যুৎগণে মিলিত হইয়া।
সোমে প্রীতিযুক্ত হতে সুদানশীল, অক্ষয়,
পান কর সোম-রস যজ্ঞেতে আসিয়া ॥ ৭

---

(৪) জহ্নুকুলজা। সায়ণ। "It mightd imply the Ganges Jahnavi, if we had reason to suppose the legend of her origin from Jahnu was known to the Vedas. Wilson.

যেহেতু প্রচুর হবি তোমাদের নিকটেতে
স্তব করে নির্দোষ সুকর্ম্মা স্তোতাগণ।
আকৃষ্ট তাঁদের দ্বারা সদা জল-প্রদরথ
দ্যাবা পৃথিবীর দিকে করে আগমন ॥ ৮

মিলিত হতেছে সোম মধুময় অতিশয়
যজ্ঞ-গৃহে প্রবেশিয়া কর তাহা পান।
পুনঃ পুনঃ তোমাদের রথ ধনদানকারী
সোমদাতৃ গৃহেতে করিছে অভিযান ॥

৫৯ সূক্ত।

মিত্র দেবতা (১) বিশ্বামিত্র ঋষি।

মিত্র হয়ে স্তূয়মান কার্য্যে সবে রতিবান্
করেন সে মিত্র পৃথ্বী দ্যুলোক ধারণ।
অনিমিষনেত্রে তিনি দেখেন মানবে নিনি,
ঘৃতযুক্ত হব্য তাঁকে কর সমর্পণ ॥ ১

(১) ঋগ্বেদের প্রায় সর্ব্বত্রই মিত্রদেব বরুণদেবের সহিত একত্র স্তুত হইয়াছেন। এই সূক্তেই কেবল মিত্রকে স্বতন্ত্রভাবে স্তব করা

হউক সে অন্নবান্ তোমাকে যে হব্যদান
করে হে আদিত্য-মিত্র ব্রত অনুসারে।
তুমি রক্ষা কর যাঁকে অবধ্য অজেয় তাঁকে
নিকট দূরের পাপ স্পর্শিতে না পারে॥ ২

হয়ে মোরা রোগশূন্য হৃষ্ট অন্ন-লাভ জন্য
জানু পাতি বিস্তীর্ণ পৃথ্বীর যত্র তত্র।
আদিত্যের ব্রত কাছে সদাই বসতি আছে
অনুগ্রহ মোদিগে করেন যেন মিত্র॥ ৩

এই যে নমস্য মিত্র শোভন-মুখ সুক্ষত্র
প্রাদুর্ভূত রাজা তিনি জগত বিধাতা। ১

হইয়াছে। মিত্র আর্য্যজাতির অতি প্রাচীন দেবতা। ইরাণীয় আর্য্য-গণ ইঁহাকে মিথ্রো বলিতেন। "In the Avesta Mithra is the genius of the god of the celestial light. He appears before sunrise on the rocky summits of mountains; during the day he traverses the firmanent in his chariot drawn by four white horses and when the night falls he still illuminates with flickering glow the surface of the earth, "Ever waking, Ever watchful." He is neither sun nor moon nor stars but watches with "his hundred ears and his hundred eyes" the world. Mithra hears all, sees all and knows all, none can decieveim. By natural transition he has become for ethics the God of truth andintegrity—the one that

যজ্ঞার্হ মিত্রের মতি যেন আমাদের প্রতি
কল্যাণদায়িনী হয়ে থাকে চিরস্থিতা ॥ ৪
আদিত্য দেব মহান্ নমস্কারে প্রাপ্তবান্
সকল লোকের তিনি কার্য্য প্রবর্ত্তক।
স্তোতায় প্রসন্নমতি স্তুতি-যোগ্য মিত্র প্রতি
অগ্নিতে এ হব্য দাও প্রীতি-প্রবর্দ্ধক ॥ ৫
ভজনীয় চর্ষণীপালক-মিত্র-অন্ন।
বিচিত্র বিশ্রুত সে দেবের যত হয় ॥ ৬
স্বর্গ হ'ল অভিভূত মহিমায় যাঁর।
পৃথিবীও অভিভূত অন্নেতে তাঁহার ॥ ৭
শত্রুজয়ক্ষম মিত্রে যজে পঞ্চজন।
সমস্ত দেবতা যিনি করেন ধারণ ॥ ৮
দেব ও মানব মধ্যে কুশচ্ছেত্তা যেই।
কল্যাণ করেন তাঁর মিত্র অন্ন দেই ॥ ৯

---

was] invoked in the solemn vows that pledged the fulfilment of contracts and that punished perjurors. Professor Frauz Cumont, *The open court, chicago.*
Brahm acharin Vol. 8.

৬১ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

অয়ি ধনবতী উষে! দেবী অন্নবতী,
স্তব করিতেছি, জেনে করহ গ্রহণ;
সর্ব্বারাধ্যা পুরাতনী অথচ যুবতী,
বহু স্তোত্রবতী, যজ্ঞে কর আগমন। ১

মৃত্যু-শূন্যা, চন্দ্ররথা, সূনৃতভাষিণী,
প্রকাশিতা হও দেবি! হিরণ্যবরণে;
সুযোজিত বলযুক্ত অশ্বগণ, ধনি!
আসুক তোমাকে বহি এ মর-ভুবনে। ২

বিশ্ব ভুবনের প্রতি উদয় হইয়া,
অমৃতের (১) কেতুরূপা ঊর্দ্ধে সমুন্নতা;
একমার্গে বিচরণ করিতে যাইয়া,
চক্রবৎ পুনঃ পুনঃ হও প্রত্যাগতা। ৩

(১) মূলে "অমৃতস্যকেতু" আছে। "অমৃতস্য মরণ ধর্ম্ম রহিতস্য সূর্য্যস্য কেতুঃ প্রজ্ঞাপয়িত্রী। সায়ণ।

বিস্তৃত বস্ত্রের ন্যায় (২) ক্ষয়িয়া তিমির,
সূর্য্যপত্নী হয়ে যিনি করেন গমন ;
সে সুভগা কর্ম্মশীলা দ্যাবা পৃথিবীর
অন্ত হ'তে ধনবতী প্রকাশিতা হন। ৪

হতেছেন উষা দেবী সম্মুখে উদয়,
নমস্কারে তোমরা করহ তাঁর স্তুতি ;
মধুধা (৩) আকাশ ঊর্দ্ধে তেজের আশ্রয়
করিয়া সে সুদর্শনা দীপ্তিমতী অতি। ৫

জ্ঞাতা সত্যবতী উষা তেজের প্রকাশে,
ব্যাপ্তা তুবা পৃথিবীতে চিত্র সুষমায় ;
উপস্থিতা হলে দেবী অভিমুখে এসে,
পেতে পার ধন, যদি ভিক্ষা চাও তাঁয়। ৬

(২) মূলে "স্যমেব অবচিন্বতী" আছে। স্যমেব বস্ত্রমিব বিস্তৃতং তমোবচিন্বতী অপচয়ং অপক্ষয়ং প্রাপয়ন্তী।" সায়ণ।

(৩) "মধুধা মধুরাণি স্তুতিলক্ষণানি বাক্যানি দধাতীতি মধুঃ স্তোমঃ তৎধারয়তীতি।" অথবা "মধুধা আদিত্যস্য ধাত্রী।" সায়ণ।

সত্যভূত দিবসের মূলেতে উষায়
পাঠায়ে অভীষ্টবর্ষী (৪) পশিলা রোদসী ;
মহতী সে উষা মিত্র বরুণ মায়ায় (৫)
চন্দ্রাবৎ বিকীরিলা স্বীয় রূপরাশি। ৭

(৪) মূলে "বৃষা" আছে। "বৃষ্টিদ্বারাপাং প্রেরক: আদিত্যঃ" : সায়ণ

(৫) মায়া-প্রভা। সায়ণ।

চতুর্থ মণ্ডল।

৩ সূক্ত।

অগ্নিদেবতা বামদেব ঋষি।

রোদসীর অন্নদাতা হোতা যজ্ঞপতি
রুদ্র অগ্নিদেবে সেবা, হে ঋত্বিকগণ!
স্তনয়িত্নু হ'তে মৃত্যু না ঘটে ঝটিতি,
কর তার পূর্ব্বে, আত্ম রক্ষার কারণ (১)। ১

করেছি এ স্থান (২) অগ্নে তোমার জন্যেতে।
করে যথা পতিকামা জায়া সুবাসিনী;

---

(১) রুদ্র শব্দের আদি অর্থ বজ্র, এই ঋকে বজ্র হইতে উৎপন্ন অগ্নির কথাই বলা হইতেছে সন্দেহ নাই। স্তনয়িত্নু অর্থে অশনি; অশনিপাতের পূর্ব্বেই যাহাতে মৃত্যু না হয়, এজন্য অগ্নিকে স্তব করিতে বলা হইতেছে। এই অগ্নিকে দেবগণের হোতা আহ্বাতাও বলা হইয়াছে। মেঘ গর্জ্জন সহকারে যে বজ্রাগ্নি উৎপন্ন হইত, তাহাই বোধ হয় অগ্নির দেবত্বের আদি কারণ।

(২) মূলে "যোনিঃ" শব্দ আছে। সায়ণ বলেন "তব স্থানং অর্থাৎ "উত্তর বেদি লক্ষণং প্রদেশং।" এই উত্তরবেদি তোমার স্থান; তাহাতে বস।

হে সুকর্ম্মা! তেজোবৃত বস সম্মুখেতে,
এই সব স্তুতি তব সমভিমুখিনী। ২

মদকর সোমসোতা (৩) প্রস্তরের ন্যায়
স্তুতি করে যাঁকে সেই অদৃপ্ত অমরে,
নৃচক্ষা, শ্রবণপটু, সুধী দেবতায়—
তোষ সে অগ্নিকে স্তোত্র শস্ত্র পাঠ করে। ৩

তুমিই হে অগ্নে! এই কর্ম্মের দেবতা,
হে সত্যজ্ঞ! হে সুকর্ম্মা! শুন এই স্তোত্র,
কবে হবে মদ-করী স্তুতি উচ্চারিতা,
কবে তব সহ সখ্য হবে গৃহে অত্র। ৪

কেন অগ্নে! আমাদের পাপের জন্যেতে
বরুণ, সূর্য্যের কাছে নিন্দা করিয়াছ?
কিবা সেই পাপ? কেন মিত্রে, পৃথিবীতে,
অর্য্যমাকে, ভগদেবে কেন বলিয়াছ? ৫

(৩) সোমসোতা—সোমাভিষবকারী।

কেন তাহা বল হয়ে বর্দ্ধিত যজ্ঞেতে,
কেন বল বলবান্ শুভপ্রদ বাতে ?
পৃথিবীকে কেন পরিধাবক নাসত্যে,
কেন বল নৃঘ্নরুদ্রে কি ফল তাহাতে ? ৬

মহান্ সে পুষ্টিপ্রদ পুষাকে বা কেন ?
কেন পূজনীয় রুদ্রে হবি প্রদাতায় ?
বিষ্ণুকে বা কেন যিনি স্তুতি-যোগ্য হেন,
কেন বল তাহা বৃহচ্ছরু দেবতায়। ৭

কেন বল তাহা সত্যভূত মরুদগণে ?
জিজ্ঞাসু সূর্য্যকে তাহা বল কি কারণ ?
অদিতিকে বায়ুকে বা বল কি কারণে ?
জান সব, দিব্য কার্য্য করহ সাধন (৪)। ৮

যাচি আমি গাভীকে যজ্ঞীয় পয় অগ্রে !
অপক্কা (৫) হ'লেও তিনি দেন পক্কপয় ;

(৪) মূলে "সাধাদিবঃ" আছে। "দিবোদ্যুলোকস্য যজ্ঞবহনং কার্য্যং সাধ কুরু।'—সায়ণ।

(৫) মূলে "আমা" শব্দ আছে। "আমা অপক্কা' সায়ণ।

কৃষ্ণা বটে, শুভ্র, ক্ষম প্রাণের ধারণে,
দুগ্ধ দিয়ে পোষেণ মানব সমুদয়। ৯

সত্যভূত ধারক দুগ্ধেতে হয়ে সিক্ত,
বৃষভ পুমান্ অগ্নিদেব বিরাজেন ;
বিচরণ করেন বয়োধা একত্রিত,
উধঃ হ'তে পৃশ্নি দুগ্ধ দোহন করেন। ১০

যজ্ঞেতে অঙ্গিরাগণ অদ্রি বিদারিলা,
বিক্ষিপিলা, মিলিলা গো সহ অতঃপর ;
কর্ম্মনেতৃগণ সুখে উষাকে পাইলা,
অগ্নির জন্মেতে আবির্ভূত দিবাকর। ১১

অবাধিতা মরণ রহিতা নদীগণ
মধুর সলিলা হয়ে যজ্ঞে উৎসাহিতা ;
গমনার্থ প্রোৎসাহিত যথা অশ্বগণ,
তথা দেবীগণ অগ্নে! সদা প্রবাহিতা। ১২

যেও না যজ্ঞেতে তার যেবা হিংসা করে,
দুষ্ট প্রতিবাসী যজ্ঞে যেও না কখন ;
যেও না কখন অজ্ঞ বন্ধুর অধ্বরে,
কুটিল ভ্রাতার ঋণ ক'রনা গ্রহণ ;

ভেদ করিব না মোরা শত্রু মিত্র ধন,
তব দত্ত ধন, মোরা করি আকিঞ্চন। ১৩

আমাদের রক্ষাকারী অগ্নে! হয়ে প্রীত
কর আমাদিগে রক্ষা প্রদানি আশ্রয়;
দীপ্ত হও, দৃঢ় পাপ কর নিঃশেষিত,
মহান্ ও বর্দ্ধমান রক্ষঃ কর ক্ষয় (৬)। ১৪

হে অগ্নে! মম এ অর্কে হইয়ে সুমতি
কর শূর! স্তোত্র সহ অন্নের গ্রহণ;
সেব স্তব হে অঙ্গির! দেববাত স্তুতি (৪)
তোমাকে করুক অগ্নি দেব! সম্বর্দ্ধন। ১৫

(৬) এই মন্ত্রে অগ্নিকে পাপ বিনাশ ও রক্ষোনাশ করার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ৫।৬।৭।৮ ঋকে দেখা যায়, অগ্নি বিভিন্ন দেবগণকে পাপের কথা বলিতে পারেন। তিনি কেবল স্তব বহন করেন এমত নহে, পাপের কথাও ঘোষণা করিয়া থাকেন। এ মন্ত্রে বলা হইয়াছে তুমিই পাপক্ষয় কর। রক্ষঃ শব্দে আদিমজাতি লোক লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(৪) মূলেতে "শন্তি দেববাতাজরেত" আছে। দেববাতা দেবার্থং গতা দেবান্ স্তোতুং প্রাপ্তেত্যর্থঃ তাদৃশী শান্তি শংসনং ত্বে ত্বাং সংজরেত সংবর্ধয়তু।" সায়ণ।

করহ দূর অমতি সমস্ত নাশ দুর্ম্মতি
আমাদের হ'তে অংহ (৬) কর তিরোধান ॥ ৬

১৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

আসুন ঋজীষী (১) সত্যবান্ মঘবান্
আসুক ইহাঁর অশ্ব কাছে আমাদের ;
করিব সোমাভিষব অন্ন সারবান্ (২)
স্তবে তুষ্ট হয়ে ইষ্ট করুন মোদের। ১

পথপ্রান্তে যথা (৩) শূর! কর তথামুক্ত,
অদ্য এ সবনে যেন তোমা হৃষ্ট করি ;

(৬) অংহ—পাপ।

(১) সোম হইতে একবার রস নিংড়াইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ঋজীষ বলে, তদ্যুক্ত ঋজীষী।

(২) মূলে "সুদক্ষং অন্ধঃ" আছে। সুদক্ষং শোভমানবলং সারো-পেতং * * অন্ধঃ অন্নরূপং সোমং। সায়ণ।

(৩) লোকে পথপ্রান্তে যথা অশ্বকে মুক্ত করে, তথা তুমি আমা দিগকে মুক্ত কর।

অসূর্য্য সর্ব্বজ্ঞ তুমি, উচ্চারিছে উক্‌থ,
উশনার ন্যায় যজমান তোমা স্মরি। ২

কবি যথা গূঢ় অর্থ করেন সাধন
বৃষা তথা, সোম-পানে যখন হর্ষিত,
স্বর্গ হ'তে সপ্ত কারু (৫) হয় উৎপাদন,
দিনেও করয়ে তারা জ্ঞান সম্পাদিত।৩

অর্কে সুশোভিত সদা স্বর্গ-মহাজ্যোতি
স্বর্গে বাস হেতু দীপ্ত যত দেবগণ,
নাশেন আঁধারে আসি নেতৃগণ-পতি (৬)
মানব সকলে করে জগৎ দর্শন।৪

অমিত মহিমা ইন্দ্র করেন ধারণ,
আকাশ পৃথিবী যাতে পরিপূর্ণ হয়;
অভিভূত করেছেন সমস্ত ভুবন,
অতিরিক্ত তাঁহার মহিমা সুনিশ্চয়।৫

(৫) কারু—রশ্মি।

(৬) মূলে নৃতম শব্দ আছে। অর্থ নেতৃশ্রেষ্ঠ সূর্য্য।

নরের জানিয়া ইন্দ্র যত উপকার
নিকাম মরুতগণে জল বরষিলা ;
বাক্যে যাঁরা করিলেন পর্ব্বত বিদার,
গোমস্ত, ইন্দ্রার্থী তাঁরা ব্রজ উদঘাটিলা ! ৬

করিয়াছে হত বৃত্রে উদকাবরক
লোক-পাল-বজ্র তব ; পৃথ্বী সচেতন ;
আপন বলেতে হয়ে লোকের পালক,
নভঃস্থিত জল, ধৃষ্ণো ! করেছ বর্ষণ। ৭

অদ্রির বিদার তুমি করিলে যখন,
সরমা করিল পূর্ব্বে গোধনাবিষ্কার।
অঙ্গিরারা, পুরুহুত ! করিল স্তবন,
অভ্রভেদি অন্ন দিয়ে করিলে আদর। ৮

নৃমান্য হেমঘবন্ ! প্রদানিতে ধন
কবি (৭)-অভিমুখেতে গমন করেছিলে ;
চাহিলে আশ্রয় দিয়ে করিলে রক্ষণ
ব্রহ্মা-শূন্য (৮) দস্যুগণে যুদ্ধে বিনাশিলে। ৯

(৭) "কবিং মেধাবিনং কুৎসং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "অব্রহ্মা" শব্দ আছে। ঋত্বিক বিশেষের নাম ব্রহ্মা। যাহাদের ব্রহ্মা নাই, অর্থাৎ ঋত্বিক নাই তাহারা অব্রহ্মা। সায়ণ।

দস্যু-বধ মনে করি গেলে কুৎস-গেহে,
কুৎসও সাদরে তব পথ্য চেয়েছিল;
একরূপে স্বস্থানে বসিলে গিয়া দোহে,
সত্য দর্শিনী নারীর সংশয় জন্মিল (৯)। ১০

শত্রুহা, বায়ুর মত অশ্বের ঈশান,
কুৎসকে করিতে রক্ষা গেলে রথে তাঁর;

(৯) রুরু নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র কুৎস রাজর্ষি। তিনি কোন সময়ে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র কুৎসের গৃহে আসিয়া তাঁহার শত্রুদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল; অতঃপর ইন্দ্র কুৎসকে নিজগৃহে লইয়া যান। ইন্দ্রের স্ত্রী উভয়কে তুল্যরূপ দেখিয়া কে ইন্দ্র কে কুৎস চিনিতে না পারিয়া সংশয়ান্বিত হইয়াছিলেন। সায়ণ। ১ম অষ্টকের ৭ম অধ্যায়ের প্রায় সবগুলি সূক্ত কুৎস-রচিত। ১।৬৩ সূক্তানুসারে কুৎসকে একজন দস্যুনাশক প্রধান যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয়। Kutsa would be a prince who bore an active part in the subjugation of the aboriginal tribes of India. Wilson. ১।১০৬।৬ ঋকে কুৎস কূপে নিপতিত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ১।১১২।২৩ ঋকে কুৎসকে অর্জ্জুনের পুত্র বলা হইয়াছে।

যখন সে কবি, ঋজু অন্নের সমান
অশ্ব যুড়ি রথে, পেলা বিপদে নিস্তার। ১১

সুখ-শূন্য শুষ্ণকে বধিলে কুৎস জন্যে,
দিবস-আরম্ভ কালে কুয়বে বধিলে ;
বহু জনে মিলি বজ্রে যত দস্যুগণে
হানিলে, সংগ্রামে সূর্য্য-চক্র ছিঁড়েছিলে। ১২

প্রবৃদ্ধ মৃগয় আর পিপ্রুকে বধিলে,
বশ করে দিলে বৈদথিন ঋৰিশ্বার (১০)
পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণে (১১) বিনাশ করিলে,
জরা যথা রূপ, তথা নাশিলে নগর (১২)। ১৩

সূর্য্যের নিকটে তনু ধরহ যখন
হে শূর! অমর তব রূপ প্রকাশিত
হস্তীবৎ মৃগ তুমি, বলের বাহন,
আয়ুধ ধারণ করি ভীমসিংহ মত।১৪

---

(১০) মূলে ঋজিশ্বনে বৈদথিনায় আছে। বিদথীর পুত্র ঋজিশ্বা রাজাকে।

(১১) মূলে পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা সহস্রা আছে। ৫০ হাজার কৃষ্ণবর্ণের লোককে হত করিয়াছিলেন।

(১২) শংবরের নগরগুলির কথা হইতেছে। সায়ণ।

কামনা করিয়া ইন্দ্রে ধনার্থীরা সবে
যথা যুদ্ধে তথা যজ্ঞে করেন গমন ;
মাগেন অন্নার্থে উক্‌থে বর ইন্দ্রদেবে,
তিনি রম্য দর্শনীয় পুষ্টি-নিকেতন।১৫

আবাহন করি সেই সুহব ইন্দ্রকে
বহুল কর্ম্মের যিনি করিলা সাধন ;
দেন যিনি গ্রাহ্য অন্ন মাদৃশ স্তোতাকে,
তোমাদের জন্য, যাঁর স্পৃহনীয় ধন।১৬

সুতীক্ষ্ণ অশনিপাত হে শূর! যখন
মানবে মানবে কোন সমরেতে হয় ;
হে আর্য্য! যখন হয় ঘোরতর রণ,
আমাদের তনু-গোপ্তা তোমাকেই কয়।১৭

বামদেব যজ্ঞের রক্ষক তুমি বট,
কে হিংসিবে তোমা, হও বন্ধু আমাদের ;
সুমতে! এসেছি মোরা তোমার নিকট,
প্রশংসা করহ তুমি স্তোতা সকলের।১৮

এই সব হব্য যুক্ত লোকে হয়ে দীপ্ত,
সকল যুদ্ধেতে তোমা করি অভিলাষ,
ধনে যথা ধনী, তথা হইব প্রমত্ত
অনেক শরৎ, রাত্রি, শত্রু করি নাশ ॥ ১৯ ॥

ইষ্টবর্ষী তরুণ ইন্দ্রের সম্ভাষণে
ব্রহ্ম বিরচিব, ভৃগুগণ (১৩) যথা রথ;
সখ্য বিযোজিত যাতে না হয় কখনে,
যাহাতে পালেন তিনি করিব তেমত ॥ ২০ ॥

স্তুত ইন্দ্র! আমাদের হয়ে স্তূয়মান্,
জল যথা নদীকে, অন্নকে বৃদ্ধি কর;
হে হরি-বিশিষ্ট! নবস্তোত্রে করি গান,
রথবান্ হয়ে যেন ভজি নিরন্তর ॥ ২১ ॥

---

(১৩) দীপ্যমান সূত্রধরগণ।

১৮ সূক্ত।

এই সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেব ইহাঁ-দের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় ইহাঁরা তিন জনে এই সূক্তের ঋষি ও দেবতা। (১)

ইন্দ্রোক্তি।

পূর্ব্বাপর লব্ধ এই পথ পুরাতন,
যাহা হ'তে সমুদায় দেবগণ জাত ;
বৃদ্ধি পেয়ে এই পথে লভহ জনন,
করিও না কদাচন্ মাতাকে পপাত ॥ ১ ॥

(১) বামদেবের ইচ্ছা ছিল না যে তিনি মাতৃযোনি হইতে নির্গত হন ; এজন্য তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া জন্মিবেন। তাঁহার মাতা ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের স্ত্রী ও ইন্দ্রের মাতাকে ধ্যান করিলেন। অদিতি ইন্দ্রের সহিত আসিলেন। তাঁহারা বামদেবের সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহাই এই সূক্তের বক্তব্য বিষয়।

"গর্ভস্থো জ্ঞান সম্পন্নো বামদেবো মহামুনিঃ।
মতিং চক্রে নজায়েয়যোনিদেশাত্তু মাতৃতঃ॥

বামদেবোক্তি।

হব না নির্গত আমি এ দুর্গম পথে,
পার্শ্ব ভেদ করি আমি হইব নির্গত;
অন্যের অকৃত বহু হইবে করিতে,—
কার সহ যুদ্ধ, কার প্রতিবাদে রত ॥ ২ ॥

ইন্দ্র বলেছেন মাতা হইবেন মৃত,
বেরবই, নাহি যাব তথাচ সে পথে;
সোমী ত্বষ্টৃ গৃহে, ইন্দ্র শতধনে ক্রীত
পিয়িলা ফলক যুগে (২) সোম স্ববলেতে (৩) ॥৩॥

কিন্তুপার্শ্বাদিতশ্চেতি জ্ঞাত্বাতু জননীত্বিদং।
দধ্যৌশাংতৈ্য শচীদেবীমদিতিং ত্বিন্দ্রমাতরং ॥ ২
অদিতিস্থি ন্দ্রসহিতা পর্ত্তিণীমভ্যগাদ্বনে।
অদিতীন্দ্রবামদেবাঃ সংবাদ মথচক্রিরে ॥ ৩ সায়ণ

"The interesting part of this absurd story is its accordance with the birth of Sakya, according to the Buddhists who may possibly have borrowed the notion from the Veda.—Wilson.

(২) মূলে "চম্বোঃ" আছে। "সামাভিষব ফলকয়ো" সায়ণ।

(৩) অর্থাৎ ইন্দ্র যথেচ্ছা কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমি কেন তদ্রূপ করিব না? ইহাই এ স্থলের ভাব।

ধরিলা সহস্র মাস অনেক শরৎ
যাঁহাকে, বিরুদ্ধ কেন করিলেন তিনি ?

অদিতির উক্তি।

জন্মেছে জন্মিবে যারা কিম্বা ভবিষ্যৎ
নহেন কাহার সহ তুলনীয় ইনি ॥ ৪ ॥

নিন্দনীয় মনে করি ইন্দ্রে গুহাজাত
বীর্য্যে পরিপূর্ণ মাতা করিলা তাঁহায় ;
জাত হয়ে স্বয়ং তেজে হইলা উত্থিত,
দ্যাবা ও পৃথিবী পূর্ণ হইল যাহায় ॥ ৫ ॥

ইহারা অললা হয়ে (৪) জলবতী প্রায়
করিয়া হর্ষের শব্দ করিছে গমন ;
পুছ ইহাদিগে এরা কি বলিয়া যায়,
আবরক কোন্ মেঘে ভাঙ্গে জলগণ ? ॥ ৬ ॥

নিবিৎ সকল(৫) বল, কি বলে ইহাঁকে ?
ধারণ ইন্দ্রের পাপ করে জলগণ ;

(৪) মূলে "অললা ভবন্তীঃ আছে। "অললেত্যেবং রূপং শব্দং কুর্ব্বত্যঃ।"

(৫) মূলে "নিবিদঃ" আছে। মরুত্বতীয় শস্ত্রে প্রযুজ্যমানানি

মম পুত্র মহাবজ্রে হানিলা বৃত্রকে।
অতঃপর সিন্ধুগণে করিলা সৃজন ॥ ৭ ॥

বামদেবোক্তি ॥

যুবতী (৬) প্রমত্তা হয়ে তোমা প্রসবিলা,
কুষবা (৭) প্রমত্তা হয়ে গ্রাসিল তোমায় ;
শিশু তুমি, জলেরা তোমাকে সুখ দিলা,
উঠিলে প্রমত্ত ইন্দ্র সাহস দ্বারায় ॥ ৮ ॥

প্রমত্ত হইয়া ব্যংস (৮) তব হনুদ্বয়,
মঘবন্! বিঁধিয়া করিল অপহত ;
সমধিক বল তুমি করি উপচয়,
করিলে দাসের শিরঃ বজ্রে সংপেষিত ॥ ৯ ॥

মরুৎ স্তোত্র মরুদ্গণ ইত্যাদীনি ইন্দ্রস্তুতি প্রতিপাদকানি কানিচিৎ পদানি নির্বিচ্ছন্দেমেচ্যেস্তে তানির্বিদঃ।" সায়ণ।

(৬) যুবতী অদিতি।

(৭) কুষবা অনৈকা রাক্ষসী। সায়ণ।

(৮) ব্যংস কোন রাক্ষসের নাম। সায়ণ।

গৃষ্টি (৯) যথা বৎসে তথা জননী তাঁহার,
বিচরণ করিবারে ইন্দ্রে প্রসবিলা ;—
স্থবির, বয়োপ্রবৃদ্ধ, বলের আধার,
অজেয়, প্রেরক বৃষ শরীর ইচ্ছিলা॥ ১০ ॥

মহান্ ইন্দ্রকে মাতা জিজ্ঞাসা করিলা,
এই সব দেব তোমা ত্যজিয়াছে পুত্র !
"মহা পরাক্রান্ত হও" ইন্দ্র উত্তরিলা,
"সথা বিষ্ণো ! যদি চাও বধিবারে বৃত্র" ॥ ১১ ॥

আপনার মাতাকে বিধবা কে করেছে ?
শোও কিম্বা চল, তোমা কে বধিতে চায় ?
কোন্ দেব সুখ-দানে তোমা জিনিয়াছে ?
যেহেতু ধরিয়া পদ বধেছ পিতায় (১০) ॥ ১২ ॥

কুক্কুরের অন্ত্র আমি অগত্যা রাঁধিনু,
দেবগণ মধ্যে নাই সুখয়িতা আর ;

---

(৯) "গৃষ্টিঃ কাচিদ্গৌ।" সায়ণ।

(১০) ইন্দ্র তাঁহার পিতাকে বধ করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন

অসম্মানিতা হইতে জায়াকে দেখিনু (১১)

মধু অনিলেন শ্যেন জন্মেতে আমার ॥ ১৩ ॥

---

২৭ সূক্ত।

শ্যেন দেবতা। শেষোক্ত ঋক্‌টীর শ্যেন অথবা ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

গর্ভেতে থাকিয়া আমি এই সব দেবতার
যথাক্রমে জানিনু জনম কি প্রকারে।
শতেক আয়সীপুরী করিল রক্ষা আমার
শ্যেন আমি এবে বেগে এসেছি বাহিরে(১) ॥ ১ ॥

পারে নি সে গর্ভ মম করিতে যথেষ্ট ক্ষতি
তীক্ষ্ণ বীর্য্যে করিনু তাঁহাকে পরাজয়।

ব্যাখ্যা নাই। রমেশ বাবু বলেন তৈত্তিরীয়সংহিতায় উহা আছে। ৬। ১।৩।৬।

(১১) গর্ভস্থ বামদেব এই সব কথাগুলি বলিবেন কি প্রকারে?

(১) সায়ণ বলেন এই ঋক্ সম্বন্ধে এই শ্লোক পঠিত হয়;—

শ্যেনভাবং সমাস্থায় গর্ভাদ্যোগেন নিঃসৃতঃ।
ঋষির্গর্ভে শয়ানঃ সন্ ব্রূতে গর্ভেনু সন্নিতি।

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে বামদেব ঋষি

প্রেরক পুরন্ধি (২) বধ　　করিলা যত অরাতী
　তরিলা বর্দ্ধিত হয়ে বাত সমুদয় ॥ ২ ॥

যখন দ্যুলোক হ'তে　　অধোমুখ হয়ে শ্যেন,
　স্বনিলা, বহিলা তারা (৩) সোম তাহা হ'তে।
যখন কৃশানু (৪) অস্তা (৫) দ্রুতহস্তে জ্যা'ত্যজেন
　যখন ক্ষেপেন শর সে শ্যেন খগেতে ॥ ৩ ॥

যত দিন শরীর ও আত্মার বিভিন্নতা না জানিতেন ততদিন নিরুদ্ধ ছিলেন। পরে আত্মা অনাবৃত ইহা জানিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্গত হইলেন। কিন্তু রমেশ বাবু বলেন যে এই ঋকটী ও সমস্ত সূক্তটি পাঠ করিলে বোধ হয় শ্যেনপক্ষীর সোমাহরণার্থ নির্গমনের কথা বলা হইতেছে।

(২) মূলে "ইর্মা পুরন্ধি" আছে। ইর্মা সর্ব্বস্য প্রেরক: পুরংধিঃ পুরাং ধারকঃ পরমাত্মা" কিন্তু রমেশ বাবু বলেন ঐ শব্দে শ্যেনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তৃতীয় ঋকেও পুরংধি শব্দের ব্যবহার আছে। সেখানে সায়ণ ও রমেশ বাবু উভয়ই অর্থ করিয়াছেন "সোম।' বোধ হয় এঋকেও সোম করিলে দোষ হয় না।

(৩) তারা সোমপালগণ।

(৪) কৃশানুঃ এতন্নামকঃ সোমপালঃ। সায়ণ।

(৫) অস্তা—শরাণাং ক্ষেপ্তা। সায়ণ।

ইন্দ্রবান্ দেশ হতে আনিলা (৬) ভুজ্যুকে যথা
বৃহৎ দ্যুলোক'পরি হইতে তেমন।
আনিলেন সোম শ্যেন, প্রহৃত হইলে তথা
পড়িল সে পতত্রির পর্ণ মাধ্যতন ॥ ৪ ॥

শ্বেতবর্ণ, পাত্রস্থিত, গব্যসিক্ত সারোপেত
তৃপ্তিকর, অধ্বর্য্য প্রদত্ত সোমপান,
মদার্থে অধুনা শূর করুন পান মধুর
করুন অগ্রেতে পান ইন্দ্র মঘবান্ ॥ ৫ ॥

৩৭ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

মনুষ্য লোকের (১) এই যজ্ঞে বাজগণ!
যেরূপে ধারণ কর সুদিন করিতে
সুন্দর ঋভুক্ষাগণ! কর আগমন
আমাদের যজ্ঞে তথা দেবগম্য পথে। ১।

---

(৬) অশ্বিদ্বয় ভুজ্যুকে আনিয়াছিলেন।

(১) মূলে মনুষোবিক্ষু আছে। মনুষো মনোঃ সম্বন্ধিনীষু বিক্ষু প্রজাসু সায়ণ। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন মনুষ্যলোকের।

থাকুক এ যজ্ঞ তব হৃদয়ে মানসে
প্রাপ্ত হ'ক তোমা অদ্য পর্য্যাপ্ত সঘৃত (২) ;
চায় তোমা সোম সূত পূর্ণ যা চমসে,
পীত হয়ে সৎকাজে করুক উৎসাহিত। ২।

ধারণ করেন যাঁরা হে ঋভুক্ষাগণ!
দেবহিতকর সোম ত্রিসবনোপেত,
তোমাদের জন্য স্তোম কিম্বা বাজগণ,
আমি সেই বিশ্ মধ্যে হেথা সমবেত
হইয়ে প্রভূত দীপ্ত মনুর সমান,
তোমাদের জন্যে করি সোমরস দান। ৩।

দীপ্ত-রথ, পীন অশ্ব, লৌহ হনুদ্বয়,
ইন্দ্রপুত্র সুনিষ্ক (৩) তোমরা বাজিগণ!
বল-পৌত্র তোমাদের হর্ষের উদয়
করিবারে হেথা এই অগ্রিয় সবন। ৪।

(২) সঘৃত (সোমরস)।

(৩) নিষ্কশব্দের অর্থ স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। এস্থলেও বোধ হয় সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

হে ঋভুক্ষাগণ ধন যাচি ঋভুদেবে
বাজে (৪) বাজিশ্রেষ্ঠদেবে করি আবাহন;
ইন্দ্রসখা যুগল অশ্বিকে মোরা সবে
আহ্বানি, করেন যাঁরা ধন বিতরণ। ৫।

তোমরা ও ইন্দ্র যাঁকে রক্ষ ঋভুগণ
কর্ম্মে ধনভাগী, যজ্ঞে অশ্বযুক্ত হন। ৬।
যজ্ঞ-পথ রাজগণ! কর বিজ্ঞাপিত,
সর্ব্বদিক্ উত্তীর্ণ তোমরা যদা স্তুত। ৭।
ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয় বাজ ঋভুগণ
আমাদিগে দান কর অশ্ব বহু ধন। ৮।

---

৪৭ সূক্ত।

১ বায়ু; ২—৪ ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা। বামদেব ঋষি।

পবিত্র হইয়ে অগ্রে এনেছি তোমায়
অভিসুত সোম বায়ু! স্বর্গ কামনায় (১);

---

(৪) বাজ—যুদ্ধ।

(১) মূলে দিবিষ্টিষু শব্দ আছে। যজ্ঞস্ত প্রাপকেষু যজ্ঞেষু। "স্বর্গন্তোষণেষু সৎস্থ। এই অর্থ সত্য হইলে, যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভ হয় এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই।

তুমি স্পৃহনীয় দেব ! কর আগমন
নিযুৎ নামক অশ্বে করি আরোহণ । ১

তোমরা হে ইন্দ্র বায়ু ! সোম পান-যোগ্য,
অভিমুখে যাইতেছে তোমাদের ভোগ্য
এই সুত সোম, যথা করয়ে গমন
নিম্ন স্থান অভিমুখে যত জলগণ । ২

তোমরা শবসস্পতি (২) উভে বলবান
ইন্দ্র বায়ু নিযুদশ্বে কর অভিযান ;
এসে আমাদিগে কর আশ্রয় প্রদান
করহ উভয়ে এসে সোম-রস পান । ৩

তোমরা হে ইন্দ্র বায়ু ! নেতা যজ্ঞবহ
তোমাদের নিযুৎগণ বহু-লোক-স্পৃহ ;
করিতেছি তোমাদিগে এই হব্য দান,
তোমাদের অশ্বগণ করহ প্রদান । ৪

(২) শবসস্পতি—বলপতি ।

৫০ সূক্ত।

১-৯ বৃহস্পতি দেবতা; ১০।১১ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বামদেব ঋষি।

বলে পৃথিবীর অন্ত করিলেন যিনি স্তব্ধ
শব্দ দ্বারা স্থানত্রয়ে যিনি বর্ত্তমান;
স্থাপিলেন সম্মুখে সে বৃহস্পতি মন্দ্রজিহ্ব (১)
দেবে, বিপ্র পুরাণ ঋষিরা দ্যুতিমান্। ১।

প্রাজ্ঞ বৃহস্পতে তোমা যাঁহারা করেন হৃষ্ট
যাঁহাদের গতি দেখে কাঁপে শত্রুগণ;
সেই সব স্তোতাদের বৃদ্ধিশীল ফলপ্রদ
অহিংসিত উরু (২) যজ্ঞ করহ পালন। ২।

অতিশয় দূরবর্ত্তী পরস্থান (৩) বৃহস্পতি!
তথা হতে যজ্ঞে আসে তব অশ্বগণ;

(১) মন্দ্রজিহ্ব মোদন জিহ্ব (সায়ণ)। অহ্লাদক জিহ্বা বিশিষ্ট (রমেশ)।

(২) মূলে উর্ব্বং শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন উরুং রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন বিস্তীর্ণ।

(৩) পরস্থান স্বর্গনাম পরমস্থান। (সায়ণ)

অদ্রিদুগ্ধ (৪) সোমরস কূপবৎ চারিদিকে
স্তব সহ করিতেছে মধুর ক্ষরণ। ৩।

জন্মিলেন প্রথমতঃ যখন সে বৃহস্পতি
মহাজ্যোতি আদিত্যের পরম আকাশে।
সপ্তাস্য বহুধাজাত শব্দ দ্বারা সপ্তরশ্মি (৫)
হয়ে করিলেন ধ্বংস যতেক তমসে। ৪।

স্তবযুক্ত বৃহস্পতি দীপ্তিযুক্তগণসহ (৬)
শব্দ দ্বারা নাশিলে ফলিগ (৭) বলকে।
শব্দ করি উদ্‌ঘাটিলা ক্ষীর হবি প্রদায়িকা
ভোগদাত্রী বাবশতী (৮) গাভী সকলকে।৫।

(৪) অদ্রিদুগ্ধ প্রস্তর দ্বারা অভিষুত (সায়ণ)।

(৫) মূলে "সপ্তাস্য স্তুবিজাতো রবেণ সপ্তরশ্মিঃ"। "সপ্তাস্যঃ সপ্তচ্ছন্দোময় মুখঃ তুবিজাতঃ বহু প্রকারং সম্ভূতঃ রবেণ শব্দেন সপ্তরশ্মিঃ সর্পণ স্বভাব স্তেজযুক্তঃ (সায়ণ)।

(৬) গণ অঙ্গিরাগণ (সায়ণ)।

(৭) ফলি অর্থে ভেদ (সায়ণ) তাহা জানে যে সেই ফলিগ বল নামক শত্রুকে বধ করিয়া ছিলেন।

(৮) বাবস্যমানা (সায়ণ)।

পিতা ও অভীষ্টবর্ষী বিশ্বদেবস্বরূপ দেবে
যজ্ঞ, হব্য, স্তুতি দ্বারা করিব অর্চ্চন।
পুত্রবান্‌, বীর্য্যশালী, ধনস্বামী যেন মোরা
হই, বৃহস্পতে! করি এই আকিঞ্চন। ৬।

তিনিই হইয়া রাজা বীর্য্যে শত্রুগণ সবে
অভিভূত করিয়া করেন অবস্থান।
যিনি বৃহস্পতি দেবে পোষেণ করেন বন্দি
আদ্য হব্যগ্রাহী বলি স্তবের প্রদান। ৭।

যে রাজার কাছে ব্রহ্মা (৯) আগত হয়েন পূর্ব্বে
সুতৃপ্ত থাকেন তিনি গৃহে আপনার।
সর্ব্বদা পৃথিবী তাঁকে করেন সুফল দান
বিশ্‌গণ নত থাকে নিকটে তাঁহার। ৮।

রক্ষণেচ্ছু ব্রহ্মকে (১০) যে বিতরেন ধন রাজা
অবাধিত হয়ে তিনি করেন বিজয়
স্পর্দ্ধিজন ধন যত প্রজাগণ ধন কত;
পালন করেন তাঁকে দেব সমুদয়। ৯।

(৯,১০) ব্রহ্মা—ব্রাহ্মণস্পতি।

বৃহস্পতে ধন দিয়ে এই যজ্ঞে হৃষ্ট হয়ে
তুমি আর ইন্দ্র দুয়ে কর সোম পান;
সর্ব্বব্যাপী সোম রস প্রবেশ করুক দেহে
পুত্রপৌত্রযুক্ত ধন করহ প্রদান। ১০।

হে ইন্দ্র হে বৃহস্পতে মোদিগে বর্দ্ধিত কর,
হ'ক যুগপৎ তোমাদের অনুগ্রহ।
রক্ষ আমাদের যজ্ঞ স্তবে জাগরিত হও
যুদ্ধে গন্তৃ-অরাতীর করহ নিগ্রহ। ১১।

---

৫১ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। বামদেব ঋষি।

এই সেই অত্যন্ত প্রভূত কান্তিমতী
তম হ'তে পূর্ব্ব দিকে জ্যোতীর উদয়;
আদিত্য দুহিতা উষা দীপ্তিমতী জ্যোতী
গমনে সক্ষম করি লোক সমুদয়॥ ১॥

যজ্ঞে খাত যূপকাষ্ঠ শোভয়ে যেমন,
চিত্রা উষা পূর্ব্বদিকে তেমতি শোভিতা!
বাধক তিমির দ্বার করি উদ্ঘাটন,
বিরাজিতা শুচি দীপ্ততেজে প্রকাশিতা॥ ২॥

অদ্য তমো বিনাশিনী উষা ধনবতী
ভোজদিগে ধনদানে করি প্রোৎসহিত ;
অচিত্র আঁধার মধ্যে করিয়া বসতি
অপ্রবুদ্ধ পণিগণ থাকুক নিদ্রিত ॥ ৩ ॥

আসুক তোমার অদ্য হে দেবি ! হেথায়
বহুবার সে রথ পুরাণ বা নূতন ;
সপ্ত আস্য নবগ্ব দশগ্ব অঙ্গিরায় (১)
যে রথে করিলে দীপ্ত, উষে ! দিয়ে ধন ॥ ৪

যজ্ঞে গামী অশ্বে চড়ি সকল ভুবনে
ভ্রমণ কর হে অদ্য উষাদেবী গণ !
দ্বিপাদ কি চতুষ্পাদ সব জীব গণে
জাগাও করুক তারা সুখে বিচরণ ॥ ৫ ॥

(১) সপ্ত আস্য সপ্তছন্দঃ উচ্চারণকারী। নবগ্ব যিনি নয় মাসে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন ; দশগ্ব যিনি দশ মাসে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন।

(২) মূলে "বিধানা" শব্দই আছে। চমসাদি নির্ম্মানানি"। (সায়ণ)।

কোথায় আছেন, সেই উষা পুরাতনী
ঋভুগণ বিধান উৎপন্ন হ'ল যাতে ;
শুভ্রা, নিত্য নব, একরূপে প্রকাশিনী—
নূতন কি পুরাতন কে পারে চিনিতে ? ৬।

সেই সে কল্যাণময়ী সত্যা ঋতজাতা
পুরা অভিগমনেই উষা ধন দিলা ;
উক্‌থে স্তুতি করি যত যজ্ঞশীল ভ্রাতা
স্তবে শস্ত্র-উচ্চারণে দ্রবিণ লভিলা। ৭।

সেই এক রূপা উষা পূর্ব্বদিক্ হ'তে
এক ভাবে এক দেশে করেন ভ্রমণ ;
যজ্ঞ-গৃহ প্রবোধিত তাঁহার ইঙ্গিতে,
গোজনিত্রীবৎ তাঁরে পূজে সর্ব্বজন। ৮।

সমান সকল উষা, একরূপা সবে,
করেন অমীত বর্ণে তাঁরা বিচরণ ;
রুচির শরীরে গুপ্ত করি কৃষ্ণ অম্বে, (২)
রোচ মানা শুচি দীপ্ত শোভেন কেমন ! ৯

(২) গূহন্তী রভ্বং অসিতং অতিমহৎ কৃষ্ণরূপং গোপয়ন্তঃ। অতি মহৎ অন্ধকারকে গোপন করিয়া। সায়ণ।

হে দিবোদুহিতা কান্তিমতী উষাগণ!
পুত্র পৌত্র যুক্ত ধন করহ প্রদান;
তোমাদিগে সুখাশয়ে করি উদ্বোধন,
সুবীর্য্য ধনেতে (৩) যেন হই ধনবান্। ১০।

হে দিবোদুহিতা কান্তিমতী উষাগণ!
যজ্ঞের কেতন আমি করিছি প্রার্থন;
যশস্বী বলিয়া যেন ঘোষে সর্ব্বজন,
দ্যৌ ও পৃথিবী যশঃ করুন ধারণ। ১১।

৫৫ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

তোমাদের বসুগণ (১)! কেবা ত্রাতা, নিবারক?
অদিতি দ্যাবা পৃথিবী! কর পরিত্রাণ।
হ'তে মহীয়ান্ মর্ত্ত্য, ত্রাহি হে বরুণ মিত্র,
দেবগণ! যজ্ঞে কেবা করে ধন দান? ১

(৩) বীর ও সুবীর শব্দ বীর্য্যবান পুত্র পৌত্রাদি অর্থে বেদে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুবীর্য্যধন পুত্রপৌত্রাদিরূপ ধন।

(১) পুরাণে অষ্টবসুর নাম পাওয়া যায়,—যথা ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল প্রত্যূষ ও প্রভাব।

দেন যাঁরা পূর্ব্ব ধাম, করেন তিমির নাশ,
অমূঢ়,—দুঃখের নাহি করেণ মিশ্রণ!
সে বিধাতৃ দেবগণ করুন ইষ্ট সাধন
নিত্য সত্য কর্ম্মা তাঁরা রুচির শোভন! ২

সখ্যের জন্যেতে আমি সবের গন্তব্যা যিনি
অদিতি দেবীকে ডাকি সিন্ধু ও স্বস্তিকে (২)।
ডাকি দ্যাবা পৃথিবীকে ডাকি উষা রজনীকে
পালন করুন দেবীগণ আমাদিগে ॥ ৩

দেখাইয়া দিন পথ বরুণ ও অর্য্যমন্
অন্নপতি অগ্নিদেব পথ সুখময়;
ইন্দ্র বিষ্ণু স্তুত হয়ে করুন দান উভয়ে
পুত্র পৌত্র বলযুক্ত সুখ বরণীয় ॥ ৪

পর্ব্বত (৩) মরুতগণ, ভগ যিনি ত্রাতা হন,
তাঁহাদের সকলের যাচিছি আশ্রয়;

(২) অদিতি-দেবমাতা; সিন্ধু-নদ্যাভিমানী-দেবী; স্বস্তি সুখ নিবাসা নাম্নিকা দেবী (সায়ণ)।

(৩) পর্ব্বত—ইন্দ্রসখা পর্জ্জন্য।

অন্য পাপ হ'তে পতি (৪) বক্ষুন সদয়ে অতি
মিত্র ভাবে মিত্র দেব দিউন অভয়॥ ৫

ধনার্থী গমন তরে সমুদ্রের যথা করে
স্তুতি, তথা, হে রোদসী! অভিষ্ট সাধনে,
অহিবুধ্ন্য সহকারে, ডাকিতেছি তোমাদেরে,
অপাবৃত হ'ক দীপ্তধ্বনি নদীগণে॥ ৬

অন্যান্য দেবতা যথা পালুন অদিতি মাতা
অপ্রমত্ত ত্রাতা (৫) তথা করুন পালন;
আমরা বরুণ মিত্র অগ্নির বা আছে যত্র
অন্ন, তাহা হিংসিবারে পারিনা কখন॥ ৭

ধনেশ, সৌভাগ্য-ঈশ, হন অগ্নি দেব,
দি'ন আমাদিগে তিনি ধন অতএব॥ ৮
হে সুনৃতে অন্নবতী উষে ধনবতী
দাও দেবি বহুধন বরণীয় অতি॥ ৯
সবিতা মিত্রেন্দ্র ভগ অর্য্যমা বরুণ
যে ধনে আসেন তাহা প্রদান করুন॥ ১০

(৪) পতি—বরুণ।
(৫) ত্রাতা—ইন্দ্র।

পঞ্চম মণ্ডল।

২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির পুত্র কুমার ঋষি, অথবা জরের পুত্র বৃশ ঋষি অথবা এই সূক্তে উঁহারা দুইজনই ঋষি।

কুমারকে হত দেখি লুকাইলা গূহা মাঝে
না দিলা পিতার কাছে যুবতী জননী।
না দেখিল (১) জনগণ উহার হিংসিত রূপ
দেখিল যখন ক্রোড়ে লইলা অরণী॥ ১

---

(১) শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে এই ঋকের যে ইতিবৃত্ত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "ইক্ষ্বাকুবংশীয় ত্র্যরুণ রাজা, পুরোহিত বৃশের সহিত এক রথে গমন করিতেছিলেন। বৃশ পথচালনা করিতেছিলেন। রথচক্রের সংঘর্ষে অনৈক ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণনাশ হওয়ার সন্দেহ হইল। রথচালক পুরোহিত ও রথস্বামী রাজা ইহাদের মধ্যে কে ব্রহ্মহত্যার অপরাধী হইবে? ইক্ষাকু বৃদ্ধগণ স্থির করিলেন যে পুরোহিতই অপরাধী। পুরোহিত তখন বার্ষনাম মন্ত্র দ্বারা বালকটিকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কিন্তু তিনি ইক্ষ্বাকু বংশীয়গণকে

যুবতি! পিশাচী হ'য়ে ধরেছ কোন্ কুমারকে?
মহতী অরণি তাকে উৎপন্ন করিলা।
বহুবর্ষ হ'তে গর্ব্ভে বর্দ্ধিত, অরণি মাতা,
দেখিলাম, তাহা হ'তে পুত্র প্রসবিলা॥ ২

পক্ষপাতী বলিয়া শাপ দিলেন যে, তোমাদের ঘরে আর অগ্নি থাকিবেন না। অগ্নির অভাবে ইক্ষাকুগণ একান্ত কষ্টে পড়িয়া পুনরায় পুরোহিতকে প্রসন্ন করত আপনাদের শাপ বিমোচন করাইবার চেষ্টা করিলেন। পরে ঋষি দেখিলেন ব্রহ্মহত্যা পাপ ত্রসদস্যুর জার ভার্য্যা হইয়া পিশাচবেশে অগ্নির হর অপহরণ করিয়া বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। ঋষি হরকে নানা প্রকারে প্রীত করত অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিলেন।"

"এই ঋকের সায়ণাচার্য্য দ্বিবিধ অর্থ করিয়াছেন। প্রথমার্থে কুমার শব্দে রথচক্রে নিহত ব্রাহ্মণকুমার দ্বিতীয়ার্থে কুমার শব্দে অগ্নি। মাতা অরণি লুক্কায়িত ভাবে অগ্নিকে ধারণ করেন, যজমানরূপ পিতাকে তাহা প্রদান করেন না। লোকে অরণিস্থ অগ্নিকে দেখিতে পায় না; কিন্তু অরণির ক্রোড়স্থ অগ্নিকে দেখিতে পায়।"

"উপরে যে উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদ রচনার বহুকাল পরে কল্পিত। তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। উহার যে অংশটুকু ঋগ্বেদ রচনাকালে রচিত তাহা একটি বৈদিক উপমা মাত্র। কাষ্ঠই অগ্নির মাতা, কাষ্ঠ নির্জ্জীব অগ্নিকে লুকাইত রাখে।

আয়ুধের সমতুল্য জ্বালাকর দীপ্তবর্ণ
দেখিছি অগ্নিকে কাছে, স্বর্ণদন্তপাঁতি।
দিতেছি অমৃত তাঁকে কি করিবে তারা মম
ইন্দ্রকে মানেনা যারা, নাহি করে স্তুতি॥ ৩

ক্ষেত্র হ'তে দেখিয়াছি গূঢ় ভাবে স্থিত আমি
আরণ্য যূথের ন্যায় (২) চরন্ত সুন্দর।
গৃহিল না কেহ তাহা (৩) জন্মিলেন তিনি পুনঃ
হয়েছেন পলিতা যুবতী (৪) অতঃপর॥ ৪

কে করিল গোবিযুক্ত আমাদের লোকগণে
ছিল না কি তাদের পালক একজন?

যজমান কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে, সেই অগ্নি জীবিত হইয়া দৃষ্ট হয়। এই-রূপ একটি উপমা হইতে কত বৃহৎ উপাখ্যানের সৃষ্ট হইয়াছে।" (রমেশ)।

(২) মূলে "সমৃতশ্চরন্তং সুমদ্যূথং ন" আছে। সমৃতঃ অন্তর্হিত নাম্নৈতৎ নিগূঢ়শ্চরন্তং আরণ্যং যূথং ন গবাং সমূহমিব সুমৎ স্বয়মেব।" সায়ণ।

(৩) মূলে "তাঃ" আছে। "তাজ্বালানি বীর্যান্"—সায়ণ।

(৪) সেই বৃদ্ধা জালা এক্ষণ যুবতী হইয়াছেন। সায়ণ।

তাদিগে গৃহিল (৫) যারা বিনষ্ট হউক তারা
জেনে অগ্নি পশুগণে করেন গমন ॥ ৫

বসুগণ রাজা (৬) আর জনগণাবাসভূত
গোপন করিলা যাঁকে মানবের মাঝে।
অত্রির মন্ত্র সকল সৃজন করিল তাঁর
নিন্দগণ নিন্দনীয় হউক সমাজে ॥ ৬

হইতে সহস্র যূপ বিমুক্ত করেছ অগ্নে!
বদ্ধ শুনঃশেপে, তাঁর স্তবে হয়ে তুষ্ট।
হে হোতা বিদ্বান্ অগ্নি! কর আমাদিগে মুক্ত
এ প্রকারে বেদি'পরে হয়ে উপবিষ্ট ॥ ৭

ক্রোধিত হইলে তুমি, যাও আমাদিগ হ'তে
দেব ব্রতপাল ইন্দ্র বলেছেন তাই।
দেখেছেন তিনি তোমা, আমি তদাদিষ্ট হয়ে,
তোমার নিকটে তাই আসিয়াছি এই ॥ ৮

---

(৫) মূলে "জগৃহুঃ" আছে। "গৃহন্তি"—সায়ণ। আক্রমণ করিয়াছিল"—রমেশ।

(৬) মূলে "বসাং রাজানং" আছে। বসতাং প্রাণিনাম্ রাজানং স্বামিনং।" সায়ণ ইহাও বলেন ত্র্যরুণকে বা অগ্নিকে উপলক্ষিত করা হইয়াছে।

শোভেন মহৎ তেজে, করেন মহিমা বলে
বিশ্ব জগতের যত পদার্থ প্রকাশ।
পরাজিতা তাঁর কাছে দুর্গমা অদেবী মায়া
শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করেন করিতে রক্ষোনাশ ॥ ৯

হু'ক শব্দকারী শিখা দ্যুলোকেতে প্রাদুর্ভূত
নাশিতে রাক্ষসে তীক্ষ্ণ আয়ুধের ন্যায়।
হর্ষোৎপন্ন হলে দীপ্তি রক্ষোগণে দেয় পীড়া
বাধিকা অদেবী সেনা না বাধে তাঁহায় ॥ ১০

করিলাম এই স্তোত্র বিপ্র আমি তুবিজাত! (৭)
করে যথা ধীরকর্ম্মা নির্ম্মাণ রথের।
যদি কর অগ্নি দেব গ্রহণ এ স্তোত্র মম,
করিব আমরা লাভ দ্যুব্যাপ্ত জলের। ১১

বহুগ্রীব ইষ্টবর্ষী, বর্দ্ধমান,—অর্য্যধন (৮)
নিষ্কণ্টকে অগ্নিদেব করেন যোজন।
বলেছেন দেবগণ অগ্নিদেবে এ বচন
বর্হিষ্যজ্জনে শর্ম্ম কর বিতরণ ;
হবিষ্যজ্জনে শর্ম্ম কর বিতরণ ॥ ১২

---

(৭) তুবিজাত—বহু ভাবপ্রাপ্ত।

(৮) মূলে "অর্য্য: বেদঃ" আছে। অর্যঃ অরে র্বেদোধনং।" সায়ণ।

৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য গয় ঋষি

তুমি অগ্নি দীপ্তিমান্ তোমা মর্ত্ত্যগণ
স্তব করে, করিতেছি আমিও স্তবন;
তুমি জাতবেদা (১) দেব করিছ বহন
নিরন্তর হব্য যত হোমের সাধন। ১

যজ্ঞ সব যাঁর সহ করে সঞ্চারণ
কীর্ত্তিযুক্ত হব্য করে যাঁহাকে গমন;
বৃক্তবর্হি (২) হব্যদাতৃ যজ্ঞের কারণে
করেন আহ্বান সেই অগ্নি দেবগণে। ২

মানুষী বিশের (৩) ধাতা যে অগ্নি সুন্দর
সুশোভিত করেন অধ্বর নিরন্তর;

(১) সায়ণ জাতবেদা শব্দের তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন (ক) জাতমুৎপন্নকরাচরভূতজাতং বেত্তীতি (খ) জাতানি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি এবং বিন্দুরিতি (গ) বেদ ইতি ধন নাম জাতং সর্ব্বং বেদোধনং যস্মাসৌ জাতবেদাঃ।

(২) বৃক্তবর্হি যদ্বারা কুশছিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ কুশচ্ছেদক।

(৩) ঋগ্বেদে দুই প্রকার বিশের উল্লেখ দেখা যায় (ক) দৈবী-

নবশিশু মত যাঁকে অরণী যুগল
উৎপাদিলা, তিনি হোতা দেবের কেবল। ৩

কষ্টেই তোমাকে অগ্নি ধৃত করা যায়
কুটিল গমন বাল আশীবিষ প্রায়;
পশু যথা তৃণচয় করয়ে ভক্ষণ,
তুমি তথা কর বহু বনের দাহন। ৪

ধূমবান্ যে অগ্নির অর্চ্চি সমুদয়
সর্ব্বতঃ সুন্দরভাবে পরিব্যাপ্ত হয়;
কর্ম্মকার (৪) যথা অগ্নি করে সম্বর্দ্ধিত
সেইরূপ করেন যখন স্বর্গে ত্রিত;
তখন সে অগ্নি লাভ করেন তীক্ষ্ণতা,
কর্ম্মকার সন্ধুক্ষিত অগ্নি করে যথা। ৫

তুমি মিত্র অগ্নি তব লভিয়া আশ্রয়,
গাইয়া তোমার দেব স্তব সমুদয়;

বিশ যথা মরুত ইত্যাদি (খ) মানুষী বিশ্, অর্থাৎ প্রজালোক। "বিশন্তি প্রবিশন্তি গর্ভাশ্রয়মিতি বিশঃ প্রজাঃ।" সায়ণ।

(৪) মূলে "ধ্মাতেব" আছে। কার্মারো যথা ভস্ত্রাদিভিরগ্নিং সম্বর্ধয়তিতদ্বৎ।"

দ্বেষীকে যেমন লোকে করে পরিহার,
মর্ত্ত্যগণ-দুরিত হইতে হব পার। ৬

তুমি বলবান্ অগ্নি হব্যের বাহন,
আমাদিগে সে ধন করহ আনয়ন;
করুন সে অগ্নিদেব শত্রুর ক্ষেপণ
করুন তিনিই আমাদিগকে পোষণ,
করুন অন্নের দান, আমাদিগে রণে
প্রকাশ করুন দয়া ঋদ্ধিবিতরণে। ৭

১৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য দ্বিত ঋষি

প্রাতে অগ্নি স্তূয়মান বিশের অতিথি (১)
অনেকের হন তিনি প্রিয়তম অতি;
মর মানবের কাছে অমর হইয়ে,
গ্রহণ করেন হব্য কামনা করিয়ে। ১

(১) "বিশোঽতিথি" আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন "মনু-ষ্যের অতিথি"।

হে অমর্ত্য অগ্নি! তোমা করিতেছে স্তব,
আনিতেছে তব কাছে সোম অভিষব,
বহিতেছে তব জন্য শুদ্ধ হব্য হিত,
নিজবল দানে (২) তাঁকে কর উৎসাহিত ॥ ২

অতিশয় দীপ্ত তুমি হে অশ্বদাবন্! (৩)
ধনীর জন্যেতে তোমা করি আবাহন;
তাঁহাদের রথ যুদ্ধে যাইবে যখন,
কেহ যেন বাধা দিতে না পারে তখন। ৩

যে সব ঋত্বিকে আছে দীধিতি বিচিত্র (৪)
যাঁহারা রাখেন মুখে (৫) উক্থ কিম্বা স্তোত্র;

(২) "স্বস্যাদক্ষস্য মংহনা" আছে। "স্বস্য আত্মীয়স্য দক্ষস্য বলস্য ধনস্য বা মংহনা মংহনায়ে দানায় তব" সায়ণ।

(৩) অশ্বদাবন্ হে অশ্বদাতঃ।

(৪) বিচিত্র দীধিতি নানাবিধ যজ্ঞক্রিয়া।

(৫) মূলে "আসন্ উক্থা পান্তি যে" আছে। যে আসন আস্যে উক্থা উক্থানি স্তোত্রাণি পান্তি রক্ষন্তি"। অর্থ পঠন দ্বারা মুখে যাঁহারা স্তোত্র রক্ষা করেন।

আস্তীর্ণ কুশের 'পরি তাঁহারা স্থাপন
করেন স্বর্ণরে (৬) যত হব্যআয়োজন। ৪

তোমায় করিলে স্তব হে অমর অগ্নি!
পঞ্চাশটি অশ্ব আমা যে সকল ধনী
দিলেন, তাঁদিগে তুমি করহ প্রদান,
দীপ্তিযুক্ত সুপ্রচুর অন্ন নরবান্ (৭)। ৫

---

২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা কিন্তু ৬ষ্ঠ ঋকে অগ্নি ও ইন্দ্র উভয় দেবতা। অত্রি ঋষি অথবা ৩ জন রাজা ঋষি। যথা,—

১ম, ত্রিবৃষ্ণের অপত্য ত্র্যরুণ।
২য়, পুরুকুৎসের অপত্য ত্রসদস্যু।
৩য়, ভরতের অপত্য অশ্বমেধ।

ওহে বৈশ্বানর অগ্নি! সৎপতি অসুর জ্ঞানী
আমাকে ত্রিবৃষ্ণ-পুত্র ত্র্যরুণ দিলেন।

---

(৬) স্বর্ণরে স্বর্গং নরং...নয়তীতি স্বর্ণরো যজ্ঞঃ। যজ্ঞ দ্বারা মনুষ্য স্বর্গলাভ করে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

(৭) নরবান্ পরিচারক মনুষ্যযুক্ত।

সশকট গাভীদ্বয় দশ সহস্রকময়
দিইয়া রাজর্ষি লোকে বিখ্যাত হলেন ॥ ১

ওহে বৈশ্বানর অগ্নি ! আমাকে দিলেন যিনি
শত (১) ও বিংশতি গাভী, সুধুরাশ্বদ্বয় (২) ।
করিতেছি তব স্তব করিতেছি পূজা তব
দাও সে ত্র্যরুণে শর্ম্ম হইয়ে সদয় ॥ ২

শুনিয়া ত্র্যরুণ স্তোম বহুল অপত্য মম,
দান করিবারে মোরে ব্যগ্র হয়েছিলা।
ঠিক্ অগ্নে সে প্রকার করিতে স্তব তোমার
ত্রসদস্যু আমাকে ব্যগ্রতা দেখাইলা ॥

সূরি অশ্বমেধে তব ঋকের সহিত,
"দাও আমা" যে ব্যক্তি বলিল কদাচিৎ,
দিলেন তাহাকে ধন করিবেন তিনি
যজ্ঞ এবে, মেধা তাঁকে দাও তুমি অগ্নি। ৪

---

(১) এই শত শব্দের পর সুবর্ণ শব্দ উহ্য আছে এবং ১ম ঋকে দশসহস্রক শব্দের পর সুবর্ণ শব্দ উহ্য আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'It is not impossible however that pieces of money are intended, For if we may trust Arian, the Hindus had coined money before Alexander—Wilson. রমেশ বাবুর অনুবাদে সুবর্ণ শব্দ যোগ করা হইয়াছে। আমি মূলই রাখিলাম।

যে অশ্বমেধের বলীবর্দ্দ বলবান্
একশত, করে মম আনন্দ বিধান ;
আনন্দ বিধান তারা করুক তোমার
ত্র্যাশির(২) সোমেতে অগ্নে! করে যে প্রকার ৫

সে রাজর্ষি অশ্বমেধে হে ইন্দ্র! হে অগ্নি।
শত শত দান করি সুবিখ্যাত যিনি ;—
আকাশে সূর্য্যের ন্যায় মহৎ অজর
হবীর্য্য ক্ষত্রের দানে (৩) অনুগ্রহ কর। ৬

(২) দধিসক্তু পয় এই দ্রব্য মিশ্রিত সোম তাহাকে ত্র্যাশির বলে।

(৩) ক্ষত্রের দানে ক্ষত্র প্রদান করিয়া। মূলেও ক্ষত্র শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন ধন ; কিন্তু বল করিলে দোষ হয় না।

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা ; কোন কোন স্থলে ঋণঞ্চয় দেবতা। বভ্রু ঋষি।

কোথা সেই বীর ইন্দ্র, কে দেখেছে তাঁকে
সুখে যুগলাশ্ব-রথে করিতে গমন ;
সুত সোম ইচ্ছা করি যজমান-ওকে (১)
যান যিনি পুরুহূত সঙ্গে লয়ে ধন ;
যান বজ্রী যজমান রক্ষার কারণ। ১

অন্তর্হিত উগ্রপদ দেখেছি তাঁহার,
গেনু পাছে পাছে তাই অন্বেষি ধাতায় ;
জিজ্ঞাসিনু অন্তে তাঁরা দিলেন উত্তর,
আমরা জানেচ্ছু নেতা পেয়েছি তাঁহায়। ২

সোম দিয়ে স্তব কৃত যা করি কীর্ত্তন,
করিয়াছ যাহা ইন্দ্র আমাদের জন্যে ;
না জানে যাহারা তারা জানুক এক্ষণ,
জানে যাঁরা শুনায়ে দিউন তাঁরা অন্যে ;
আসিছেন মঘবান্ হেথায় সসৈন্যে। ৩

---

(১) ওকে—গৃহে।

জাত মাত্র করিয়াছ সুদৃঢ় মনন,
একাকী গিয়াছ বহু শত্রুর মাঝার ;
বলেতে করেছ অদ্রি-দেহ বিদারণ,
দুগ্ধ-প্রদ ধেনুগণে করেছ উদ্ধার। ৪

হে ইন্দ্র পরম তুমি, তুমি পরাৎপর,
বিশ্রুত নামেতে তুমি যখন জন্মিলে
ভয় প্রাপ্ত হইলেন দেবতা নিকর,
দাসপত্নী অপ্ গণে বিজিত করিলে (২)। ৫

তোমার জন্যেতে এই মরুত সকল (৩)
করেন সোমভিষব সুখকর স্তবে ;
জয়িলা অহিকে ইন্দ্র আবরে যে জল,
মায়াবী দেব-বাধকে মায়ার প্রভাবে। ৬

---

(২) দাসপত্নী: দাসোবৃত্রঃ পতিঃ পালয়িতা যাসামপাং তা ইতি। সায়ণ। অর্থাৎ জলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া দাস (বৃত্র) তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইন্দ্র সেই জল সমূহকে জয় করিলেন।

(৩) মূলে "এতে মরুতঃ" আছে। "মহদ্রবন্তি বদন্তীতি মরুতঃ স্তোতারঃ" সায়ণ। মরুত অর্থে সুতরাং স্তোতা ; আমি মরুৎ শব্দই রাখিলাম।

স্তব করি মঘবন্! তুষ্ট হয়ে তাই
বৃত্রাদি আজন্ম অরি বজ্রেতে হানিলা;
মানব সুখের জন্ম এই যুদ্ধে যাই,
দাস নমুচির শির যখন চূর্ণিলা।৭

ঘূর্ণিত মেঘের ন্যায় দাস নমুচির
শির চূর্ণ করি ইন্দ্র, সহিত আমার
বন্ধুত্ব করিলে যদা, দ্যাবা পৃথিবীর
বিঘূর্ণিত হল গতি চক্রের আকার।৮

স্ত্রী দিগে আয়ুধ দাস যখন করিলা,
অবলা ইহার সেনা কি করিবে মম?
ইন্দ্র তার দুই স্ত্রীকে পুরে নিরোধিলা,
অতঃপর দস্যু বধে করিলা উদ্যম। ৯

ধেনু সব হল যদা বৎস বিরহিত,
গমন করিল তারা এদিকে সেদিকে;
সুযুত সোমেতে ইন্দ্র হয়ে আমোদিত,
মরুৎ সহায়ে পুনঃ যুড়িলা (৪) তাদিগে॥ ১০

---

(৪) মূলে "সমস্থজৎ" শব্দ আছে "বৎসৈঃ সহ সমযোজয়ৎ।" বৎসগণের সহিত একত্রিত করিলেন। সায়ণ।

বভ্রুযুত সোম তাঁকে হর্ষিল যখন
নাদিলা বৃষভ রণে গভীর নিঃস্বনে।
সোম পিয়ে পুরন্দর বভ্রুকে তখন
প্রদানিলা পুনঃ দুগ্ধবতী গাভীগণে॥ ১১

ভদ্র কার্য্য করিয়াছে রুশমেরা (৫) যত,
দিয়াছে আমাকে চারি হাজার গোধন
নেতৃ শ্রেষ্ঠ ঋণঞ্চয়; তাঁহার প্রদত্ত
সে ধন আমরা অগ্নে! করেছি গ্রহণ। ১২

দিয়াছে আমাকে অগ্নে! রুশম সকলে
সহস্র ধেনুর সহ আবাস সুন্দর;
তমোবৃতা রাত্রি শেষ উষায় হইলে,
উগ্র-সোম ইন্দ্রকে করিল হৃষ্টান্তর॥ ১৩

(৫) "রুশম ইতি কশ্চিৎজনপদবিশেষঃ অত্র রুশমা শব্দেন তত্রত্যা জনা উচ্যন্তে. রুশমাঃ ঋণঞ্চয় নাম্নোঃ রাজ্ঞঃ কিংকরাঃ।" কিন্তু রুশম কোন্ জনপদ এবং ঋণঞ্চয়ের রাজ্যই বা কোথায় ছিল তৎসম্বন্ধে সায়ণ কিছু বলেন নাই। এই রুশম শব্দ হইতেই কি রুশ শব্দ হইয়াছে?

আসা মাত্র ঋণঞ্চয় রুশমাধিপতি,
তমসা আবৃতা রাত্রি প্রভাত হইলা ;
শীঘ্রগামী অশ্ববৎ বভ্রু দ্রুতগতি
আহূত হইয়া ধেনু সহস্র লভিলা। ১৪

গো পশু সহস্র চারি আমরা হে অগ্নে !
রুশমগণের কাছে গ্রহণ করেছি ;
প্রস্তুত যে অয়স্ময় (৬) যজ্ঞের সাধনে
মেধাবী আমরা তাহা তপ্ত (৭) লভিয়াছি। ১৫

৪০ সূক্ত।

১-৪ ইন্দ্র ; ৫ সূর্য্য ; ৬-৯ অত্রি।

অত্রি ঋষি।

সোমপন্তে ইন্দ্র ! যজ্ঞে কর আগমন,
পান কর সোমরস পাষাণ-পেষিত ;
অতিশয় বৃত্রহন্তা তুমি হে বৃষন্ !
বৃষা মরুদ্‌গণ সহ হও উপস্থিত। ১

---

(৬) অয়স্ময়—হিরণ্ময় কলশ (সায়ণ) লৌহ-কলস (রমেশ বাবু)।

(৭) তপ্ত—উজ্জ্বল (রমেশ বাবু)।

বৃষা সে পাথর যাতে সোমের পেষণ
হইতেছে, বৃষা মদ যাহা নিষ্পেষিত ;
অতিশয় বৃত্র-হন্তা তুমি হে বৃষন্ !
বৃষা মরুদ্‌গণ সহ হও উপস্থিত। ২

বৃষা (১) আমি বৃষা তোমা করি আবাহন,
তব চিত্র রক্ষা দ্বারা হইতে রক্ষিত ;
অতিশয় বৃত্রহন্তা তুমি হে বৃষণ !
বৃষা মরুদ্‌গণ সহ হও উপস্থিত। ৩

দ্রুত আক্রমণকারী ইন্দ্র বজ্রধর,
ঋজীষ নামক সোমে সানন্দ অন্তর ;
কামবর্ষী, বৃত্রহন্তা, রাজা, বলবান্
ইন্দ্র, যিনি সদা তুষ্ট করি সোমপান ;
রথে অশ্বদ্বয় তিনি করিয়া যোজনা,
মাধ্যন্দিন সবনে আসুন হৃষ্টমনা। ৪

আসুর স্বর্ভানু যদা ছাদিল তোমায়
অন্ধকারে সূর্য্য ! তদা সকল ভুবন,

---

(১) "সোমরসস্য সেক্তাহং" সায়ণ।

ক্ষেত্রজ্ঞানশূন্য যথা মূঢ় হয় হায়!
সেরূপ প্রতীয়মান হইল তখন (২)। ৫

অতঃপর ওহে ইন্দ্র! সূর্য্য অধঃস্থিত
স্বর্ভানুর মায়া তুমি হরিলে যখন;
গূঢ়, অপব্রতে (৩) আর তিমিরেচ্ছাদিত
সূর্য্যে অত্রি চারি মন্ত্রে লভিলা তখন। ৬

ভয়াবহ অন্ধকারে না যেন গিলে আমারে
ক্ষুধার্ত্ত বিদ্রোহী, তুমি বান্ধব আমার;
তুমি মিত্র সত্যধন, অত্রে বরুণ রাজন্,
উভয়ে বিধান কর আমার রক্ষায়। ৭

সে ব্রহ্মা (৪) অত্রি পাথর যুক্ত করি অতঃপর
স্তোত্রে নমস্কারে পূজি দেবতা সকলে;

(২) ৫ হইতে ৯ ঋকে সূর্য্য-গ্রহণের উল্লেখ দেখা যায়। এখানে রাহু-শব্দের উল্লেখ নাই, রমেশ বাবু বলেন ঋগ্বেদের কুত্রাপি রাহু শব্দের উল্লেখ নাই। এস্থলে "আসুর স্বর্ভানুঃ" আছে, অর্থ অপেক্ষাকৃত বলবান্ স্বর্গীয়-দীপ্তি। রাহুর গল্প পৌরাণিক।

(৩) মূলে "অপব্রতেন" আছে। "অপগত কর্ম্মাণা * * অন্ধকারস্যা বরণরূপত্বমপব্রতত্বং" সায়ণ।

(৪) মূলে "ব্রহ্মা" শব্দই আছে। অর্থ ঋত্বিক্।

সূর্য্য চক্ষু স্থাপিলেন, সুদূর করি দিলেন
স্বর্ভানুর মায়া, তিনি আকাশ মণ্ডলে। ৮

আসুর স্বর্ভানু সূর্য্যে করিলে আবৃত
অন্ধকারে কেহ তাঁরে নারিল মোচিতে;
অত্রিগণ দিয়ে তমঃ করি অপসৃত
করিলা তাঁহাকে মুক্ত মন্ত্রের শক্তিতে। ৯

৪৬ সূক্ত।

১-৬ বিশ্বদেবগণ। ৭।৮ দেবপত্নীগণ।

প্রতিক্ষত্র ঋষি।

হইলা ধুরিতে যুক্ত জ্ঞানী স্বয়ং যথা হয়, (১)
তারয়িত্রী রক্ষয়িত্রী তাহাকে বহিছি আমি;
মুক্তি কি আবৃত্তি পুনঃ কিছুতে না ইচ্ছা হয়
হউন বিদ্বান্ গিয়ে অগ্রে ঋজু পথস্বামী। ১

(১) "হয়ো ন অবহৎ বিদ্বান্ সর্ব্বজ্ঞঃ প্রতিক্ষত্রঃ স্বয়ং অনন্ত-প্রেরিতঃ সন্ ধুরি বস্তাম্নিকায়াং অযুজি যুক্তোভবৎ।" সায়ণ।

হে অগ্নি ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবগণ সবে
মরুত ও বিষ্ণুদেব শর্ধ সম্প্রদান কর ;
পুষা, ভগ, সরস্বতী, রুদ্র ও নাসত্য উভে
পূজা সেবি পত্নীগণ! হও প্রসন্ন অন্তর। ২

ইন্দ্রাগ্নি, বরুণমিত্রে, সূর্য্যে রক্ষা কামনায়
অদিতিকে দ্যু-পৃথ্বীকে, যত মরুদ্দেবতায় ;
পর্ব্বত সকলে, বিষ্ণু ব্রহ্মণস্পতি পূষায়,
ডাকিতেছি জলগণে ভগদেব সবিতায় ॥ ৩

বিষ্ণু, অহিংসক বাত, দেব দ্রবিণোদা আর,
সোম আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন সুখ ;
ঋভুগণ, অশ্বিযুগ, ত্বষ্টা, বিভ্বা (২) দেবতার
আমাদিগে ধন দিতে হউক প্রসন্ন মুখ। ৪

মরুদ্দিগের শর্ধ যজনীয় দিবিক্ষয় (৩),
আসুক মোদের কাছে বসিবারে বর্হি'পরে ;

---

(২) বিভ্বা ঋভুগণের মধ্যে অন্যতম দেব। সায়ণ।

(৩) মূলে শর্ধ ও দিবিক্ষয় শব্দই আছে। শর্ধ অর্থে বল ও দিবিক্ষয় অর্থে স্বর্গবাসী। অর্থাৎ মরুদ্‌গণের স্বর্গবাসী বল আমাদের কুশে আসিয়া বসিয়া হব্য গ্রহণ করুন।

শর্ম্ম দিন বৃহস্পতি আর পূষা, গৃহাশ্রয়
দিউন বরুণ মিত্র অর্য্যমা মোদের তরে। ৫
উৎকৃষ্ট স্তবার্হ অদ্রি, সুদানা নদী সমূহ
আমাদিগে রক্ষা তারা সদয় হয়ে করুন;
ধনের বিভাগ কর্ত্তা ভগ, অন্ন রক্ষা সহ,
আসুন, অদিতি সর্ব্ব ব্যাপিনী স্তব শুনুন। ৬

দেবপত্নীগণ স্তব কামনা করি মোদের
রক্ষুন, সবল পুত্র অন্ন লাভ করি যেন;
পৃথিবীতে থাক যাঁরা, যাঁরা বা ব্রতে জলের (৪)
হে সুহবা দেবীগণ! শর্ম্ম দান কর হেন। ৭

দেবপত্নী দেবীগণ করুন হব্য ভোজন,
ইন্দ্রাণী অগ্নায়ী দিপ্তিশালিনী অশ্বিনী সবে,
রোদসী ও বরুণানী করুন স্তব শ্রবণ
হব্যের ভোজন তাঁরা করুন প্রত্যেকে এবে;
দেবীগণ মধ্যে যাঁরা ঋতু-অধিষ্ঠাত্রী দেবী
শ্রবণ করুন স্তব আমাদের হব্য সেবি। ৮

---

(৪) মূলে "অপামপিব্রতে" আছে। "উদকানাম্ ব্রতে কর্ম্মণি অন্তরীক্ষে বর্ত্তন্তে।"

৫২ সূক্ত।

মরুদ্‌গণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি।

হে শ্যাবাশ্ব অর্চ তুমি সহিষ্ণুতা সহ,
স্তবার্হ মরুদ্ গণে যাঁহারা প্রত্যহ
স্বধার পশ্চাতে অন্ন লভি অহিংসিত,
হতেছেন যজ্ঞে আসি অতি আমোদিত। ১

সুদৃঢ় বলের তাঁরা প্রবল সহায়
চলিতেও চলে তাঁরা অতি দৃঢ়তায়,
আপনা হইতে তাঁরা দয়া বিতরণে,
পুত্রভৃত্য প্রভৃতি পালেন বহুজনে। ২

তাঁহারা স্পন্দনশীল সলিলের সেক্তা;
অতিক্রান্ত করিয়া শর্ব্বরী তাঁরা গন্তা।
কিবা স্বর্গে কিবা মর্ত্তে মহ (১) তাঁহাদের
স্তোম যোগ্য নিঃসন্দেহ হয় আমাদের। ৩

---

(১) মূলে "মহোদিবিক্ষমাচ" আছে। মহত্তেজো দিবিদ্যু-লোকে ক্ষমায়াং ভূমৌবর্ত্তমানং" সায়ণ।

মরুদ্গণে তোমরা দৃঢ়তা সহকারে
অর্চ্চনা করহ স্তোম যজ্ঞ উপহারে;
সমস্ত মনুষ্য যুগে করেন যাঁহারা
বিঘ্ন হ'তে মর্ত্ত্যকে পালন রক্ষা দ্বারা। ৪

পূজনীয় দানশীল বলী অতিশয়
স্বর্গ হইতে আগত সে নেতা সমুদয়;
যজ্ঞার্হ মরুদ্গণে করহ অর্চ্চন,
প্রদান করিয়া হব্য যজ্ঞের সাধন। ৫

উজ্জ্বলাভরণ আর অস্ত্রের ধারণ
করিয়া ক্ষেপেন ঋষ্টী (২) সেই নেতৃগণ,
মেঘনাদকারী যত বারি রাশি মত,
বিদ্যুতেরা প্রত্যেহ তাঁদের অনুগত,
তাঁহাদের দীপ্ত প্রভা আপনা হইতে
প্রকাশ হইয়া আসিতেছে বাহিরেতে। ৬

পৃথিবীতে মরুতেরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,
মহা অন্তরীক্ষ দেশে বাড়ে অতিশয়;

(২) "ঋষ্টীঃ আয়ুধবিশেষান্" সায়ণ। "Javelins"—Wilson.

নদীগণ বেগেতে তাঁহারা বাড়ে অতি,
মহান্ স্বর্গের স্থানে বাড়য়ে জেমতি। ৭

সত্য-বল মরুত শক্তির কর স্তব
অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন তাঁরা সব;
কামনা করিয়া শুভ বৃষ্টির প্রেরণে
স্বতঃ যুক্ত আছেন তাঁহারা বিচরণে। ৮

পরুষ্ণী-নদীতে বাস করেন তাঁহারা,
শুদ্ধকারী সমাচ্ছন্ন হয়ে দীপ্তিদ্বারা;
বলের প্রয়োগে, রথচক্র দ্বারা আর,
করেন তাঁহারা সবে পর্ব্বত বিদার। ৯

আপথে বিপথে যাঁরা করে, বিচরণ
অন্তঃপথে অনুপথে করেন ভ্রমণ (৪)
বিস্তৃত হইয়া সেই সব মরুদ্‌গণ
আমার জন্যেতে যজ্ঞ করুন বহন। ১০

(৪) মূলে চতুর্ব্বিধ মরুতের কথা আছে। "আপথয়ঃ বিপথয়ঃ অন্তঃপথাঃ অনুপথাঃ।" আপথমরুত অভিমুখবর্ত্তী, বিপথমরুত নানা

কখন বা নেতৃগণ করেন বহন,
কখন বা যুক্ত হয়ে করেন ধারণ;
ধারণ করেন কভু হয়ে দূরবর্ত্তী,
হ'ক দৃশ্য হেন তাঁহাদের চিত্রমূর্ত্তি।১১

জল ইচ্ছা করি যত ছন্দঃ স্তোতৃগণ
করিলা গৌতম জন্য উৎস আনয়ন (৫)
তন্মধ্যে কেহ কেহ তস্করের ন্যায়,
রক্ষিয়াছিলেন তাঁরা গোপনে আমায়;
কেহ বা শরীর দীপ্তি করিয়া সাধন,
প্রাণরূপে হয়েছিলা রক্ষার কারণ। ১২

যাঁরা দর্শনীয়, কবি, অগ্রে দ্যোতমান্,
যাঁহারা করেন সর্ব্ব পদার্থ বিধান;

দিগ্‌গামী, অন্তঃপথ মরুত গিরিগুহা প্রভৃতির মধ্যগামী এবং অনুপথ মরুত অনুকূল পথগামী।

(৫) ১।১১৬।৯ ঋকের টীকা দেখ।

রমণীয় বাক্যে সেই দেব মরুদ্‌গণে,
হে শ্যাবাশ্ব কর তুষ্ট স্তব উচ্চারণে। ১৩

হে ঋষি! স্তোত্রের সহ, হব্যের সহিত
মিত্র তুল্য মরুদ্‌গণে হও উপস্থিত;
স্বর্গ বা অন্তত্র হইতে হে ধর্ষকগণ!
স্তব করিতেছি, কর যজ্ঞে আগমন। ১৪

স্তোতা ইহাদের যেন করিয়া স্তবন
অন্য দেবগণে নাহি করি আনয়ন,
সূরি, ফলপ্রদ, শ্রুতগতি মরুদ্‌গণে
প্রার্থনা করেন অভিলষিত প্রাপণে। ১৫

অন্বেষণ করিলে তাহাদিগের বিষয়
আমাকে বলিলা সেই সূরি সমুদয়;—
বলিলা তাঁহারা প্রশ্নি তাঁহাদের মাতা,
বলিলা বলীরা অন্নদাতা রুদ্র পিতা। ১৬

একে একে শক্তিশালী সপ্ত সপ্তজন,
আমাকে করুন শতদান মরুদ্‌গণ;

যমুনার তীরে যেন বিশ্রুত গোধন
লাভ করি, লাভ করি যেন আশ্বাধন (৬)। ১৭

৬৫ সূক্ত।

মিত্র বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য রাতহব্য ঋষি।

যিনি দেবগণ মধ্যে তোমাদের স্তব
জানেন শোভন কর্ম্মা বলুন সে সব;
মনোজ্ঞ বরুণ মিত্র বচন যাঁহার
শুনেন, বলুন তিনি বচন তাঁহার। ১

(৬) মূলে "সপ্ত মে সপ্ত শাকিনঃ একং একা শতা দদুঃ।" এস্থলে সপ্ত সপ্ত শব্দের ব্যবহারে ৪৯ মরুৎ বুঝাইবে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু সায়ণ ৪৯ মরুতের পৌরাণিক গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্যথা "অদিতি গর্ত্তে বর্ত্তমানং বায়ুমিন্দ্রঃ প্রবিশ্য সপ্তধা বিদার্য্য পুনরেকৈকং সপ্তধা ব্যদারয়ৎ। তে একোন পঞ্চাশৎ মরুদগণা অভবন্ ইতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধং।" সায়ণ। এই ঋকে যমুনা নদীর প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক সময় হইতেই ইহার পুলিন যে গোধন চড়াইবার উৎকৃষ্ট স্থান ছিল তাহাও এই ঋক্ হইতে উপলব্ধি করা যায়।

অতিশয় দীপ্তিশালী সে রাজযুগল (১)
দূর হ'তে ডাকিলেও, শুনেন সকল ;
সৎপতি তাঁহারা যজ্ঞ করেন বর্দ্ধন,
জনে জনে তাঁহারা আছেন তেকারণ। ২

সেই পুরাতন দেব তোমরা উভয়ে
স্তব করি তোমাদ্বয়ে রক্ষার আশয়ে ;
স্তব করিতেছি মোরা, অশ্বযুক্ত হ'য়ে,
অন্ন দাও, জ্ঞান-দেব ! তোমরা উভয়ে। ৩

যে উপায়ে বিশাল গৃহেতে যেতে পারে
পাপাত্মা, সে পথ মিত্র দেখান তাহারে ;
হিংস্রও যদ্যপি পারে সেবিতে তাঁহায়,
বঞ্চিত না হয় সেও মিত্রকরুণায় (৩)। ৪

(১) মূলে "রাজানা" আছে। রাজদ্বয়।

(২) সৎ পতি—"সতাং যজমানানাং স্বামিনৌ" অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহাদের পালক।

(৩) যে উপায়ে পাপাত্মা বিশাল গৃহে অর্থাৎ স্বর্গে যাইতে পারেন, মিত্র তাহাকে সেই পথ দেখাইয়া দেন। সুতরাং মিত্র হইতেছেন পাপ-ত্রাণ-কর। মিত্রের ইরাণে ও রোমেও অর্চ্চনা হইত। মিত্র হইতেই পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে Doctrine of salvation উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা সর্ব্বদা পেয়ে মিত্রের শরণ,
ভালমত হই যেন রক্ষার ভাজন;
নিষ্পাপ হইয়ে যেন তব কৃপা পাই
যুগপৎ বরুণের পুত্র হয়ে যাই। ৫

ইহাঁর নিকটে এস হে মিত্র যুগল!
ইহাঁকে প্রদান কর অভীষ্ট সকল;
করিও না ত্যাগ, মোরা সবে অন্নবান্,
অভিযুত সোমযাগে করহ কল্যাণ। ৬

৬৬ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। রাতহব্য ঋষি।

শত্রুরনাশক সৎকর্ম্ম-অনুষ্ঠাতা
দেবদ্বয়ে ডাক ওহে মর্ত্ত্য! জ্ঞানবন্!
সে বরুণ দেব সত্য, হব্যের গৃহীতা;
হব্যের প্রদানে কর তাঁহাকে অর্চ্চন। ১

তোমাদের উভয়ের ক্ষত্র আসুরীয় (১)
প্রতিহত করিবারে সামর্থ্য কাহার?

(১) মূলে "ক্ষত্রং" ও "অসুর্য্যং" শব্দ আছে। সায়ণ ক্ষত্র অর্থে বল করিয়াছেন। "অসুর্য্যং" অর্থে "অসুর বিঘাতী" করিয়াছেন।

মনুষ্যেতে ব্রত যথা, স্বর্গে দর্শনীয়
সূর্য্যবৎ সে ক্ষত্র দ্রষ্টব্য অনিবার। ২

রাতহব্য স্তোমে তুষ্ট উভয়ে হইয়ে
লাভ করি বল শত্রু-পরাভবকারী;
এ রথের বহুদূরে তোমরা উভয়ে
যাইবে বলিয়া তোমাদের স্তব করি। ৩

পূজনীয়! মম স্তবে অদ্ভুত উভয়ে
অতিপূত তোমাদের বল দেবদ্বয়!
শুনিয়া আমার এই স্তব সমুদয়ে
জনগণ-স্তোত্র জান তোমরা উভয়। ৪

ঋষিগণ-অন্ন জন্য, পৃথিবি! তোমায়
প্রচুর জলের আছে নিত্য অবস্থিতি!

ঋগ্বেদে "অসুর" শব্দ প্রায় সর্ব্বত্রই বলবান্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এস্থলে এই বলা হইতেছে যে, মনুষ্য মধ্যে যেরূপ ব্রত (যজ্ঞ) ও স্বর্গে যেরূপ সূর্য্য ক্ষত্র অর্থাৎ বলশালী, মিত্র বরুণ ও সেই প্রকারে অপ্রতিহত ও আসুরীয় ক্ষত্রশালী অর্থাৎ বলশালী।

গতিশীল দেবদ্বয় গমন দ্বারায়
বারির করেন তাঁরা বরিষণ অতি। ৫

আমরা ও সূরিগণ ওহে মিত্রদ্বয়!
দূরদর্শী তোমাদিগে করি আবাহন;
যে স্বরাজ্যে বহুল লোকের গতি হয়,
সে বিস্তীর্ণ রাজ্যে (১) যেন করি হে গমন। ৬

৬৭ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য যজত ঋষি।

হে মিত্র বরুণ! আর দেব অর্য্যমণ্
ইদানীং করিতেছ তোমরা ধারণ,—
হে আদিত্যগণ! সত্য, অতীব মহৎ,
অতীব প্রবৃদ্ধ ক্ষত্র যষ্টব্য বৃহৎ (২)। ১

(১) মিত্রবরুণের বিস্তীর্ণ রাজ্য হইয়াছে স্বর্গধাম।

(২) এই মন্ত্রে বলা হইতেছে মিত্র ও বরুণ এবং অর্য্যমা এই আদিত্যত্রয় সত্য, অতীব মহৎ, অতীব প্রবৃদ্ধ, যষ্টব্য, বৃহৎ ক্ষত্র (বল) ধারণ করেন।

হিরণ্ময় যজ্ঞভূমে হে বরুণ মিত্র!
আগমন কর যদা নাশিতে অমিত্র,
মনুষ্যগণের ধাতা তোমরা তখন
আমাদিগে করে থাক সুখ বিতরণ। ২

বরুণ অর্য্যমা মিত্র সর্ব্ব জ্ঞানো পেত,
স্ব স্ব পদের ন্যায় যজ্ঞে সমবেত,
হইয়া হিংসুকগণে করি নিবারণ,
মর্ত্ত্যগণে তাঁরা সবে করেন পালন। ৩

তাঁহারা সত্য সকলে উদকের কর্ত্তা,
যজমান জনে জনে যজ্ঞের বিধাতা;
নিশ্চয় তাঁহারা দানশীল সুনয়ন,
পাপীকেও বহুদানে কুণ্ঠিত না হন। ৪

তোমাদের মিত্র! স্তব না করে কাহাকে?
বরুণ! সকলে করে স্তব উভয়েকে;
অল্প বুদ্ধি মোরা তাই করিতেছি স্তব,
করিতেছে তোমাদিগে স্তব অত্রি সব। ৫

৬৯ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য উরুচক্রি ঋষি।

তোমরা মিত্র বরুণ! দীপ্তিমান্ তিন লোক
ধরিয়াছ ত্রিভুলোক অন্তরীক্ষ ত্রয়।
বাড়ায়ে ক্ষত্রিয় বল (১) রক্ষিয়ে যজ্ঞ সকল
অবিরত শোভিতেছ দেবতা উভয় ॥ ১

তোমাদের আজ্ঞা ক্রমে হয় ধেনু দুগ্ধবতী
হে মিত্র বরুণ! সিন্ধু দেয় মধুময় (২)।
স্থানত্রয় অধিপতি (৩) রেতোধা উজ্জ্বল অতি
স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত বর্ষয়িতাত্রয়। ৮

(১) মূলে "ক্ষত্রিয়স্য" শব্দ আছে। "ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রং বলং তদ্বত ইন্দ্রস্য।"

(২) মূলে "মধুমৎ" শব্দ আছে। "মধুমৎ মধুরস মুদকং" অর্থাৎ মধুময় জল।

(৩) অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এবং স্থান তিনটি হইতেছে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক। সায়ণ।

প্রাতে উঠি করি দেবী অদিতিকে আবাহন
ডাকি তাঁরে মাধ্যন্দিনে সূর্য্যের উদয়ে ;
হে মিত্র বরুণ! শম্ (৪) পুত্র পৌত্র সুখ ধন
(স্তব করি তোমাদিগে) পাবার আশয়ে ॥ ৩

হে দিব্য আদিত্যদ্বয় তোমরা ধাতা উভয়,
স্বর্গ পৃথিবীর তাই করিছি স্তবন।
ধ্রুব ব্রত তোমাদের কার সাধ্য উচ্ছেদের
নারে কিছু করিবারে অন্যামরগণ ॥ ৪

৭৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। সপ্তবধ্রি ঋষি।

অশ্বিদ্বয়! হেথা এস, না হও নিস্পৃহ।
হংসবৎ সুত সোম উপরে পড়হ ॥ ১

হরিণ ও গৌরমৃগ ঘাসে পড়ে যথা।
অশ্বিদ্বয়! হংসবৎ সোমে পড় তথা ॥ ২

(৪) মূলে "শংর্যোঃ আছে "শং অরিষ্টশমনায় যোঃ সুখস্য, মিশ্রণায় চ।" সায়ণ।

সেব যজ্ঞ হে বাজিনী বসু (১) অশ্বিদ্বয়!
হ'ক ইষ্ট, সুত সোমে পড়হ উভয় ॥ ৩

তুষাগ্নি (২) হইতে অত্রি অবরোহি কৈলা স্তব
যাচমানা যোষা যথা করে প্রণয়ীকে।
শংতম (৩) রথেতে চড়ি শ্যেনের নূতন বেগে,
অশ্বিদ্বয়! এস দয়া করি আমাদিগে ॥ ৪

সূষ্যন্তীর যোনি হয় বিবৃত যেমন
বনস্পতে! (৪) হও তুমি বিবৃত তেমন;
অশ্বিদ্বয়! শুন উভে মম আবাহন,
করহ সপ্তবধ্রিকে তোমরা মোচন (৫)। ৫

(১) মূলে "বাজিনীবসূ" আছে। "অন্নার্থং বাসয়িতারৌ। সায়ণ।

(২) "ঋবীষং" আছে। "ঋবীষং তুষাগ্নিং" সায়ণ।

(৩) "শংতমেন"। "অস্মাকং সুখতমেন রথেন।" সায়ণ।

(৪) বনস্পতি নির্ম্মিত পেটিকা (পেটরা) সায়ণ।

(৫) সায়ণ বলিতেছেন যে পুরাবিদ্গণ বলেন সপ্তবধ্রি ঋষির ভ্রাতৃব্যগণ, তিনি ভার্য্যার সহিত সহবাস করিতে না পারেন, এই মানসে তাঁহাকে প্রতি রাত্রিতে পেটিকায় বদ্ধ করিয়া রাখিত এবং প্রাতঃকালে খুলিয়া দিত। ঋষি অনেক দিন এইরূপে পেটিকায়

কেমনে বাহির হব ভীত সদা মন,
এই জন্য সপ্তবধ্রি করিছে প্রার্থনা ;
তোমরা হে অশ্বিদ্বয় ! পেটিকা মায়ায়
সঙ্গত বিভক্ত করি উদ্ধারহ তাঁয়। ৬

বাত যথা পুষ্করিণী করে সঞ্চালিত,
হউক তোমার গর্ভ তথা প্রকম্পিত ;
দশমাস যেই জীব আছে গর্ভস্থিত,
বাহিরে আসিয়া তাহা হ'ক উপস্থিত। ৭

যথা বাত, যথা ধন, সমুদ্র যেমন
প্রকম্পিত হয়, হয়ে কম্পিত তেমন,
দশমাস আছে যেই জীব গর্ভস্থিত,
জরায়ু বেষ্টিত হয়ে হউক পতিত। ৮

মধ্যে থাকিয়া দুঃখিত ও কৃশ হইয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলেন।.. অশ্বিদ্বয় আসিয়া পেটিকা খুলিয়া দিলেন এবং ঋষি ভার্য্যার সহিত সহবাস করিয়া পেটিকায় প্রবেশ করিলেন। এইরূপ ঋষিপত্নী গর্ভিণী হইলেন। তাহা ৭,৮,৯ ঋকে প্রকাশিত হইয়াছে। সায়ণ ঐ ৭,৮,৯ ঋক্‌কে গর্ভস্রবিণ্যুপনিষৎ বলিয়াছিলেন, কেননা সপ্তবধ্রির ভার্য্যা গর্ভিণী হইলে আশু প্রসবার্থ ঋষি এই তিন ঋকে অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়াছিলেন। (রমেশ)

থাকি দশমাস জীব জননী জঠরে
জীবিত সুন্দর মত অক্ষত শরীরে
জীবিতা জননী হ'তে হউক বাহির ;
শুন অশ্বিদ্বয় ! এই প্রার্থনা ঋষির (৬)। ৯

৮০ সূক্ত ।

ঊষা দেবতা। সত্যশ্রবা ঋষি।

বৃহতী উজ্জ্বলরথা যজ্ঞেতে পূজিতা
অরুণবরণা ঊষা প্রভাসমন্বিতা ;
সূর্য্যের পুরতঃ দেবী আগতা সম্প্রতি,
বিপ্র সবে স্তবে তাঁকে করিছেন স্তুতি। ১

দর্শনীয়া ঊষা জন-প্রবোধকারিণী ;
সুগম করিয়া পথ অগ্রেতে গামিনী ;
বৃহদ্রথে সমারূঢ়া বিশ্ব বিমোহিনী ;
দিবসের অগ্রে অগ্রে জ্যোতী প্রকাশিনী। ২

(৬) সন্তান প্রসব সম্বন্ধে সায়ণ এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—
দশমাসান্মুষিত্বাসৌ জননী জঠরে সুখং।
নির্গচ্ছতু সুখং জীবো জননী চাপি জীবতি ॥

রথে তাঁর বলীবর্দ্ধ অরুণবরণ,
করিছেন অচলিত (১) অপর্য্যাপ্ত ধন ;
বিশ্বজন সংপূজিতা বিশ্ববরণীয়া,
বিরাজিতা দেবী পথ সুগম করিয়া। ৩

স্থানদ্বয়ে (২) স্থিতা ঊষা শুভ্রাকৃতি অতি,
দিলেন পুরতঃ খুলি আপন মূরতি ;
দিক্ না হিংসিয়া বিশ্ব প্রবোধিত করি
চলিছেন ঊষাদেবী সূর্য্য অনুসরি। ৪

স্বীয় তনু প্রকাশিয়া সুবেশার ন্যায়, (৩)
আমাদের দৃষ্টিপথে স্নানোত্থিতা প্রায় ;
উঠিছেন ঊষা দ্বেষীতমোরাশি নাশি,
আসিছেন দিব্য কন্যা লয়ে জ্যোতী রাশি ॥ ৫

(১) মূলে "অপ্রায়ু" আছে। "অপ্রায়ু" অপ্রগন্ত অবিচলিতং চক্রে"। সায়ণ। "অবিচলিত করিতেছেন"। (রমেশ)

(২) মূলে "দ্বিবর্হাঃ" আছে। "দ্বিবর্হাঃ দ্বয়োঃ প্রথম মধ্যময়োঃ স্থানয়োঃ পরিবৃঢ়া ঊষাঃ" সায়ণ। ঊর্দ্ধ ও মাধ্য অন্তরীক্ষে (রমেশ)।

(৩) মূলে "শুভ্রান" আছে। "শুভ্রবর্ণা নির্ম্মলা স্বলঙ্কৃতা যোষিদিব।" সায়ণ।

স্বর্গের দুহিতা এই প্রতীচী মুখিনী
সুবেশা যোষার ন্যায় রূপ সঞ্চারিণী ;
দাতায় বাঞ্ছিত ধন দিয়া এ যুবতী
করিছেন যথাপূর্ব্ব ব্যক্ত স্বীয় জ্যোতী। ৬

৮১ সূক্ত।

সবিতা। আত্রেয় শ্যাবাশ্ব ঋষি।

দিতেছেন বিপ্রগণ সর্ব্ব কর্ম্মে ধীও মন
পূজনীয় বিপ্র বৃহৎ সবিতৃ আজ্ঞায়।
তিনি হোতা কার্য্যবিৎ করেন কার্য্যে প্রেরিত
তাঁহার মহিমা কোন স্তবে নাহি পায়॥ ১

ধারণ করেন কবি স্বয়ং বিশ্বের ছবি
কল্যাণ করেন চতুষ্পদে ও দ্বিপদে।
প্রকাশি স্বর্গ সবিতা সকলের প্রেরয়িতা
বিরাজ করেন দেব উষার পশ্চাদে॥ ২

অন্য অন্য দেবগণ যাঁহার গত্যনুসরণ
করিয়া মহিমা শক্তি লভেন সকলে।

করেন স্ব মহিমায় পার্থিব লোকের হায়
পরিমাণ যিনি, তিনি উদিত উজ্জ্বলে ॥ ৩

রোচন ভুবনত্রয় ভ্রমিতেছ দীপ্তিময়!
সূর্য্যরশ্মি সহ কর মিলিয়া গমন (১)।
রাত্রি মাঝে উভয়তঃ গমন কর সবিতঃ!
ধর্ম্ম দ্বারা মিত্র তুমি জানে সর্ব্বজন ॥ ৪

সমস্ত জীবের কার্য্য তুমিই কর শাসন
গতির প্রভাবে তুমি পূষাখ্য দেবতা।
সমগ্র ভুবন তুমি হে দেব কর ধারণ
শ্বরাজ্য ঘোষিছে তব স্তুতি হে সবিতা! ৫

---

৮২ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবশ্ব ঋষি।

দেব সবিতার কাছে সেই ভোগ্যধন
করিতেছি প্রার্থনা আমরা সর্ব্বজন;
ভগের নিকট হ'তে লাভ করি যেন
শ্রেষ্ঠ, অরিন্দম, সর্ব্বভোগপ্রদ ধন। ১

---

(১) সায়ণ বলেন উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা। উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি তাহাই সূর্য্য।

স্বয়ং যশস্তর (১) প্রিয় এই সবিতার
স্বরাজ্য (২) হিংসিতে সাধ্য নাহিক কাহার। ২

সে সবিতা ভগ, রত্ন হব্যের দাতায়
দেন, তাই ভাগচিত্র (৩) যাচিছি তাঁহায়। ৩

অদ্য হে দেব সবিতঃ সন্ততি ও ধন
প্রদান করহ, দূর কর দুঃস্বপন। ৪

বিদূরিত কর দেব সমস্ত দুরিত,
হে সবিতঃ ভদ্র যাহা কর সমানীত। ৫

অদিতির কাছে আজ্ঞাক্রমে সবিতার
পাপ-শূন্য হই যেন পাই ধন আর। ৬

ভজিতেছি সূক্তে সৎপতি দেবতায়
বিশ্বদেব রূপী সত্যানুজ্ঞ সবিতায়। ৭

---

(১) মূলে "স্বয়ং যশস্তরং" আছে। "স্বয়ং অসাধারণং যশো যস্যাতিশয়েন ভবতি তৎ তাদৃশং" সায়ণ।

(২) স্বরাজ্য ঐশ্বর্য্য। সায়ণ।

(৩) মূলে "ভাগং চিত্রং" আছে। ভাগং ভজনীয়ং চিত্রং চায়নীয়ং ধনং।" সায়ন।

দিবারাত্রি পুরোগামী যিনি অপ্রমত্ত
যে সবিতাদেব হন ধ্যান-উপযুক্ত। ৮

বিশ্বজনে যিনি শ্লোকে করেন জ্ঞাপন
ভজি তাঁকে যিনি জীবে করেন প্রেরণ

ষষ্ঠ মণ্ডল।

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

বিঘ্নশূন্য এই যাগে স্থাপন করহ আগে (১)
স্তবে স্তবনীয় দিব্য নির্দ্দোষ অনলে।
জাতবেদা দীপ্তিমান আমাদিগে যজ্ঞবান্
করিবেন, পূজ তাঁকে ঋত্বিক সকলে।

বহুশিখ দীপ্তিমান্ হোতা অগ্নে ইষ্টবান্
হয়ে, অন্য অগ্নি সহ, শুন লোক-স্তব।
মমতার (২) ন্যায় পূত, এই সব স্তোতা যত,
অর্পণ করিছে তোমা ঘৃতবৎ স্তব॥ ২

যে মেধাবী দেন স্তবে হব্য আদি অগ্নিদেবে,
বৃদ্ধি পান অন্নবান্ হয়ে নর-লোকে।
চিত্রদীপ্তি অগ্নি তাঁয় রক্ষেন চিত্র রক্ষায়,
ধেনুযুক্ত ব্রজ-ভোক্তা করেন তাঁহাকে। ৩

---

(১) আহবনীয় অগ্নিস্বরূপে (সায়ণ)।

(২) দীর্ঘতমা ঋষির মাতা মমতা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী (সায়ণ)।

কৃষ্ণবর্ত্মা যেই অগ্নি জন্মিয়া মাত্র অমনি
দূর হতে তেজে পূর্ণ করেন দ্যুপৃথ্বী।
সে পাবক অতঃপরে হরি নৈশ অন্ধকারে
হতেছেন দৃশ্যমান প্রকাশিয়া দীপ্তি ॥ ৪

হব্যধনে ধনবান্ আমাদিগে অন্ন দান,
রক্ষা দান, চিত্রশ্রব দান কর অগ্নে।
কর হেন পুত্র দান হয়ে যারা বীর্য্যবান্
পরাজয় করিবে অনেকে ধনে অন্নে ॥ ৫

করিছে আসনবান্ যেই যজ্ঞ হবিষ্মান্
ইচ্ছা করি তাহা, অন্ন স্বীকার করহ।
ভরদ্বাজগণ স্তব নির্দ্দোষ জানহ সব
তাঁহাদিগে অন্ন লাভে কর অনুগ্রহ ॥ ৬

দূর কর শত্রুগণে, অন্ন বৃদ্ধি কর।
শত হিম সুখে থাকি লয়ে বীরবর (৩) ॥ ৭

---

(৩) মূলে "সুবীরা" আছে। সুবীরাঃ শোভনৈঃ বীরৈঃ পুত্র পৌত্রাদিভিঃ উপেতাঃ সন্তঃ। সায়ণ। ইহার পরবর্ত্তী ১২, ১৩, ১৭ সূক্তের শেষ ঋকেও "শতহিম সুখে থাকি" এরূপ বাক্যের ব্যবহার আছে।

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

মনুষ্য লোকেতে অগ্নে! সমস্ত যজ্ঞের
হোতা তুমি হও দেব! দেবতাবিহিত। ১
স্তবময়ী জিহ্বায় এ যজ্ঞে আমাদের
দেবগণে যজ, বহ, করহ আনীত॥ ২
হে বিধাতঃ (১) অগ্নিদেব শোভন কর্ম্মন্!
যজ্ঞে মহামার্গ, পথ আছ অবগত (২)। ৩
বাজিসহ দ্বৈত সুখ (৩) করিয়া মনন
স্তবিলা যজ্ঞার্হ তোমা যজিলা ভরত (৪)। ৪
সোমদাতা দিবোদাসে এই সব ধন
দিয়াছ, তা দাও ভরদ্বাজকে এক্ষণে। ৫

(১) মূলে "বেধঃ" শব্দ আছে। "বিধাতঃ" সায়ণ।

(২) মূলে দুটি শব্দ আছে "অধ্বনঃ পথঃ।" "মহামার্গান্ ক্ষুদ্র-মার্গান্" সায়ণ। যজ্ঞে দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞে।

(৩) হব্যদাতা ঋত্বিক বাজিগণের সহিত দ্বিবিধ সুখ মনন করিয়া—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট নিবারণ রূপ দ্বিবিধ সুখ।

(৪) সায়ণ মনে করেন এই ভরত দুষ্মন্ত পুত্র।

তুমি ত অমর্ত্ত্য দূত, বিপ্রের স্তবন
শুনিয়া আনহ হেথা যত দেবজনে॥ ৬
তোমাকে করেন স্তব স্বাধ্য মর্ত্ত্যগণ
দেবতর্পণের জন্য যজ্ঞেতে সকলে। ৭
দানশীল! তব ক্রতু, দীপ্তির অর্চ্চন
করি, সবে করে যথা লভিকাম্য ফলে॥ ৮
মুখে হব্য-বাহী, তুমি হোতা,মনুকৃত (১),
বিদ্বান স্বর্গীয় বিশ্‌ সকলে (২) যজহ। ৯
হব্যাসনে, হব্যদানে এস অগ্নে! স্তুত,
কুশের উপরি হোতা হইয়ে বসহ॥ ১০
ইন্ধন ও ঘৃতযোগে অঙ্গির! তোমারে,
যবিষ্ঠ! বর্দ্ধিত করি, জ্বল অতিশয়। ১১
দাও আমাদিগে পুত্র পৌত্র সহকারে
প্রশংসিত বহু ধন হইয়ে সদয়॥ ১২

(১) মূলে "মনুর্হিতঃ" আছে। "মনুনা আহিতঃ।" সায়ণ। মনুকর্ত্তৃক নিয়োজিত। রমেশ।

(২) মূলে "দিবোবিশঃ" আছে। দ্যুলোক সম্বন্ধিনীঃ বিশঃ দৈবীপ্রজাঃ। সায়ণ। "স্বর্গীয় ব্যক্তিগণ"। রমেশ। এই ঋকে মনুকে অগ্নি পূজার প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হইতেছে।

অথর্ব্বা হে অগ্নে! তোমা করিলা মন্থন
শিরোবৎ বিশ্ববাহ (৩) হইতে পুষ্কর (৪)। ১৩
পুত্র তাঁর দধীচি করিলা উদ্দীপন
তোমাকে তুমি সে বৃত্রহন্তা পুরন্দর॥ ১৪
তুমি বৃর্ষা ধনঞ্জয় প্রত্যেক সমরে,
দস্যুহন্তা তোমাকে করিলা পাথ্য (৫)দীপ্ত। ১৫
এস অগ্নে! করি স্তব তোমা এ প্রকারে
এ সমস্ত সোম সেবি হও বৃদ্ধি প্রাপ্ত॥ ১৬
যেস্থানে যে যজমানে থাকে তব মন,
শ্রেষ্ঠ বল দেও তাঁরে, থাকহ তথায়। ১৭
তবদীপ্তি দৃষ্টি-বাধ নাহি হয় যেন,
কতিপয় বসো! (৬) তুষ্ট হও এ পূজায়॥ ১৮

(৩) মূলে বিশ্ববাধতঃ আছে। "বিশ্বস্য জগতঃ বাধতোবাহকাৎ।" সায়ণ।

(৪) মূলে 'পুষ্করাদধি নিরমন্থত" আছে। পুষ্করপর্ণে নিরমন্থত অরণ্যোঃ সকাশাদজনয়ৎ। সায়ণ। অথর্ব্বা ও দধীচি প্রভৃতি কয়েক-জন ঋষি কর্তৃক অগ্নি পূজা অনেকটা প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহা ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋকে বেশ বুঝা যায়। ১।৭১।৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) পাথ্য এক ঋষির নাম।

(৬) মূলে নেমানাং বসো! আছে। নেমশব্দঃ অল্পবাচী মনুষ্যানাং মধ্যে কতিপয়ানাং যজমানানাং বাসকঃ সায়ণ।

ভারত (৭) ও দিবোদাস শত্রুহন্তা অগ্নি
সর্ব্বজ্ঞ ও সৎপতি হেথা অভ্যাগত। ১৯
নিখিল পার্থিব ধন আমাদিগে তিনি
দিউন, শত্রুহা দেব অবাত অস্তৃত (৮)। ২০
পূর্ব্ববৎ নব্যদীপ্তি তেজ সহকারে,
বৃহদন্তরীক্ষ অগ্নে! আছহ ব্যাপিয়ে। ২১
সখাগণ! তোমরা সে ধর্ষক বেধারে
অর্চ্চ স্তোত্র গান আর যজ্ঞ সমর্পিয়ে ॥ ২২
মানবের প্রতিযুগে তিনি সিদ্ধ কর্ম্মা,
তিনি হোতা, দূত, রত হব্যের বাহনে। ২৩
বসো! যজ্ঞে যজ রাজদ্বয়ে শুদ্ধকর্ম্মা (৯)
যজ রোদসীকে মরুদ্গণাদিত্যগণে। ২৪
বাসয়িত্রী তব দৃষ্টি অগ্নি শক্তিপুত্র!
অমর, মরতগণে কর অন্ন দান। ২৫

(৭) মূলে ভারতঃ আছে। ভারত হবিষাং ভর্ত্তা। সায়ণ। হব্য বাহক। রমেশ।

(৮) মূলে "অবাতো অস্তৃতঃ আছে। আবাতঃ অনেকৈঃ শত্রুভির প্রতি গতঃ অস্তৃতঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ। সায়ণ।

(৯) মূলে রাজানা শুচিব্রতা আছে। রাজানা রাজমানৌ শুচিব্রতা শুচিকর্ম্মাণৌ মিত্রাবরুণৌ। সায়ণ।

কার্য্যে হব্যদাতা আজ সেবি তোমা অত্র,
করুন, পাইয়া মহদ্ধন, স্তবগান ॥ ২৬
যে যে স্তোতা লাভ করে তোমার আশ্রয়,
তাঁহারা হে অগ্নিদেব! লাভ করে আয়ু,
অভিগন্ত্রী অরাতির করি পরাজয়,
অভিগন্ত্রী অরাতিকে করিয়া গতায়ু। ২৭
তীক্ষ্ণতেজে অগ্নি সব নাশুন অত্রিকে (১০)
প্রদান করুন অগ্নি আমাদিগে ধন। ২৮
সর্ব্বদর্শী জাতবেদা দাও আমাদিগে
বীররূপ ধন, রক্ষঃ করহ নিধন ॥ ২৯
আমাদিগে জাতবেদা রক্ষ পাপ হ'তে,
ব্রহ্ম কবে (১১) শত্রুগণ হ'তে রক্ষা কর। ৩০
যে সব দুষ্টেরা, আমাদিগকে বধিতে
চাহে, তাহা হ'তে, পাপ হ'তে রক্ষা কর ॥ ৩১
হে দেব! যে আমাদিগে চাহে বধিবারে,
তাহাকে জিহ্বার দ্বারা কর নিবারণ। ৩২

---

(১০) মূলে বিশ্বং অত্রিনং আছে। সর্ব্বং অত্রিণং অত্তারং রাক্ষসাদিকং। সায়ণ।

(১১) মূলে ব্রহ্মণস্কবে আছে। স্তুতিরূপস্য মন্ত্রস্য কবে! সায়ণ।

শক্রজয়ী অগ্নে ভরদ্বাজ ঋষিবরে,
দাও অতিশয় সুখ বরণীয় ধন ।। ৩৩
স্তবে তুষ্ট, দ্রবিণেচ্ছু, সমিদ্ধ, আহূত,
শুক্র অগ্নি করুন হনন বৃত্রগণে। ৩৪
মাতার অক্ষয় গর্ভে দীপ্তি পরিপ্লুত
পিতৃপিতা বসেন ঋতের যোনি স্থানে (১২) ।।৩৫
জাতবেদা সর্ব্বদর্শী ! ব্রহ্ম (১৩) প্রজাযুক্ত,
স্বর্গ যাতে হয় দীপ্ত, কর আহরণ। ৩৬
বল-পুত্র মোরা সবে হয়ে অন্নোপেত
স্তব করিতেছি তব হে রম্য দর্শন ! ।। ৩৭
হিরণ্য তেজস্ক অগ্নে তুমি দীপ্তিশালী,
ছায়াবৎ তবাশ্রয় করেছি গ্রহণ। ৩৮
শরেতে শত্রুহা, পুরী নাশ যথা বলী,
তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষ যথা করে বিদারণ ।। ৩৯
বিশ্ যজ্ঞে শিশুবৎ ঋত্বিকেরা করে
হব্যভোজী অগ্নি যাঁকে হস্তেতে ধারণ। ৪০

---

(১২) এই ঋকে মাতা অর্থে ভূমি এবং পিতা অর্থে দ্যো। অত্র মাতৃ পিতৃ শব্দাভ্যাং ভূদ্যোশ্চাভিধীয়েতে দ্যৌঃ পিতা পৃথিবীমাতেতি শ্রুতেঃ তৈঃ ব্রাঃ ৩।৭।৫। যোনিস্থানে উত্তরবেদিতে।

(১৩) ব্রহ্ম—সায়ণ অর্থ করিয়াছেন অন্ন।

আন্ তাঁকে, দেবগণ ভোজনের তরে,
স্বস্থানে সে বস্থবিৎ বস্থন এখন ॥ ৪১
প্রাদুর্ভূত গৃহপতি প্রিয় অতিথিকে,
জাতপ্রজ্ঞা হবনীয়ে কর সংস্থাপন। ৪২
যোড় দেব অশ্বগণে যাহারা তোমাকে
শীঘ্র শীঘ্র করে অগ্নে! যজ্ঞে আনয়ন ॥ ৪৩
এস অগ্নি! তুমি আমাদের অভিমুখে,
আন দেবগণে হেথা হব্য সোমপানে। ৪৪
হে ভারত! (১৪)জ্বলে তুমি উঠ উর্দ্ধ দিকে,
অবিচ্ছেদে প্রকাশিত হও অজরাগ্নে ॥ ৪৫
হব্য দাতা যে মানব হব্য দিয়া পূজে দেব
অগ্নি দেব তাঁর যজ্ঞে পূজিত হবেন।
হোতৃভূতদ্যা-পৃথ্বীর সত্যযজ সে অগ্নির
নমসে উত্তান হস্তে পূজা করিবেন ॥ ৪৬
আমরা হে অগ্নি তোমা করিছি প্রদান
ঋগ্, রূপী হবি যাহা হৃদয়ে সংস্কৃত;
ধেনু ও বৃষভগণ সুসামর্থ্যবান্
হউক তোমার তারা হব্যে পরিণত (১৫)। ৪৭

(১৪) মূলে ভারত আছে। হবিষাং ভর্ত্তরগ্নে। সায়ণ।

(১৫) এই মন্ত্রে গো ও বৃষের আহুতি প্রদানের উল্লেখ দেখা যায়।

যাঁহার কর্তৃক ধন হয়েছে আহৃত
হয়েছে হিংসিত রাক্ষসেরা বলে যাঁর ;
দেবগণ করুন তাঁহাকে উদ্দীপিত,
তিনি শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তা দেবতা মাঝার। ৪৮

২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

সূর্য্য আক্রমণ যথা করেন পৃথিবী, তথা
করিবে যেধন রণস্থলে শত্রুজনে ;
হে ইন্দ্র ! বল-নন্দন ! দাও হেন পুত্র ধন
শত্রুহা শষ্যাধিপতি, ঋদ্ধ বহু ধনে (১)। ১

তোমাতে সূর্য্যের ন্যায়, দত্ত বল সমুদায়
দেবগণ কর্তৃক (২) হে ইন্দ্র ঋজিষিন্ !

---

(১) এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে, ঋষি রণে শত্রুদিগকে জয় করিতে পারেন এমন রণ-বিজয়ী, বহু ধনে ধনী ও শষ্যাধিপতি পুত্র চাহিতেছেন। সুতরাং ঋষির পুত্রই যে ঋষি অর্থাৎ স্তবকারী হইবেন, এ প্রথা তখন প্রচলিত হয় নাই ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলিয়া দুটি স্বতন্ত্র জাতি হয় নাই।

(২) মূলে দেবেভিঃ আছে। স্তোতৃভিঃ সায়ণ।

জলাবরোধক বৃত্রে বিষ্ণুর সহ একত্রে
বধিলে যে বলে তুমি হে অহি ঘাতিন্! ২

হিংসকের হিংসাকারী বলী হ'তে বলধারী
কৃতব্রহ্মা (৩) তেজস্বী ওজস্বী ইন্দ্র যদা
শত্রু-বল-নাশ হেতু লভিলেন যদা দত্রু´ (৪)
মধুর সোমের রাজা হইলেন তদা। ৩

ইন্দ্র! শতবল সহ পলা'ল পণি সমূহ
বহু হব্য দাতা কবি (৫) হ'তে এ রণেতে;
প্রবল শুষ্ণের মায়া ছেদিয়া আয়ুধ দিয়া
রাখিলা না অন্ন ইন্দ্র তাহার গৃহেতে। ৪

বিনষ্ট সকল বল, মহাদ্রোহী যে সকল,
হইল, পড়িলে শুষ্ণ বজ্রের পতনে;
স্বীয় রথ সুবিস্তৃত করিলা সারথী ভূত
কুৎসের নিমিত্ত ইন্দ্র সূর্য্যের অর্চ্চনে (৬)। ৫

(৩) ব্রহ্ম (স্তব) কৃত হয় যাহার উদ্দেশ্যে তিনি কৃতব্রহ্মা।

(৪) দত্রু´ বিদারক বজ্র।

(৫) কবি কুৎস। সায়ণ।

(৬) শুষ্ণবধে কুৎস ঋষি ইন্দ্রের সারথী ছিলেন।

আনিল ইহাকে শ্যেন মদির সোম-অশন্
দাস নমুচির শির মথিয়া যখনে
রক্ষিলা নমীকে (৭) ইনি, সায়ের নন্দন যিনি,
যোজিত করিলা তাঁরে সহ অন্ন ধনে। ৬

করিয়াছ বিদারিত হে বজ্রিন্ দৃঢ়ীভূত
নিজবলে, দুরন্ত মায়াবী পিপ্রুপুর;
দিয়াছ হে সুদামন্! (৮) অপ্রমৃষা হবির্ধন
হব্য দাতা ঋজিশ্বাকে তুমিই প্রচুর। ৭

অভীষ্ট সুখের দাতা, মাতার নিকটে যথা,
দ্যোতন রাজা'র কাছে করিতে গমন,
বেতসু, দশোণি, ইভে, তুগ্র ও তুতুজি উভে
করিলেন শশ্বৎ সে ইন্দ্র বিসর্জ্জন। ৮

বৃত্রহা অশনি করে ধরিয়া, স্পর্দ্ধিনিকরে,
অপ্রতিহত প্রভাবে করেন হনন;

(৭) নমী একজন ঋষির নাম, ইনি সায়ের অপত্য, এজন্য ইহাকে এই মন্ত্রে সাপ্য বলা হইয়াছে।

(৮) সুদামন্ হে শোভনদান!

রথে শূর উঠে যথা যুগ্মাশ্বে উঠেন তথা,
আদেশ মাত্রেই তাঁকে বহে সে বাহন। ৯

যাচি তোমা নবধন পাইয়া তব শরণ,
পূর্ব্বে হেন যজ্ঞে লোকে করিল স্তবন;—
দাসী প্রজা বধ করি পুরুকুৎসকে বিতরি
করিলা শারদী (৯) সপ্তপুর বিদারণ; ১০

কাব্য উশনাকে ধন ইচ্ছা করি মঘবন্
তুমি পূর্ব্বে স্তোতাকে করেছ সম্বর্দ্ধন;
নববাস্ত্বে বধ করি স্বকীয় পুত্র আহরি
মহনীয় পিতায় করেছ সমর্পণ। ১১

করিয়াছ প্রবাহিত ধুনিরুদ্ধ বারি যত,
নদীর সমান তুমি শত্রু কম্পয়িতা;
যখন সমুদ্র পার গেলে, তুমি তথাকার
যদু ও তুর্ব্বশে হয়ে ছিলে পারয়িতা। ১২

এ সব তোমার কাজ সমরে হে দেবরাজ!
সপ্তধুনি চুমুরিকে করিলে নিদ্রিত;

(৯) শারদীপুরী শরন্নাম অসুরের পুরী।

সোম অভিষব করে দভীতি তোমারে পরে
ইধ্বধৃতি হব্যপাকে করিলা অর্চ্চিত (১০)। ১৩

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা কিন্তু ৯ম ও ১১শ ঋকে বিশ্ব-
দেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

ওহে বীর নবীয়ান্ হয়ে বহু আশা-বান্
তোমারে করেন শ্রেষ্ঠস্তবে আবাহন
স্তবকারী ভরদ্বাজ; হে অজর দেবরাজ।
প্রশংসিত ধন তোমা করিছে গমন। ১

সর্ব্ব লোক জানে যাঁরে স্তোত্রে হবনীয় তাঁরে
যজ্ঞে সুপ্রসন্ন দেবে করিতেছি স্তুতি;
তাঁহার মহিমা অতি জিনি স্বর্গ জিনি ক্ষিতি,
স্তব করি তাঁকে, তিনি জ্ঞানবান্ অতি। ২

---

(১০) এই সূক্তে অনেকগুলি অনার্য্য শত্রুর নাম পাওয়া যাই-তেছে। যথা, নমুচি, পিপ্রু, বেতসু, দশোণি, তুতুজি তুগ্র, ইভ, শরৎ, নববাস্ত্ব, ধুনি, চুমুরু।

তিনিই অপ্রকাশিত তমোরাশি সুবিস্তৃত
করিয়াছিলেন ব্যক্ত সূর্য্যের প্রকাশে।
অমৃত ধামের করে যজ্ঞেচ্ছা যে সব নরে (১)
তারা হে বলিন্ কভু কাহাকে না হিংসে। ৩

এই সব কার্য্য যিনি করিলেন, কোথা তিনি?
কোন্ স্থানে কোন্ বিশ্ মধ্যেতে আছেন?
কোন্ যজ্ঞ লাগে মনে কোন্ অর্ক তব গানে
প্রীতিপ্রদ, ইন্দ্র! হোতা কে তব হয়েন? ৪

পুরাজাত, পুরুহূত! প্রাচীন ঋষিরা যত
আধুনিক যত যজ্ঞে ছিলা সখা তব;
মধ্যম নূতন যত সখা তব সেই মত
প্রবোধিত হও শুনি অর্ব্বাচীন স্তব (২)।

শ্রুতি-যোগ্য পুরাতন শ্রেষ্ঠকার্য্য নিবন্ধন
করি স্তোত্রে অধমেও অর্চ্চে তোমা বীর!

---

(১) মূলে-অমৃতস্য ধামেয়ক্ষন্তঃ আছে। অমৃতস্য নিত্যস্য তে ত্বদীয়স্য ধাম স্বর্গাখ্যং স্থানং তত্র স্থানে দেবান্ ইত্যর্থঃ ইয়ক্ষন্তঃ যষ্টুমিচ্ছন্তঃ। সায়ণ।

(২) মূলে "অবমস্য" শব্দ আছে। "অর্ব্বাচীনস্য" সায়ণ। এই

আমরাও জানি যাহা স্তবেতে গাঁথিয়া তাহা
পূজি ব্রহ্মবাহ (৩)! তোমা প্রকাণ্ড শরীর। ৬

রক্ষোবল প্রাদুর্ভূত বিরুদ্ধে তব সজ্জিত,
সে মহা বলের অভি তিষ্ঠ স্থির দেহে।
পুরাতন মিত্রভূত করি বজ্র সংযোজিত
দূর কর শত্রু হন্তা! সে বল সমূহে। ৭

ইন্দ্র কারু ধায় (৪) বীর এ নব স্তবকারীর
স্তোত্র সব তুমি শীঘ্র করহ শ্রবণ;
পুরা যজ্ঞে পিতৃগণে বন্ধুবৎ আচরণে
শুনেছিলে তাঁহাদের আহ্বান শোভন। ৮

ইন্দ্র ও বরুণ মিত্রে আমাদের রক্ষণার্থে
অভিমুখী কর দেব মরুৎ সকলে;

মন্ত্রে ঋষি তিন কালের ঋষিগণের উল্লেখ করিতেছেন। (১) প্রাচীন কালের ঋষি যথা অঙ্গিরা প্রভৃতি (সায়ণ) ২য় কালের ঋষি আর ইদা-.. নীন্তন কালের ঋষিগণ।

(৩) মূলে ব্রহ্মবাহঃ শব্দ আছে। ব্রহ্মর্ভির্মন্ত্রৈর্বহনীয়েন্দ্র" সায়ণ। মন্ত্রের দ্বারা বহন করা যায় যাহাকে। স্তোত্রপ্রিয় (রমেশ)।

(৪) মূলেও "কারুধায়ঃ শব্দ আছে। "কারুনাম্ স্তোতৃনাম্ ধারকঃ। সায়ণ।

পূষা বিষ্ণু অগ্নি দেবে বহুকর্ম্ম যাঁকে সেবে
নগোষধীসবিতায় (৫) সেব যজ্ঞ স্থলে। ৯
এই সব স্তোতৃগণ হে যজ্ঞার্হ শক্তিমন্
অর্কেতে করেন সবে অর্চন তোমায়।
এ স্তোতার, স্তূয়মান! শ্রবণ কর আহ্বান
হে অমৃত! তব সম কেহ নহে আর॥ ১০

অগ্নিরূপী জিহ্বা দ্বারা যজ্ঞ স্পর্শ কৈলা যারা
মনুকে দাসের'পরি (৬) করিলা স্থাপন।
শক্তি পুত্র হে বিদ্বান মম বাক্যে কর্ণদান
করিয়া তাঁদের সহ কর আগমন॥ ১১

পথকৃৎ হে বিদ্বান্ কর অগ্রে অভিযান
সুগম দুর্গম সব পথে আমাদের;
যে সব বাহন শ্রেষ্ঠ কষ্টেরে না ভাবে কষ্ট
আন অন্ন আমাদিগে সাহায্যে তাদের॥ ১২

---

(৫) মূলে "সবিতারমোষধীঃ পর্ব্বতাংশ্চ" আছে। সবিতা, ওষধী ও পর্ব্বতাখ্য দেবতা সকলকে প্রসন্ন কর ইহাই এই স্থানের অর্থ।

(৬) "যে মনুং চক্রুরূপরং দসায়"। "মনুং রাজর্ষিং উপরং দস্যুনামুপরিভবং চক্রুঃ কৃতবন্তঃ"। (সায়ণ)।

২২ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

মানবগণের ইন্দ্র একমাত্র হবনীয়,
এই সব স্তবে তাঁকে করি আবাহন;
তিনি বলী, সত্য, জ্ঞানী, ইষ্টবর্ষী, শক্তিমান্
শত্রুজয়ী,—স্তোতায় করেন আগমন। ১

আমাদের পূর্ব্ব পিতা নবগ্ব সে সপ্তবিপ্র (১)
অন্নাহুতি দিয়া ইন্দ্রে করিলা স্তবন;
ভীত দ্রুতগামী শত্রু, তিনি অতি দ্রুতগামী
মেঘস্থিত;—তাঁর বাক্য কে করে লঙ্ঘন? ২

যাচিতেছি ইন্দ্রে মোরা পুত্র পৌত্র লোকজন,
পশুপ্রদ অবিছিন্ন সুখপ্রদ ধন;
অশ্বপতি ইন্দ্র তুমি আমাদের সুখ জন্য
কর দেব সে অক্ষয় ধন আহরণ। ৩

যদি তব স্তোতৃগণ পেয়ে থাকে পূর্ব্বকালে

---

(১) মূলে 'নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসঃ" আছে। 'নবভির্মাসৈঃ সত্রমনুষ্ঠিতবন্তঃ সপ্ত সপ্তসংখ্যকাঃ বিপ্রাসঃ বিপ্রা মেধাবিনঃ।' অর্থাৎ নবমাসকালব্যাপক যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী সপ্তসংখ্যক মেধাবীরা।

সুখ তাহা আমাদিগে ইন্দ্র ! এবে দেহ ;
হে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুজয়ী ! পুরুহুত অসুরঘ্ন (২)
কোন্ ভাগ কোন্ হব্য তোমাকে প্রদেয় ? ৪

রথস্থিত, বজ্রহস্ত, বলপ্রদ বহুকর্ম্মা,
অনেকের হন যিনি প্রধান আশ্রয় ;
তাঁহাকে যে করে স্তুতি, সুখলাভ হয় তার
শত্রুর সম্মুখে যেতে তাহার কি ভয় ? ৫

মনোবৎ বেগগামী পর্ব্বযুক্ত বজ্রে তুমি
মায়াবী তাঁকেই (৩) চূর্ণ করেছ মহান্ !
বীলিত (৪) হে দীপ্তিশালী ! দৃঢ়াক্ষয় পুরাবলী
ভাঙ্গিয়াছ বজ্রে নিজ বলে বলীয়ান্ ! ৬

নবীন স্তুতির দ্বারা হে বলিষ্ঠ ইন্দ্র তব
প্রাচীনদিগের মত করিতেছি স্তুতি ;

---

(২) ঋগ্বেদে ইতঃ পূর্ব্বে ইন্দ্রকে কখন "অসুরঘ্ন" বলা হয় নাই।

(৩) মূলে "ত্যং" আছে "ত্যং তং প্রসিদ্ধং বৃত্রং"। সায়ণ। তাঁকেই—সেই বৃত্রকেই।

(৪) বীলিত-অশিথিল।

ইন্দ্র সুবহনকার (৫) পরিমাণ নাহি যাঁর
 দুর্গহন সকল বহন তিনি অতি। ৭

উৎপীড়কগণ জন্য দ্যাবা অন্তরীক্ষে ইন্দ্র!
 আছে যত স্থান সব সন্তপ্ত করহ;
দহ সর্ব্বদিক হ'তে তাহাদিগে হে বৃষন্
 স্বর্গান্তঃ উভয়ে ব্রহ্মদ্বেষ্টাকে (৬) দহহ। ৮

দিব্য ও পার্থিব উভ জগতের তুমি ইন্দ্র!
 জনগণ-রাজা হও হে দীপ্ত-দর্শন।
স্তুতির অগম্য দেব, ধর বজ্র দক্ষ হস্তে,
 কর তুমি তাহে যত মায়া উৎপাদন। ৯

শত্রু তারণের জন্য ইন্দ্র! আমাদিগে দাও
 বৃহতী হিংসারহিতা স্বস্তি সুসংযতা;
দাস কিম্বা আর্য্যগণে মানবের শত্রুজনে
 সুজেয় করহ যাতে হে বজ্র-দেবতা (৭)। ১০

---

(৫) মূলে "অনিমানঃ সুবহ্মা" আছে। "অপরিবাণ সুবহ্মা শোভনবহনঃ স ইন্দ্রঃ"। সায়ণ।

(৬) মূলে "ব্রহ্মদ্বিষে" আছে। স্তোতাগণের বিদ্বেষী দিগের জন্য স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ সন্তাপিত কর।

(৭) এইঋকে "দাসানি ও আর্য্যাণি" শব্দের এমন ব্যবহার দেখা

এস আমাদের কাছে যোগ্য, ধাতা, পুরুহূত
বিশ্বপূজ্য এ সমস্ত অশ্বে আরোহিয়া ;
যাহাদিগে দেবাদেব না পারে করিতে রুদ্ধ
অস্মদভিমুখে এস তাহাতে চড়িয়া। ১১

---

২৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

উত্তমা মধ্যমাধমা যে সকল রক্ষা তব
আছে, বলবান্ ইন্দ্র! তাহার দ্বারায়।
আমাদিগে যুদ্ধ কালে, রক্ষা কর মহাদেব!
উগ্র তুমি, দাও অন্ন আমা সবাকায়॥ ১

তুষ্ট হয়ে এই স্তবে আমাদের সৈন্য সবে
হিংসা কালে রক্ষা কর শত্রু ক্রোধ হর।
সর্ব্বত্রই অবস্থিত আছে দাসী বিশ্ যত
আর্য্যের জন্যেতে তাহাদিগে বধ কর (১)॥ ২

যাইতেছে যেন দুটি মাত্র লোক-বিভাগ বুঝাইতেছে। একটী দাস ও একটী আর্য্য।

(১) মূলে "দাসীঃ বিশঃ" আছে। কর্ম্মণামুপক্ষপয়িত্রী বিশঃ প্রজাঃ। সায়ণ। আর্য্যগণের উপকারার্থে দাস জাতীয় বিশ্ (লোক) দিগকে হনন কর, এই কথা বলা হইতেছে।

জ্ঞাতির স্বরূপ যারা(২) কিম্বা যার জ্ঞাতি নয়,—
অভিমুখী হয়ে করে বিরুদ্ধাচরণ।
হর তাহাদের বল করে যত বীর্য্য ক্ষয়,
পরাঙ্মুখ করে দাও দেব মঘবন্॥ ৩

করে শরীরের দ্বারা তব শূর হত শূরে
শারীরিক বলে যদি উভে লিপ্ত রণে।
পুত্র পৌত্র, ধেনু, জল, উর্ব্বরা ভূমির তরে (৩)
আক্রোশে বিবাদ তারা করয়ে যখন॥ ৪

মহৎ যুদ্ধের জন্যে নৃযুক্ত গৃহের (৪) কিম্বা
উপস্থিত হইলে বিবাদ দুই জনে।
সেই প্রাপ্ত হয় ধন এ উভয়ের মধ্যে যেবা
ঋত্বিক কর্ত্তৃক রত ইন্দ্রের স্তবনে॥ ৬

---

(২) মূলে "জামর" আছে। "জ্ঞাতিরূপাঃ" সায়ণ।

(৩) ধেনু, জল, উর্ব্বরা ভূমি লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহার উল্লেখ দেখা যায়।

(৪) মূলে "নৃবতিক্ষয়ে" আছে। "নৃবতি পরিচারক মনুষ্য যুক্তে গৃহ নিমিত্তে"। সায়ণ।

তোমার মনুষ্যগণ (৫) কম্পিত হয় যখন
তাহাদের হও তুমি সংভক্তা (৬) ও ত্রাতা।
অস্মদীয় নেতা যারা, অগ্রে যেই সূরিগণ
স্থাপে আমাদিগে, হও তাঁহাদের পাতা ॥ ৭

তুমি মহা ইন্দ্র তোমা, বৃত্রের বধের জন্য
সত্যই সমস্ত শক্তি হয়েছে অর্পিত।
হয়েছে অর্পিত ক্ষত্র, হয়েছে সহঃ শত্রুঘ্ন,
অর্পিত দেব কর্তৃক যুদ্ধের নিমিত্ত ॥ ৮

হেন স্পর্দ্ধী আমাদিগে সমরে বধিতে অরি
পাঠাও, অদেব সৈন্য কর বশীভূত।
মোরা সব ভরদ্বাজ তোমার প্রার্থনা করি
বাস লাভ করি যেন তোমার নিমিত্ত ॥ ৯

(৫) মূলে "চর্ষণয়" আছে। "পুরুষা" সায়ণ। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন "উপাসকগণ''।

(৬) মূলে "বরুতা আছে। "সংভক্তা"। সায়ণ।

২৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কিন্তু ৮ ঋকের দানদেবতা ভরদ্বাজ ঋষি।

ইহার মদেতে ইন্দ্র ইহার পানেতে কিম্বা
ইহার সহায়ে তিনি কিকি করিলেন ?
পুরাতন স্তোতাগণ, ইন্দ্র ! বা স্তোতা নূতন
সোম গৃহে তব কাছে কিবা লভিলেন ? ১

ইহার মদেতে ইন্দ্র ইহার পানেতে তিনি
ইহার সহায়ে তিনি সৎ করিলেন ;
পুরাতন স্তোতাগণ অপিচ স্তোতা নূতন
সোম-গৃহে তব কাছে সৎ লভিলেন (১)। ২

মহিমা তোমার তুল্য ঐশ্বর্য্য তুল্য তোমার
না জানি আমরা আর আছয়ে কাহার ;
কার হেন শ্লাঘ্য ধন জানিনা আছে কথন
সামর্থ্য তোমার তুল্য কে দেখেছে আর। ৩

---

(১) এই মন্ত্রে সৎ শব্দের দুটি অর্থ দেখা যায় ; ১মটি সৎকর্ম্ম ২য়টি শুভ ফল।

বরশিখ পুত্রগণে যে সামর্থ্য বলে ইন্দ্র
বধিলে আমরা তাহা আছি অবগত;
তোমার প্রক্ষিপ্ত বজ্রে যে শব্দ হইল, তাতে
তাহার বলিষ্ঠ পুত্র হ'ল বিদারিত ॥ ৪

অভ্যাবর্ত্তী চায়-মানে সন্তোষিতে ধন দানে,
বরশিখ শেষগণে (২) করিলে সংহার;
পূর্ব্বার্দ্ধে হরি-য়ুপীয়ার বৃচীবান্ পুত্রদিগে
বধিলে, ভয়ে বিদীর্ণ প্রধান কুমার (৩)। ৫

হয়ে যশ অভিলাষী তোমাকে হিংসিতে আসি
যব্যাবতী নিকটেতে (৪) ত্রিংশৎ শতক
যজ্ঞ পাত্র ভঞ্জ-কারী যুগপৎ বর্ম্মধারী
হত হ'ল বৃচীবান্ সকল পুত্রক। ৬

---

(২) মূলে শেষ শব্দই আছে, অর্থ পুত্র।

(৩) সায়ণ বলেন হরিয়ূপীয়া নামক কোন নদী বা নগরী ছিল। কিন্তু শব্দটি বর্ত্তমান ইউরোপ শব্দের আদ্যাবস্থা বলিয়া বোধ হয়। সায়ণ বলেন, যখন ইন্দ্র হরিয়ূপীয়ার পূর্ব্বার্দ্ধে বৃচীবানের পুত্রগণকে বধ করিলেন, তখন অপরার্দ্ধের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইল।

(৪) যব্যাবতী হরিয়ূপীয়ার অন্য নাম (সায়ণ)।

শষ্পেচ্ছু লেহন কারী অরুণ বরণধারী
যাঁর দুটি অশ্ব অন্তরীক্ষেতে বেড়ায়;
সে ইন্দ্র দিলা সৃঞ্জয়ে তুর্ব্বশকে সমর্পিয়ে
দৈববাতে (৫) বৃচীবান্ পুত্র সমুদায়। ৭

হে অগ্নে! দিলেন মোরে রথ বধূ সহকারে
গো-মিথুন বিংশতি সম্রাট ধনবান্।
অভ্যাবর্ত্তী চায়মান, পৃথুদের এই দান
নাশিতে কদাচ কেহ নহে ক্ষমবান্॥ ৮

(৫) দেববাত বংশীয় অভ্যাবর্ত্তী (সায়ণ)। এই সূক্তে অভ্যা বর্ত্তী সম্রাটের কতকটা বিবরণ প্রস্ফুট হইয়াছে। তিনি পৃথু বংশজাত দেববাতের উত্তর পুরুষ চয়মানের পুত্র। তিনি বরশিখগণের পুত্র-দিগকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি হরিযূপীয়ার পূর্ব্বার্দ্ধে বৃচীবানের পুত্রদিগকে বধ করিলে, পশ্চিমার্দ্ধে তাহার প্রধান পুত্র বিদীর্ণ হইয়া-ছিল। যব্যাবতীর নিকটে ত্রিশ শত অর্থাৎ তিন হাজার বর্ম্মধারী ও বৃচীবানের পুত্রগণ তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। তিনি ভরদ্বাজ ঋষিকে রথ ও বধূ সহ বিংশতি গো মিথুন দান করিয়াছিলেন? এই সূক্তে ইহাও দেখা যায় যে, তুর্ব্বশ সৃঞ্জয়ের বশতাপন্ন হইয়াছিল।

২৮ সূক্ত।

গো দেবতা। কিন্তু ২য় ও ৮ম ঋকের কিয়দংশের দেবতা ইন্দ্র। ভরদ্বাজ ঋষি।

গো সকল আসে যেন গৃহে, করে সুকল্যাণ,
গোষ্ঠে বসে, আমাদিগে প্রীত যেন করে;
বিচিত্র তাহারা সবে প্রসবি হেথা সন্তান
প্রত্যুষেই ইন্দ্রে যেন সুদুগ্ধ বিতরে। ১

প্রীতিপ্রদ যজমানে ইন্দ্র বিতরিয়া ধনে,
স্বধনে বঞ্চিত তাঁকে না করি কখন,
বৃদ্ধি করি নিরন্তর যত ধন আছে তার
দুর্ভেদ্য দুর্গেতে ভক্তে করেন স্থাপন। ২

নাহি যেন পায় নাশ না হরে তস্করে যেন
না হয় ধেনুকে,যেন অমিত্রের অস্ত্রাঘাত;
যে সব গাভীতে দেবে যজেন গোপতি হেন
থাকুন সতত তিনি তাদের সাক্ষাৎ॥ ৩

না আসে তাদের কাছে অশ্ব উড়িয়া রেণু
সংস্কৃতত্র (১) যেন তারা কখন না পায়;

---

(১) মূলে "ন সংস্কৃতত্রমুপযন্তি" আছে। বিশসনাদি সংস্কারং মাভ্যুপযন্তি নাভিগচ্ছন্তু। সায়ণ। বিশসনাদি বলিদানাদি (রমেশবাবু)

নির্ভয়েতে বিচরণ যাজ্ঞিক জনের ধেনু
করুক সুদূর দেশে আপন ইচ্ছায়। ৪

গোবৃন্দ আমার ধন, ইন্দ্র তাহা দি'ন মোকে,
হব্যশ্রেষ্ঠ সোমভক্ষ্য দিউক গোগণ;
হৃদয় মনের সহ কামনা করি যাঁহাকে
গোবৃন্দ সে ইন্দ্র (২) তাহা জান সর্ব্বজন! ৫

ধেনুগণ! আমাদের করহ পুষ্টি সাধন,
ক্ষীণ ও অশ্রীর (৩) দেহ করহ সুন্দর;
ভদ্রবাক্! ভদ্র কর আমাদের নিকেতন
যজ্ঞে তোমাদের অন্ন প্রশংসা বিস্তর॥ ৬

হও প্রজাবতী সবে সুযব আহার কর
সুগম সরসে পান কর শুদ্ধ জল,
না যেন হিংসকে ধরে না যেন হরে তস্কর
দূরবর্ত্তী থাকে যেন রুদ্রাস্ত্র সকল॥ ৭

(২) এই মন্ত্রে ধেনুকেই ইন্দ্র বলা হইয়াছে।

(৩) "অশ্রীরং অমঙ্গলমার্প"। সায়ণ। "কুৎসীত। রমেশবাবু।

হে ইন্দ্র! তোমার বল করিতে বর্দ্ধিত
ধেনুগণ-পুষ্টিলাভ (৪) হউক প্রার্থিত;
বৃষভ গণের বল প্রার্থনা-বিষয়,
ধেনুর তাহাতে হয় গর্ভ-উপচয়। ৮

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শুনহোত্র ঋষি।-

কাম পূরয়িতা ইন্দ্র! কর আমাদিগে দান
মাদয়িতা, যজ্ঞকারী, হব্যদাতা বলবান্,
পুত্র এক অশ্বারূঢ় হয়ে যে সংগ্রাম ক্ষেত্রে (১)
বিজিত করিবে দ্বেষী সু-অশ্ব যুক্ত অমিত্রে। ১

(৪) মূলে "উপপর্চনং" আছে। "উপপর্চনং" আপ্যায়নং। সায়ণ। পুষ্টি (রমেশ বাবু)।

(১) এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, ঋষি এমন একটি বলবান্ পুত্রের প্রার্থনা করিতেছেন যে, সোমরস প্রদানে ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদন করিবে যজ্ঞ করিবে ও হব্যদান করিবে অথচ যে পুত্র অশ্বারূঢ় হইয়া সংগ্রামে গিয়া শত্রুগণকে পরাজয় করিবে। এই সময়ে ঋত্বিক্ সম্প্রদায় ও যোদ্ধৃ সম্প্রদায় যে দুটি ভিন্নজাতি হইয়াছিল, ব্যবসায়ানুসারে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এই ঋক পাঠে বুঝায় না।

সংগ্রামে রক্ষার হেতু আহ্বান করে তোমাকে,
নানাবিধ বাক্যযুক্ত হে ইন্দ্র! কতই লোকে;
বধিয়াছ বিপ্র সহ (২) তুমিইত পণিগণে
তোমা হ'তে অন্নলাভ করে যত প্রার্থি জনে (৩)।২

তুমিইত উভবিধ শত্রুবধ করিয়াছ,
শত্রু দাসগণে, শত্রু আর্য্যগণে বধিয়াছ (৪);
তুমি-নেতৃশ্রেষ্ঠশূর! বনবিদারণমত,
সুনিহিত অস্ত্রে শত্রু করিয়াছ বিদারিত।৩

অনিন্দ্য রক্ষার সহ আমাদিগে তুমিইত
ধন দিয়া বন্ধু হয়ে আছ ইন্দ্র রক্ষায়িতঃ!
কতক পুরুষ যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে আমরা
ধনলাভ করিবারে ডাকি তোমা স্তুতি দ্বারা।৪

(২) মূলে "বিপ্রেভিঃ" আছে। "মেধাবিভিরঙ্গিরসোভিঃ সার্দ্ধং।" সায়ণ।

(৩) মূলে আছে "সনিতা"। সংভক্তা পুরুষ" সায়ণ। উপাসক (রমেশ)।

(৪) এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে, শুনহোত্রঋষি দ্বিবিধ শত্রুর উল্লেখ করিতেছেন' এক বিধ দাস অন্য বিধ আর্য্য।

ফলতঃ মোদের ইন্দ্র! হইও অদ্য ও পরে
অভিগমনেতে সুখ দিও তুমি দয়া করে;
হেন মতে করি তব স্তব, গোর উপাসনা, (৫)
অনন্ত উজ্জ্বল সুখে থাকি যেন সর্ব্বজনা। ৫

৪৫ সূক্ত।

প্রথম ৩০টি ঋকের দেবতা ইন্দ্র।
অবশিষ্ট ৩টি ঋকের দেবতা বৃহস্পতি।
বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি।

আনিলেন যিনি হ'তে দূরদেশে
সুনীতি প্রভাবে যদু ও তুর্ব্বশে,
সে ইন্দ্র হউন সখা মোদের। ১
নাহি করে স্তব সেও অন্ন পায়,
অনাশু ঘোটক হইলেও তায়
ইন্দ্রধন-জেতা শত্রুদিগের॥ ২

(৫) মূলে গৃণন্তঃ ও গোষতমা আছে। "স্তবন্তঃ * * গবাং সংভক্তৃতমা"। সায়ণ।

স্তুতি নানা নীতি মহতী ইহাঁর,
উতি (১) সব যাহা আছয়ে তাঁহার,
কখন তাহার না হয় ক্ষয়। ৩
অর্চ্চ সখাগণ! এই ব্রহ্মবাহে (২)
স্তোত্র উচ্চারিয়া প্রশংসহ তাঁহে,
সদ্বুদ্ধি (৩) মোদের তাহতে হয়। ৪
এক কিম্বা দুই স্তবকারী মাত্রে
তুমি রক্ষয়িতা আছহ সর্ব্বত্রে;
অস্মদ্দৃশজনে সদা অবিতা। ৫
কর বিদূরিত যত দ্বেষিজনে
সমৃদ্ধ করহ স্তবকারিগণে;
নেতারা বলেন সুবীর (৪) দাতা। ৬

(১) উতি—রক্ষা।

(২) ব্রহ্মবাহ মন্ত্র দ্বারা আহ্বান যোগ্য। মূলে "ব্রহ্মবাহসে" শব্দ আছে। "ব্রহ্মভির্মন্ত্রৈর্বহনীয়ায় প্রাপ্তব্যায়।" সায়ণ।

(৩) "স হি নঃ প্রমতির্মহী" মূলে এইরূপ আছে। তিনিই আমাদের মহতী বুদ্ধি।

(৪) সুবীর—পুত্র পৌত্রাদি।

ব্রহ্মা, (৫) সখা, ব্রহ্মবাহে আবাহন
করি স্তবে, যিনি ঋক্ যোগ্য হন,
গাভীবৎ ইষ্টদোহনাশায়। ৭
যাঁর বীর হস্তে শত্রু সেনা নাশি,
পার্থিব ও দিব্য আছে ধনরাশি,
বলিয়া যতেক ঋষিরা গায়। ৮
শত্রুজনগণ সুদৃঢ় নগর
ভেঙ্গে ফেল শচীপতি (৬) বজ্রধর!
অনানত! (৭) মায়া করহ নাশ। ৯
সত্য অন্নপতে! তোমা সোম পায়ী,
আবাহন করি আমরা বিনয়ী
অন্ন পাব ইন্দ্র করিয়া আশ। ১০
হরনীয় ছিলে তুমি ইন্দ্র পুরা,
গূঢ়ধন জন্য হব্য, অদ্য মোরা,
শুন স্তব সব, ডাকি তোমায়। ১১

(৫) মূলে "ব্রহ্মাণং" শব্দ আছে। "পরিবৃঢ়ং"। সায়ণ। "মহান্" রমেশ।

(৬) মূলে "শচীপতে"। যজ্ঞপতি (রমেশ)। (৭)মূলেও"অনানতই" আছে। "সর্ব্বোন্নত"।

স্তোত্রবলে মোরা অন্নের সহিত,
অশ্ব, গূঢ়ধন, অন্ন প্রশংসিত,
জয় করি যেন তব কৃপায়। ১২
ফলতঃ স্তুতিভাজন তুমি বীর!
গূঢ়ধন যত শত্রুমণ্ডলীর
হয়েছ সমর্থ করিতে জয়। ১৩
অমিত্রহা তব আছে যেই উক্তি
অতি গতিশীলা, তাহাতে ঝটিতি
চালাও মোদের রথ নিচয়। ১৪
মোদের বিজয়ী রথে আরোহণ
করি জয় কর শত্রুগণ-ধন,
রথীশ্রেষ্ঠ জিষ্ণো! যাহা নিহিত। ১৫
বৃষক্রতু ইন্দ্র, যিনি বিচর্ষণি (৭),
কৃষ্টিপতি (৮) হয়ে জন্মিলেন যিনি
স্তববাক্যে তাঁকে কর আদৃত। ১৬
রক্ষা কর তাই শিব মিত্রভূত,
স্তোতা মাত্রে পূর্ব্বে করেছ বন্ধুত্ব,
আমাদিগে সুখী কর সম্প্রতি। ১৭

(৭।) বিচর্ষণি—সর্ব্বদর্শী।
(৮) কৃষ্টিপতি—প্রজাগণের পতি।

রক্ষোহত্যা জন্য ধর বজ্রধর!
বজ্র দুই হস্তে, তাহে জয় কর,
আমাদের যত স্পর্দ্ধি অরাতি। ১৮
যিনি প্রত্ন,(৯) যিনি ধন যোজয়িতা,
যিনি সখা, যিনি স্তব-প্রেরয়িতা,
আবাহন করি সে ব্রহ্মবাহে। ১৯
স্তবে বন্দনীয়, গতি অবারিত,
পৃথিবীতে আছে ধনরাশি যত
একাধিপতিত্ব তাঁহার তাহে। ২০
নিযুৎগণ সহ গোপতে! আসিয়া,
অন্ন সহ বহু অশ্ব, ধেনু দিয়া,
করহ শত্রুহা পূর্ণাভিলাষ। ২১
সোম সুত করি পুরুহূত তাঁয়,
গাও সবে মিলি এ হেন গাথায়,
শক্তিমান্ দাতা সুখ যেন তায়
পান, ধেনু যথা পাইয়া ঘাস॥ ২২
আমাদের স্তব শুনেন যখন
গাভী সহ অন্ন দিইতে তখন
নাহি হন বসু (১০) কভু বিরত। ২৩

(৯) "প্রত্নং চিরন্তনং সর্ব্বেষাং আদ্যং" (সায়ণ।)
(১০) "বসু বাসয়িতা (সায়ণ।) গৃহদাতা (রমেশ)।

কুবিৎসের (১১) ধেনুযুক্ত ব্রজে গিয়া
দস্যুহা আপন শচী প্রকাশিয়া (১২)
করিলেন যত ধেনু বিমুক্ত। ২৪

তব অভিমুখে এই সব স্তব
যায় শতক্রতু যথা গাভী সব
বৎস প্রতি ইন্দ্র করে গমন। ২৫

সখ্যতা তোমার নাহি হয় নাশ,
তুমি তার গাভী যার গাভী আশ,
তুমি অশ্ব, যার অশ্ব মনন। ২৬

সোমপানে হও নিজ দেহে মত্ত,
মহাধন যত প্রদান নিমিত্ত,
ক'র না স্তোতাকে নিন্দক-বশ। ২৭

স্তবে বন্দ্য ইন্দ্র! যথা গাভীগণ,
বৎস্য প্রতি বেগে করয়ে গমন,
তব প্রতি তথা মোদের বচ। ২৮

(১১) কুবিৎস কুবিৎস নামক কাহার নাম (সায়ণ)।

(১২) মূলে "শচীভিঃ" আছে। "আত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রজ্ঞাভির্বা" সায়ণ।

অন্ন সহ যজ্ঞস্থলে উচ্চারিত
আমাদের স্তোত্র, বহু গুণান্বিতঃ!
করুক তোমায় বল বিহিত।২৯
স্তোম আমাদের উন্নতি সাধন
তব সন্নিধানে করুক গমন
ধনার্থে মোদিগে কর প্রেরিত। ৩০
পণি গণ মাঝে স্থানে উর্দ্ধাস্থিত
হয়েছিল পুনঃ বৃবু (১৩) অধিষ্টিত,
সমুন্নত গাঙ্গ্যকক্ষের ন্যায়। ৩১
যাঁহার কল্যাণী সহস্রিনী রাতি (১৪)
বায়ুবৎ শেষ না হইতে স্তুতি,
উপস্থিত হল দ্রুত আমায়। ৩২
তাই করিতেছি হেথা মোরা সব
সহস্র গোদাতা বৃবুগুণস্তব;

[১৩] সায়ণ বলেন। এই শেষ তিনটি ঋকে পণিদিগের তক্ষা বৃবুর দানের কথা আছে। তিনি মনুসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো নির্জনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃবোস্তক্ষ্ণো মহাযশাঃ। ১০ ১০৭

[১৪] রাতি অর্থে দান। সহস্রিণীরাতি সহস্র ধেনুর দান।

তিনি প্রাজ্ঞ, অতি স্তুতির ভাজন,
সদা করি তার প্রশংসা কীর্ত্তন। ৩৩

---

৪৮ সূক্ত।

১-১০ অগ্নি। ১১-১৫ মরুদ্গণ। ১৬-১৯ পূষা। ২০-২১ পৃশ্নি। ২২ পৃশ্নি অথবা গর্গ ও পৃথিবী। বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি।

যজ্ঞে যজ্ঞে বাক্যে বাক্যে দক্ষ সে অনলে
স্তব কর স্তোতৃবৃন্দ তোমরা সকলে।
আমরা সে জাতবেদা মিত্রবৎ প্রিয়,
আমাদের কাছে তিনি অতি প্রশংসীয়। ১
বল-পুত্র তিনি তাঁর করি গুণগান,
তিনি আমাদেরি তাঁরে করি হব্য দান।
হউন অবিতা রণে আর বর্দ্ধয়িতা,
হউন সে হব্যবাহ পুত্রগণে ত্রাতা। ২
অভীষ্ট প্রদাতা অগ্নে অজর মহান্
অর্চ্চি সহকারে তুমি হও দীপ্যমান্।
হে শুচে! (১) অজস্র তেজে হয়ে বিরাজিত

---

১) "হে শুচে! দীপ্তাগ্নে। সায়ণ।

মনোজ্ঞ দীপ্তিতে দেব হও প্রজ্বলিত। ৩
তুমিইত যজ অগ্নে মহা-দেবগণে,
যজ তাঁহাদিগে কর্ম্ম-প্রজ্ঞা প্রদর্শনে;
আমাদের অভিমুখে কর আনয়ন,
অন্ন দাও, অন্ন নিজে করহ গ্রহণ। ৪
তুমিই যজ্ঞের গর্ভ, জল অদ্রি বন (২)
তোমাকেই করে দেব! নিয়ত পোষণ,
নেতৃগণ বলে তুমি হইয়ে মথিত,
ধরার উন্নত স্থানে (৩) হও প্রাদুর্ভূত। ৫
যে অগ্নি ভানুর বলে স্বর্গ পৃথিবীকে
পূর্ণ করি প্রধাবিত হন অন্তরীক্ষে;
সে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি হয়ে দীপ্তিমান্
দৃষ্ট, কৃষ্ণরাত্রি-তম করি তিরোধান;

[২] মূলে জল, অদ্রি ও বন তিনটি শব্দই আছে। জল অর্থাৎ বসতীবরী নামক সোমমিশ্রণ জল; অদ্রি অভিষেকের জন্য যে প্রস্তর ব্যবহৃত হইত, তাহা এবং বন অর্থ অরণি কাষ্ঠ যাহার পরস্পরে ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া লওয়া হইত।

৩ দেবযজন প্রদেশে। সায়ণ।

সে অভীষ্ট বর্ষী অগ্নি হয়ে দীপ্তিমান্
কৃষ্ণরাত্রি উপরে করেন অধিষ্ঠান। ৬
নির্ম্মল প্রবল তেজে হে দেব অনল ;
ভরদ্বাজ (৪) ইধ্যমান হয়ে সমুজ্জ্বল
হও, বিতরণ করি আমাদিগে ধন।
হও সমুজ্জ্বল, শুক্র! যবিষ্ঠ! পাবন! ৭
সমস্ত মানুষী বিশ্ (৫) গৃহপতি তুমি,
করিতেছি তোমা ইদ্ধ শত হিম আমি ; (৬)
পাপ হ'তে রক্ষ মোরে শত রক্ষা দ্বারা
তাদিগেও রক্ষ, দেয় স্তোতৃগণে যারা। ৮

৪ ভরদ্বাজ শংযুর ভ্রাতা। সায়ণ।

৫ মূলে মানুষীণাম্ বিশাম্ আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন, "মনুষ্য লোকের। ইহাই অতি সুন্দর অনুবাদ। ঋগ্বেদে দুই প্রকার বিশের উল্লেখ পাওয়া যায়, দৈবী বিশ্ ও মানুষী বিশ্। দৈবীবিশ্ মরুদ্গণ ; মানুষীবিশ্ প্রজালোক। এই মন্ত্রে অগ্নি মানুষী বিশের গৃহপতি এই কথা বলা হইতেছে ; অর্থাৎ বিশ্ সাগ্নিক আর্য্য সম্প্রদায়

(৬) শংযু বলিতেছেন, আমি শত হিম (হেমন্ত) তোমাকে সমিদ্ধ করিয়া আসিতেছি। ইহাতে শংযুকে প্রায় ১২০ বৎসর বয়স্ক ঋষি মনে করা যাইতে পারে।

হে চিত্র হে বসো তুমি রক্ষা সহকারে
প্রেরণ করহ ধন আমা সবাকারে ;
এ সব ধনের তুমি রথী হে অনল !
সুপ্রতিষ্ঠ কর ক্ষিপ্র সন্তান সকল। ৯
সমবেত অহিংসিত পালন সাধনে
পাল আমাদের যত পুত্র পৌত্রগণে
পৃথক্ করিয়া ফেল (৭) দেব ক্রোধ যত,
মানবগণের হিংসা কর দূরীভূত। ১০
দুগ্ধবতী ধেনুর নিকটে আগমন
নবীন স্তুতির সহ কর সখাগণ !
এমন করিয়া তারে মুক্ত কর পরে
কোন হানি যেন তাঁরে স্পর্শ নাহি করে (৮)। ১১
সহিষ্ণু মরুদ্গণে, স্বীয় তেজে দীপ্ত,
অক্ষয় পয়ের হয় যদ্বারা প্রদত্ত ;
ক্ষিপ্র মরুদ্গণ সুখ সাধন কারণ
উদকের সহ যিনি করেন ভ্রমণ

---

(৭) মূলে "বিযোধি শব্দ আছে। "পৃথক্ কুরু"। সায়ণ।

(৮) এই ঋকের মন্ত্র দেবতা বশতঃ মরুদ্গণের যাগে দুগ্ধ দোহন জন্য মুক্তকর ; অথবা মরুদগণের মাতা পৃশ্নি অর্থাৎ মাধ্যমিকা বাক্-রূপী ধেনুর কথা বলা হইতেছে। সায়ণ।

অন্তরীক্ষ পথে করি সুখের বর্ষণ ;
দুগ্ধবতী ধেনু তাঁকে কর বিমোচন। ১২
ভরদ্বাজ ঋষি জন্য হে মরুদ্‌গণ ;
তোমরা দ্বিবিধ সুখ করহ দোহন ;—
সকলের দুগ্ধদাত্রী গাভী দুগ্ধবতী,
সকলের ভোগ্য অন্ন তৃপ্তিকর অতি। ১৩
সুকর্ম্মা ইন্দ্রের ন্যায় হে মরুদ্‌গণ !
বরুণের ন্যায় কর মায়ার ধারণ (৯) ;
অর্য্যমার ন্যায় স্তুত্য দাতা বিষ্ণু প্রায়,
ধন পাইবার আশে ডাকিছি তোমায় (১০)। ১৪
যাহাতে শত সহস্র ধনের প্রদান
যুগপৎ করিবেন মহাশব্দবান্‌,
কে রোধে তাঁদের গতি পুষ্টির বিধাতা,
দীপ্তবল মরুদ্‌গণে স্তব করি তথা,
প্রকাশিত করুন, তাঁহারা গূঢ়ধন
সুলভ করুন তাঁরা আছে যত ধন। ১৫

---

(৯) মূলে "মায়িনঃ আছে। প্রজ্ঞাবন্তঃ (সায়ণ) আমি মায়া শব্দই রাখিলাম।

(১০) মূলে "তং বস্তবে আছে। "হে মরুদ্‌গণ ভং তাদৃশং বঃ যাংস্তবে তোমি। সুতরাং এখানে মরুদ্‌গণ শব্দ এক বচনে ব্যবহৃত হইল।

সত্বর নিকটে মম এস হে পূষণ!
তব কর্ণ কাছে গুণ করিছি কীর্ত্তন;
অভিগন্তা (১১) আছে যত অরাতি ভীষণ;
কর তাহাদের দেব পীড়া উৎপাদন। ১৬
কাকাশ্রিত ধনস্পতি না কর পূষণ!
উৎপাটিত; নিন্দগণে কর বিনাশন;
জাল বিস্তারিয়া যথা ব্যাধ পক্ষী ধরে,
শত্রু যেন তথা মোরে ধরিতে না পারে। ১৭
ছিদ্রশূন্য দধিপূর্ণ দৃতির (১২) সমান
অছিন্ন বন্ধুত্ব তব থাক্ বিদ্যমান্। ১৮
মর্ত্ত্যগণ অতিক্রমি কর অবস্থান,
সম্পদে পূষণ! সব দেবের সমান;
অনুকূল হও এবে যুদ্ধের সময়,
যথা পুরা তথা রক্ষ আমা সবাকায়। ১৯
কম্পয়িতা যষ্টব্য মরুদ্ সমুদয়!
তোমাদের বাক্য যাহা প্রশংসিত হয়,

---

(১১) মূলে "অর্য্যঃ "শব্দ আছে। "অর্য্যঃ অরীঃ অভিগন্ত্রীঃ। সায়ণ।

[১২] দৃতি, দধি রাখিবার জন্য চর্ম্মাধার (রমেশ)

দেবে ও মানবে করে ধন আনয়ন ;
করুক মোদের তাহে পথ প্রদর্শন। ২০
সূর্য্য দেব প্রায় যাঁহাদের শোভা পায়
দিব্য লোকে কার্য্য, সেই মরুৎ সমুদায়
করেন ধারণ বল জয়ী পূজনীয়,
শত্রুজয় করন তাহা, অতি প্রশংসীয়। ২১
একবার মাত্র দ্যৌ-উৎপন্ন হয়েছে ;
একবার জন্মি পৃথ্বী তেমনি রয়েছে ;
পৃশ্নির পয়োদোহন মাত্র একবার
হয়েছে, তা ছাড়া কিছু হয় নাই আর (১৩)। ৩২

৫৪ সূক্ত।

পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

লয়ে চল পূষা! হেন বিচক্ষণ জনে,
বলিবেন দেখায়ে সুপন্থা "এই সেই"। ১
পূষার দয়ায় যেন বলি তার সনে,—
বলিবেন গৃহ দেখাইয়া "সেই এই"॥ ২

(১৩) এই ঋকের দ্বারা বুঝা যায়, ভিন্ন ভিন্ন কল্প ও ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির কথা পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

পুষার না হয় চক্র বিনষ্ট কখন
না হয় কুণ্ঠিত পবি (১) কোশ কভু হীন। ৩

হব্যে তাঁকে পরিচর্য্যা করে যেই জন,—
কিঞ্চিত্তো না হয় ক্ষতি, লভয়ে দ্রবিণ ॥ ৪

আসুন সে পুষা গাভী-পাছে আমাদের,
রক্ষুন তুরগ, অন্ন করুন প্রদান। ৫

এস পুষা! গো পশ্চাতে সোমযাজ্ঞিকের,
গোপশ্চাতে আমাদের, করি স্তব গান। ৬

বিনষ্ট, হিংসিত, কূপে না হয় পতিত
হেন নিরাপদে এস গাভীর সহিত। ৭

দারিদ্র্য নাশক, শ্রোতা অবিনষ্ট ধন
ঈশ্বর পুষায় করি ধনের প্রার্থন। ৮

তব ব্রতে হে পুষণ্ না হই হিংসিত
করিতেছি স্তব হেন করহ বিহিত। ৯

প্রসারি দক্ষিণ হস্ত বিপথ হইতে
নির্ব্বিঘ্নে গোধন পুষা আসুন গৃহেতে। ১০

---

[১] মূলে নো আদা ব্যথতে পবিঃ আছে। অস্য পবির্ধারাচনো-নৈব ব্যথতে কুণ্ঠীভবতি। সায়ণ।

৫৭ সূক্ত।

ইন্দ্র ও পুষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

স্বস্তির নিমিত্ত, হে ইন্দ্র! পুষণ্
সখিত্ব ও অন্ন লাভের কারণ,
তোমা দু'রে করি মোরা আহ্বান। ১
একে পাত্রে সুত সোম পানাশায়
অপরে করম্ভ ভোজন আশায়,
করেন হেথায় সমভিযান। ২
একে অজ অশ্বে স্থূল দুটি হরি
চড়িয়া থাকেন, হরিদ্বয়ে চড়ি
বৃত্রের বিজয় ইন্দ্র করেন। ৩
তিনি বৃষভম করেন যখন
মহতী আপের প্রভূত পাতন
সহায় তখন পুষা হয়েন। ৪
পুষা ও ইন্দ্রের অনুগ্রহ' পর,
যেমন বৃক্ষের শাখার উপর,
নির্ভর করিয়া আছি আমরা। ৫
রশ্মি আকর্ষয়ে সারথী যেমন,
আমাদের কাছে তথা আকর্ষণ
পুষা ও ইন্দ্রকে করিছি মোরা। ৬

সপ্তম মণ্ডল।

৪ সুক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

শুক্র দীপ্ত অগ্নিকে করহ সম্প্রদান
তোমরা সুপূত হব্য আর স্তব গান;
কিবা দেব কি মানব জাত আছে যত,
প্রজ্ঞায় করেন মধ্যে তিনি যাতায়ত। ১
মাতা হ'তে যুবা হয়ে জন্মিলেন তিনি,
তরুণ হউন তাই সে মেধাবী অগ্নি;
দীপ্ত দন্ত,—বনে আত্ম সংযোগ করিয়া,
সদ্যই প্রভূত অন্ন ফেলেন ভক্ষিয়া। ২
এই দেবমুখ্য স্থানে যে শ্বেত অগ্নিকে
গ্রহণ করয়ে যত মর্ত্ত্যবাসী লোকে,
পুরুষ গৃহীত হব্য বস্তু খান যিনি
নরহিতে শক্রর দুঃসেব্য হন তিনি। ৩
এই কবি প্রকাশকে, মরণ রহিত
অকবি মানবগণে আছেন নিহিত;

থাকিব আমরা হয়ে তোমাতে সুমনা,
বলবন্ অগ্নে! আমা হিংসা করিও না। ৪
কর্ম্ম দ্বারা দেবগণে করিলেন পার
তাই দেবকৃত স্থানে আসন তাঁহার;
ওষধি ও বৃক্ষ ধরে সে বিশ্বধারকে,—
গর্ভস্থ অগ্নিকে,—ধরে ভূমিও তাঁহাকে। ৫
সক্ষম সে অগ্নি দান করিতে অমৃত,
পারেন দিইতে ধন বীর পুত্র যুক্ত;
বীরহীন, রূপহীন, পরিচর্য্যা হীন,
হইয়া না বসি যেন আমরা বলিন্! ৬
অঋণী ব্যক্তির ধন হয় হে পর্য্যাপ্ত,
সে ধনের পতি হব যাহা হয় নিত্য;
অপত্য না হয় যেন, অগ্নে! অন্যজাত (১)
যে না জানে, অগ্নে! তার জানিও না পথ। ৭
সুখকর হইলেও অন্যজ তনয়
পুত্র বলি গ্রাহ্য নয়, মনেও না হয়;
সে ত পায় আপনার স্থান পুনর্ব্বার,
হোক আমাদের নব্য শত্রুহা কুমার। ৮

---

[১] মূলে অন্যজাতং আছে। অন্য জাত অপত্য কি? এই ঋকে ও পরের ঋকে কি দত্তকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া গেল? (রমেশ)

হিংসক হইতে আমাদিগে রক্ষা কর,
পাপ হ'তে আমাদিগে রক্ষ অতঃপর ;
করুক নির্দ্দোষ অন্ন তোমাকে গমন,
আমাদিগে আসুক সহস্র কাম্যধন। ৯
কর আমাদিগে অগ্নি ! সৌভাগ্য প্রদান,
পাই যেন স্তবকারী সুচেতা সন্তান,
স্তোতা ও উদ্গাতার হোক সব ধন,
স্বস্তি দ্বারা সদা কর তোমরা পালন। ১০

১৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কেবল ২২।২৩।২৪।২৫ ঋকের সুদাস রাজার যজ্ঞ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

তোমা হ'তে পিতৃগণ, প্রার্থনা পূর্ব্বক ইন্দ্র,
লভিয়াছিলেন কত ধন মনোহর।
তোমার সুদুঘা গাভী তোমাতেই স্থিত অশ্ব
দেব ব্রতে তুমি ধন অধিক বিতর ॥ ১
জায়াগণ সহ তুমি রাজার সমান ইন্দ্র
সতেজে করহ বাস কবি ও বিদ্বান্।
স্তোতৃগণে রূপ দিয়ে গো-অশ্বকে রক্ষা করে
উদ্গাত মোদের কর ধনের বিধান ॥ ২

এই যজ্ঞে দেব কত স্পৰ্দ্ধমানা রমণীরা
অপেক্ষা করিছে স্তুতি তব অভিধান।
আমাদের অভিমুখে আসুক তোমার ধন
সুখে তব কৃপায় করিব অবস্থান ॥ ৩

সুতৃণে (১) ধেনুর মত করিতে দোহন তোমা
বসিষ্ঠ করেন কত স্তবের সৃজন।
তোমাকেই বলে সবে গোপতি হে ইন্দ্র দেব
আমাদের স্তব শুনি কর আগমন ॥ ৪

প্রথিত করিয়া নদী সুদাসের জন্য ইন্দ্র
তল-স্পর্শ যোগ্য, পার-যোগ্য করিলেন।
নব্য ইন্দ্র স্তোতৃহিতে নদীর উৎসাহমান্
রোধমান শাপ অতঃপর হরিলেন (২) ॥ ৫

যজ্ঞশীল পুরোগামী ছিলেন তুর্ব্বশ রাজা
মৎস্যবৎ নিয়ন্ত্রিত হলেও ধনার্থ।

(১) মূলে সুযবসে আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন সুতৃণে গোষ্ঠে।

(২) এই মন্ত্রে মূলে উচথস্য ও শিম্যুং শব্দের যথাক্রমে "স্তোতার ও রোধমান শাপ অর্থ করা হইয়াছে।

পরস্পরে করাইলা(১) ভৃগু দ্রুহ্যুগণ দেখা
সখা মধ্যে সখা হৈলা বধের পদার্থ॥ ৬
পাচক ও শিবময় অপ্রবৃদ্ধ ব্যক্তিচয়
বিষাণ হস্তেতে (২) করে ইন্দ্রের স্তবন।
যেতে আর্যা গাভীগণ করিয়া শত্রু হনন,
তৃৎসুগণ (৩) হতে আনি করিলা গ্রহণ॥ ৭
দুষ্টমতি মন্দমতি যাঁহারা নদী অদিতি (৪)
পরুষ্ণীর কুল-ভেদ করিলা সাধন।

[১] এই ঋকে সুদাসের উল্লেখ নাই, কিন্তু সায়ণ বলেন, তুর্ব্বশ রাজা সুদাসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সায়ণ এই ঋকের আর এক প্রকার অর্থও করিয়াছেন। তাহার অনুবাদ প্রায় এইরূপ হয়;—

যজ্ঞশীল পুরোগামী ছিলেন তুর্ব্বশ রাজা
করিলেন মৎস্যদেশ বাধিত রাজন্।
তাকে ভৃগুদ্রুহ্যুগণ করিলে সুখী তখন
করিলেন সখা ইন্দ্র, সখার মোচন॥ ৬

[২] মূলে "বিষাণিনঃ আছে। "কণ্ডূয়নার্থং কৃষ্ণবিষাণহস্তাঃ। সায়ণ।

(৩) সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "তৃৎসুভ্যো। হিংসকেভ্যঃ।"

(৪) "অদিতিং অদীনাং পরুষ্ণীং নদীং। সায়ণ।

ধরা ব্যপ্ত মহিমায় সুদাসের, শুইল হায়
চায়মান কবি, পাল্য পশুর মতন (৫) ॥৮

গন্তব্যে চলিল জল নাহি গেল অন্য স্থল
অশ্ব ও গন্তব্য পথে করিল গমন।
সুদাসের জন্য যত শত্রুগণে সহাপত্য
লোক মধ্যে কৈলা ইন্দ্র বশে আনয়ন ॥৯

রক্ষক বিহীন হয়ে, যবজন্য যথা ধেয়ে
যায় গাভী, পূর্ব্বকৃত মিত্রে সেইরূপ।
মা-প্রেরিত মরুদ্গণ করিয়াছিল গমন,
নিযুদ্গণ হৃষ্ট হয়ে গেলাও তদ্রূপ ॥১০

যশোলাভ ইচ্ছা করি পার্শ্বস্থ বিজনপদে
এক বিংশতি জনকে হানিলা রাজন্ (৬) ?

(৫) চায়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর ন্যায় শুইয়াছিল, অর্থাৎ সুদাসের দ্বারা নিহত হইয়াছিল (সায়ণ)। ৬।৭।৮ ঋকে বর্ব্বরদিগের উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন অন্যত্র তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সূক্তে সুদাসের অনেক শত্রুর নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কেহ কেহ সুদাসের বিপক্ষ পক্ষীয় আর্য্য রাজা বা যোদ্ধা ছিলেন।

(৬) সুদাস রাজা।

যজ্ঞ গৃহে যুবা (৭) যথা কুশের ছেদন করে
শত্রুগণে তিনি তথা করিলা ছেদন ;
ইন্দ্রও তাঁহাকে তদা দিলা মরুদ্গণ ॥১১

শ্রুত ও কবষ, বৃদ্ধে দ্রুহ্যকে সলিল মধ্যে
নিমজ্জিত বজ্র-বাহু ক্রমেতে করিলা।
হেনকালে যাঁরা তাঁর সখ্যার্থে করিলা স্তব
তদ্গত হইয়ে তাঁরা সখ্যতা লভিলা (৮) ॥ ১২

অবিলম্বে ইহাদের দৃঢ় পুরীগুলি ইন্দ্র
বিদারিলা আর সপ্ত রক্ষার উপায়।
অসুরপুত্রের গৃহ তৃৎসুকে করিলা দান
দুর্ব্বাক্য পুরুকে (৯) মোরা করি যেন জয় ॥১৩

ষাটিশত ছ হাজার ছেষট্টি গবাভিলাষী
শুয়েছিল অসুর দ্রুহ্যর বীরগণ।
পরিচর্য্যা অভিলাষী(১০) সুদাসের জন্য তারা
ইন্দ্রেরএ বীর্য্য গাথা জানে সর্ব্বজন ॥ ১৪

---

(৭) যুবা—অধ্বর্য্যু।

(৮) এই মন্ত্রে শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্য নামক চারিজন সুদাস শত্রুকে ইন্দ্র জলে নিমগ্ন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(৯) মূলে "পুরুং" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "পুরুং মনুষ্যং" আমি পুরু শব্দই রাখিলাম।

(১০) মূলে 'দুবোয়ু শব্দ আছে। "দুবোয়ু দুবোয়ুব পরিচরণ কামায় সুদাসে" সায়ণ।

দুর্মিত্র সে তৃৎসুগণ হয়ে যেন বিচেতন,
ইন্দ্রের সঙ্গেতে যুদ্ধে সঙ্গত হইয়া।
নিম্নে যথা জল ধায়, দিয়া ভোজ (১১) সমুদায়
সুদাসে, সকলে তারা গেল পালাইয়া ॥ ১৫

হব্যপা উৎসাহ যুক্ত, ইন্দ্র শূন্য তাঁর যত
হিংসকগণকে ইন্দ্র ফেলিলা ভূমিতে।
ক্রোধীর রহিত ক্রোধ করিলা সে মঘবান্
পলাইল শত্রুগণ পথে যেতে যেতে ॥১৬

দরিদ্র সুদাস দ্বারা করাইলা ইন্দ্র তদা
এক কার্য্য, ছাগ দ্বারা সিংহকে বধিলা।
সূচী দ্বারা যূপকোণ কাটিয়া ফেলিলা ইন্দ্র
সুদাসে সকল ভোজ প্রদান করিলা ॥১৭

বহু শত্রু তব ইন্দ্র হয়েছে বশতাপন্ন
স্পর্দ্ধাবান্ ভেদকে (১২) করহ বশীভূত।
যে তোমাকে করে স্তব ভেদ তাকে করে পাপ
তীক্ষ্ণ বজ্র তার প্রতি করহ পাতিত ॥১৮

(১১) মূলে "ভোজানা" আছে "ভোগ্যানি ধনানি" সায়ণ
(১২) ভেদ সুদাসের অনৈক শত্রু।

ভেদকে বধিলে ইন্দ্র এই যুদ্ধে, তুষেছিল
যমুনা তাঁহাকে (১৩) তৃৎসুগণ সে প্রকার।
অজ শিগ্রু যক্ষু তিন(১৪) জনপদ লোক তাঁকে
প্রদান করিলা আশ্বশীর্ষ উপহার ॥১৯
পুরাতন কি নূতন তব অনুগ্রহ ধন
উষার ধনের ন্যায় বর্ণনা-অতীত।
মন্যমান আত্মজকে বধ করিয়াছ স্বয়ং
করিলে পর্ব্বত হ'তে শম্বরে পাতিত ॥২০
পরাশর শতযাতু বসিষ্ঠ(১৫)তোমাকে ইন্দ্র
গৃহ হ'তে করিল কামনা করি স্তব।
তোমার ভোজের সখ্য না ভূলেন তারা কভু
তাই সূরিগণে হল সুদিন উদ্ভব ॥ ২১
দেববান্ রাজ-পৌত্র পৈজবন সুদাসের
বধূমন্ত দুই রথ গাভী দুই শতা।

(১৩) মূলে "যমুনা আবৎ" আছে। "তত্তীরবাসী জনঃ সর্ব্বাপ্য-তোষয়ৎ"।

(১৪) অজ, শিগ্রু, যক্ষু তিনটি জনপদের নাম। ইহার দ্বার বুঝা যাইতেছে যমুনা তীরস্থ জনপদ, তৃৎসুগণ, এবং অজ, শিগ্রু ও যক্ষু নামক অপর তিনটি জনপদ সুদাসের বশীভূত হইয়াছিল।

(১৫) মূলে "পরাশর শত যাতু বসিষ্ঠঃ" আছে। সায়ণ শত-যাতু শব্দের দুটি অর্থ করিয়াছেন (১) শতযাতুঃ বহুরক্ষাঃ বহূনি রক্ষাংসি বাধিতুং যং কাময়স্তে (২) বহূনাং রক্ষসাং শাসয়িতা বা। রমেশবাবু প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি পরাশর শব্দ বসিষ্ঠের বিশেষণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

ইন্দ্রকে করিয়া স্তব লভিয়াছি সন্থ অগ্নে !
চলিতেছি যজ্ঞ-গৃহে চলে যথা হোতা ॥২২
পিজবন তনয়ের দানে লব্ধ চারি অশ্ব
দানাঙ্গ সংযুক্ত (১৬) স্বর্ণাভরণ ভূষিত।
দুর্গমেতে ঋজুগামী সুবিখ্যাত ধরা মাঝে
অন্নার্থে আমাকে লয়ে চলিছে ত্বরিত ॥২৩
দ্যাবা পৃথিবীর মাঝে যাঁহার প্রথিত যশ
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জনে যাঁর ধন দান কত।
ইন্দ্রবৎ গায় যাঁকে সপ্তলোক, নদী সব
যুদ্ধে যুধ্যামধি শত্রু করিল নিহত ॥২৪
ওহে নেতা মরুদ্গণ সুদাসে সেবহ সবে
পিতা দিবোদাসে (১৭) তাঁর সেবিলে যেমন।
পিজবন-পুত্র-গৃহ রক্ষা কর, ক্ষত্র তাঁর
অজর ও অবিনাশী হউক তেমন ॥২৫

---

(১৬) মূলে স্বভিষ্টরঃ আছে প্রশস্তাতিসর্জ্জন শ্রদ্ধাদিদানাঙ্গযুক্তাঃ সায়ণ।

(১৭) সুদাসের পিতার নাম পিজবন, পিতামহের নাম দেববান্ তাহা ২২ ঋক পাঠে বুঝা যায়। এই ঋকে দেখা যাইতেছে দিবো-দাস সুদাসের পিতা। সায়ণ বলেন "দিবোদাস ইতি পিজবনস্য নামান্তরং॥"

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ বৃষ প্রায় যিনি ভীম মহাকায়
স্থানচ্যুত করেন সমস্ত শত্রুগণে ;
হব্য-অদাতার ধন করেন অপহরণ,
সে তুমি প্রদাতা হও সোমদাতৃ জনে। ১

তুমিই সমরে কুৎসে রক্ষিলে, শুশ্রূষমাণ
হইয়ে শরীর দ্বারা, হে ইন্দ্র ! যখন
কুয়ব ও দাস শুষ্ণে, করে দিয়ে বশীভূত
আর্জ্জুনেয়ে (১) প্রদান করিয়াছিলে ধন। ২

হে ধর্ষক ! বীত হব্য (২) সুদাসে, ধর্ষক বজ্রে,
সমস্ত রক্ষার দ্বারা রক্ষা করেছিলে,
ক্ষেত্র-লাভ জন্য রণে পুরুকুৎসের নন্দনে,—
ত্রসদস্যু রাজাকে—ও পুরুকে রক্ষিলে। ৩

নেতৃগণ-স্তুতি-যোগ্য হে হর্য্যশ্ব ইন্দ্র দেব !
মরুদ্গণ সহ বৃত্রগণে বধিয়াছ ;

(১) আর্জ্জুনেয়—অর্জ্জুনীর পুত্রই কুৎস (সায়ণ)।

(২) মূলে "বীতহব্যং" আছে। "দত্তহবিষ্কং প্রজ্বলিত হবিষ্কং বা" সায়ণ। 'হব্যদাতা' রমেশ।

দভীতির জন্য তুমি চুমুরি দস্যু ও ধুনি,—
বজ্রের দ্বারায় তাহাদিগে মারিয়াছ। ৪
এতাদৃশ বল তব তাহাতে নবতীনব
সদ্য বিদারিত পুরী বজ্রিন্ করিলে;
বসবাস মনে করি ব্যাপিলে শতেক পুরী
বৃত্র ও নমুচি দু'য়ে তুমিই বধিলে। ৫
হয়েছিল তবধন ইন্দ্র দেব সনাতন
হব্য দাতা যজমান সুদাস জন্যেতে;
বহুকর্ম্মা বৃষা তুমি. বৃষা অশ্ব যুড়ি আমি,
গমন করুক স্তোত্র তব নিকটেতে। ৬
এ তব যজ্ঞেতে বলী! যাঁর এত অশ্বাবলী,
পরদান পাপের না ভাগী যেন হই;
অবাধ রক্ষার দ্বারা ত্রাণ কর, যেন মোরা
স্তোতৃগণ মধ্যে প্রিয়তম হয়ে রই। ৭
আমরা হে মঘবন্ তব যজ্ঞে নেতৃগণ
প্রিয় সখাগণ হয়ে হৃষ্ট হব গেছে;
অতিথি বৎসল জন্য (৩) সম্পাদিয়া সুখ ধন্য,
কর হেন, তুর্ব্বশ ও যাদ্ব বশে রহে (৪)।

---

(৩) মূলে "অতিথিগ্বায় আছে। "পূজয়াতিথীন্ গচ্ছতীতি অতিথিগ্বঃ তস্মৈ সুদাসে দিবোদাসায় বা অস্মদীয়ায় রাজ্ঞে।"

(৪) এই মন্ত্রে দেখা যায় অতিথি বৎসল সুদাস বা দিবোদাসের

আমরা তোমার নেতা যজ্ঞেতে উক্থ সংশিতা
উক্থ উচ্চারণ তব করি মঘবন্ ;
সেই ধন পণিগণে তব স্তোত্র উচ্চারণে
সখা বলি আমাদিগে করহ গ্রহণ। ৯
হব্যদানে ইন্দ্র দেব! নেতৃগণ স্তুতি সব
আমাদের অভিমুখী করেছে তোমায় ;
সমরে কল্যাণ কর সখা হও, হও শূর,
রক্ষা কর নেতৃ-শ্রেষ্ঠ সেবহ নেতায়। ১০
অদ্য ইন্দ্র বীর্য্যবান্ ব্রহ্মজুত স্তূয়মান্
হইয়া বর্দ্ধিত তনু করহ ধারণ ;
দাও আমাদিগে অন্ন কর শূর গৃহ দান
সদা স্বস্তি দানে কর তোমরা পালন। ১১

জন্য প্রশংসীয় সুখ প্রদান করিয়া তুর্ব্বশ ও যাদ্বকে তাঁহার বশীভূত করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা রহিয়াছে। তুর্ব্বশ ও যাদ্ব ও রাজা (সায়ণ)। এই সূক্তের ৩য় ঋকে দেখা যায়, পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু ও পুরুকে ইন্দ্র রক্ষা করেন, এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। ৮।৬।৪৬ ঋকে "যাদ্বানাম" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "যদুকুল জাতানাম্'' (সায়ণ)। সুতরাং যাহা পুরাণে যদু, তাহাই যাদ্ব সন্দেহ নাই।

৩৩ সূক্ত।

১—৯ ঋক বসিষ্ঠপুত্রগণ দেবতা। ঋষি বসিষ্ঠ। ১০—১১ ঋক বসিষ্ঠ দেবতা। ঋষি বসিষ্ঠ পুত্রগণ।

কর্ম্মের পূরক শ্বেত দক্ষিণ কপর্দ্দী (১) যত
করেন বসিষ্ঠ সবে হর্ষিত আমায়।
বর্হি হতে উঠিবারে বলি লোক-সবাকারে,
আমা হ'তে দূরে যেন তাঁহারা না যায়॥ ১
পানে রত চমসেতে উগ্র ইন্দ্রে দূর হ'তে
আনিলা সোমের দানে বসিষ্ঠেরা সবে।
বায়তি পাশদ্যুম্নকে ত্যজিয়া বসিষ্ঠদিগে (২)
বরিলা প্রমত্ত ইন্দ্র সোমের প্রভাবে॥২

(১) মূলে "দক্ষিণতস্কপর্দাঃ" আছে। চূড়াকর্ম্মণি দক্ষিণতো-বাসিষ্ঠনামিতিস্মর্য্যতে'' সায়ণ। বাসিষ্ঠগণ মস্তকের দক্ষিণ দিকে চূড়া ধারণ করিতেন।

(২) পূর্ব্বকালে যখন বাসিষ্ঠেরা সুদাস রাজার যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্ন নামক রাজা যজ্ঞ করেন, ইন্দ্র

এরূপেই সিন্ধুপার হইলা তাঁরা সকলে
এরূপেই ভেদে তাঁরা সংহার করিলা।
এরূপে বসিষ্ঠগণ! তোমাদের মন্ত্রবলে
দশরাজ-যুদ্ধে ইন্দ্র সুদাসে রক্ষিলা। ৩

স্তোত্রতে, মনুষ্যগণ পিতৃগণ তৃপ্ত হন,
ক্ষীণ নাহি হও অক্ষ করিতেছি ক্ষয় (৩)।
তোমরা শক্করী ঋক্ বৃহচ্ছন্দ (৪) উচ্চারণ
করিয়া করিলা ইন্দ্র-বল উপচয় ॥৪

সূর্য্যের সমান ঊর্দ্ধ স্থাপিলেন তৃষ্ণা-খ্রাত
বৃষ্টিকামী তাঁরা ইন্দ্রে দশরাজরণে।
বসিষ্ঠের স্তব ইন্দ্র শুনিলেন, সুবিস্তৃত
দান করিলেন লোক সেইতৃৎসুগণে ॥৫

যখন উক্ত রাজার যজ্ঞে সোমপান করিতেছিলেন, বাসিষ্ঠেরা তখন মন্ত্র প্রভাবে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া সুদাসের যজ্ঞে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

(৩) মূলে "অক্ষমব্যয়ং" আছে। "অক্ষং রথস্থাক্ষং অব্যয়ং ব্যয়াধি চালয়ামি সায়ণ। গৃহে যাইবার জন্ত রথ চালাইলাম।

(৪) বৃহত্তারবেণ সাম্না (সায়ণ) বৃহচ্ছন্দে সামগান লক্ষ্য করিতেছে

গোপ্রেরক দণ্ড মত হৈলা অল্পে পরিণত
শত্রু পরিছিন্ন হয়ে ভরতেরা সবে (৫)
বসিষ্ঠ হইলা পরে পুরোহিত (৬) তাঁহাদেরে
তৃৎসুগণ বিশ্ বৃদ্ধি হইলেক তবে ॥৬
তিন জনে(৭) ভুবনেতে উৎপন্ন করেন রেতে(৮)
জ্যোতিরগ্রা তিন আর্য্য প্রজা তাঁহাদের।
হ'তে সেই দীপ্ত ত্রয় উষার বয়ন হয়
সকলই জানা আছে বসিষ্ঠগণের ॥৭
প্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় গভীর সমুদ্র প্রায়
তোমাদের মহিমা বসিষ্ঠ পুত্রগণ!
বেগবান্ বাত সম তোমাদের যত স্তোম
অন্যের কি সাধ্য করে তদনুসরণ ॥৮
সহস্র শাখে দুর্জ্ঞান, প্রকাশি হৃদয় জ্ঞান
বিচরণ করি সেই বসিষ্ঠ পুত্রেরা।

(৫) "ভরতাঃ তৃৎসুনামেব রাজ্ঞাং ভরতা ইতি নামান্তরেণোপাদানং" সায়ণ। ভরতগণ ও তৃৎসুগণের নামান্তর মাত্র।

(৬) মূলে "পুরএতা" শব্দ আছে—"পুরোহিতোভবৎ" সায়ণ।

(৭) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গে যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য রেত্ (জল) উৎপন্ন করেন।

(৮) রেত—বিশ্বধারক উদক (সায়ণ)।

বয়ন করিয়া যত পরিধি(৯) সম বিস্তৃত
অপ্সরাগণের কাছে বসিলেন তাঁরা(১০)॥ ৯

---

(৯) সায়ণ পরিধি অর্থে বস্ত্র করিয়াছেন; তিনি বলেন "পরিধিং বস্ত্রং পরিধিরিত্যনেন জন্মাদিপ্রবাহঃ বিবক্ষিতঃ।" এই মন্ত্র বড় কঠিন। এই মন্ত্রের প্রথমে "নিণ্যং সহস্র বল্‌শং" শব্দ আছে। নিণ্যং অর্থে তিরোহিতং বা দুর্জ্ঞানং সায়ণ। সহস্র বল্‌শং অর্থে সহস্র শাখং সংসারং করা হইয়াছে। রমেশ বাবু তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে অর্থ করিয়াছেন। আমি সহস্রশাখ শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলাম; মূলে সংসার শব্দ নাই বলিয়া ব্যবহার করিলাম না। তবে এস্থলে সংসার উপলব্ধি হইতে পারে।

(১০) এই সূক্তের ৯ ঋক হইতে ১৩ ঋক পর্য্যন্ত বসিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে একটা বৈদিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। বসিষ্ঠ মিত্র বরুণের পুত্র। বসিষ্ঠ উর্ব্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের মূল কোথায় এবং ইহার প্রাকৃতিক অর্থই বা কি?

বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম বা উজ্জ্বলতম অর্থাৎ সূর্য্য; মিত্র বরুণ অর্থে দিবা রাত্রি; এবং উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা। এজন্য বসিষ্ঠ মিত্র বরুণের পুত্র এবং উর্ব্বশী হইতে জাত। আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ এই।

পরে বসিষ্ঠ নামীয় এক বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচনা করিয়া বিখ্যাত হন; সুতরাং ঐ সূক্তগুলি রচনার সময়ে লোকে বসিষ্ঠ অর্থে বসিষ্ঠ নামীয় ঋষিবংশীয়দিগকেই বুঝিত। সূর্য্যের

উজ্জ্বলে যখন জ্যোতি যথা বিদ্যুতের ভাতি
দেখিলা বরুণমিত্র বসিষ্ঠ তোমায়।
একজন্ম হ'ল তদা পুনশ্চ আনিলা যদা
অগস্ত্য তোমাকে হ'তে পূর্ব্বের আলয় ॥১০

নামান্তর যে বসিষ্ঠ এ কথা বোধ হয় সেই জন্যতেই বিস্মৃত হইয়াছিল। রমেশ বাবু ধৃত Max Mullers selected essays 1881 Vol • page 406

এই রূপে বসিষ্ট মিত্র বরুণের পুত্র অপ্সরা বা উর্ব্বশী হইতে জাত ব উর্ব্বশীর প্রণয়ী ইত্যাদি উপাখ্যানের সৃষ্টি হইল। তৎপরে এই উপাখ্যান যে আকার ধারণ করিল সায়ণ ধৃত নিম্নলিখিত শ্লো' গুলিতে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

তয়ো রাদিত্যয়ো সত্রে দৃষ্টা প স্নরপমুর্ব্বশীম্।
রেতশ্চকন্দ তৎকুম্ভে ন্যাপতদ্বাসতীবরে॥
তেনৈব তু মুহুর্ত্তেন বীর্য্যবন্তৌ তপস্বিনৌ।
অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ তত্রর্ষী সংবভুবুতুঃ॥
বহুধা পতিতং রেতঃ কলশে চ জলে স্থলে।
স্থলে বসিষ্ঠস্তমুনিঃ সম্ভূত ঋষি সত্তমঃ॥
কুম্ভে ত্বগস্ত্যঃ সম্ভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতিঃ।
উদিয়ায় ততোঽগস্ত্যঃ শম্যা মাত্রো মহাতপাঃ॥
মানেন সংমিতো যস্মাত্তস্মান্মান ইহোচ্যতে।
যদ্বা কুম্ভাদৃষিজাতঃ কুম্ভেনাপি হিমীয়তে॥

মিত্র বরুণের পুত্র হইলে বসিষ্ঠ! উত (১১)
উর্ব্বশীর মনোজাত হইলে ব্রহ্মণ্!
হইল স্খলিত রেতঃ তোমা দেবগণ যত
ধরিলেন দৈব মন্ত্রে পুস্করে তখন॥ ১১
সে বসিষ্ঠ জ্ঞানবান্ সুদান সহস্রদান (১২)
জ্ঞানবলে উভলোক (১৩) বিদিত হইয়া।
যুগতত পরিধির বয়ন করিয়া স্থির
অপ্সরা হইতে জন্ম লভিলেন গিয়া॥১২
সত্রে জাত সে উভয়ে (১৪) নম দ্বারা স্তুত হয়ে
যুগপৎ কুম্ভে রেত করিলা সিঞ্চন।
তা হ'তে উদিলা মান,(১৫) বসিষ্ঠের জন্মস্থান
তাহাই ইহাই লোকে করয়ে কীর্ত্তন॥১৩
উক্থধারী সামধারী প্রস্তরে সবনকারী
ধরেন সকলে অগ্রে বলেন, বচন।

কুম্ভ ইত্যাভিধানং চ পরিমাণস্য লক্ষ্যতে॥
ততো প্ স্থ গৃহ্যমাণসাস্থ বসিষ্ঠ পুষ্করে স্থিতঃ॥
সর্ব্বতঃ পুস্করে তং হি বিশ্বে দেবা আধারয়ন্॥
(১১)উত অপিচ (১২)সুদাম ও সহস্রদান বিশিষ্ট (১৩)উভ-
লোক—দ্যাবা পৃথিবী (১৪) উভয়ে—মিত্রবরুণ (১৫) মান—

অতেব প্রাতৃদগণ হইয়ে পবিত্রমন
কর সবে বসিষ্ঠের নিকটে গমন।
তোমাদের যজ্ঞে তিনি আগত এখন ॥১৪

৫৩ সূক্ত।

দ্যাবা পৃথিবী। বসিষ্ঠ ঋষি।

যজ্ঞ নমস্কার সহ দ্যাবা পৃথিবীকে আমি
হইয়া সবাধ যুক্ত (১) করিতেছি স্তুতি।
মহতী ও দেবপুত্রা তাহাদিগে কবিগণ
অগ্রেতে স্থাপিলা পূর্ব্বে গেয়ে স্তবগীতি ॥১
রচিয়া নূতন স্তব পূর্ব্বজ জনক(২) উভে
যজ্ঞ পুরোভাগে সবে করহ স্থাপন।
মহৎ বরেণ্য ধন দিতে দেবগণ সহ
হে দ্যাবাপৃথিবী! যজ্ঞে কর আগমন ॥২
সুদাসে প্রদেয় বহু হে দ্যাবা পৃথিবী! আছে
তোমাদের অতিশয় রমণীয় ধন।

(১) মূলে "সবাধ!" শব্দ আছে। "ঋত্বিজাং সংবাধযুক্ত ইত্যর্থঃ সায়ণ।

(২) মূলে "প্রপূর্ব্বজে পিতরা আছে। পূর্ব্বপ্রজাতা বিশ্বের মাতৃ পিতৃ ভূতা রমেশ বাবু। সায়ণও সেই অর্থই করিয়াছেন।

তন্মধ্যে অক্ষয় যাহা দেও আমাদিগে তাহা
সদা স্বস্তি দ্বারা কর মোদিগে পালন ॥৩

৫৪ সূক্ত।

বাস্তোষ্পতি (১) দেবতা। বসিষ্ট ঋষি

আমাদিগে বাস্তোষ্পতি কর প্রবোধিত ;
আমাদের গৃহগুলি করহ নীরোগ ;
তোমাকে যে ধন যাচি, কর বিতরিত ;
পুত্রাদি পশ্বাদি যেন করে সুখ ভোগ।১

বর্দ্ধয়িতা হও তুমি বৃদ্ধি কর ধন,
গো অশ্ব লভিব, হব অজর সখ্যেতে ;
জনক যেমন পুত্রে করেন পালন,
আমাদিগে পালন করহ সেই মতে।২

তব বাস্তোষ্পতি রমণীয় সুখকর
পাই যেন স্থান যথা আছে বহুধন ;
ক্ষেম যোগ উভবিধ (২) ধন রক্ষা কর,
তোমরা স্বস্তিতে সদা করহ পালন।৩

(১) বাস্তোষ্পতি গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমা নাম্নী দেবকুক্কুরীর কুলোদ্ভব ; ৫৫ সূক্তের ৩ ঋকে ইহাকে সারমেয় বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

(২) ক্ষেমে প্রাপ্তব্য রক্ষণে যোগে অপ্রাপ্তব্য প্রাপণে। সায়ণ।

৬৪ সূক্ত।

মিত্র বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

কি পৃথিবী কিবা দিবে জলের ঈশ্বর উভে
তোমাদের মেঘ দেয় রূপ উদকের।
সুজাত অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ রাজা সুক্ষত্র (১)
করুন আসিয়া সেবা হব্য আমাদের।
ক্ষত্রিয় ও সিন্ধুপতি মহাযজ্ঞ অধিপতি
এস অগ্রে আমাদের উভয়ে রাজন্!
দাও হে বরুণ মিত্র ক্ষিপ্রদাতা অন্ন দ্রুত
অন্তরীক্ষ হ'তে কর বৃষ্টির প্রেরণ (২)॥ ২
অর্য্যমা মিত্র বরুণ এ তিনে লয়ে চলুন
আমাদিগে কৃপা করি উৎকৃষ্ট পথেতে।
অর্য্যমা বলুন কথা আমাদের দাতা যথা,
প্রমত্ত হইব পুত্র পৌত্রাদি সহিতে॥ ৩
তোমাদের রথ এই গড়িলা মানসে যেই
করেন ধরেন ঊর্দ্ধাধীতি (৩) যেই জন।

---

[১] এই মন্ত্রে বরুণকে সুক্ষত্র রাজা বলা হইয়াছে।

[২] এই মন্ত্রেও মিত্র ও বরুণকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় অর্থে—বলবান্।

[৩] উর্দ্ধাধীতি—উন্নত কর্ম্ম [সায়ণ] যজ্ঞকর্ম্ম করা হইয়াছে:

জলে তাঁরে কর সিক্ত সুক্ষিতি (৪) প্রদানে তৃপ্ত
কর হে বরুণ মিত্র তোমরা রাজন্॥ ৪
এই স্তোত্র অর্য্যমার (৫) তোমাদের জন্য আর
করিলাম, সোম যথা প্রদীপ্ত তেমন।
পালন করহ কর্ম্ম জাগাও স্তোত্রের ধর্ম্ম
স্বস্তি দ্বারা কর সদা তোমরা পালন॥ ৫

৬৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

সহব্য যজ্ঞির স্তুতি তোমাদের রথপ্রতি
করিতে নৃপতিদ্বয় করিছি গমন।
পুত্র যথা বাপ মায় জাগায় দূতের প্রায়
তোমাদের যে রথ করয়ে উদ্বোধন,
বলিতেছি সে রথে করহ আগমন॥ ১

[৪] সুক্ষিতি সুপ্রজা।

[৫] মূলে "বায়বে আছে। বায়ুর্গন্তা আদিত্যঃ স এবার্য্যমা তস্মৈ। সায়ণ।

আমাদের দ্বারা অগ্নি হয়েছে সমিদ্ধ এবে
আঁধারের অভ্যন্তর এবে দেখা যায় ;
হতেছেন জ্ঞাত কেতু (১) উষা দেবীর পূরবে
জন্মিয়া শোভিয়া সেই দেব দুহিতায় ॥ ২

হে নাসত্য অশ্বিদ্বয় তোমাদিকে স্তোম দ্বারা
সুহোতা ও স্তব-বক্তা এবে সেবা করে।
আমাদের অভিমুখে পূর্ব্বপথে আস তবে
স্বর্গবিৎ ধনপ্রদ রথে উভে চড়ে ॥ ৩

ধনাশায় অশ্বিদ্বয় মধুর সোমার্হ উভে !
সোম অভিষব করি করিছি আহ্বান।
বহুক প্রবৃদ্ধ অশ্ব তোমাদিগে হে রক্ষক,
আমাদের অভিষুত সোম কর পান ॥ ৪

হে দেব অশ্বিদ্বয় হিংসাশূন্য বুদ্ধি মম
সরল, ধনাভিলাষী—লাভক্ষম কর।

(১) কেতু—প্রজ্ঞাপক সূর্য্য। এই ঋকে অশ্বিদ্বয়ের সময়ের বর্ণনা হইতেছে। যে সময়ে আঁধারের অভ্যন্তর দেখা যায় এবং যজ্ঞার্থে অগ্নি আমাদের কর্ত্তৃক সমিদ্ধ হয়, সূর্য্য জন্মিয়া উষার শ্রীবৃদ্ধি করেন—এই তোমাদের সময়, তোমরা যজ্ঞে আইস। সায়ণ।

সংগ্রামে ও বুদ্ধি দাও ওহে শচীপতিদ্বয়! (২)
শচী দ্বারা আমাদিগে দ্রবিণ বিতর ॥ ৫
এই সব কর্ম্মে রক্ষা কর, অশ্বিদ্বয়,! হ'ক
আমাদের রেতঃ প্রজোৎপাদক অক্ষয়।
পুত্র পৌত্রে দিয়ে ধন লভিয়া বহু রতন
যাইব যজ্ঞেতে যাতে দেবপ্রাপ্তি হয় ॥ ৬
স্থাপিত সম্মুখে সোম বান্ধবাগ্রে যথা দূত
মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয় নিধির মতন।
ক্রোধশূন্য মনে এসে মানব প্রজার মাঝে
স্থাপিত এ হব্য কর উভয়ে ভক্ষণ ॥ ৭
তোমরা হে ভর্ত্তৃদ্বয়! উভয়ে মিলিত হ'লে
আসে তোমাদের রথ সপ্তনদী ছাড়ি।
সুজাত ও দেবযুক্ত তরিবৎ বহে যারা
শ্রান্ত নহে তারা তোমাদের বহে ধুরি ॥ ৮
ধনের নিমিত্ত যাঁরা দেন মঘদেয় হবি
বন্ধুকে বাড়ান দ্বারা সূনৃত বাক্যের।

---

(২) ঋগ্বেদে শচী অর্থে যজ্ঞ! শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি। ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি বলা হইয়াছে। অন্যান্য দেবতাকেও শচীপতি শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইতে দেখা গিয়াছে। এস্থলে অশ্বিদ্বয়কে শচীপতি বলা হইয়াছে। পুরাণে এই শচী শব্দটি ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রদেবের মহিষী হইয়াছেন।

গোধন অশ্বাদি ধন যে ধনীরা দেন হেন
অনাসক্ত হইলেও তোমরা তাঁদের ॥ ৯
আমাদের আবাহন করহ অদ্য শ্রবণ
হে নবযৌবন ! হব্য গৃহেতে আসহ।
রত্নাদি ধন বিতর স্তোতারে বর্দ্ধিত কর
সদা স্বস্তি দ্বারা আমাদিগকে পালহ ॥ ১০

৯৬ সূক্ত।

প্রথম তিন ঋকের সরস্বতী দেবতা; অবশিষ্টের সরস্বান্ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

নদীগণ মাঝেতে অসূর্য্যা (১) সরস্বতী।
তাঁহার উদ্দেশ্যে গাও বৃহৎ ভারতী ॥
তাঁকেই অর্চহ অতি সুপবিত্র স্তবে।
আছেন ব্যাপিয়া তিনি আকাশে ও ভবে(২) ॥

(১) অসূর্য্যা—বলবতী

(২) মূলে "রোদসী" শব্দ আছে; সায়ণ অর্থাৎ করিয়াছেন "দ্যাবা পৃথিব্যোঃ স্থিতাং দিবি দেবতারূপেণ ভূম্যাং বাগ্রূপেণ নিবসন্তীং সরস্বতীং।"

শুভ্রবর্ণে সরস্বতি! তব মহিমায়
উভয় প্রকার ধন (৩) মানবেরা পায়।
জান আমাদিগে দেবি! অবিত্রী হইয়ে,
মরুৎসত্ত্বা হয়ে ধন দাও হবি পেয়ে (৪)। ২
ভদ্রই করুন ভদ্রা দেবী সরস্বতী
প্রজ্ঞা দিন সুন্দর গমনা অন্নবতী;
জমদগ্নিবৎ আমি করিতে'ছ স্তব
বসিষ্ঠোপযুক্ত বাণ লও তাহা সব। ৩
জায়া ও তনয় লাভ কামনা করিয়া
সরস্বান্ দেবে ডাকি প্রদেয় লইয়া ॥ ৪
তোমার যে মধুমন্ত ঊর্ম্মি ঘৃতক্ষারী
তৎসহ সরস্বন্ হও রক্ষাকারী ॥ ৫
বিশ্বদর্শনীয় তাঁর স্তন (৫) যেন পাই
পাই প্রজা পাই অন্ন এই বর চাই ॥ ৬

---

(৩) উভয়প্রকারধন—দিব্য ও পার্থিব। সায়ণ।

(৪) মূলে মঘোনাং শব্দ আছে। "হবিলক্ষণধনোপেতানাং অস্মাকং। সায়ণ। অর্থাৎ আমরা হবি লইয়া উপস্থিত আছি আমাদিগের ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক ধন প্রদান কর।

(৫) স্তন—মেঘ।

১০০ সূক্ত।

বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

নিশ্চয় সে মর্ত্ত্য ধন চাহিলেই পায়
যে দেয় বিষ্ণুকে হব্য—বহুজন গীত ;
যুগপৎ মনে স্তবে যে যজে তাঁহায়,—
নর-হিত-কর তাঁকে,—ভজে অবিরত। ১

দাও তুমি বিষ্ণো! বিশ্বহিতকরী মতি
দাও তাহা দোষ-শূন্যা হে এবযাবন্ (১)!
যাহাতে সুবিত (২) বহু হ্লাদ-কর অতি
পাই অশ্ববৎ ধন করহ এমন॥ ২

এই দেব শত কর জড়িত ধরায়
তিন পায়ে চলে যান স্বীয় মহিমায় ;
হউন সে বৃদ্ধতম স্বামী আমাদের,
দীপ্তিযুক্ত নাম (৩) হয় যেই স্থবিরের। ৩

মানবের বাস জন্য এই পৃথিবীকে
দিইতে, করিলা এই দেব পাদক্ষেপ,

---

(১) এবযাবন্—অভিলাষ প্রদ।

(২) সুবিত—সুপ্রাপ্তব্য।

(৩) নাম—রূপ। (সায়ণ)। এই বর্ণনা দ্বারা বিষ্ণু যে কিরণময় সূর্য্য তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ধ্রুব তাঁরা যাঁরা ঘোষে তাঁহার কীর্ত্তিকে
করিলা বিস্তীর্ণ ধরা সুজন্মা সে দেব। ৪
শিপিবিষ্ট! (৪) অর্য্য (৫) আমি জ্ঞাতব্য জানিয়া
তোমার নামের অদ্য প্রশংসা করিব;
রজোপারে আছ তুমি একথা ভাবিয়া
অবৃদ্ধ হ'লেও, বৃদ্ধ তোমাকে গাইব। ৫
"শিপিবিষ্ট আমি" এই নাম তব বলে
উচিত কি বিষ্ণো তার করা প্রখ্যাপন?
ধরিয়াছ অন্যরূপ যাহা রণস্থলে
আমাদের কাছে তাহা ক'রনা গোপন(৬)। ৬

---

(৪) শিপিবিষ্ট "রশ্মিভিরাবিষ্ট" সায়ণ।

(৫) মূলে "অর্য্যঃ শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন স্তুতির স্বামী।

(৬) পূর্ব্বকালে বিষ্ণু আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ধারণ করতঃ সংগ্রামে বসিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া এই ঋকের দ্বারা স্তব করেন। সায়ণ। কিন্তু উপাখ্যানটি বোধ হয় এই ঋক্ হইতেই উৎপন্ন। নিরুক্তকারের মতে বিষ্ণুর দুই নাম আছে, শিপিবিষ্ট ও বিষ্ণু। উপমন্যু বলেন যে শিপি-বিষ্ট নামটি কুৎসিদর্থ নাম। কেহ কেহ বলেন প্রশংসার্থ ও ঐ নামের ব্যবহার হইতে পারে। এইজন্য সায়ণ এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। রমেশ বাবু।

মুখ হ'তে তব জন্য করি বষট্‌কার
আমার সে হব্য বিষ্ণো করহ সেবন।
বর্দ্ধিত করুক তোমা স্তবেতে আমার,
আমাদিগে স্বস্তি দ্বারা করহ পালন॥ ৭

১০১ সূক্ত।

পর্জ্জন্য দেবতা। অগ্নিপুত্র কুমার অথবা বসিষ্ঠ ঋষি।

বল বাক্য ত্রিপ্রকার(১) অগ্রে অগ্রে জ্যোতি যার
মধুদুঘ (২) মেঘ যাতে করয়ে দোহন।
করি বৎস (৩) প্রাদুর্ভূত, ওষধির গর্ভ কৃত,
সদ্যজাত তিনি বৃষ করেন গর্জ্জন॥ ১
ওষধির বর্দ্ধয়িতা বর্দ্ধয়িতা উদকের
বিশ্বজগতের যিনি দেবতা ঈশ্বর।

---

(১) মূলে "জ্যোতিরগ্রাঃ ত্রিপ্রোবাচঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন জ্যোতি [ওকার] বিশিষ্ট সাম যজু ঋক রূপী বাক্য, অথবা বিদ্যুত্‌ প্রমুখ দ্রুত বিলম্বিত ও মধ্যম তিন প্রকার মেঘধ্বনি।

(২) মধুদুঘ—উদকপ্রদ।

(৩) বৎস—বিদ্যুদগ্নি।

ত্রিধাতু (৪) শরণ, সুখ জ্যোতি তিন প্রকারের
দিন আমাদিকে যাহা সুগতি সুন্দর ॥ ২
অনুরূপ স্তরী (৫) তার অনুরূপ ধেনু (৬) যার
শরীর বাড়ান তিনি আপন ইচ্ছায়।
পিতার নিকটে পয় গ্রহণ করেন মায়
পিতা পুত্র উভয়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত তায় (৭) ॥ ৩
যাহাতে ভুবন সব যাহাতে স্থিত ত্রিদিব (৮)
যাহা হ'তে ত্রিবিধ আপের (৯) প্রস্রবণ।
যাহাতে সেচনকর অবাস্থিত জলধর
মধূদক হয় যার চৌদিকে বর্ষণ ॥ ৪

(৪) ত্রিধাতু শরণ ত্রিভূমিক গৃহ। তিন প্রকারের জ্যোতি—তিন ঋতুতে বর্ত্তমান আদিত্যের জ্যোতি যথা বসন্তকালে প্রাতে, গ্রীষ্ম কালে মধ্যাহ্নে, শরৎকালে অপরাহ্নে। সায়ণ।

(৫) স্তরী—নিবৃত্তপ্রসবাগাভী। সায়ণ।

(৬) মূলে সূতা শব্দ আছে—অর্থ ধেনু [জল প্রসব কারিনী]। সায়ণ।

(৭) পিতা—দ্যুলোক ; মাতা পৃথিবী ; পুত্র পৃথিবীর প্রাণী সায়ণ

(৮) ত্রিদিব—দ্যুলোক প্রভৃতি লোকত্রয়।

[৯] প্রাচী, প্রতীচী, অবচী।

স্বরাট্ পর্জ্জান্যে এই স্তোত্র উপহার দেই
সেবুন, পশুক তাহা হৃদ-নিকেতনে।
বৃষ্টি সুখ ভাবয়িত্রী হ'ক আমাদের প্রতি
সুফলা ওষধি হ'ক দেবের রক্ষণে ॥ ৫
বহু ওষধির তিনি বৃষভ রেতোধা যিনি
স্থাবর জঙ্গম আত্মা যাহে অবস্থিত।
বাঁচিতে শরৎ শত পালুন তাঁহার ঋত (১০)
তোমরা স্বস্তির দ্বারা পাল অবিরত ॥ ৬

[১০] ঋত—জল।

শৌনক বলেন, এই সূক্ত ও ইহার পরবর্ত্তীসূক্ত উপবাস পূর্ব্বক জলে অবগাহন করিয়া জপ করিলে পঞ্চরাত্রির মধ্যে বৃষ্টি লাভ করা যায়।

আস্তয়ং বিগাহ্যাপঃ প্রাঙ্মুখঃ প্রযতঃ শুচিঃ।
সূক্তাভ্যাং তিস্র আদিত্যামুপতিষ্ঠেত ভাস্করং।
অনশ্নংস্তেতজ্জপ্তব্যং বৃষ্টিকামেন যত্নতঃ।
পঞ্চরাত্রেপ্যতিক্রান্তে মহতীং বৃষ্টি মাপ্নুয়াৎ।

১০২ সূক্ত

পর্জ্জন্য দেবতা। অগ্নিপুত্র কুমার অথবা বসিষ্ঠ ঋষি।

গাও পর্জ্জন্যকে সেক্তা দিবপুত্র যিনি
আমাদের যব ইচ্ছা করিবেন তিনি। ১
ওষধির গাভীর নারীর বড়বার
গর্ভ সমুৎপন্ন হয় কৃপায় যাঁহার। ২
অগ্নিতে উদ্দেশ্যে তাঁর হোম মধুময়
কর, আমাদিগে অন্ন দিবেন নিশ্চয়। ৩

---

[১] যব—অন্ন [সায়ণ]।

অষ্টম মণ্ডল।

১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কান্ব মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি ঋষি; আদি ঋকদ্বয়ের ঘোরের পুত্র ঋষি; পরে ভ্রাতা কণ্বের পুত্রতা প্রাপ্ত প্রগাথ ঋষি; ত্রিংশ হইতে ৪টি ঋকের ঋষি অসঙ্গ নামে রাজপুত্র; চতুস্ত্রিংশ ঋকের ঋষি অসঙ্গের ভার্য্যা অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী।

ক'র না অন্যের স্তব ওহে সখাগণ!
ইষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তাঁকে হিংস না কখন;
সোম অভিযুত হ'লে হইয়া একত্র
পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর তাঁর স্তোত্র। ১
শত্রু হিংসাকারী তিনি বৃষভের প্রায়,
অজর, চর্ষণীসহ (১) বৃষভের ন্যায়,

---

(১) চর্ষণীসহ মনুষ্য পরাভবকারী।

(২) উভঙ্কর বা উভয়ঙ্কর নিগ্রহানুগ্রহের কর্ত্তা।

শত্রুদ্বেষী, ভজনীয়, তিনি উভকর (২)
দাতৃ-শ্রেষ্ঠ, দ্বয়াবিন (৩) তাঁকে স্তব ক'র।
যদিও এ জনগণ রক্ষা পাইবারে
নানাবিধ স্তবে ইন্দ্র! ডাকিছে তোমারে,
তথাচ মোদের এই স্তব সমুদয়
তোমার বর্দ্ধক হউক সকল সময়। ৩
কাঁপাইয়া শত্রুগণে বিজ্ঞ আর্য্যগণ (৪)
বিপদ হইতে মুক্ত হন, মঘবন্!
এস কাছে, করিবারে তৃপ্তির সাধন,
বহুরূপ অন্নের করহ বিতরণ। ৪
মহামূল্যেতেও তোমা ওহে বজ্রধারী,
সহস্র অযুত মূল্যে বিক্রয় না করি;
ওহে বজ্র হস্ত! তোমা করি কি বিক্রয়
হউক না তাহাতে শত ধনের উদয়। ৫
মমপিতা হ'তে ইন্দ্র! হও বসিয়ান্ (৫)
অপালক ভ্রাতা হ'তে হও ধনবান্,
তুমি ও আমার মাতা হইয়া সমান,
বহু ধনদানে আমা কর পূজাবান্। ৬

(৩) দ্বয়াবিন স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয়বিধ ধনযুক্ত।
(৪) মূলে "অর্যাঃ আছে। "অভিগন্তাঃ" সায়ণ।
(৫) মূলে "বস্যান্ আছে। "বসিয়ান্ বা ধনবান্। সায়ণ।

কোথায় গিয়াছ তুমি, আছহ কোথায়,
বহু যজমান কাছে তব মন ধায় ;
এস পুরন্দর, যোদ্ধা, সমর-কুশল,
গাইছে তোমার স্তব গায়ত্র সকল। ৭
ভজনীয় পুরন্দর, উদ্দেশ্যে ইঁহার
করহ গায়ত্র গান, প্রভাবে যাহার
গমন করিলা বজ্রী কাণ্ব যজ্ঞালয়,
ভাঙ্গিলা শত্রুর যত পুর সমুদয়। ৮
শত ও সহস্র তব আছে অশ্বগণ
বৃষণ্ (৬) যাইতে পারে দশক যোজন,
সেই সব দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ,
করিয়া সত্বর হেথা কর আগমন। ৯
আবাহন করি ইন্দ্র! ধেনু দেবতায়
সর্ব্বদুঘা সুদুঘা প্রশস্যবেগা তাঁয় ;
বহুধারাযুক্তা তিনি বাঞ্ছনীয়া অতি,
পর্য্যাপ্তকারিণী তাঁরে করিতেছি স্তুতি (৭)। ১০
এতশে যখন সূর্য্য করিলা ক্লেশিত,
বক্রগতি বায়ুগতি হ'ল উৎপতিত ;

---

(৬) বৃষণ্ সেচন সমর্থ (সায়ণ)।

(৭) এই ঋকে ইন্দ্রকে বৃষ্টিরূপে স্তব করা হইতেছে।

শতক্রতু আর্জ্জুনের (৮) কুৎসকে লইয়া,
অদন্ত গন্ধর্ব্বে (৯) চুপে আক্রমিলা গিয়া ॥ ১১ ॥
গ্রীবা হ'তে রুধির না হ'তে বিনির্গত,
বিনা সন্ধিদ্রব্যে তাহা করেন যোজিত ;
পুরুবসু করেন সে ইন্দ্র মঘবান্
বিছিন্নের পুনর্ব্বার সংস্কার বিধান ॥ ১২ ॥
নীচ নাহি হই যেন প্রসাদে তোমার,
দুখী নাহি হই, শাখাশূন্য বনাকার
নাহি হই হে বজ্রিন্! গৃহেতে বসিয়া (১০)
করিব তোমার স্তব সকলে মিলিয়া ॥ ১৩ ॥
সত্বর, উগ্রতা-শূন্য হয়ে বৃত্রহণ্!
ধীরে ধীরে করি যেন তোমার স্তবন ;
হে শূর! প্রভূত ধনে প্রার্থনা তোমার
অনুমোদন করিব আমরা একবার ॥ ১৪ ॥

(৮) অর্জ্জুনীর পুত্র।

(৯) মূলে "গন্ধর্ব্বং" আছে। "গবাং রশ্মিনাং ধর্ত্তারং সূর্যং" সায়ণ।

(১০) মূলে "দুরোষাসঃ শব্দ আছে। "ওষিতুমশক্যৈর্দন্ধুমশক্যাঃ দুর্গেষু গৃহেষু নিবসন্তো বা।" সায়ণ।

যদ্যপি শুনেন ইন্দ্র আমাদের স্তব,
হর্ষিত করিবে তাঁরে সোমরস সব ;
তির্য্যক্ অবস্থিত দশ পবিত্রে শোধিত,
বসতীবরীর জলে জাত মদোপেত ॥ ১৫ ॥
সেবক ও সখা মিলে করিছে স্তবন,
স্তব শুনে হেথা ইন্দ্র কর আগমন ;
অন্যে ও যে হবির্যোগে করে শুব স্তব,
শুন তাহা, শুন তুমি আমার সুস্তব ॥ ১৬ ॥
প্রস্তরেতে সোমরস কর অভিষুত,
অতঃপর জলে তাহা করহ বিধৌত, (১১)
গোচর্ম্মের ন্যায় মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত,
নদ্যর্থে দোহেন জল যতেক মরুত ॥ ১৭ ॥
পৃথিবী হইতে কিম্বা অন্তরীক্ষ হ'তে,
এসে দীপ্ত স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র ! এ যজ্ঞেতে,
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও মম স্তবে বিস্তারিত,
জাত সকলের (১২) কাম্য করহ পূর্ণিত ॥ ১৮

(১১) এই কথা গুলি অধ্বর্য্যুকে বলা হইয়াছে (সায়ণ)।

(১২) মূলে "জাতা "শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "জাতা জাতান্ অস্মদীয়ান্ জনান্।"

ইন্দ্রের নিমিত্ত অতিশয় মদকর
বরণীয় সোমরস অভিষুত কর।
করেন বর্দ্ধন তিনি সমস্ত ক্রিয়ায়, (১৩)
প্রীতি উৎপাদিয়া যেবা তাঁকে অন্ন চায় ॥ ১৯ ॥
সোমের স্রাবণে সদা করিয়া প্রার্থনা
নাহি যেন পড়ি ক্রোধে করিয়া যাচনা;
মৃগবৎ ভীম তুমি ভর্ত্তা ও ঈশান,
কেবা তব কাছে নাহি হয় যাচমান্? ২০।
মাদয়িতা দেন যেই সোম মদকর,
পিয়ে তাহা ইন্দ্র উগ্রবলের আকর,
প্রদান করুন পুত্র শত্রুগর্ব্বহর,
শত্রুজেতা আমাদিগে দেব পুরন্দর। ২১।
চরু পুরোডাশাদিতে যে করে অর্চ্চন,
দেন তাঁকে দেব যজ্ঞে বরণীয় ধন;
দেন অভিষবকরে, দেয়েন স্তোতায়,
কার্য্যোদ্যত প্রশংসীয় তিনিই ধরায়। ২২।
এস ইন্দ্র মত্ত হও বিচিত্র ধনেতে;
মরুতেরা পিয়ে সোম তোমার সঙ্গেতে;—

(১৩) মূলে বিশ্বয়াধিয়া আছে। "সর্ব্বয়া ক্রিয়য়াগ্নিষ্টোমাদি লক্ষণয়া" সায়ণ।

সোমপান করি তুমি তাঁহাদের সহ,
সরোবর সম তব উদর পূরহ ॥ ২৩ ॥
শত ও সহস্র হরি বহুক তোমায়,
হিরণ্ময় রথে এই যজ্ঞের শালায় ;
স্তোত্রবলে যুক্ত রথে কেশী হরিগণ
সোম পানে তোমায় করুক আনয়ন। ২৪।
বহুক তোমাকে রথে ইন্দ্র ! হিরণ্ময়,
ময়ূর-বর্ণ-বিশিষ্ট তব হরিদ্বয় ;
মধুর, প্রশংসা-যোগ্য সোমরস-পানে
আনুক বহিয়া তোমা শ্বেতপৃষ্ঠ যানে ॥ ২৫।
শীঘ্র অভিষুত সোম হে স্তুতিভাজন !
পান কর পূর্ব্ববর্ত্তী পায়ীর মতন (১৪) ;
হইয়াছে পরিষ্কৃত ইহা রসময়
এ আসব মদকর চারু অতিশয়। ২৬।
আপনার কর্ম্মগুণে একাকী সকলে
পরাভবি মহীয়ান্ উগ্র স্বীয় বলে ;
আসুন সে শিপ্রী (১৫) যেন না যান অন্যত্র,
না ত্যজেন আমাদিকে, শুনেন এ স্তোত্র। ২৭।

---

(১৪) মূলে "পূর্ব্বপা ইব" আছে। বায়ু সকল দেবতার পূর্ব্বে সোম পান করেন। এজন্য পূর্ব্বপা অর্থে বায়ু (সায়ণ)

(১৫) শিপ্রী শিরস্ত্রাণ বিশিষ্ট।

যখন দ্বিবিধ স্তোতা (১৬) ডাকিল তোমায়
শুষ্ণের পশ্চাদে গেলে বিপুল বিভায়;
চলন্ত তাঁহার পুর আয়ুধ ক্ষেপণে, (১৭)
সম্যক্ করিলে চূর্ণ হে ইন্দ্র! তখনে। ২৮
সূর্য্যের উদয়ে তোমা মম স্তব সব
অভিমুখে আবর্ত্তিত করুক বাসব!
দিবসের মধ্য-ভাগে, দিবা-অবসানে,
শর্ব্বরী-সময়ে তোমা করুক তেমনে। ২৯।
ধনী মধ্যে মেধ্যাতিথে! বেশী ধন দেই,
স্তব কর স্তব কর আমাদের তেই;—
নিন্দিত অন্যের অশ্ব বীর্য্যেতে আমার
আয়ুধ উৎকৃষ্ট মম, পথ সে প্রকার (১৮)। ৩০।
আহারান্তে অশ্বগণে রথেতে তোমার
যোজনা করিয়াছিনু শ্রদ্ধা সহকার;

(১৬) স্তোতা ও যষ্টা। সায়ণ।

(১৭) মূলে বধৈঃ আছে। বজ্রাদিভিরায়ুধৈঃ। সায়ণ।

(১৮) এই ঋক সম্বন্ধে সায়ণ বলিতেছেন "আসঙ্গ রাজর্ষি র্মেধ্যাতিথয়ে বহুধনংদত্বা তমৃষিং দত্তদানস্য মম স্তুতৌ প্রেরয়তি" অর্থাৎ আসঙ্গ নামক রাজর্ষি মেধ্যাতিথিকে বহু ধন দিয়া তাঁহাকে সেই দত্তধনের প্রশংসা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

যদু বংশোদ্ভব (১৯) আমি বহু পশুমান্,
জানি আমি কিপ্রকারে করে ধন দান। ৩১।
দিলেন আমাকে যিনি গতিশীল ধন (২০)
হিরণ্ময় দিলেন চর্ম্মের আস্তরণ;—
সশব্দ রথেতে চড়ি ধন যাবতীয়
হরণ করুন তিনি অরাতিপক্ষীয়। ৩২।
প্লাযোগি আসঙ্গ (২১) অন্যে করি অতিক্রম
দিলেন দশ সহস্র পশু অনুপম;
বাহিরিল তারা যথা সর হ'তে নল,
সেচন সমর্থ সবে সকলে উজ্জ্বল। ৩৩।
ইহাঁর সম্মুখ ভাগে স্থূল দেখা যায়,
অনস্থি লম্বিত উরু নিম্নদিকে হায়।
বলিলা শশ্বতী নারী করিয়া দর্শন
ধরেছ ভোগের বস্তু আর্য্য! বিলক্ষণ (২২)। ৩৪।

---

(১৯) মূলে যাদ্বঃ আছে। "যদুবংশোদ্ভবঃ" সায়ণ।

(২০) মূলে "ধ্বস্রা" আছে। গমনশীলানি ধনানি। সায়ণ।

(২১) প্রযোগরাজপুত্র আসঙ্গ মেধ্যাতিথিকে বলিতেছেন যে এই সকল বাক্যে আমাকে স্তব কর। সায়ণ।

(২২) প্রযোগ রাজপুত্র আসঙ্গ দেবশাপগ্রস্ত হইয়া নপুংসক হইয়া যান; পরে মেধ্যাতিথির প্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করেন। অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী তাঁহার ভার্য্যা। তিনিই এই ঋকের বক্তা অর্থাৎ ঋষি।

৬ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা, শেষ তিনটী ঋকে পরশু নামক রাজার পুত্র তিরিন্দিরের দানের প্রশংসা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাই দেবতা। বৎস ঋষি।

মহান্ যে ইন্দ্র ওজস প্রভাবে,
বৃষ্টিমান্ পর্জ্জন্য ওজস্বী যে ভাবে,
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন বৎসের স্তবে। ১

পূর্ণ করি নভঃ বহ্নি সব যদা,
বহে যজ্ঞে জাত ইন্দ্র দেবে তদা
ডাকেন স্তোত্রেতে মেধাবী সবে॥ ২

স্তোমে কণ্বগণ যজ্ঞের সাধন
করেছেন ইন্দ্রে, তাই সর্ব্বজন
আয়ুধবন্তকে আত্মীয় বলে। ৩

ইহাঁর ক্রোধের ভয়ে হয়ে ভীত,
বিশ্ কৃষ্টি (১) সব স্বয়ম্ প্রণত,
নত সিন্ধু যথা সমুদ্রে চলে॥ ৪

---

(১) কৃষ্টয়ঃ শব্দ মূলে আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন প্রজাঃ।

ইহঁার যে বল তায় অতিশয়
সম্বর্ত্তিত যায় রোদসী উভয়
চর্ম্ম যথা তথা হয় সম্বর্ত্তিত (২)। ৫
করিলেন ছেদ জগত কম্পক
শতধার বজ্রে বৃত্রের মস্তক
ইন্দ্র সেই বজ্রে বীর্য্য সুশোভিত ॥ ৬
স্তোতৃগণ অগ্রে এই সব স্তুতি,
দীপ্যমানা সবে যথা অগ্নিদীপ্তি,
পুনঃ পুনঃ মোরা করিব উক্ত। ৭
গুহা বর্ত্তমানা সেই সব স্তুতি
আপনি যাইয়া প্রকাশয়ে দীপ্তি,
কণ্বেরা করুন ধারা সংযুক্ত (৩) ॥ ৮
আমরা গোযুক্ত, ইন্দ্র! অশ্বযুক্ত,
হই যেন সবে বহুধন প্রাপ্ত,
প্রাপ্ত হই ব্রহ্ম (৪) জ্ঞানের জন্য। ৯

---

[২] মূলে চর্মেব সমবর্ত্তয়ৎ আছে। সম্যগ্বর্ত্তয়তি যথা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চর্ম কদাচিৎ বিস্তারয়তি কদাচিৎ সংকোচয়তি এবং তদধীনে অভূতামিত্যর্থঃ। সায়ণ।

(৩) মূলে "ঋতস্যধারয়া" আছে। "ঋতস্যোদকস্য সোমাত্মকস্য ধারয়া সহিতাঃ কুর্ব্বন্তীতিশেষঃ," সায়ণ।

(৪) ব্রহ্ম-অন্ন (সায়ণ)।

পিতা ও ঋতের (৫) আমিই পেয়েছি
মেধা, সূর্য্যসম তাইত জন্মেছি,
কেহ নহে মম সমান অন্য ॥ ১০
নিত্য স্তোত্রে আমি করি অলঙ্কৃত
রচন সমূহ, পিতা কণ্ব মত,
যাহা হতে ইন্দ্র পায়েন বল। ১১
নাহি করে স্তব তোমা ইন্দ্র যারা,
ঋষিগণ স্তব করেন যাঁহারা ;—
মম শুধু স্তবে বাড় কেবল ॥ ১২
পর্ব্বে পর্ব্বে করি বৃত্রে বিভাজিত
ক্রোধ তাঁর যদা হ'ল নিনাদিত
সমুদ্রে তখন জল প্রেরিত। ১৩
হে ইন্দ্র ! করিলে শুষ্ণকে হনন,
সে দস্যুকে করি কুলিশ ঘাতন
উগ্র ! তুমি বৃষা (৬) বলি বিদিত ॥ ১৪
ইন্দ্রকে দ্যুলোক নাহি পায় বলে
না পায় বজ্রীকে ভূলোক সকলে
অন্তরীক্ষলোক তথা না পায়। ১৫

(৫) ঋত-সত্যরূপ ইন্দ্র (সায়ণ)।

(৬) বৃষা—অভীষ্টদাতা।

তব জলরাশি করিয়া স্তম্ভিত,
যে বৃত্র হে ইন্দ্র! আছিল শায়িত
জল মধ্যে তুমি বধিলে তায়॥ ১৬
মহতী সঙ্গতা দ্যাবা পৃথিবীকে
করেছিল বৃত যে, ইন্দ্র! তাহাকে
করেছিলে তুমি তমসাবৃত। ১৭
হে উগ্র! যে যতিগণ (৭) করে স্তব,
স্তব করে তোমা ভৃগুগণ সব,
মম স্তব তায় হউক শ্রুত। ১৮
এই তব ইন্দ্র আশির (৮) ও ঘৃত
করিছে দোহন পৃশ্নিগণ (৯) যত,—
যজ্ঞের বর্দ্ধন যাহারা করে। ১৯
হে ইন্দ্র আস্যের দ্বারা প্রসবিনী
সে জল সদৃশ গর্ব্ভের ধারিণী,—
সূর্য্য চৌদিকে যে জল বিহরে॥ ২০
তোমাকেই করে ইন্দ্র বলপতে!
প্রবর্দ্ধিত যত কণ্বগণ উক্‌থে,
অভিষুত সোমে করে বর্দ্ধিত। ২১

(৭) যতিগণ—অঙ্গিরাগণ (সায়ণ)।
(৮) আশির—পয়ঃ।
(৯) পৃশ্নিগণ—গাভীগণ (সায়ণ)।

হে বজ্রিন্ তুমি পথ প্রদর্শন
করিলে তোমাকে উত্তম স্তবন
ক'রে করে তব যজ্ঞ বর্দ্ধিত॥ ২২
আমাদের জন্য মহান্ গোমান্
অন্ন দিতে ইন্দ্র হও ইচ্ছাবান্
বীর্য্যমান্ পুত্র পৌত্রাদি দাও। ২৩
নহুষ রাজার প্রজাগণে যথা
প্রদান করিলে আশ্ব্য বল তথা
আমাদিগে তুমি দাও তাহাও॥ ২৪
বিস্তার করহ হে ইন্দ্র সম্প্রতি
ব্রজ সন্নিকটে, দর্শনীয় অতি,
সুখী কর প্রাজ্ঞ আমাদিগকে। ২৫
বলের সমান (১০) কর আচরণ,
মনুষ্যগণের হও হে রাজন্,
মহান্. কে পারে বলে তোমাকে॥ ২৬
তোমাকেই, কাছে এসে হব্যবান্,
স্তব করে সবে করি সোমদান,—
বিশ্‌গণ, তুমি বিস্তীর্ণ ব্যাপী। ২৭
পর্ব্বতের প্রান্তে নদীর সঙ্গমে

(১০) ছন্দোযবথাদিকং বলং যথা শত্রুজাতং ভনক্তিতদ্বৎ সায়ণ।

অনুষ্ঠান করি যজ্ঞীয় করমে,
করেন তোমাকে জাত মেধাবী ॥ ২৮

যথায় বিদ্বান্ বিহার করেন,
জেনে তথা হ'তে সমুদ্র দেখেন,
নিম্নমুখে ইন্দ্র দ্যুলোক হ'তে। ২৯

তদুপরি তিনি হলে দীপ্যমান্
বাসরের জ্যোতি (৩১) হয় দৃশ্যমান
পুরাণ ইন্দ্রের তদা জগতে ॥ ৩০

কণ্বগণ যবে ইন্দ্র তব মতি,
বর্দ্ধিত করেন তব বল অতি,
বর্দ্ধিত করেন বীর্য্য তোমার। ৩১

সেবা কর এই স্তোত্র সুশোভন
আমার, আমাকে করহ পালন,
বর্দ্ধিত করহ মতি আমার ॥ ৩২

তোমাকে আমরা, প্রবৃদ্ধ বজ্রিন্
আছি যত হেথা ইন্দ্র! মেধাবিন্
করেছিনু স্তব জীবনাশায়। ৩৩

---

(৩১) মূলে "বাসরং জ্যোতিঃ" আছে। "বাসরং নিবাসকং নিবাসস্য হেতুভূতং জ্যোতির্দ্যোতমানং তেজঃ"। সায়ণ। নিবাসপ্রদজ্যোতি (রমেশ)

ডাকিতেছে তোমা যত কণ্বগণ,
আপ্ যথা তথা করিছে গমন
রমণীয় স্তুতি ইন্দ্র সেবায় ॥ ৩৪

বৃদ্ধি করে সিন্ধু যথা সমুদ্রকে
আমাদের উক্‌থ করিছে ইন্দ্রকে,—
অজর, কে সহে ক্রোধ তাঁহার ? ৩৫

কমনীয় অশ্বে করি আরোহণ
দূর হ'তে ইন্দ্র কর আগমন
অভিষুত সোম কর আহার ॥ ৩৬

তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্র-বিনাশন
ছিন্নকুশ লোকে তাই আবাহন
তোমাকেই করে অন্ন আশায়। ৩৭

চক্র যথা করে রথানুবর্ত্তন,
করে রোদসীরা তোমাকে তেমন,
অভিষুত সোম করে তোমায়॥ ৩৮

শর্য্যণার উপকণ্ঠে সরসীতে
তৃপ্ত হও ইন্দ্র আরব্ধ যজ্ঞেতে,
বিবস্বৎ স্তবনে হও হর্ষিত। ৩৯।

প্রবৃদ্ধ অভীষ্টবর্ষী বজ্রবান্
বৃত্রহন্তা ইন্দ্র সোমপা-প্রধান

যাঁর শব্দে স্বর্গ হয় শঙ্কিত। ৪০।

ঋষি পূর্ব্বজাত তুমিই ঈশান
কেননা তুমিই এক ওজস্মান্
পুনঃ পুনঃ বসু কর প্রদান। ৪১

অভিযুত সোম, অন্ন অভিমুখে,
আসুক শতেক অশ্বেরা তোমাকে,
প্রশান্ত পৃষ্ঠেতে সুদৃশ্যমান॥ ৪২

এই পূর্ব্বতনী, মধুর ঘৃতের (১২)
বর্দ্ধয়িত্রী ক্রিয়া যজ্ঞ সমূহের,
করুন বর্দ্ধিত কন্বেরা সবে। ৪৩

ইন্দ্রকেই মহদ্দেবগণ মাঝে
ধনাভিলাষেতে মানব সমাজে
রক্ষার্থে যজ্ঞেতে বরে মানবে॥৪৪

সোমপানে তোমা ইন্দ্র পুরুহুত।
অশ্বদ্বয়, যজ্ঞ প্রিয়গণ স্তুত,
সম্মুখে মোদের করুক বহন। ৪৫

যদুগণ (১৩) মধ্যে পরশুতনয়

---

(১২) মূলে মধোর্ঘৃতস্য পিপ্যুষীম্। মধোর্ম্মধুরস্য ঘৃতস্য ক্ষরণশীলস্যোদকস্য পিপ্যুষীং বর্দ্ধয়িত্রীং। সায়ণ।

(১৩) মূলে, "যাদ্বানাম" শব্দ আছে। "যদুকুল জাতানাম্— সায়ণ।

তিরিন্দির কাছে ধন সমুদয়

শতক সহস্র করেছি গ্রহণ ॥ ৪৬

তিন শত অশ্ব গাভী দশ শত

করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রদত্ত,

পর্জ্জন্যাম নাম ঋষিযুগলে। ৪৭

দিলেন উন্নত চারি উষ্ট্রধন

করিলেন, দিয়ে দাস যাদ্বজন (১৪)

স্বর্গ দীপ্ত স্বীয় কীর্ত্তির বলে ॥ ৪৮

৭ সূক্ত।

মরুদ্‌গণ দেবতা। কণের পুত্র বৎস ঋষি।

যদা বিপ্র তোমাদিগে, মরুদ্‌গণ!

ত্রিষ্টুপ ও অন্নের করেন ক্ষেপণ,

হও হে তখন পর্ব্বতে দীপ্ত। ১

হে শুভ্র! বলাভিলাষিন্ যখন

অশ্ব সহ রথ করহ যোজন,

বিচলিত হয় পর্ব্বত যত ॥ ২

(১৪) মূলে "যাদ্বং জনং আছে। অর্থাৎ যদুগণকে ৄদাসদের দাসরূপে দান করিয়াছিলেন। সায়ণ।

পৃশ্নিপুত্র শব্দকারী মরুদ্গণ
বায়ুদ্বারা মেঘ করেন সৃজন,
বৃদ্ধিকর অন্ন করেন দান। ৩

বায়ু সহ রথে গমন যখন,
বৃষ্টিক্ষেপ তাঁরা করেন তখন,
পর্ব্বতেরা হয় প্রকম্পবান্ ॥ ৪

তোমাদের রথ জন্য মরুদ্গণ!
গিরি সব হয় নিয়ত যখন,
নিধরণ (১) মহাবলের কারণ,
সিন্ধুগণ তদা হয় নিয়ত। ৫

তোমাদিগে রাত্রে করি আবাহন,
দিনেতেও করি আহ্বান তেমন,
ডাকি তথা হয়ে যজ্ঞেতে রত ॥ ৬

সেই সে বিচিত্র অরুণ বরণ
দিব' পরি সানু করেন গমন
মরুতেরা সবে স্বকীয় রথে। ৭

করিতে সুগম সূর্য্যের গমন
রশ্মিযুক্ত পথ করেন সৃজন,
অবস্থান করি তেজের সাথে ॥ ৮

---

(১) মূলে নিধর্মণে আছে। নিধরণায়। সায়ণ।

সেব এই বাক্য ওহে মরুদ্গণ !
মহদ্গণ ! স্তোম করহ সেবন,
মম এ আহ্বান সেবন কর। ৯
উৎস ও কবন্ধ (২) উদ্রি (৩) সব তিনে
দোহন করিলা মধু পৃশ্নিগণে,
সন্তুষ্ট যাহাতে বজ্রের ধর। ১০
সুখ অভিলাষে আমরা যখন
"স্বর্গ হ'তে আস" করি আবাহন,
নিকটে তখন এস সত্বর। ১১
দানশীল মহদ্গণ রুদ্রগণ !
গৃহে সোমে মত্ত হইলে, তখন
জ্ঞানাপন্ন হয়ে বিরাজ কর। ১২
আনাও স্বরগ হ'তে মরুদ্গণ !
আমাদের তরে মদস্রাবী ধন,
বহুস্তুত যাতে পোষে সকলে। ১৩
লয়ে চল সদা যান তোমাদের
উপরি ভাগেতে গিরি সকলের,
মত্ত হও সুত সোমের বলে। ১৪

(২) "কবন্ধমুদকং।
(৩) উদ্রিনং উদকবন্তং মেঘং। সায়ণ।

মরুদগণ, যাঁরা হিংসার অতীত,
তাঁহাদের কাছে স্তবে স্তোতা যত
তাঁহাদের সুখ ভিক্ষা করেন। ১৫

অক্ষয় মেঘের করিয়া দোহন,
জলবিন্দু মত বৃষ্টি বরিষণ
করিয়া, রোদসী পুরে ফেলেন॥১৬

শব্দ করি ঊর্দ্ধে করেন গমন,
রথে, বায়ুযোগে, স্তোমেতে তেমন
ঊর্দ্ধেতে যতেক পৃশ্নিকুমার। ১৭

রক্ষিলে যেমতে তুর্ব্বসু যদুকে,
ধনকামী ঋষি রক্ষিলে কণ্বকে,
ধনার্থে ধ্যান করি সে রক্ষার॥ ১৮

হে সুন্দর দানশীল মরুদ্‌গণ!
এ প্রসন্ন অন্ন ঘৃতের মতন
কাণ্বস্তোম সহ কর বর্দ্ধিত। ১৯

হইয়াছে বর্হি ছিন্ন হে কোথায়
মত্ত হইতেছে? দাতা সমুদায়!
কোন্ ব্রহ্মা স্তবে করে অর্চ্চিত। ২০

অগ্রে তোমাদিকে পূরা যেই স্তব

করিল তাহাতে ইহা কি সম্ভব,—

করিছ যজ্ঞের বল সম্প্রীত।২১

তাঁহারা মহৎ জলের ধারণ,

দ্যাবা পৃথিবীর, সূর্য্যের স্থাপন

করিলা; পর্ব্বশঃ বজ্র সংধৃত ॥ ২২

বিনাশিলা রাজ্যশূন্ত মরুদ্‌গণ,

বৃষ্ণি ও বলের করিয়া ধারণ,

পর্ব্বে পর্ব্বে বৃত্রে, পর্ব্বত প্রায়। ২৩

যুদ্ধকালে ত্রিতে তাঁহারা রক্ষিলা,

যজ্ঞকালে তাঁকে বল প্রদানিলা,

বৃত্র-বধে ছিলা ইন্দ্র-রক্ষায় ॥২৪

বিদ্যুদ্ধস্ত শুভ্রবর্ণ দীপ্তিমান্

মরুদ্‌গণ, হিরণ্ময় শিরস্ত্রাণ

শোভার্থে করেন শিরে ব্যাপ্তিত। ২৫

তোমরা মরুদগণ! ইচ্ছা করি

অভীষ্ট বর্ষীর, রথের উপরি,

দূরদেশ হ'তে আগমন করি,

স্তোমস (১) করিলা যবে রুপ্পিত ॥ ২৬

আমাদিগে যজ্ঞ করিবারে [illegible],

(১) মূলে "দ্যোন" আছে। "দ্যু [illegible] বর্ত্তমানো জনসজ্ব ইব।

স্বর্ণপাণি অশ্বে করি অভিযান,
　　আসুন হেথায় দেবতা সব। ২৭
ইহাদের রথ শ্বেতবিন্দুধারী
বহিলে রোহিত শীঘ্র পদচারী,
　　মরুতেরা চলে বহায়ে অপ্। ২৮
সুসোম ঋজিকে যজ্ঞ-গৃহোপেত,
শর্য্যণাবতীতে নেতৃগণ যত
　　গমন করেন নিম্ন চক্রেতে। ২৯
হেনাহ্বানকারী বিপ্রে যাচমান
মরুদ্গণ! কবে সুখের নিদান,
　　আসিবে তোমরা সহ ধনেতে? ৩০
স্তব-প্রিয় কবে তোমরা সকলে
মরুদ্গণ! ইন্দ্রদেবকে ত্যজিলে?
　　তোমাদের কেবা সখ্য-প্রত্যাশী। ৩১
ওহে কণ্বগণ! করহ স্তবন
অগ্নিদেবতায়, সহ মরুদ্গণ
　　যাঁরা বজ্রহস্ত হিরণ্যবাঁশী। ৩২
বর্দ্ধিতা, যষ্টব্য, বিচিত্র গমন
মরুদ্গণে আমি করি আবর্ত্তন,
　　নব্য-সুখময় ধনের আশে। ৩৩

পীড্যমান গিরি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে

স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট কভু নহে,

নিয়মিত মেঘ (২) গমনবশে। ৩৪

বহু দূরগামী আকাশের পথে,

অশ্বগণ আনে সকল মরুতে

স্তোতার অন্নের করি বিহিত। ৩৫

প্রশংস্য সূর্য্যের সমতুল্য অগ্নি

তেজোবলে সর্ব্বদেব পূর্ব্বজনি (৩)

নানাস্থানে তারা (৪)ভানুতে স্থিত। ৩৬

---

(২) মূলে "পর্ব্বতাশ্চিন্নিযেমিরে"। পর্ব্বতাশ্চিৎ পর্ব্বতা মেঘা অপি ত্বদীয়েন গমনেন নিযেমিরে নিযম্যন্তে। সায়ণ।

(৩) মূলে জনিপূর্ব্বঃ আছে। পূর্ব্বঃ সর্ব্বেষু দেবেষু মুখ্যোজনি অজায়ত। সায়ণ।

(৪) তারা—মরুতেরা। ভানুতে—দীপ্তিতে।

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি।

ব্রতপা হে অগ্নি দেব! তুমি মর্ত্ত্যগণে,
ঈড্য যজ্ঞে অতএব।
প্রশংসার পাত্র যজ্ঞে বধি শত্রুজনে,
অধ্বরের নেতা দেব॥ ২
জাতবেদা তুমি বিদূরিত কর,
পৃথক্ কৃত করি অরাতি নিকর,
অদেব অরাতি করহ দূর। ৩
নিকটে থেকেও তুমি জাতবেদা
রিপুর যজ্ঞেতে নাহি যাও কদা,
দয়া আমাদের প্রতি প্রচুর। ৪
তুমি জাতবেদা মরণ রহিত,
মোরা বিপ্র নহে মৃত্যুর অতীত,
তব ভূরি নাম করিব মনে। ৫
মৃত্যুর অধীন বিপ্র মোরা সবে
রক্ষা পাইবারে বিপ্র অগ্নিদেবে (১)
হব্য সব দিব স্তব-বচনে॥ ৬

---

(১) মূলে বিপ্রং দেবং অগ্নিং আছে। এক্ষণ বিপ্র অর্থে যেমন বংশগত ব্রাহ্মণ বুঝায়, ঋগ্বেদের সময়ে তাহা বুঝাইত না। বিপ্র অর্থে

পরম আবাস হতে বৎস ঋষি
স্তব দ্বারা তব কৃপা অভিলাষী,
তব মন তাই আকৃষ্ট করে। ৭
সমানে দর্শন কর বহু দেশ
সমস্ত বিশ্বের তুমি পরমেশ,
আহ্বান তোমা করি সমরে ॥ ৮
রক্ষা পাইবার আশে আমরা সমরে,
অগ্নিকে আহ্বান করি অন্ন ইচ্ছা করে,
চিত্রধনযুক্ত অগ্নি সতত সমরে। ৯
তুমি যজ্ঞে পূজনীয় তুমি পুরাতন,
তুমি নব্য তুমি অগ্নে! হোতা সনাতন;
স্বতনু বিস্তার তুমি কর যজ্ঞে আসি,
আমাদিকে প্রদান করহ ধনরাশি। ১০।

মেধাবী। সে সময়ে জাতিভেদ হয় নাই। অগ্নিকে কোন জাতি বাচক শব্দ দ্বারা বিশেষিত করার আবশ্যকতা দেখা যায় না। অগ্নি হোতা দেবগণকে আহ্বান করেন এজন্য তাহাকে বিপ্র মেধাবী বলা হইয়াছে। ৮।১৯।৩৩ ঋকে অগ্নির ক্ষত্র (বল) আছে বলা হইয়াছে। যদি জাতিভেদ থাকিত, তবে একই দেবতার বিপ্রত্ব ও ক্ষত্রত্ব বলা হইত না।

১৯ সূক্ত।

১৬।১৭ ত্রসদস্যু রাজার দান দেবতা ৩৪।৩৫ আদিত্য দেবতা। অবশিষ্টের অগ্নি দেবতা। কণ্ব গোত্রীয় সোভরি ঋষি।

স্তব কর ওহে স্তোতা প্রসিদ্ধ অগ্নির,
তিনি স্বর্গে হব্য লয়ে করেন গমন।
ঋত্বিকেরা যায় কাছে সে দীপ্ত স্বামীর,
দেন হব্য দেবগণ করিয়া যতন। ১
অগ্নিকে করহ স্তব হে বিপ্র সোভরে!
তিনি চিত্র শোচি, দান বিভূত তাঁহার;
পুরাতন দেব তিনি সকল অধ্বরে,—
নিয়ামক, কর যজ্ঞ সেই নিয়ন্তার। ২
দেব মধ্যে দেব তুমি যাজ্ঞিক ও হোতা,
ভজি তোমা কে অমর যজ্ঞের সুকর্ত্তা। ৩
স্তব করি দীপ্তিকারী অগ্নি দেবতায়
শ্রেষ্ঠ শুচি সুভগ সে অন্ন প্রদাতায়;
স্বর্গস্থ বরুণ মিত্রে জলদেবগণে
তিনিই যজুন আমাদিগের কল্যাণে। ৪
যে মর্ত্ত্য সুন্দর যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া

সমিধ্ প্রদানে করে অগ্নির অর্চ্চনা,
আহুতি ও বেদ মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া,
নমস্কার করি করে তাঁহার প্রার্থনা ;—৫
ব্যাপ্তিশীল অশ্ব তাঁর হয় বেগবান্
সর্ব্বাপেক্ষা যশ তাঁর হয় দীপ্তিমান্ ;
কিবা দেবকৃত পাপ কিবা মর্ত্ত্যকৃত,
তাঁহার নিকটে নাহি হয় উপস্থিত। ৬
বল-পুত্র অন্নপতি ! সাগ্নিক হইব
তোমার অনল সব করিয়া অর্চ্চনা ;
তুমি দেব বীর্য্যবান্ তোমাকে পূজিব,
আমাদিগে অগ্নে ! তুমি করহ কামনা। ৭
অতিথি প্রশংসমান মিত্রের যেমন,
রথ যথা ফল-প্রদ, তুমিও তেমন ;
তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেম আছে বর্ত্তমান,
ধন-অধিপতি তুমি হে অগ্নে মহান্। ৮
হে সুভগ ! যে মনুষ্য যজ্ঞে হয় রত
সত্য-ফল প্রাপ্ত হ'ক সে ব্যক্তি সতত ;
প্রশংসা ভাজন হ'ক সকল লোকের
ভজনা শ্রবণ হ'ক সহায়ে স্তোত্রের। ৯
যাঁর যজ্ঞে অগ্নি তুমি হও ঊর্দ্ধগামী

বীরযুক্ত হয়ে তিনি হন সিদ্ধিস্বামী ;
অশ্বের সহায়ে তাঁর লাভ হয় জয়,
মেধাবী ও বীর সহ মিল তাঁর হয়। ১০
বিশ্ব বরণীয় অগ্নি দেব রূপবান্
যার গৃহে অন্ন স্তোম করেন ধারণ ;
তাহার হব্য সকল হয় ব্যাপ্তিমান্
দেবগণ সেই হব্য করেন গ্রহণ। ১১
বলপুত্র অগ্নি ! বিপ্র অথবা স্তোতার
হব্যদানে ওহে বসো বাক্য বিদ্বানের,
দেবতাগণের নিয়ে মর্ত্তোর উপর
ব্যাপ্ত কর এই নিবেদন আমাদের। ১২
সুদক্ষ অগ্নিকে হব্যদানে নমস্কারে,
ভক্তিভাবে যেই ব্যক্তি পরিচর্য্যা করে,
ক্ষিপ্রগামী তেজোযুক্ত অগ্নিকে অর্চ্চয়,
সমৃদ্ধি সম্পন্ন সেই অবশ্যই হয়। ১৩
যে মর্ত্ত্য অখণ্ডনীয় অগ্নি-দেবতার
পরিচর্য্যা করে হব্য সমিধ্ দ্বারায়,
কর্ম্ম-ফলে সেই জন হয় ভাগ্যবান্,
লোক অতিক্রমি অন্নে হয় দ্যোতমান্। ১৪
গৃহে অভিভূত করে অত্রিকে (১) যে ধন,

পাপাত্মাজনের ক্রোধ করে নিবারণ,
হে অগ্নি সে ধন তুমি কর অহরণ,
তব কাছে আমাদের এই নিবেদন। ১৫
অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, ভগ, অশ্বিদ্বয়,
যে অগ্নির তেজেতে হয়েন তেজোময়,
হে অগ্নে তোমার সেই ধনের দ্বারায়
স্তোত্রজ্ঞ হইয়া, আর ইন্দ্রের কৃপায়
রক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে, করি সে তেজের ধ্যান,
কর তুমি অগ্নিদেব ! মোদের কল্যাণ। ১৬
ওহে বিপ্র অগ্নি ! তুমি মানব-লোচন
সুন্দর করমোপেত, যাহারা ধারণ
করেন তোমাকে, দেব ! সেই বিপ্রগণ
ধ্যানযুক্ত হয়ে যজ্ঞে সুশোভিত হন। ১৭
তাঁহারাই হে সুভগ তোমার জন্যেতে
বেদির নির্ম্মাণ করে আহুতি দিইতে,
শুভদিনে সোম অভিষব করিবারে
তাঁহারা উদ্যোগ করে, ধনলাভ করে,—
বলেতে মহৎ ধন লাভ করে তাঁরা
তোমাকে কামনা করে হে অগ্নে ! যাঁহারা। ১৮

(১) অত্রি-রাক্ষস।

হউন আহুত অগ্নি ভদ্র আমাদের,
ভদ্র হ'ক হে সুভগ! দান তোমাদের,
ভদ্র হ'ক হে অনল! তোমার অধ্বর,
প্রশস্তি সকল হ'ক মঙ্গল-আকর। ১৯

কর ভদ্র আমাদের মন রণস্থলে,
পরাজিত কর শত্রু সেই মনোবলে;
প্রবলের প্রভূত ও স্থির বল নাশ,
ভজিব অভিষ্টি দ্বারা করিয়াছি আশ। ২০

স্তব দ্বারা পূজা করি দূত অগ্নিদেবে
তিনি মনুহিত তাঁকে, দেবতারা সবে,
জানিয়া যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ হব্যের বাহন,
ঈশ, দূতরূপে হেথা করেন প্রেরণ। ২১

তীক্ষ্ণজ্বাল, নিত্যনব, অগ্নি রাজমান
অন্নজন্য তাঁর কাছে কর স্তব গান;
সূনৃত বাক্যের দ্বারা অগ্নি হয়ে স্তুত,
স্তোতার সুবীর্য্য দেন হয়ে ঘৃতাহুত। ২২

আহুত হইলে অগ্নি ঘৃতের ধারায়
উর্দ্ধে নিম্নে যখন করেন শব্দ হায়!

অসুর সূর্য্যের ন্যায় রূপ আপনার (২)
প্রকাশ করিয়া শোভা করেন বিস্তার। ২৩
মনুর্হিত যেই অগ্নি সুগন্ধি আস্যেতে
প্রেরণ করেন হব্য, দেব দেব হোতা,
মরণ-রহিত, অতি সুন্দর যজ্ঞেতে
করেন ধনের সেবা সে পূজ্য দেবতা। ২৪
হে আহুত মিত্রভূত বলের নন্দন!
মর্ত্ত্য হইলেও মম এই নিবেদন,
তুমি হই যেন, তুমি মরণ রহিত, (৩)
অনুগ্রহে কর দেব এহেন বিহিত। ২৫
মিথ্যাপবাদের জন্য হে বসু তোমাকে
অথবা পাপের জন্য মন্দ বলিব না;
দুর্ব্বুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি শত্রু আমাদিগে
যেন নাহি হয়; স্তোতা ক্রোধ করিবে না। ২৬

(২) "অসুর ইব নির্ণিজং আছে। এস্থলে অসুর সূর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রমেশ বাবু বলেন ৬ষ্ঠ অষ্টকে ৮টি স্থলে অসুর শব্দের ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে ছয়টি স্থলে উহা দেবগণের বিশেষণ এবং দুটি স্থলে বলবান্ শত্রুর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত।

(৩) এই মন্ত্রে মর্ত্ত্য মনুষ্য অমর অগ্নির ন্যায় হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ২১ ও ২৪ ঋক হইতে বুঝা যায় যে মনু অগ্নি পূজার একজন প্রবর্ত্তক।

পিতার উদ্দেশ্যে যথা পুত্র হব্য দেয়,
যজ্ঞ-গৃহে লক্ষ্য করি দেব সমুদয়,
আমাদের পুষ্টিদাতা অগ্নি সেই রূপ
করেন হব্যের দান হোতার স্বরূপ। ২৭
হেবসু! তব যে রক্ষা যাহা সন্নিহিত,
মর্ত্ত্য আমি সে রক্ষায় হইয়া রক্ষিত,
সদা প্রীতি সহ যেন দেব সেবা করি;
অনুগ্রহ কর হেন করুণা বিতরি। ২৮
তব সেবা করি অগ্নে ভজিব তোমায়,
ভজিব হব্যের দানে, প্রশস্তি ভাষায়;
তুমি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি হও রক্ষক আমার,
দান পাবে বলি হর্ষ হউক তোমার। ২৯
গ্রহণ সখ্যতা তুমি কর অগ্নে যাঁর
তোমার কৃপায় বীর্য্য অন্ন বাড়ে তাঁর। ৩০
সোমসিক্ত নীলবান্ কম দ্রবণীয়
দীপ্ত অগ্নে তব জন্য প্রস্তুত পানীয়
প্রিয় হও তুমি অগ্নে! মহতী উষার,
প্রকাশিত হও তুমি বস্তুতে নিশার। ৩১
ত্রসদস্যু করিছেন অগ্নিদেবে স্তব
আসিতেছে তাঁর কাছে সোভরিরা সব;

অগ্নি মহাতেজশালী সুন্দর-গমন,
লইতেছে সোভরিরা তাঁহার শরণ। ৩২
অন্য অগ্নি সব অগ্নে নিকটে তোমার
অবস্থিতি করে হয়ে সদৃশ শাখার ;
মানবগণের মধ্যে তব ক্ষত্র (৪) আমি
বৃদ্ধি করি স্তোতৃবৎ হব অন্নস্বামী। ৩৩
সমস্ত ধনের দাতা, দ্রোহ-বিরহিত,
হে আদিত্যগণ! নেও যে মর্ত্যকে পারে,
তোমরা সকলে, পায় সে ফল নিশ্চিত,
এজন্য আমরা দেব! ভজিছি তোমারে। ৩৪
তোমরা হে রাজগণ! শত্রুগণ জেতা,
মানবগণের শত্রু-অভিভবয়িতা ;
তোমরা বরুণ মিত্র দেব অর্য্যমণ্
হইব যজ্ঞের নেতা এই আকিঞ্চন। ৩৫
আর্য্য, সৎপতি, দাতৃগণে সুমহৎ,
আমাকে করিলা দান বধূ পঞ্চাশৎ,
ত্রসদস্যু রাজা পুরুকুৎসের নন্দন,
করিতেছি স্তবে তার যশের কীর্ত্তন। ৩৬

---

(৪) মূলে "তব ক্ষত্রাণি" আছে। সুতরাং অগ্নি ও ক্ষত্রধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ বলশালী।

সুন্দর বসতি পূর্ণ নদীর সম্মুখে
শ্যামবর্ণদিগের অধিপ ত্রসদস্যু,
ত্রিসপ্ততি গাভী রাজা দিলেন আমাকে,
দান করিলেন আর অন্ন আর বস্তু। ৩৭

২১ সূক্ত।

শেষ দুটি ঋকে চিত্র রাজার দানস্তুতি।

অবশিষ্টের ইন্দ্রদেবতা।

কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি।

স্থূলব্যক্তি মত তোমা করিয়া পোষণ
হে অপূর্ব্ব ইন্দ্রদেব বিচিত্র দর্শন!
রণেতে আমরা তোমা ডাকিছি সবার
রক্ষা পাইবার আশে তোমার কৃপায়। ১
আমরা যজ্ঞার্থে কাছে যেতেছি তোমার,
তুমি যুবা, উগ্র, কর শত্রুর সংহার;
আমরা তোমার সখা, এস অভিমুখে,
ভজনীয় রক্ষাকারী, বরি তোমা সুখে। ২

গোপতি উর্ব্বরাপতি ইন্দ্র অশ্বপতি
আগমন কর হেথা দেব সোমপতি,
এই সব সোম দেব সকলি তোমার,
পান কর দয়া করি, প্রার্থনা আমার। ৩
আমরা অবন্ধু বিপ্র, তুমি বন্ধুমান্,
করিব তোমার সহ মৈত্রতা সংস্থান ;
তোমার যে তেজ আছে তা সবার সহ
সোমপান করিবারে হেথায় আসহ। ৪
গব্যযুক্ত মন্দির তোমার সোমরসে
বসিয়া আমরা, যথা পক্ষিগণ বসে,—
স্বর্গ প্রাপ্ত হেতুভূত বসিয়া তাহায়
অভিমুখী হয়ে স্তব করিছি তোমায়। ৫
এই নমস্কারে করি সমভিবাদন,
কেন মুহুর্মুহু ইন্দ্র করিছ চিন্তন ?
হবিবান্ দাতা তুমি, মোরা আশাবান্,
আমাদের কর্ম্ম সব তব বিদ্যমান্। ৬
লভিয়া তোমার কৃপা হইব নূতন,
আমরা হে বজ্রধারি! এই নিবেদন ;
এ হেন মহান্ তুমি নাহি জানিতাম,
পূর্ব্বেত আমরা কভু, এবে জানিলাম। ৭

তোমার সখিত্ব শূর! আছি অবগত,
আছি অবগত আছে তব ভোজ্য যত,
যাচি তাহা হে ব্র'জ্রন্ বসো! শিপ্রবান্
গব্যযুক্ত অন্ন কর আমাদিকে দান। ৮
আনিয়া দিলেন যিনি এ সমস্ত ধন
পূর্ব্বকালে আমাদিকে ওহে সখাগণ!
তোমাদের প্রতি যাতে কৃপা তাঁর হয়,
সেই জন্য করি এই স্তব সমুদয়। ৯
শত্রু-অভিভবয়িতা, হর্য্যশ্ব, সৎপতি
ইন্দ্রকে যে মত্ত করে, সেই করে স্তুতি;
আমরা তাঁহার সদা করি স্তব গান,
করুন শত গো অশ্ব দান মঘবান্। ১০
বৃষভ! আমরা লভি তোমাকে সহায়,
ক্রোধন আছয়ে যত শত্রু সমুদায়,
আছে যাহাদের গাভী, তাঁহাদিকে রণে,
নিধন করিব এই অভিলাষ মনে। ১১
করিব বিজয় রণে হিংসাকারী জনে,
করিব বিজয় তথা পাপবুদ্ধিগণে;
মরুদ্গণ সহ ইন্দ্র! বৃত্রকে বধিব,
যজ্ঞ কর্ম্ম, কর্ম্ম সব বর্দ্ধিত করিব। ১২

জন্মাবধি নাহি কেহ ভ্রাতৃব্য তোমার,
বন্ধুও তোমার কেহ নাহি দেখি আর;
ইচ্ছা যদি কর কেহ তব বন্ধু হবে,
তাহাকে হইতে হবে সে বন্ধু আহবে। ১৩

কেন নাহি কর বন্ধু ধনবান্ গণে,
তোমাকে পিয়ায় ইন্দ্র! সুরামত্তজনে;
দূর কর মানবের কার্পণ্য যখন,
পিতার মতন তোমা ডাকে সে তখন। ১৪

তোমার সদৃশ দেব-বন্ধুত্বে বঞ্চিত
না হই আমরা যেন ইন্দ্র কদাচিৎ;
সোম অভিষুত হলে মিলিয়া তখন,
আমরা করিব তব সহোপবেশন। ১৫

হে গোদাতা ইন্দ্র! যেন না হই কখন
ধন-শূন্য, অন্য কাছে না করি গ্রহণ;
ধনস্বামী তুমি, ধন দাও দৃঢ় করি,
হিংসিবারে নারে তব ধন কোন অরি। ১৬

করিলা কি ইন্দ্র এই ধন বিতরণ?
অথবা সুভগা সরস্বতী দিলা ধন?

অথবা হে চিত্র! তুমি করেছ প্রদান (১)
আমাকে, কেননা আমি হব্য করি দান? ১৭
অন্য যে সকল রাজা, সরস্বতী তীরে
বাস করে তাঁহাদিগে, মেঘ যথা করে
বারি দ্বারা, চিত্ররাজ করিলেন প্রীত,
প্রদান করিয়া ধন সহস্র অযুত। ১৮

৭৭ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। কণ্বের অপত্য কুরুসূতি ঋষি।

জাতমাত্র ইন্দ্র শতক্রতু মায়
করিলা জিজ্ঞাসা এহেন ভাষায়
কারা হয় উগ্র, প্রসিদ্ধ কারা? ১
তখনি শবসী বলিলেন তাঁয়
ঔর্ণবাব অহীশুব আদি হায়!
নিস্তার্য্য হে পুত্র হয় তাহারা। ২

---

(১) চিত্র নামক রাজা সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সোভরি তাঁহার যজ্ঞে বহু ধন লাভ করতঃ এই দুইটী ঋকের দ্বারা তাঁহার দানের স্তুতি করিয়াছিলেন। সায়ণ।

যথা কৃষ্ট অর হয় রজ্জু দ্বারা,
বৃত্রহা দ্বারায় হইল তাহারা,
শত্রু বধি বড় হলেন তিনি। ৩
সোম-পূর্ণ ত্রিশ পাত্র কমনীয়
পান করিলেন ইন্দ্র সোম-প্রিয় (১)
যুগপৎ একই পানেতে যিনি ॥ ৪
স্তোতাকে বর্দ্ধিত করিবার আশে
মূল-বিরহিত অন্তরীক্ষ-দেশে
চারিদিক্ হ'তে মেঘে হিংসিলা। ৫
পক্ক অন্ন ইন্দ্র করিয়া ধারণ
বিস্তৃত বাণের করিয়া গ্রহণ,
মেঘ সকলকে বিদ্ধ করিলা। ৬
এই বাণ তব শত অগ্রযুক্ত
আছে তাহে ইন্দ্র! সহস্রক পত্র,
ইহাই তুমি করেছ সহায়। ৭
স্তবকারী নরনারীর ভোজন
সংস্থান করিতে আহর ধন,
জন্মিয়াই স্থির প্রভূত হায়। ৮

(১) ইন্দ্র জন্মিবামাত্রই অতি শূর ও সোমপ্রিয় তাহা এই চারিটি ঋকে বেশ বুঝা যায়।

এই সব বড় চতুর্দ্দিকে পরিণত
পর্ব্বত সকল ইন্দ্র তোমারি প্রকৃত;
যাহাতে তাহারা থাকে হইয়া সুস্থির
হৃদয় বেষ্টনে তুমি কর হেন বীর! ৯
যে সমস্ত জল ইন্দ্র আছয়ে তোমার
বিষ্ণুই হয়েন দেব প্রদাতা তাঁহার;
তিনি অতিশয় উচ্চগতি সমন্বিত,
হয়েছেন তোমার দ্বারায় প্রণোদিত;
দিয়াছেন ইন্দ্র শত মহিষ ও ক্ষীর,
দিয়াছেন পক্ক অন্ন, বরাহ সে বীর (২)। ১০
বহুশর ধনু তব সুকৃত সুময়।
সাধু সাধু ইন্দ্র তব বাণ স্বর্ণময়;
রমণীয় মর্ম্মভেদী তব বাহুদ্বয়,
যজ্ঞের বর্দ্ধক তারা সুসংস্কৃত হয়। ১১

(১) বিষ্ণুর অর্থ ঋগ্বেদে সূর্য্য। এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে তিনি ইন্দ্র প্রেরিত হইয়া আকাশ পরিভ্রমণ করেন ও জল প্রেরণ করেন অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

নবম মণ্ডল।

৫ সূক্ত।

আপ্রীদেবতা। কশ্যপ গোত্রোৎপন্ন অসিত বা দেবল ঋষি।

সমিদ্ধ বিশ্বের পতি পবমান,
অভীষ্ট বর্ষিয়া দেব রাজমান,
শব্দ করি দেবগণে প্রীত করি। ১
শৃংগেতে তনূনপাৎ পবমান
তীক্ষ্ণতর হয়ে, হয়ে দীপ্তিমান,
রাজমান সোম অন্তরীক্ষ, পরি॥ ২
ঈলেন্য (১) সে সোম দেব পবমান
ধনদাতা অতিশয় দীপ্তিমান্
বিরাজিত তেজে মধুর ধারায়। ৩
তেজেতে প্রাচীন বর্হি স্তৃত করি,
দেবগণ কাছে হবির্দ্ধর্ণ ধরি,
ক্ষরিত হইয়ে যেতেছেন হায়॥ ৪

---

(১) ঈলেন্য স্তুতি-যোগ্য।

হিরণ্ময়ী দ্বারদেবী দুইজন,
করেন বৃহদ্দিগে উদ্গমন,
পবমান সোম সহ স্তুত হয়ে। ৫
বৃহতী মহতী অতি শোভনীয়া
দিবারাত্রি দ্বয়ে চারু দর্শনীয়া
কামনা করেন তিনি স্বহৃদয়ে॥ ৬
মানবের দ্রষ্টা, দেবগণ হোতা,
উভেকে আহুত করিতেছি হেথা।
ইষ্টবর্ষী ইন্দ্র, সোম পবমান। ৭
মোদের এ সোমযজ্ঞে রূপবতী
সরস্বতী, ইলা মহতী, ভারতী
করুন আসিয়া তিনে অধিষ্ঠান॥ ৮
অগ্রজাত পুরোগামী প্রজা পালয়িতা,
ত্বষ্টৃদেবে আবাহন করি আমি স্তোতা;
পবমান সোম আর ইন্দ্র দেবপতি
উভয়েই কামবর্ষী উভে প্রজাপতি। ৯
হরিদ্বর্ণ, দীপ্তিমান্, হিরণ্য-বরণ,
সহস্র শাখাতে যিনি অতি সুশোভন;
হেন বনস্পতি দেবে সোম পবমান।
মধুর ধারায় কর সংস্কার বিধান॥ ১০

ওহে বিশ্ব দেবগণ! বায়ু বৃহস্পতি
সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র আদি দেবের সংহতি,
মিলিত হইয়া হেথা কর আগমন,
সোমের শুনিয়া স্বাহাশব্দ উচ্চারণ। ১১

৮ সূক্ত।

পবমান সোমদেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি।

ইন্দ্র-প্রিয় রস যথাকাম ক্ষরি,
বীর্য্য তাঁর তায় সম্বর্দ্ধন করি,
এই সব সোম সম্মুখে যায়। ১
অভিযুত সোম ডাকে চমসেতে,
যায় বায়ু অশ্বিদ্বয় সন্নিধিতে,
আমাদের বীর্য্য জন্মুক তায়। ২
ইন্দ্রের পূজার্থে অভিযুক্ত হয়ে,
হে মনোজ্ঞ সোম ইন্দ্রকে প্রেরিয়ে,
বস আমাদের যজ্ঞের স্থলে। ৩
দশাঙ্গুলি করে তোমায় মৃক্ষণ,

সপ্তহোতা করে প্রীতি উৎপাদন,
প্রমত্ত করেন বিপ্র সকলে। ৪

মেষলোমজাত, সৃষ্ট উদকেতে,
দেবগণ-মদ নিমিত্ত তোমাতে
গব্যের মিশ্রণ লইব করি। ৫

বস্ত্রের ন্যায় গব্য আচ্ছাদন
করিতেছে সোম প্রদীপ্ত-দর্শন,
সুত ও কলশে নিষিক্ত হরি (১)। ৬

ধনবান্ যোরা আমাদের দিকে
ক্ষরিত হইয়া, মার শত্রুদিগে,
হে ইন্দো! সখায় (২) প্রবেশ কর। ৭

পৃথিবী উপরে কর বরিষণ
বৃষ্টি, ধন তুমি কর উৎপাদন,
সংগ্রাম সময়ে সাহস ধর (৩)॥ ৮

---

(১) মূলে "হরি" শব্দ আছে। হরিতবর্ণ (সায়ণ)।

(২) ইন্দ্রে।

(৩) মূলে পুংস্বসহোধাঃ আছে। পুংস্ব সংগ্রামেষু সহো বলং ধাঃ থেহি (সায়ণ)। সহঃ শব্দ হইতে সাহস শব্দ হইয়াছে, ইহা মনের বল। সাহস শব্দ রাখিলাম।

দেখ নেতৃগণে, আছ স্বর্গ জ্ঞাত,
ইন্দ্রই অগ্রেতে করেন পান,
পিয়ে পরে তোমা স্তোতা মোরা যত
লভি যেন প্রজা, হই অন্নবান্। ৯

৪৮ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ভৃগুপুত্র কবি ঋষি।

ধনের ধারণ কর, মঙ্গল ধারণ,
প্রকাণ্ড স্বর্গের মাঝে বাস সর্ব্বক্ষণ,
শোভন কার্য্যের মোরা করি অনুষ্ঠান
যাচ্ঞা করি তুমি সোম ধন কর দান। ১
পরাভবকারী শত্রুদিগে নাশ কর,
অনেক মহৎকার্য্যে প্রশংসা বিস্তর,
প্রশংসার যোগ্যপাত্র, আনন্দ-বিধাতা
শত্রুপুরী নাশ করি অভিভবয়িতা। ২
স্বর্গলোক হ'তে সোম! অবলীলা ক্রমে
আনিল সুপর্ণ তোমা এই মর্ত্ত্যধামে;

সুন্দর কার্য্যের তুমি দেব অনুষ্ঠাতা,
ধনের ঈশ্বর তুমি ধনের প্রদাতা। ৩

এই সোম বৃষ্টি-জল করেন প্রদান
স্বর্গবাসী সকলের পক্ষেতে সমান,
অমৃত রক্ষক ইনি জানিয়া এ কথা
আহরণ করিলা সুপর্ণ তাঁকে হেথা (১)। ৪

অতীব সতর্ক সোম অভীষ্টপূরক
কিঞ্চিৎ পরেতে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক,
করিলা ধারণ দেব বীর্য্য অতিশয়,
শুনুন এ স্তব তিনি হইয়ে সদয়।

---

(১) বোধ হয় পুরাণে গরুড় কর্ত্তৃক যে অমৃত আহরণের বৃত্তান্ত আছে, শ্যেন (সুপর্ণ) কর্ত্তৃক সোম আহরণ সম্বন্ধীয় উপাখ্যানই তাহার মূল। ঋগ্বেদে দেবগণের পানীয় অমৃতের উল্লেখ নাই, গরুড়েরও উল্লেখ নাই। (রমেশ)।

৬৬ সূক্ত।

অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা। শতসংখ্যক বৈখানস ঋষি।

তুমি সখা বিশ্ব কর দরশন,
তুমি ঈড়া, বন্ধু—করিয়া শ্রবণ
এ সব কবিতা, ক্ষরিত হও। ১

তোমার যে দুটী পত্র বক্রভাবে
ছিল অবস্থিত, তাহার প্রভাবে
সর্ব্বোপরি রাজা হইয়া রও। ২

যে সমস্ত পত্র আছে তব' পরি
শোভ তুমি তায় কবে! আহা মরি!
সকল ঋতুতে তুমি ক্ষরিত। ৩

সখা সখা প্রতি বরেণ্য স্তবনে,
উৎপাদিয়ে অন্ন রক্ষার কারণে,
সোম তুমি ক্ষর হয়ে শোধিত। ৪

দ্যুলোকের পৃষ্ঠে অথবা ধরায় (১)
তব শুভ্র অর্চ্চি তেজের সহায়
করয়ে পবিত্র, (২) সোম! বিস্তৃত। ৫
এই সপ্ত সিন্ধু তোমার আজ্ঞায়
প্রবাহিত হয়, গাভী সমুদায়
ক্ষীর দিতে তোমা তবানুস্থত (৩)। ৬
ইন্দ্র দিকে যাও, সোম অভিযুত!
সানন্দে ধারায় হয়ে প্রবাহিত,
অক্ষয় আহার করহ দান। ৭
সপ্ত নারী করি অঙ্গুলি চালন
তুমি যজ্ঞে বিপ্র ইত্যাদি কথন
সমস্বরে সবে করিল গান। ৯
শব্দ করি যদা মেঘ জল সহ,

(১) মূলে "দিবস্পৃষ্ঠে" আছে। "দিবো দ্যোতমানস্য আদিত্যস্য দ্যুলোকস্য বা পৃষ্ঠে অপর ভাগে পৃথিব্যামিত্যর্থঃ।" (সায়ণ)।

(২) "পবিত্রং পবমানসাধনমুদকং" সায়ণ। অর্থাৎ সোম শোধিত করিবার জল। আমি পবিত্র শব্দই রাখিলাম।

(৩) মূলে "তুভ্যং ধাবংতি ধেনবঃ" আছে।" তুভ্যং ত্বদর্থমেব আশিরং ক্ষীরং প্রযচ্ছাম ইতি ধাবংতি।"

মাজে তোমা তদা অঙ্গুলিসমূহ,
মেষ-লোমে (৪) জীর্ণ হও সুস্বনে (৫)। ৯
হে কবে! বাজিন্! হইলে ক্ষরিত,
ধারা তব তথা হয় প্রবাহিত
অশ্ব যথা ধায় অন্নের জন্যে। ১০
কলসের' পরি রাখি মেষলোম
সঞ্চালিত করে মধুচ্যুত সোম (৬)
পুনঃপুনঃ যত অঙ্গুলিচয়। ১১
অন্তর্হিত হয় কলশ ভিতর,
ধেনু যথা হয় গৃহ অভ্যন্তর,
পশে ঋত-যোনি সোম নিচয়। ১২
গব্যসহ যেই হও সংমিশ্রিত,
আমাদের মহা যজ্ঞে প্রবাহিত
হয়ে আপ্ করে তোমা গমন। ১৩

---

(৪) মূলে "অব্যে" আছে। "অবিবালেন কৃতে পবিত্রে" সায়ণ। মেষলোম কৃত পবিত্রে (ছাঁকনিতে)।

(৫) "জীরৌ অধি স্বনি" আছে। অর্থাৎ যখন বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ছাঁকনি হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষরিতে অর্থাৎ জীর্ণ হইতে থাক তখন মেষলোমের সহিত শব্দ হইতে থাকে।

(৬) মূলে "মধুচ্যুতঃ" শব্দ আছে। মধুররসক্ষরণকারী (সায়ণ)।

তব সখ্যে থাকি হে ইন্দো! তোমার
পূজার্থে করিয়া স্তুতির উচ্চার,
তোমার সখিত্ব করি যাচন ॥ ১৪
গাভীর অন্বেষ্টা যে ইন্দ্র মহান্
মানবের দ্রষ্টা, হও পবমান্
তার জন্যে, পশ জঠরে তাঁর। ১৫
উগ্রগণ মধ্যে তুমি ওজস্বান্
তুমিই মহান্ সোম পবমান্,
যোদ্ধা তুমি, সদা জয় তোমার ॥ ১৬
শূর হ'তে শূর, উগ্র হ'তে উগ্রতর,
বহুধনদাতা হ'তে দাতা মহত্তর ;
হেন পবমান সোমে আমরা হেথায়
বরণ করিছি তাঁরে সখিত্ব আশায় ॥ ১৭
বীর্য্যবান্ সোম! তুমি অন্ন কর দান,
দান কর পুত্র আর পৌত্রাদি সন্তান ;
সখিত্ব আশায় তব করি অভ্যর্থনা,
যুদ্ধে সহায়তা জন্য করিছি প্রার্থনা। ১৮
রক্ষা কর আয়ু, দাও অন্ন বল,
পরাভব কর রাক্ষস সকল
দূরে হ'তে অগ্নে! প্রার্থনা করি। ১৯

অগ্নি ঋষি পবমান্ পুরোহিত,
পঞ্চজন হিতকারী (৬) প্রশংসিত,
আশ্রয়ার্থে মোরা তাঁহাকে ধরি। ২০।
হে অগ্নে! তোমার কার্য্য সুশোভন,
কর আমাদিগে তেজ আনয়ন,
হৃষ্টাপুষ্টা গাভী দাও আমায়। ২১
শত্রুগণে হিংসি সোম পবমান,
স্তুতি অভিমুখে করে অভিযান;
বিশ্বদ্রষ্টা দেব সূর্য্যের প্রায়। ২২
এই সোম-রস মনুষ্যশোধিত,
আহার প্রদাতা, অন্ন সমন্বিত,
দেবতার দিকে গতি ইহাঁর। ২৩

(৬) মূলে "পাংচজন্যঃ" আছে। অগ্নিকে "পাংচজন্যঃ" বলা হইয়াছে। সায়ণ পাঞ্চজন্য শব্দের ত্রিবিধ অর্থ করিয়াছেন; (১) চর্তুবর্ণ ও নিষাদ ইহারা পঞ্চজন (২) গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, দেব, অসুর ও রাক্ষস ইহারা পঞ্চজন (৩) দেব, মনুষ্য, গন্ধর্বাপ্সরা, সর্প, পিতৃগণ ইহারা পঞ্চজন। পঞ্চজন সম্বন্ধে ১ ভাগে ১।৭।৯ ঋকের টীকা দেখ।

সত্য ও বৃহৎ শুক্র দীপ্যমান্
উৎপাদিলা জ্যোতিঃ এই পবমান
বিনষ্ট যজ্ঞতে কৃষ্ণ আঁধার। ২৪
এই পবমান ব্যাপ্ত তেজোরাশি,
হরিত ধারায়, তমোরাশি নাশি,
হ্লাদকর হয়ে হন নির্গত। ২৫
রথীতম তিনি, শুভ্রে শুভ্রতম,
হরিদ্বর্ণবীর, মরুতসঙ্গম,
পবমান সোম হয়েন ব্যাপ্ত। ২৬
স্বকীয় প্রভায় ব্যাপ্ত পবমান
অন্নদাতা মধ্যে তিনিই প্রধান,
প্রদান করেন স্তোতায় বীর। ২৭
চলেন ক্ষরিত হয়ে নিষ্পীড়িত
করি মেষ-লোম-পবিত্র অতীত,
পশিলেন শেষে ইন্দ্র শরীর। ২৮
এই সোম-রস গোচর্ম্ম উপরে
প্রস্তরের সহ কত ক্রীড়া করে,
ডাকে যেন ইন্দ্রে হ'তে হ্লাদিত(৭)। ২৯

---

(৭) সোমরস প্রস্তুত করিবার সমস্ত পদ্ধতিই এই সূক্ত হইতে উপলব্ধি হয়। প্রথমে সোম লতারূপে থাকে, তাহার দুটি করিয়া

তব দ্যুম্ন রস স্বর্গতঃ আহৃত,
তাহে আমাদিগে কর উজ্জীবিত,
সুখিত কর হে সোম ক্ষরিত। ৩০

---

৭৮ সূক্ত

পবমান সোম। কবি ঋষি।

করিতে করিতে শব্দ রাজন্ত ক্ষরিত
মিশিয়া জলের সহ শুনেন ভারতী;
মেষ্যবস্ত্রে অসারাংশ যদি হ'ল ধৃত
শুদ্ধ হয়ে চলিলেন দেবতা সংহতি। ১

পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে (৫ঋক্)। প্রস্তর দ্বারা সেই লতা নিষ্পীড়িত হইলে (৭ঋক্) পরে রমণীগণ অঙ্গুলি দ্বারা তাহা চট্‌কাইয়া রস বাহির করে (৮ ঋক্)। পরে সেই রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেষলোম নির্ম্মিত পবিত্র অর্থাৎ ছাঁকানি দ্বারা ছাঁকা হয় (৯ ঋক্)। সে ছাঁকনি কলশের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলি দ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয় সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলশের ভিতরে পড়ে (১০, ১১, ১২, ঋক্) সেই শোধিত ছাঁকা রস ক্ষীর বা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করা হয় (১৩ ঋক্) ক্ষরণশীল সোমরস শুভ্রবর্ণ (২৪ ঋক্) অথবা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ বলিয়া কোন কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। গোচর্ম্মের পাত্রে এই সোমরস স্থাপিত হয় (২৯ ঋক্) রমেশ।

ইন্দ্রার্থে হে সোম তুমি কবি বিচক্ষণ,
সিঞ্চিত ঋত্বিক্ দ্বারা সলিলে মিশ্রিত ;
বহু পথ আছে তব করিতে গমন,
চমূস্থিত তব কত কর বিকীরিত। ২

সমুদ্রিয়াপ্সরাগণ(১) বসিয়া মধ্যেতে
সুপণ্ডিত সোমরসে করিলা ক্ষরিত ;
চালাইলা যজ্ঞ-গৃহ সিক্ত করি তাতে,
পবমান সোমে সুখ যাচিলা অক্ষিত। ৩

গোরথ হিরণ্য স্বর্গ আপ্ জয়-কারী
সহস্র বিজয়ী মোরা সোমের সহায়ে
মদকর সুস্বাদু লোহিত বর্ণ-ধারী
দেবেরা পূজিলা রস পানের আশায়ে। ৪

(১) মূলে "সমুদ্রিয়া অপ্সরসঃ') আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন "আকাশবিহারিণী কয়েকজন অপ্সরা।"

পণ্ডিতবর গোল্‌ড্‌ষ্টুকার মনে করেন যে,সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট জলীয় বাষ্প মেঘরূপ ধারণ করিলেই তাহাকেই আগে অপ্সরা বলিত। "The personification of vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds, Quoted in Muir's Sanscrit Texts. কিন্তু অপ্সরার প্রথম কল্পনা যাহাই হউক, ঋগ্বেদ রচনার পূর্ব্বেই অপ্সরাগণ সুন্দরী রমণী এরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল।" রমেশ।

ক্ষরিত হইয়া সোম এস নিকটেতে
পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি সব যদার্থ করহ;
বধ যেবা আছে শত্রু নিকটে দূরেতে,
দাও সুপ্রশস্ত পথ, ভীতি বিনাশহ। ৫

৮৩ সূক্ত।

পবমান সোম। অঙ্গিরার সন্তান পবিত্র ঋষি।

পবিত্র তোমার তত, হে ব্রাহ্মণস্পতে।(১)
সর্ব্বতঃ বিস্তৃত তুমি পাতার অঙ্গেতে;
অতপ্ত শরীর তোমা সাধ্য কার ধরে,
শৃতগণে পারে, রস আস্বাদন করে। ১
উত্তপ্ত সোমের জন্য পবিত্র বিস্তৃত,
প্রতান(২) ইহার দীপ্ত গগণে উত্থিত;

---

(১) এস্থলে সোমকে ব্রাহ্মণস্পতি বলা হইয়াছে। শৃত—পরিপক্বদেহ।

(২) প্রতান ডাঁটাগুলি। "ইহার ডাঁটাগুলি অগ্নি স্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া দীপ্যমান্ ভাবে গগনাভিমুখে যাইতেছে।" রমেশ।

পবীতাকে ব্যাপ্ত হয়ে রক্ষা করিতেছে,
সতেজে আকাশে তাঁরা দেখ উঠিতেছে। ২

জলাত্মিকা পৃশ্নি ইনি অগ্রেই উষায়
প্রভাশালী ;—অন্ন দিয়ে পালেন ভুবন ;
অভিভূত লোকদ্রষ্টা পিতারা মায়ায়
হইলা যখন, গর্ভ করিলা ধারণ। ৩

গন্ধর্ব্ব(৩) ইহার পদ সুরক্ষা করেন
অদ্ভুত এ সোম দেব-সন্তান পালেন ;
বাঁধেন পাশের প্রভু, পাশে রিপুগণে
সুকৃতি কেবল শক্ত মধুআস্বাদনে। ৪

(৩) সায়ণ এ স্থলে গন্ধর্ব্ব অর্থে সূর্য্য করিয়াছেন। ১। ২২।১৪ ঋকে গন্ধর্ব্বের নিবাস স্থান অন্তরীক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রের রথের বল্‌গা ধারণ করিলেন। এই সকল ও অন্যান্য ঋক্ হইতে অনুমান হয়,গন্ধর্ব্বের আদি অর্থ সূর্য্য বা সূর্য্য-রশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদ রচনার সময়েই গন্ধর্ব্ব এক প্রকার কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অপ্সরা অর্থে জলীয় বাষ্প। জলীয় বাষ্প সূর্য্য রশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহাই বোধ হয় অপ্সরা গন্ধর্ব্বের মিথুন ভাবের মূলীভূত কল্পনা। অথর্ব্ব বেদ (৪।৩৭।১২) সূর্য্য রশ্মি দ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয় এরূপ উল্লেখ আছে। রমেশ।

জলের সহিত তুমি মিশ্রিত হইয়া,
বস্ত্রের ন্যায় জল ধারণ করিয়া,
পবিত্র যজ্ঞের ধামে করহ গমন;
করহ তথায় গিয়া যজ্ঞ সমাপন;
তুমি রাজা, পূতরথ করি আরোহণ,
বহু স্থানে গিয়া অন্ন কর আনয়ন। ৫

১১২ সূক্ত

পবমান সোম দেবতা। শিশু ঋষি।

·সকলের কার্য্য সোম একরূপ নয়
আমাদের কার্য্য তথা নানারূপ হয়;—
কাষ্ঠের তক্ষণ দেখ করিছে তক্ষক
রোগ অন্বেষণ করে যতেক ভীষক্,
ব্রহ্মা চায় কে করিবে সোম অভিষুত;
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো! হও পরিস্রুত! ১
শুষ্ক ওষধিতে আর পক্ষীর পালকে,
কার্মার নির্ম্মিয়া বাণ উজ্জ্বল অশ্মকে,

অন্বেষণ করে কোন ধনী উপযুক্ত,
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো হও পরিস্রুত। ২

আমি স্তোত্রকার, হয় ভীষক্ নন্দন,
করেন প্রস্তরে কন্যা যবের ভঞ্জন,
নানাবিধ কর্ম্মে মোরা আসক্ত হইয়া,
ফিরিতেছি তব অনু ধন অন্বেষিয়া,
গাভী যথা গোষ্ঠপানে প্রধাবিত দ্রুত,
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো হও পরিস্রুত (১)। ৩

(১) উপরোক্ত তিন ঋকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর উল্লেখ দেখা যাইতেছে; যথা, তক্ষা (ছুতার), স্তোত্রকার, ভীষক্ ও কার্মার (কর্ম্মকার)। কর্ম্মকার উজ্জ্বল প্রস্তরে শাণ দিয়া শুষ্ক শাখা এবং পক্ষীর পালকে বাণ তৈয়ার করিত। ৩য় ঋকে ঋষি বলিতেছেন আমি স্তোত্রকার, পুত্র ভীষক্, কন্যা যবভঞ্জনকারিণী। জাতিভেদ প্রচলিত থাকিলে বোধ হয় এ কথা তিনি বলিতে পারিতেন না।

দশম মণ্ডল।

১৭ সূক্ত।

সরণ্যু, পুষা, সরস্বতী, জল, সোম দেবতা।

দেবশ্রবা ঋষি।

দিতেছেন দুহিতায় ত্বষ্টা পরিণয়, তায়
এ বিশ্ব ভুবন আসি হ'ল উপনীত,
যমমাতা বিবাহিতা হইলেই, অন্তর্হিতা
মহাবিবস্বদ্ জায়া হইলা ত্বরিত ॥ ১
লুকায়ে সে অমৃতায় মানুষের কাছে হায়!
করি সবর্ণায় তারে দিলা বিবস্বানে।
অশ্বিযুগে গর্ভে যদা ধরিলা; ত্যজিলা তদা
সরণ্যু দেবতা দুটি মিথুন সন্তানে (১) ॥ ২
অনষ্ট-পশু বিদ্বান্ ভুবনের রক্ষাবান্
তোমাকে নিউন পুষা উৎকৃষ্ট স্থানেতে।

(১) এই দুটি ঋকে অশ্বিদ্বয় ও যম ও যমীর জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে।

দেবগণ ধনদাতা, পিতৃগণ আছে যথা,
তোমাকে নিউন অগ্নি তাঁদের কাছেতে ॥ ৩
বিশ্বের জীবন যিনি তোমাকে পালুন তিনি
সেই পুষা অগ্রে পথে রক্ষুন তোমায়।
সুকৃতিরা যথা'ছেন কিম্বা যথা গিয়াছেন
রাখুন সবিতা নিয়ে তোমাকে তথায় ॥ ৪
জানেন সকল দিক্ সে পথে মোদিগে ঠিক্
লইয়া চলুন পুষা যাতে নাহি ভয়।
স্বস্তিপ্রদ সর্ব্ববীর, আলোক-পূর্ণ-শরীর,
জেনে আমাদিগে অগ্রে হউন উদয় ॥ ৫
পথ মধ্যে শ্রেষ্ঠ পথে তথা স্বর্গীয় প্রপথে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দিলেন দর্শন।
তাঁর প্রিয়তমা দু'য়ে (২) একসঙ্গে যারা রহে
উভয়ের জেনে মন করেন রঞ্জন ॥ ৬
করে দেবকামিগণ সরস্বতী আবাহন
আবাহন করে যজ্ঞ করিয়া বিস্তীর্ণ।
যজ্ঞ যদি আরম্ভিল সুকৃতিরা আহ্বানিল,
তিনি যেন করেন দাতার বাঞ্ছা পূর্ণ ॥ ৭

(২) দুই প্রিয়তমা দ্যাবা পৃথিবী।

এক রথে সরস্বতি পিতৃগণ সহ গতি
কর, হও স্বধামত্তা সঙ্গে তাঁহাদের।
এস এই যজ্ঞে বস আমাদিগে দাও ইষ
আরোগ্য ও অন্নদান কর আমাদের ॥ ৮
সরস্বতি! পিতৃগণ যজ্ঞডানে আগমন
করি, যজ্ঞস্থল করি, ডাকেন তোমায়।
তুমি দেবী যজমানে চমৎকার অন্নদানে
বহুমূল্য অর্থদানে রক্ষহ দয়ায় ॥ ৯
আপ্‌গণ মাতৃসমা যেন তারা ঘৃতোপমা
আমাদিগে সুপবিত্র করুন সে ঘৃতে।
পাপকে এ দেবীগণ করেন স্রোতে বহন
শুচি পুত হয়ে উঠি ইহাঁদের হ'তে ॥ ১০
অংশু হতে সোম-রস ক্ষরিত হৈলা সরস
এই স্থানে পূর্ব্ব স্থানে ক্ষরিত আধারে।
মোরা হোম-কর্ত্তা সাত তুল্যভাবে এক সাথ,
হোম করিতেছি সেই আধারস্থ তাঁরে ॥ ১১
তব যেই সোমরস ক্ষরিত দ্রব সরস
অংশু (৩) যাহা বাহুচ্যুত প্রস্তর ফলকে।

---

(৩) অংশু আঁস।

কিম্বা অধ্বর্য্যুর হ'তে স্থাপিত যা পবিত্রেতে
নমস্কারে বষট্‌কারে হোম করি তাকে ॥ ১২
তোমার যে রস স্কন্ন অংশু যাহা স্রুক্ নিম্ন
পতিত হয়েছে, মোরা পাই দেখিবারে।
সেচন করুন তাহা এই বৃহস্পতি যাহা
সমর্থ হইবে বহু ধন দিইবারে ॥ ১৩
ওষধি সকল দুগ্ধ-তুল্য রসবান্,
মম স্তববাক্য তথা হয় পয়স্বান্ ;
আপ্ পয় পয়স্বান্ নিশ্চয় তেমন,
এই সব দ্রব্যে মোরে করহ শোধন। ১৪

১৯ সূক্ত।

গাভী দেবতা। মথিত ঋষি

বহুমূল্য গাভীগণ! ফিরে যাও এবে,
আসিও না আমাদের পশ্চাতে এখন ;
দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে, অগ্নি সোম উভে
পুনর্বসু তাঁহারা দিউন পুনঃ ধন। ১

ইহাদিগে ফিরাইয়া দাও পুনর্ব্বার
পুনর্ব্বার ইহাদিগে কর আনয়ন।
নিরুদ্ধ রাখুন ইন্দ্র, অগ্নিদেব আর
লইয়া আসেন যেন করিয়া তাড়ন। ২
আসুক ইহারা ফিরে, গোপসন্নিধানে
যাইয়া বর্দ্ধিত তারা হউক সকলে;
হে অগ্নি! গোদিকে তুমি রাখ এই স্থানে,
তাহারাই ধন, তারা থাকুক এ স্থলে। ৩
যিনি গোপ (১) আমি তাঁকে করি আবাহন
গোদিগে বাহিরে তিনি লইয়া যাউন;
আসুন চিনিয়া গৃহে, করিয়া চারণ,
আবর্ত্তন নিবর্ত্তন করিয়া লউন। ৪
অন্বেষণ করেন আনেন ফিরাইয়া
তাদিগে করেন আবর্ত্তন নিবর্ত্তন (২);
গোপ যেন তাহাদিগে চড়াইতে গিয়া
নির্ব্বিঘ্নে করেন গৃহে ফিরে আগমন। ৫
ফিরে এস ইন্দ্রদেব! গাভী সকলকে
ফিরাইয়া আনিয়া মোদিগে দাও পুনঃ

---

(১) মূলে গোপা শব্দ আছে। অর্থ রাখাল বা গোপ।

(২) আবর্ত্তন বিবর্ত্তন ইতস্ততঃ ঘুরান ফিরান।

আমরা পালিয়া সেই গোধনদিগকে
প্রচুর দুগ্ধাদি সবে ভোগ করি যেন! ৬
দিয়ে থাকি তোমাদিগে ওহে দেবগণ!
প্রচুর প্রচুর অন্ন ঘৃত আর পয়;
যে কেহ দেবতা যজ্ঞ করেন গ্রহণ
প্রদান করুন ধন হইয়া সদয়। ৭
নিবর্ত্তন! গাভিদিগে কর আবর্ত্তন
নিবর্ত্তন! (৩) তাহাদিগে কর নিবর্ত্তন;
পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে
চরাইয়া ফিরাইয়া আন তাহাদিগে। ৮

৩১ সূক্ত

বিশ্বদেব বেতা। কবষ ঋষি।

আমাদের স্তুতি যেন দেবগণ কাছে যায়,..
যজত্র রক্ষুন সব শত্রুগণ হ'তে।
সখিত্ব মোদের হ'ক সেই সব দেবতায়;
মুক্ত যেন হই মোরা সকল পাপেতে॥ ১

(৩) নিবর্ত্তন গোচারণকারী পুরুষ।

সমস্ত দ্রবিণ লাভে চেষ্টা হ'ক মানবের,
সত্যপথে পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হউক।
আপন কার্য্যের দ্বারা ভাগী হ'ক শ্রেয়সের
সুখ লাভ মনে মনে সে মর্ত্ত্য করুক ॥ ২
আরম্ভ হয়েছে যজ্ঞ ভাগে ভাগে দ্রব্য স্থিত
সুন্দর তাহারা সবে রক্ষার উপায়।
আস্বাদন করিলাম যে সোম হয়েছে সুত
জানিলাম তাহাতেই যত দেবতায় ॥ ৩
কৃপা নিত্য প্রজাপতি করুন দাতার মনে,
দি'ন শুভ ফল দেব যাজ্ঞিকে সবিতা।
ভগ ও অর্য্যমা স্তরে তুষ্ট হয়ে স্নেহ সনে
সাহায্য করুন যত সুচারু দেবতা ॥ ৪
পৃথিবী উষার ন্যায় হয় যেন, যদা হায়
দেবতারা মহাবেগে করি কোলাহল।
আসিলা ইহাঁর স্তুতি পাইবারে শীঘ্রগতি,
সুদপ্রদ হ'ক অন্ন আছে যে সকল ॥ ৫
আমার এ স্তবগীতি বিস্তারিত হয় অতি
পূর্ব্ববৎ দেবগণে করিছে গমন।
এ অসুর যজ্ঞাগারে তুল্য স্থল অধিকারে
বসিয়া সুকল তারা দিউন এক্ষণ ॥ ৬

ক্রিবা সেই বন আর কিবা বৃক্ষ মূলাধার
যাহা হ'তে দ্যুলোক ভূলোক সৃষ্টি হ'ল।
পুরাতন উষা সবে যদিও গতায়ু এবে
তথাচ তাহারা কিবা সংযুক্ত রহিল;
একিভাবে আছে সবে জীর্ণ না হইল॥ ৭
দ্যুলোক ভূলোক নহে শেষ, তদুপরি রহে
এক, যিনি ধারণ করেন তাহা দ্বয়ে।
পবিত্র ত্বক্ নির্ম্মাণ করিলা সে অন্নবান্,
বহে নাই সূর্য্যে অশ্বগণ যে সময়ে॥ ৮
পৃথিবীকে তেজোময় সূর্য্য নাহি ছেড়ে রয়
বাত নাহি বৃষ্টিকে বিছিন্ন করি ফেলে।
জন্মিয়া মিত্র বরুণ বনেতে যথা আগুন
চারিদিক্ উজ্জ্বল করেন আলো জ্বেলে(১)॥ ৯
করিলে প্রসব স্তরী, যে আকৃতি হয় তারি,
অগ্নিকে প্রসবি হয় অরণি তেমন;
অরণি-রক্ষিতা ব্যথা না পায় কখন।
অরণির পুত্র অগ্নি পিতমাতা দুই অরণি

---

(১) ৭।৮।৯ ঋক্ পাঠে বোধ হয় ঋষি সৃষ্টি বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া স্বতঃই এক ঈশ্বরের কল্পনা করিতেছেন।

গোরূপা অরণি লভে শমীতে জনন,
সকলেই করে তাকে তথা অন্বেষণ(২)॥ ১০
কণ্ব নৃষদের পুত্র এ কথা উক্ত সর্ব্বত্র
কৃষ্ণবর্ণ(৩) সারকশ্ব ধন লইলেন।
সে কৃষ্ণের জন্য দীপ্ত করিলেন ঊধঃ স্ফীত
অগ্নি, তাঁকে কেহ নাহি হেন যজিলেন॥ ১১

৩৭ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। অভিতপা ঋষি।

মিত্র ও বরুণে যিনি করেন দর্শন,
যে দেব মহান্ যিনি বিশ্বের কেতন;
দূর হতে দৃষ্টিশালী, দেব বংশে জাত,
দিবস্পুত্র বলি যিনি জগতে বিখ্যাত;

---

(২) সায়ণ বলেন, শমীবৃক্ষের উপর যে অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মে তাহা হইতে অরণি কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়। রমেশ।

(৩) মূলে "শ্যাব" শব্দ আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন, শ্যামবর্ণ, কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্যে "কৃষ্ণায়" আছে। অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ কণ্বের জন্য। সুতরাং কণ্বের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল এবং শ্যাব শব্দও কৃষ্ণার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

পুরোহিতগণ ! সেই সূর্য্য দেবতায়
অর্চ্চনা করহ করি নমস্কার তাঁয়। ১
যাঁহার প্রভাবে আছে আকাশ দিবস,
এ বিশ্ব ভুবন, প্রাণিবর্গ যাঁর বশ,
যাঁহার প্রভাবে আপ্ নিত্য প্রবাহিত,
যাঁহার প্রভাবে সূর্য্য প্রত্যহ উদিত ;
সেই সত্য-উক্তি (১) যেন সকল বিঘ্ন
আমাকে করেন রক্ষা প্রদানি অভয়। ২
যখন হে সূর্য্যদেব ! অশ্বে বেগবান্
রথযুড়ি আকাশেতে করহ প্রয়াণ ;
দেব-শূন্য কোন জীব নিকটে তখন
আসিতে সাহস নাহি করে কদাচন ;
পশ্চাদে থাকেন তব প্রাচীন আকাশ (২),
উদিত জ্যোতিতে তুমি পাও পরকাশ। ৩

(১) মূলেও "সত্যোক্তিঃ" শব্দ আছে। ঋকের অর্থ এই যে সত্য-বাদ হইতে আকাশ ও দিবস, বিশ্বভুবন ও প্রাণিবর্গ রক্ষা পাইতেছে। জলপ্রবাহ ও সূর্য্যের উদয় হইতেছে, সেই সত্যবাদ অর্থাৎ সত্য কথা বলা আমাকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন।

(২) মূ [illegible] ছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন "জ্যোতিঃ [illegible]

যে জ্যোতি প্রভাবে তম করহ হরণ,
যে কিরণে সমুদিত এ বিশ্বভুবন,
আমদের হর সব দরিদ্রতা তায় ;
দূর কর আমাদের রোগ সমুদায়,
দূর কর পাপ, দূর কর দুঃস্বপন,
সূর্য্যদেব ! শ্রবণ করহ নিবেদন। ৪
বিশ্বভুবনের ব্রত রক্ষা করিবারে
অকাতরে, সূর্য্য ! তুমি প্রেরিত সংসারে ;
প্রাতে হোম হ'লে, তুমি উঠহ গগনে ;
আমরাও রত তব নাম উচ্চারণে ;
সূর্যদেব, কাম্য এই, দেবতা সকল
আমাদের কৃত যজ্ঞ করুন সফল। ৫
আকাশ পৃথিবী ইন্দ্র জলমরুদ্‌গণ,
আমাদের শুনুন এ আহ্বান বচন ;
সূর্য্যের কৃপায় যেন নাহি পড়ি দুঃখে
দীর্ঘায়ু হইয়া যেন বাস করি সুখে।
মিত্র সৎকারী সূর্য্য ! উদিত যেমন
হও তুমি দিনে দিনে, আমরা তেমন
সুপ্রশস্ত মনে আর প্রশস্ত নয়নে,
নীরোগ শরীরে যেন পুত্র পৌত্র সনে,

নিষ্পাপ হইয়া পাই প্রত্যহ দর্শন,
চিরজীবী হয়ে করি ত্বদবলোকন। ৭
মহৎ জ্যোতির তুমি করহ ধারণ
কিবা প্রভাযুক্ত দেব তুমি বিচক্ষণ!
সুখময় হও তুমি নয়নে নয়নে;
যখন উদয় হও বৃহৎ গগনে
লভিয়া আমরা সবে সুদীর্ঘ জীবন
করি যেন তোমাকে প্রত্যহ দরশন। ৮
তোমার যে কেতু সহ এবিশ্ব ভুবন
বিকাশ হইয়া রাত্রি-তমসে মগন
হয়, হরিকেশ! সেই শোভন কেতনে
উদিত হইও সূর্য্যদেব দিনে দিনে,
আমরাও কোন দোষে দোষী নাহি হই
লভিয়া দর্শন তার সুখে নিত্য রই। ৯
কিবা চক্ষু কিবা ভানু, দিনের প্রকাশে
কিবা মৃদু কিবা তীক্ষ্ণ তেজের বিকাশে;
গৃহেতেই থাকি কিম্বা পথে পথে যাই
আমাদের মঙ্গল করহ সর্ব্বদাই;
হে সূর্য্য! দ্রবিণ চিত্র করহ প্রদান,
করিতেছি এজন্ত তোমার স্তবগান। ১০

হউক উভয়বিধ প্রাণীর মঙ্গল
সুখে থাক্ চতুষ্পদ দ্বিপদ সকল ;
করুক আহার পান যত জীবগণ,
হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হউক, দেবগণ !
আমাদের সঙ্গে তারা থাকি নিরন্তর,
তোমাদের দত্ত সুখ লভুক বিস্তর। ১১
কথায় অথবা মোরা মনের দ্বারায়
দেবতা হেলন যাহা করিয়াছি হায় !
তাহাতে হয়েছে যেই পাপ উৎপাদন
করে যারা আমাদের অনিষ্ট চিন্তন,
তাদের স্কন্ধেতে সেই পাপের স্থাপন
করহ প্রার্থনা এই বিজ্ঞ দেবগণ ! ১২

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মুষ্কবান্ ইন্দ্র ঋষি

এইরূপে আমাদের হে ইন্দ্র যাহায়
হয় যশোলাভ, চলে প্রহারে প্রহার
চীৎকার করহ তুমি বীরমদে হায়,
বণ্টন করহ জিত গাভী-উপহার ;—

শত্রু'পরে হয় দীপ্ত বাণ-বরিষণ
হতবুদ্ধি হয় লোক করিয়া দর্শন। ১
ধনধান্যে গোসমূহে আমাদের গৃহ
পরিপূর্ণ কর ইন্দ্র করিছি প্রার্থনা;
জয়ী হলে তুমি যেন পাই তব স্নেহ,
আমাদের প্রতি কর এ হেন করুণা,
আমরা সকলে করি কামনা যে ধন
আমাদিগে সেই ধন কর বিতরণ। ২
দাস কিম্বা আর্য্য(১) হ'ক ওহে পুরুষ্টুত!
দেবে ভক্তি-শূন্য যারা যুদ্ধ ইচ্ছা করে,
আমাদের সঙ্গে ইন্দ্র! হ'ক পরাজিত
আমাদের দ্বারা তারা অক্লেশে সমরে;
এই কর দয়া করে, করিতে নিধন
পারি যেন সংগ্রামে এ হেন শত্রুজন। ৩
বহুলোকে হব্য দেয়, দেয় অল্প লোকে,
সংগ্রামে লভেন যিনি ভাল ভাল ধন,
রণেস্নাত শ্রুতকীর্ত্তি সে ইন্দ্র নেতাকে

---

(১) মূলে "দাস আর্য্যোবা" আছে। এস্থলে দাস ও আর্য্য দুটি বর্ণের লোকের কথা বলা হইয়াছে এবং উভয়কেই "অদেবঃ" শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে।

করিতেছি অদ্য মোরা হেথা অবাহন ;
লাভ করিবারে তাঁর অক্ষয় আশ্রয়,
অভিমুখী করিবারে এই যজ্ঞালয়। ৪

৮১ সূক্ত।

বিশ্বকর্ম্মা দেবতা। বিশ্বকর্ম্মা ঋষি(১)।

এ বিশ্ব ভুবনময় যজ্ঞে বসিলেন যিনি
আমাদের পিতা হোতা ঋষি সনাতন ;
বাসনা হ'লে উদয় ধন কামনায় তিনি,
প্রথম আগত সর্ব্বে করি আচ্ছাদন
পরাগত সর্ব্বমাঝে পশিলা তখন। ১

---

(১) ১০ম মণ্ডলের অনেক সূক্ত পরে রচিত হইয়াছে ; অন্যান্য মণ্ডলের সূক্তগুলির ন্যায় এগুলি তত প্রাচীন নহে। অন্যান্য মণ্ডল মধ্যে ও এক ঈশ্বরের অনুভব দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা এই ১০ম মণ্ডলেই বেশি পরিস্ফুট হইয়াছে। ৮১।৮২ সূক্তে প্রকৃতির বিভিন্ন কার্য্যগুলিতে এক মাত্র নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনুভব দেখা যায়। এই নিয়ন্তাকে প্রথমতঃ "বিশ্বকর্ম্মা" নাম দেওয়া হইয়াছিল। সায়ণ এই ৮১ সূক্তে ১ম ঋকে প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রলয় প্রভৃতি

কি ছিল আশ্রয় স্থান কোথা হ'তে কিপ্রকার
বিশ্বচক্ষা বিশ্বকর্ম্মা আরম্ভ করিলা ?
ভূমি উৎপাদন করি আকাশ প্রকাণ্ডাকার
তাহার উপরে কোথা হ'তে বিস্তারিলা ? ২
সকল দিকেই আঁখি সর্ব্ব দিকে মুখ তাঁর
সকল দিকেতে বাহু সর্ব্বত্র চরণ,
দুই বাহু বহু পক্ষ সঞ্চালিয়া বারংবার
করিলা সে এক দেব দ্যুপৃথ্বী সৃজন। ৩
যা হ'তে গঠিত হ'ল আকাশ পৃথিবী দুই
কিবা সেই বৃক্ষ আর কিবা সেই বন ?
জিজ্ঞাস মনীষিগণ! নিজ মনে প্রশ্ন এই
ধরেন দাঁড়ায়ে কিসে এবিশ্বভুবন ? ৪
যজ্ঞ-ভাগ-গ্রাহীদেব! বল হে বিশ্বকর্ম্মন্
উত্তমমধ্যমাধম আছে যত স্থান ;
স্বয়ং করহ যজ্ঞ হবি করি সমর্পণ,
স্বকীয় তনুর কর পুষ্টির বিধান। ৫
কিবা স্বর্গে কিমর্ত্ত্যেতে তুমি দেব বিশ্বকর্ম্মা
নিজে নিজে যজ্ঞ করি বৃদ্ধি কর কায় ;

পৌরাণিক গল্প ঋগ্বেদের সময়ে জানা ছিল না। "প্রকৃতির কার্য্যের স্তুতি হইতেই প্রকৃতির ঈশ্বরের অনুভব এই ঋগ্বেদের ধর্ম্ম।" (রমেশ)

চারিদিকে যত লোক সকলেই মোহধর্ম্মা;—
হউন প্রেরক ইন্দ্র আমা সবাকায় (২)। ৬
এই যজ্ঞে অদ্য মোরা রক্ষা পাইবার আশে
ডাকিতেছি বাচস্পতি বিশ্বকর্ম্মাদেবে,
সকল কল্যাণ তিনি, তিনিই যুক্ত মানসে,
আমাদিগে পালুন সেবিয়া যজ্ঞ সবে। ৭

৮৩ সূক্ত।

মন্যু দেবতা। মন্যু ঋষি।

ওহে মন্যু দেব! বজ্র! সামক! তোমায়
বিধিমত পরিচর্য্যা করে যেই জন,
সর্ব্ববিধ বল তেজ করে সে ধারণ;
আমরা তোমাকে লাভ করিয়া সহায়;
—তুমি বল, বল রূপ, বলের আধার—
দাস আর্য্য যুদ্ধে(১) যেন হ'তে পারি পার। ১

(২) আমাদিগকে বুদ্ধি প্রেরণ করুন।

(১) এই মন্ত্রে "সহ্যাম দাস আর্য্যং" শব্দের ব্যবহার আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন, দাস ও আর্য্য জাতি উভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারগ হই। কিন্তু দাস ও আর্য্য কি এ সময়ে দুটী জাতি না দুটী বর্ণ? এযুগে জাতি শব্দের উল্লেখ নাই।

মন্যু ইন্দ্র, জাতবেদা, মন্যুই দেবতা,
মন্যুই বরুণদেব, মন্যু নিজে হোতা ;
সকল মানুষী বিশ্ করে তোমা স্তব
হে মন্যো ! তপস সহ(১) রক্ষ আমা সব। ২
এস মন্যো ! ধারণ করিয়া মহাকায়
তপসের সহ শত্রু বধ সমুদায় ;
অমিত্রহা বৃত্রহা তুমিই বধ দস্যু,
আমাদিগে দান কর সর্ব্ববিধবসু। ৩
হেমন্যো ! তোমার তেজ কে পারে সহিতে
তুমি ত স্বয়ম্ভু, দীপ্ত, তুমি জয়কারী ;
তুমি বলবান্' দ্রষ্টা চতুর্দ্দিক হ'তে,
আমাদের সৈন্যগণে কর তেজোধারী। ৪
প্রচেতঃ ! অভাগা আমি তব ক্রতু হ'তে
দূরগত হইয়াছি, তুমি বলবান্ ;
অক্রতু বশতঃ লজ্জা হতেছে মনেতে,
স্বেচ্ছায় এসহ বল করিবারে দান। ৫
অস্ত্রগণ সহ, বিশ্বধারী, বজ্রধর,
এসেছি নিকটে মন্যো ! হও অনুকূল ;

(১) "অর্থাৎ আমার পিতার সহিত" (রমেশ)

বৃদ্ধি পাও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর,
তাহ'লে করিতে পারি দস্যুকে নির্ম্মূল। ৬
এস কাছে দক্ষিণতঃ কর অবস্থান
তা হ'লে বধিতে পারি বহু শত্রুপ্রাণ(৩);
প্রাণপ্রদ মধু এবে করিতেছি হোম
তুমি আমি গোপনে তা পিয়িব প্রথম। ৭

৯৩ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। তান্ব ঋষি।

হে দ্যাবাপৃথিবি! উভে হও বিস্তারিত,
যোষা প্রায় মহতীমূর্ত্তিতে এস গৃহে;
শত্রু হ'তে রক্ষ সেই কার্য্যে সুবিদিত,
এই কার্য্যে রক্ষ যদা তাপে তনু দহে। ১
দীর্ঘকাল শ্রুতিশাস্ত্র করি অধ্যয়ন
যে করে উৎকৃষ্ট দ্রব্যে দেব-আরাধনা,
প্রত্যেক যজ্ঞেতে তাঁর যত দেবগণ
যথাবিধি পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হন নানা। ২

(৩) ক্রোধই শত্রু বিজয়ের একটি প্রধান সাধন। শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে এই সূক্তে সেই ক্রোধকে দেবরূপে স্তব করা হইয়াছে।

যত দেখ সকলের প্রভু দেবতারা,
দেবতাগণের দান অতি মহনীয় ;
সকল প্রকারে বলী সকলে তাঁহারা,
সকল যজ্ঞেতে তাঁরা সকলে যজ্ঞিয়। ৩
অর্য্যমা, সর্ব্বত্রগামী বরুণ ও মিত্র,
সুখ লাভ করে লোক যে রুদ্রের স্তবে,
মরুদ্‌গণ, উষা, ভগ, আর সেই রুদ্র,
পুষ্টিদাতা তাঁরা, রাজা অমৃতের সবে। ৪
একত্রে জলের সহ বসেন যখন
অহির্বুধ্ন্য, সূর্য্য চন্দ্র একত্র হইয়া
বসিয়া করেন ধন বর্ষণ তখন ;
দিবারাত্র জলরূপ, উভয়ে মিলিয়া। ৫
মিত্র ও বরুণ শুভস্পতি অশ্বিদ্বয়
তেজ দ্বারা আমাদিগে করুন পালন ;
তাঁহাদের মহাধন যেই প্রাপ্ত হয়,
অতিক্রমে মরুদ্বদ্ধুরিত সেই জন। ৬
রুদ্রগণ, অশ্বিদ্বয়, দেবতা সকল,
রথস্পতি ভগ, ঋভু, ঋভুক্ষা ও বাজ
সকলে মিলিয়া আমাদের সুমঙ্গল
করুন শুনি এ স্তব দেবতা সমাজ। ৭

ইন্দ্র ঋভু বৃদ্ধিশীল, ইন্দ্র! তুমি গতি শীল
আরোহিলে হরি,যজ্ঞ-কর্ত্তা সুখ পায়,
অসামান্য সোম যাঁর যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহার
মানব অতীত, তাহা অন্যরূপ হায়! ৮
হে দেব সবিতা হেন কর, লজ্জা নাই যেন
পাই মোরা, ধনাঢ্যের গৃহে তুমি স্তুত।
ইন্দ্র আমাদের বল, রথচক্রে সমুজ্জ্বল
যুড়িলা পবন যেন আসিতে ত্বরিত। ৯
আমাদের পুত্রগণে দাও অন্ন, বিশ্বজনে
হয় যেন তাহা অতি পর্য্যাপ্ত বলদ;
হে দ্যাবাপৃথিবী দেব! সে অন্নে দ্রবিণ লভি
পারে যেন তারা সবে তরিতে বিপদ। ১০
করিবারে আগমন মোদের কাছে যখন
চাও হে তখন যজ্ঞে রক্ষিও স্তোতায়,
থাকুন যেথানে স্তোতা রক্ষ তাঁকে ধনদাতা
স্নেহ করে যে তোমাকে জানহ তাহায়। ১১
মম এ বিস্তৃত স্তুতি দীপ্তি সহ সূর্য্যে গতি
করিতেছে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি কারণ;
অশ্ব আকর্ষণে যথা রথ গড়ে ত্বষ্টা, তথা
এই সব স্তোত্র আমি [illegible] । ১২

যাঁদের নিকটে ধন করিতেছি আকিঞ্চন
তাঁদের নিকটে—স্বর্ণ স্তব সমুদায়
করিতেছি পুনঃ পুনঃ, যুদ্ধে যথা সৈন্যগণ
অগ্রসর হয় কিম্বা ঘটি চক্র প্রায়(১)। ১৩
দুঃশীমে ও পৃথুবানে অসুর রামে(২) ও বেণে
বলিয়াছি আমি এই ধনিগণে সব ;
অশ্বযুক্ত পঞ্চশত রথে চড়ি যায় যত
দেবগণ, তাঁদের বর্ণনাযুক্ত স্তব। ১৪
সপ্ত ও সপ্তাত দেথা করিলা প্রার্থন,
তান্ব, পার্থ্য, মায়ব সম্প্রতি তিন জন॥ ১৫

---

(১) একখানি চক্রের পরিধিতে অনেকগুলি ঘটি সংযোজিত থাকে, কূপের মধ্যে সেই চক্র ঘূর্ণিত হইয়া ক্রমান্বয়ে সেই ঘটিগুলিকে জলে পূর্ণ করে। ইহাকে ঘটিচক্র কহে। ** আমি ইহা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও রাজস্থানে দেখিয়াছি। রমেশ

(২) এস্থানে রামকে অসুর বলা হইয়াছে। ঋকৃটির ভাবে বুঝা যায় রাম একজন ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন।

৯৫ সূক্ত।

পুরুরবা ও উর্ব্বশী দেবতা। তাঁহারাই ঋষি (১)।

পুরুরবার উক্তি—

হে ঘোরকারিণি জায়ে ক্ষণ হেথা স্থির হয়ে
থাক পরস্পর মোরা বলিব বচন।
প্রকাশি দুয়ের মন যদি না বলি এখন
ভবিষ্যতে সুখকর হবে না কখন॥ ১

উর্ব্বশীর উক্তি—

আলাপে সহ তোমার কি ফল হবে আমার
অগ্রিয়া উষার ন্যায় চলিয়া এসেছি(২)।

---

(১) এই সূক্তে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর একটি বৈদিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। পুরুরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছু কাল সহবাস করিয়া ছাড়িয়া যাইতেছেন। পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য্য,উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা। সূর্য্যোদয়ে উষা আর থাকেনা—ইহাই ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ।

(২) "তবাহং প্রাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব"। মূলে এইরূপ আছে। অহং তু ইদানীং ত্বৎ সকাশাৎ প্রাক্রমিষং অতিক্রান্তবত্যস্মি। অতিক্রমে দৃষ্টান্তঃ উষসামগ্রিয়েব। বহুনামুষনাং মধ্যেঽগ্র্যাগ্রেভবা পূর্ব্বোষঃ প্রাক্রমীৎ যথাহমপীতি। সায়ণ। এই উপমা দ্বারা কবি যেন পুরুরবা ও উর্ব্বশীর আদি অর্থ যে যথা ক্রমে সূর্য্য ও উষা ইহা জ্ঞাত ছিলেন।

পুরুরবা! গৃহে যাও মম আশা ছেড়ে দাও
বাতের মতন আমি দুষ্প্রাপ্যা হয়েছি। ২

পুরুরবার উক্তি।

ইষুধি হইতে ইষু জয়ার্থে না সরে আশু
যুদ্ধে গিয়া শতগাভী নারিনু আনিতে।
রাজকার্য্য বীরশূন্য শোভাশূন্য, যত সৈন্য
রণে শব্দ করা, তারা না পারে চিন্তিতে ॥ ৩

উর্ব্বশীর উক্তি।

দিতে অন্ন অভিলাষী শ্বশুরকে সে উর্ব্বশী
হইতেন, যদি উষে! অংতি-গৃহ হ'তে(১)।
পতি-গৃহে(২) যা'ইতেন দিবারাত্রি রহিতেন
রমণ সুখেতে মগ্না পতির সহিতে ॥ ৪
প্রতিদিন বারত্রয় করিতে রমণ আমায়
সপত্নী ছিল না, আশা করিতে পূরণ।
তাই তব গৃহে আমি আসিলাম রাজা তুমি
হলে পুরুরবা মম সুখের কারণ ॥ ৫

(১) অংতি-গৃহ—ভোজন-গৃহ।

(২) পতিগৃহ—পতির শয়ন-গৃহ।

পুরূরবার উক্তি।

সুজূর্ণি, আপি ও শ্রেণি হ্রদে চক্ষু ও গ্রংথিনী
সুম্ন ও চরণ্যু যত অরুণ-বরণা।
বেশ ভূষা করি আর আলিরা গৃহে আমার
আসিত না, আসে যথা গাভী শব্দমানা॥ ৬
করিলে জন্মগ্রহণ আসিলেন দেবীগণ
স্বগূর্ত্তা (১) সরিতো সবে কৈলা সবর্দ্ধিত।
দস্যুবধে পুরূরব! তোমা তদা দেব সব
মহারণে পাঠাতে করিলা উৎসাহিত (২)॥ ৭

---

(১) স্বগূর্ত্তা—"স্বয়ং গামিন্যঃ" সায়ণ। নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে (রমেশ।)

(২) সূর্য্যরূপ ইন্দ্রই দস্যুরূপ অন্ধকারকে হনন করেন।

That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant * * endued with much light, for though rava is generally used of sound yet the root ru which means originally to cry is also applied to color in the sense of a loud or crying color i. e. red Sanscrit ravi means sun. Besides Pururavas calls himself Vasistha (১৭ঋক) which as we know, is a name of the sun ; and if he is called Aida (১৮ঋক), the son of Ida, the same name is elsewhere given (Rigveda III, 29, 3) to Agni the fire. Max Muller's selected essays.

পুরুরবার উক্তি।

মানুষ হয়ে যখন সেবিতে অপ্সরাগণ
সমুদ্যত পুরুরব ! শরীর ত্যজিয়া।
মৃগী যথা চলে যায় রথ-অশ্ব যথা ধায়,
অমানুষী তারা সবে গেল পলাইয়া॥ ৮
হইয়ে মর্ত্ত্য যখন করিতে কথোপকথন
স্পর্শোদ্যত পুরুরবা অমৃতা সকলে,
স্বতনু না দেখাইল তারা অদর্শন হ'ল
ক্রীড়াশীল অশ্ব যথা কোথা যায় চলে (৩)। ৯
পতন্তী বিদ্যুদ্বতী যে উর্ব্বশী রূপবতী
আমার সকল কাম্য করিলা পূরণ।
জন্মিল গর্ব্ভে তাঁহার মনোজ্ঞ পুত্র আমার
প্রদান করুন তাঁকে সুদীর্ঘ জীবন॥ ১০

I therefore accept the common Indian explanation by which the name (Urvasi) is derived from Uru wide * * a root. and as to pervade and thus compare Uru-asi with another frequent epithet of dawn Uruki Ibid.

(৩) এই মন্ত্রের সংস্কৃতাংশের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় "ন" এই একাক্ষর শব্দ তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—সমুচ্চয়ার্থে, অভাবার্থে এবং তুল্যার্থে।

উর্ব্বশীর উক্তি।

পৃথিবী পালন তরে জন্মাইলে এ প্রকারে
পুত্র মম গর্ভে, বীর্য্য করিলে নিহিত।
জেনেই সর্ব্বদা তোমা বলিতাম (৪) শুনিলে না
ভোক্তা হয়ে কেন কর বাক্যের ব্যয়িত॥ ১১

পুরূরবার উক্তি।

কবেই বা সুনু জাত ইচ্ছিবে আমায় তাত
কাঁদিবে না তদা জানে যদি বা আমায়।
একমনা দম্পতীকে বিযুক্ত হায় করে কে
সম্প্রতি শ্বশুর-গৃহ দেখ জ্বলে যায় (৫)॥ ১২

উর্ব্বশীর উক্তি।

মম প্রত্যুত্তর এই পুত্র তব কাছে যাই
কাঁদিবে না করিবে না অশ্রুর পাতন।
আমাতে জন্মালে যাকে তোমাকে পাঠাব তাকে
গৃহে যাও, মূর! (৬) মোকে পাবে না কখন॥ ১৩

(৪) বলিতাম যে তোমার নিকট থাকিব না। (রমেশ)

(৫) "অর্থাৎ তোমার বিরহ সন্তাপ অসহ্য" (রমেশ)।

(৬) মূলে "মূর" শব্দই আছে অর্থ মূঢ়।

পুরুরবার উক্তি।

তোমার প্রণয়ী এবে পতিত হউক তবে
দূর হতে দূর তরে করুক গমন।
নিঃঋতির কোলে কিংবা শুইয়া থাকুক সে বা
বেগবান্ বৃকগণ করুক ভক্ষণ॥ ১৪

উর্ব্বশীর উক্তি।

ক'র না মৃত্যু-কামনা পড়িয়া যেয়ে ম'র না
অশিব বৃকেরা যেন না করে ভক্ষণ।
থাকে কি স্ত্রৈণ সখ্যতা বৃকের হৃদয় যথা
পুরুরবা! রমণীর হৃদয় তেমন॥ ১৫
বিবিধ রূপে যখন করেছি আমি ভ্রমণ
চারি শরতের রাত্রি মানবে রয়েছি।
দিনে মাত্র একবার করিয়া ঘৃত আহার
পরিতৃপ্ত হয়ে সদা ভ্রমণ করেছি॥ ১৬
অন্তরীক্ষ পূরয়িত্রী রজসের সুনির্ম্মাত্রী
উর্ব্বশীকে আলিঙ্গন করিব বসিষ্ঠ (৭)।

---

(৭) মূলে "উপশিক্ষামি উর্বশীং বসিষ্ঠঃ" আছে। "বসিষ্ঠঃ সমানানাং মধ্যেঽতিশয়েন বাসয়িতাহংউপশিক্ষামি বশংনয়ামি।"সায়ণ। রমেশ বাবু উপশিক্ষামি অর্থে আলিঙ্গন করিয়াছেন। অর্থটি বোধ হয়, এই আমি বসিষ্ঠ (সূর্য্য) অন্তরীক্ষ পূরয়িত্রী ও রজসের নির্ম্মাত্রী উর্ব্বশীকে (উষাকে) বশে আনিব।

থাকে যেন কাছে তব সুকৃতের ফল সব
যেও না, পেতেছি বড় হৃদয়েতে কষ্ট ॥ ১৭
হে ঐল! এ দেবতারা এইত বলেন তাঁরা
মৃত্যুবন্ধু তুমিই এমতে যথা হও।
দেবগণে হোমদ্রব্যে তোমার প্রজারা সবে
যজিবে, হ্লাদিত স্বর্গ তুমিই করাও ॥ ১৮

১০২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মুদ্‌গল ঋষি।

হে মুদ্‌গল যুদ্ধেতে যখন অসহায়
হবে রথ, রক্ষুন তখন ইন্দ্র তায়।
ধনার্থ এ খ্যাতযুদ্ধে ওহে পুরুহূত!
আমাদিগে করহ দুর্দ্ধর্ষ! সুরক্ষিত। ১
যখন মুদ্গলপত্নী রথে হয়ে আরোহিণী
সহস্র গাভীর জয় করিলা সাধন।
করিল পবন তাঁর বস্ত্র উদ্বহন ॥
সে সকল গাভী-জয়ে রথেতে সারথি হয়ে
ইন্দ্র সেনাস্বরূপিনী সমরে তখন।
শত্রু হ'তে গোবৃন্দ করিলা আনয়ন ॥ ২

হে ইন্দ্র! জিঘাংসারত শত্রুগণ প্রতি
তোমার বজ্রের পাত হউক সংপ্রতি।
যেবা হয় দাস যেবা আর্য্য মঘবন্!
অপ্রকাশ্য রূপে কর তাহাকে হনন ।৩

উদকের হ্রদ পান করি বৃষ জহৃষাণ
কুট বিদারিয়া শত্রুদিকে ধাইতেছে।
হইয়ে প্রবৃদ্ধ মুষ্ক যশ বাসনার বৃষ
আহারার্থে শত্রুপ্রতি শৃঙ্গ শাণিতেছে ॥ ৪

শব্দ করাইল তাকে যাইয়া নিকটে লোকে
যুদ্ধ মধ্যে করাইল প্রস্রাব তাহারে।
হেন মতে গাভী শত সহস্র চর্ব্বণ-রত
করিলেন জয় ঋষি মুদ্গল সমরে ॥ ৫

শত্রু হিংসা ইচ্ছা করি রথেতে বৃষভ যুড়ি
তাঁহাকে সারথী কেশী শব্দ করাইল।
রথ লয়ে দ্রুতগতি চলিল সে বৃষপতি..
সৈন্যগণ মুদ্গালিনী পশ্চাদে চলিল ॥ ৬

বাঁধিলা প্রধি ইহার সে বিদ্বান ঋষি আর
রজ্জুতে সুন্দর গতি বৃষকে যুড়িলা।
গাভীগণ-পতি তাকে রক্ষিলা ইন্দ্র যাহাকে
বেগে ককুদ্মান্ তবে পথেতে চলিলা ॥ ৭

কপর্দ্দী প্রতোদধারী দারু বাঁধি দিয়া দড়ী
বিচরণ করিবারে লাগিলা তখন।
বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করি তখন
বহু গাভী ধরিয়া করিলা আনয়ন ॥ ৮
যুদ্ধের সীমার মাঝে দেখ যে শয়ান আছে
দ্রুঘণ বৃষের ইহা ছিল সখিভূত।
মুদ্গল ইহার ইহার বলে শত্রু সৈন্যগণ দলে
গো শত সহস্র ঋষি করিলা বিজিত ॥ ৯
দূর দেশেই বা কেবা দেখেছে অদ্ভুত হেন
যুড়িছে যাহাকে তাকে করিছে স্থাপন।
নাহি দেয় তৃণ জল রথধুরা বহে কেন,
স্বামীকে জয়ের দিকে করিছে বহন ॥ ১০
তিনি বিধবার ন্যায় পতিধন ক্ষমতায়
লইলেন, বর্ষিলেন বাণ মেঘপ্রায়।
পাইয়ে সারথী হেন জয়লাভ করি যেন
সুমঙ্গল অন্নলাভ হউক তাহায় ॥ ১১
তুমি বিশ্বজগতের হে ইন্দ্র! নয়ন,
চক্ষুষ্মান চক্ষু তুমি জানে সর্ব্বজন;
বর্ষয়িতা, রথে দুটি অশ্বকে যুড়িয়া,
মম যুদ্ধে যোগ দাও শত্রুমধ্যে গিয়া। ১২

১০৮ সূক্ত।

পণিগণ, সরমা দেবতা। তাহারাই ঋষি।

পণিগণের উক্তি।

কি জন্য এসেছ হেথা ইহা অতি দূর পথ
চাহিলে সরমে! পাছে আসা নাহি যায়।
কয় রাত্রে আসিয়াছ কিবা তব মনোরথ
উতরিলে নদী-জল করি কি উপায়॥ ১

সরমার উক্তি।

ইন্দ্রের হইয়ে দূতী প্রেরিত হয়েছি আমি
তোমাদের পণিগণ নিধি ইচ্ছা করি।
ভয় করি জল, পাছে পার হই অতিক্রমি,
রক্ষিল আমায়, তাই আসিনু উতরি (১)॥২

---

(১) উষা কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে আলোক উদ্ধারই সরমা কর্ত্তৃক গাভী উদ্ধার রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

The bright cows, the rays of the sun or the rain clouds,for both go by the same name, have been taken by the powers of darkness,by the Night and her mainfold progeny. Gods and men are anxious for their return ; where are they to be found ? They are hidden in a dark and strong stable,or scattered along the ends of

পণিগণের উক্তি।

কিরূপ সে ইন্দ্র তাঁকে দেখায় বল কেমন
এলে দূর হ'তে যাঁর হয়ে তুমি দূতী।
আসুন ভাবিব তাঁকে আমরা মিত্র মতন
গো লয়ে মোদের তিনি হউন গোপতি ॥ ৩

সরমার উক্তি।

দেশ হতে যাঁর আসিয়াছি দূতী হয়ে
জিত হইবার নহে তিনি সর্ব্বজয়ী।
গভীর নিম্নগা সব নাহি তাঁকে আচ্ছাদয়ে
হত হয়ে পণিগণ! হবে ধরাশায়ী ॥ ৪

পণিগণের উক্তি।

দিব্যলোক অন্ত হ'তে আসিয়াছি হে সুভগে
এ সব গাভীর মধ্যে যাহা ইচ্ছা দেই।

the sky and the robbers will not restore them, At last in the farthest distance the first signs of the dawn appear ; she peers about and runs with the lightening quickness, it may be like a hound after a scent across the darkness of the sky. She is looking for something or following the night path she has found it ; she has hard the lowing of the cows * * Max Muller's Science of Language (1882) Vol II page 513.

বিনা যুদ্ধে কে সরমে! দেয় বল ইহাদিগে,
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের অধিপ মোরা হই ॥ ৫

সরমার উক্তি।

এ বাক্য হে পণিগণ সৈনিকের বাক্য নয়
পাপতনু বাণযোগ্য নাহি হয় যেন।
তোমাদের পন্থা সব যেন না আক্রান্ত হয়
বৃহস্পতি দিবেন অসুখ, শঙ্কা হেন ॥ ৬

পণিদিগের উক্তি।

আমাদের নিধি সব হে সরমে অদ্রি গুপ্ত
গো অশ্ব বসুতে ইহা পরিপূর্ণ আছে।
রক্ষে তাহা পণিগণ রক্ষাকার্য্যে উপযুক্ত,
এসেছ শব্দেতে, আসা বৃথা হইয়াছে ॥ ৭

সরমার উক্তি।

সোমে মত্ত হয়ে হেথা আসিবেন ঋষিগণ
অযস্যাদি অঙ্গিরার নবগ্বা নন্দন;
অংশ করি গাভীগণে লইবেন পণিগণ!
কোথায় এ গর্ব্ব বাক্য থাকিবে তখন? ৮

পণিগণের উক্তি।

দৈববলে প্রপীড়িত (২) হয়ে যদি হেথা গত

---

(২) মূলে "প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন" আছে। দৈব্যেন দেব-

হইয়াছ, হে সরমে বলিতেছি তাই।
তোমাকে ভগিনী বলি ভাবিবে এ পণি যত
যেও না সুভগে ! তোমা গাভী ভাগ দেই ॥ ৯
জানিনা ভ্রাতৃত্ব কিম্বা তোমাদের ভগিনীত্ব
ঘোর আঙ্গিরসগণ ইন্দ্র তা জানেন।
দূরে চলে যাও তবে, করি আমা সুরক্ষিত
পণিগণ ! হেথায় তাঁহারা পাঠালেন ॥ ১০
দূরে যাও পণিগণ কষ্ট পাইতেছে গাভী
উঠিয়া আসুক তারা সত্যের আশ্রয়ে।
গুহাস্থিতা তাহাদিগে জানিলা যত মেধাবী
ঋষি, সোম, বৃহস্পতি আর অশ্মচয়ে ॥ ১১

সম্বন্ধিনা সহসা বলেন, প্রবাধিতা যথা তথা বলপুরং প্রাপ্য তত্রস্থিতা গা দৃষ্ট্বা পুনরাগচ্ছেতি তেন প্রপীড়িতা ত্বমেবং চেদাজগংথ আগত বত্যসি" সায়ণ। বলপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় থাকিয়া গো সমূহ দেখিয়া পুনর্ব্বার আসিবে এতাদৃশ কঠিন কার্য্যের আদেশ দ্বারা যদি দেবগণ তোমাকে প্রপীড়িত করিয়া থাকেন।

১২৫ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা। বাক্ ঋষি।

রুদ্র বসুগণ সহ চরি আমি অহরহ
আদিত্যের সঙ্গে, বিশ্বদেব সঙ্গে থাকি;
মিত্র ও বরুণ দ্বয়ে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ে
অশ্বিদ্বয়ে ধারণ করিয়া আমি রাখি। ১

নিষ্পীড়ন সমুদ্ভূত সোমরস সমাশ্রিত
ত্বষ্টা পুষা ভগকে ধারণ আমি করি;
আনি যজ্ঞ দ্রব্য সব সোম করি অভিষব
যে দেয় তাহাকে আমি দ্রবিণ বিতরি। ২

আমি রাজ্য অধিশ্বরী, ধন উপস্থিত করি,
যজ্ঞিয় সবের মধ্যে আদ্যা জ্ঞানবতী;
আমাকে অনেক স্থানে স্থাপিলেন দেবগণে
বহুজীবগণ মধ্যে আমার বসতি। ৩

যে করে অবলোকন যে করে প্রাণ ধারণ
কথা শুনে কিম্বা অন্ন করে যে ভোজন,
আমার সাহায্যে তাহা হয় নিষ্পাদন;
যে নাহি মানে আমাকে, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে,
হে বিদ্বন্ বলি যাহা করহ শ্রবণ,
শ্রদ্ধা-যোগ্য জনে মম এসব বচন। ৪

দেবতা মানব যাঁকে আশ্রয় লইয়া থাকে
তাঁহার বিষয় আমি করি উপদেশ,
আমি ইচ্ছা করি যাকে করিতে পারি তাহাকে
উগ্র, ব্রহ্মা, ঋষি কিম্বা মেধাবী বিশেষ। ৫
ব্রহ্মদ্বেষি শত্রুগণে বধেন রুদ্র যখনে
আমি বিস্তারিয়া দেই ধনুক তাঁহার;
লোকের হিতের তরে প্রবেশ করি সমরে
পশে আছি আমি মধ্যে পৃথিবী দ্যাবার। ৬
মস্তক এ পিতাকাশ আমা হ'তে সপ্রকাশ
আমারই স্থান হয় সমুদ্রের জল;
তথা হতে ত্রিভুবনে পশি আমি সর্ব্ব স্থানে
উন্নত দেহেতে স্পর্শি দ্যুলোক সকল। ৭
নির্ম্মিতে বিশ্বভুবন বায়ুবৎ প্রবহণ
করিতেছি আমিই; মহিমা হেন মম,
স্বর্গ লোক অতিক্রমি প্রভাব দেখাই আমি
করে মম মহিমা পৃথিবী অতিক্রম (১)। ৮

(১) বাগ্দেবীকে এই সূক্তের ঋষি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বাগ্দেবী যে এই সূক্তের বক্ত্রী বা ঋষি, সূক্তের মধ্যে তাহার কোন প্রমাণ নাই। বাগ্দেবী এই সূক্তে আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

সামবেদ সংহিতা।(১)

ছন্দ আর্চ্চিক।

১ম প্রপাঠক ; ১ম অর্দ্ধ ; ১ম দশতি।

স্তুত হয়ে অগ্নে! এস, হব্য খাও,
খাইবারে দেবগণে হব্য দাও,
হোতা হয়ে বস দর্ভ-আসনে। ১
নিখিল যজ্ঞের তুমি অগ্নে হোতা,
স্থাপিলেন তোমা যতেক দেবতা, (২)
মানব লোকের হিতসাধনে॥ ২

(১) Of the three later vedas, the Samveda is much the most closely connected with the Rigveda. Historically it is of little importance, for it hardly contains any independent matter, all its verses except seventy five being taken directly from the Rigveda. History of Sanskrit literature by Macdonel MA. PH. D. page 171.

(২) মূলে দেবেভিঃ আছে। দৈবৈঃ দেবনশীলৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সায়ণ।

এই যজ্ঞে যিনি সুশোভন কর্ম্মা
বরি তাঁকে, তিনি দেবদূত-ধর্ম্মা,
তিনি বিশ্ববেদা হোতা অনল। ৩

স্তুত হয়ে তিনি ইচ্ছা করি ধন,
সমস্ত বৃত্রকে করুন নিধন,
আহুত সমিদ্ধ দেব উজ্জ্বল ॥ ৪

আপনাকে স্তব করি প্রিয়তম,
আপনি অতিথি প্রিয় মিত্র সম,
রথবৎ অগ্নে ধন-কারণ। ৫

অগ্নে আমাদিগে দিয়ে বহুধন,
শত্রু সব হ'তে করহ রক্ষণ,
মর্ত্ত্যলোক-দ্বেষ কর বারণ॥ ৬

ভাল করে স্তুতি বলিব তোমায়,
স্বাহা বা বলিব ইতর ভাষায়,
শুন এসে,সোমে হও বর্দ্ধিত। ৭

পরম দ্যুলোক হইতে তোমায়,
আকর্ষয়ে বৎস স্তুতির দ্বারায়,
তুমি অগ্নে! মম অভিলষিত ॥ ৮

বিশ্বের আধার, বিশ্বের বাহন,
পুষ্কর (২) হইতে করিলা মন্থন
তোমাকে হে অগ্নে! ঋষি অথর্ব্বা। ৯

স্বর্গপ্রদ এই কর্ম্ম সম্পাদন,
কর আমাদের রক্ষার কারণ,
তুমি ভিন্ন দৃষ্ট দেবতা কেবা॥ ১০

১ম প্রপাঠক ১ম অর্দ্ধ; ২য় দশতি।

কৃষ্টি সব (১) অগ্নে! বল কামনায়,
নম নম শব্দে ডাকিছে তোমায়,
অমিত্র বিনাশ করহ বলে। ১
হব্যবাহ, বিশ্ববেদা, দেবদূত,
তুমি যজ্ঞকারী, মৃত্যু-বহির্ভূত,
বাড়াই (২) তোমাকে স্তব-কৌশলে॥ ২

---

(২) মূলে "পুষ্করাদধি" আছে। "পুষ্করে—পুষ্করপর্ণে"। সায়ণ। "মস্তক যেমন সমস্ত শরীরের আধার স্বরূপ তদ্রূপ পুষ্কর-পর্ণ প্রদেশও সমস্ত বিশ্বের আধার স্বরূপ ও সমস্ত বিশ্বের বাহন স্বরূপ।" ব্রহ্মব্রত।

(১) মূলে "কৃষ্টয়ঃ" আছে। "মনুষ্যাঃ যজমানাঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "ঋঞ্জসে" আছে। "প্রসাধয়ামি বর্দ্ধয়ামি।" সায়ণ।

স্বস্থ-স্বরূপিণী হবিষ্কৃতা স্তুতি
তব কাছে করি গুণের বিস্তৃতি,
স্থির হয় গিয়া বায়ু-সমীপে। ৩
দিবারাত্র অগ্নে! বুদ্ধি সহকারে,
নমস্কার করি প্রত্যহ তোমারে
আসিতেছি মোরা ভবদ্ উপে॥ ৪
তায় (৩) পশ স্তুতি-বোধ্য! বিশে বিশে
যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাধিতে বিশেষে
তব জন্য রুদ্র সুন্দর স্তোম। ৫
এস অগ্নে! মরুদ্গণের সহিত,
সেই চারু যজ্ঞে যাতে আমন্ত্রিত,
পান করাইতে তোমাকে সোম॥ ৬
নমস্কারে তোমা বন্দিতে প্রবৃত্ত,
তাড়য়িতা যথা অশ্ব বালযুক্ত,
তুমি অগ্নি সর্ব্ব যজ্ঞাধিরাজ। ৭
ঔর্ব্ব ভৃগু মত, অপ্নবান (৪) মত
অগ্নিদেবে হেথা করি সমাহুত,
করেন সমুদ্রে যিনি বিরাজ॥ ৮

---

(৩) মূলে "তৎবিবিড্ঢি" আছে। "তদ্দেবযজনং বিবিড্ঢি প্রবিশ" সায়ণ।

(৪) "অপ্নবানঃ ভৃগুসম্বন্ধী কশ্চিদৃষিঃ" সায়ণ (ঋগ্বেদ ৪।৭।১)

অগ্নি উদ্দীপিত করি মনে মনে
করিবেন মর্ত্ত্য কর্ম্ম সযতনে,
দীপ্ত করি অগ্নি ঋত্বিক্ দ্বারা। ৯
প্রজ্বলিত হ'লে দ্যুলোকের' পরে,
প্রাচীন রেতস্বী জ্যোতিষ্ক বাসরে,
দেখে তারে তদা সমস্ত ধরা (৫)॥ ১০

১ম প্রপাঠক, ১ম অর্দ্ধ; ৪র্থ দশতি।

অগ্নিদেবে স্তবে স্তবে বৃদ্ধি করিবারে
যজ্ঞে যজ্ঞে প্রশংসহ তোমরা তাঁহারে;
তিনি জাতবেদা মিত্রবৎ হিতকারী,
অমর,—প্রশংসা তাঁরে আমরাও করি। ১
আমাদিগে এক বাক্যে (১) করহ পালন;
দুই বাক্যে কর অগ্নে পালন তেমন;

(৫) এই ঋকে বৈশ্বানর নামক সূর্য্যরূপ অগ্নির কথা বলা হইতেছে; এই অগ্নি বাসর অর্থাৎ অহোরাত্র নিয়মিত করিয়া উদয় হইলে সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায়।

(১) মূলে "গীঃ" শব্দের ব্যবহার আছে। ব্রহ্মব্রত অর্থ করিয়াছেন, "বাণী।" একটি বাণী দ্বারা, দুটি বাণী দ্বারা, তিনটি বাণী দ্বারা এবং চারিটি বাণী দ্বারা, স্তুত হইয়া অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পালন কর।

তিন বাক্যে পালন করহ বাজ-পতি।
চারিবাক্যে বসো (২) কর পালন তেমতি। ২
হে অগ্নে! হে দেব! মহা তেজেতে উজ্জ্বল
শোভিতেছ যুবতম! শুক্রে নিরমল;
সমিদ্ধ হইয়া ভরদ্বাজেতে পাবক!
জ্বল হেন তেজে যাহা ধন বিধায়ক। ৩
হে স্বাহুত অগ্নিদেব! তব সূরিগণ
প্রিয় পাত্র হউন এই করি নিবেদন;
বহু জন গোধন যাহারা করে দান
হ'ক প্রিয় তব হেন দাতা ধনবান্॥ ৪
স্তবনীয় অগ্নি দেব! তুমি বিশ্পতি,
রক্ষঃ সন্তাপক, গৃহে কর সদা স্থিতি;
দ্যুলোক পালক, গৃহ নাহি কর ত্যাগ,
তেই গৃহপতে! তুমি দেব মহাভাগ। ৫
ঊষার নিকট হ'তে হে অমর অগ্নে!
দাতায় নিবাসোপেত আন চিত্র ধনে;
ঊষায় জাগ্রত হন যে যে দেবগণ,
অদ্য তাহাদিগে হেথা কর আবহন। ৬

---

(২) বসু বাসকাগ্নি গার্হপত্যাগ্নি (ব্রহ্মব্রত)

তুমি চিত্র ওহে বসো! করহ প্রেরণ
রক্ষার সহিত আমাদিগে বহু ধন;
এ ধনের নেতা তুমি, অপত্যোৎপাদনে,
আমাদিগে সমর্থ করহ তুমি অগ্নে! ৭
তুমি ত্রাতা, তুমি কবি, তুমি অগ্নি ঋত,
তুমি অগ্নি জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত,
সমিধান দীপ্তিমান্! তব বেধাগণ
মেধাবীরা তোমাকে সেবেন অনুক্ষণ। ৮
অন্ন বৃদ্ধি কর আর প্রশংস্য যে ধন
পাবকাগ্নে! আমাদিগে কর আনয়ন;
বহুজন স্পৃহনীয় ধন যশস্কর,
সুমার্গে আনিয়া উপমাতি! (৩) দান কর।
যিনি হোতা জনগণ-আনন্দ-বর্দ্ধন,
যিনি দেন জনগণে সর্ব্ববিধ ধন;
সেই এই অগ্নিতে হতেছে উপগত
মধুমৎ (৪) আগ্রপাত্র (৫) স্তুত স্তোম যত। ১০

---

(৩) যিনি আজ্যপাত্র (ঘৃতপাত্র) আপন সমীপে রাখিয়া মাপিয়া মাপিয়া আজ্য গ্রহণ করেন তাঁহাকে উপমাতি কহে। ব্রহ্মব্রত।

(৪) মূলে "মধোন্ন" আছে। "মদকরস্য সোমস্যেব"। সায়ণ।

(৫) আদ্যপাত্র প্রথম বা মুখ্যপাত্র।

১ম প্রপাঠক, ২য় অর্দ্ধ, ৪র্থ দশতি।

হে অপ্রতিহত গতি! কর আহরণ
আমাদের জন্য অগ্নি! বলবান্ ধন;
প্রশংস্য ধনের সহ করহ সংযুক্ত,
আমাদের অন্নপথ কর দেব মুক্ত। ১
যদি বীর পুত্র জন্ম করিল গ্রহণ
সমিদ্ধ করিবে মর্ত্ত্য আগুন তখন;
ক্রমাগত হব্য বস্তু হবন করিবে,
দৈবী শর্ম্ম তাহা হ'তে সে মর্ত্ত্য ভুঞ্জিবে (১)।
তব শুক্রধূম দিবে হইয়ে আতত,
হইতেছে দীপ্ত অগ্নে! মেঘে পরিণত;
হে পাবক! দ্যুতি আর স্তুতির প্রভায়, (২)
শোভিতেছ তুমি যথা সূর্য্য শোভা পায়। ৩
যথা মিত্র তথা তুমি হে দেব অনল!
লাভ করিয়াছ শুষ্ক কাষ্ঠান্ন সকল;

(১) কেহ কেহ মনে করেন, এই মন্ত্র হইতেই জাতকর্ম্মের বিধান হইয়াছে।

(২) মূলে "কৃপা" শব্দ আছে। "স্তোতব্যাভিমুখীকরণসমর্থয়া স্তুত্যা।" সায়ণ।

তুমি বসো তুমি অগ্নি! দেব বিচর্ষণে! (৩)
বৃদ্ধি করি অন্ন, আছ পুষ্টি সম্বর্দ্ধনে। ৪
বিশের অতিথি যিনি বহু লোকপ্রিয়,
যে অমর্ত্ত্যে সর্ব্ব মর্ত্ত্য দ্রব্য হবনীয়
সমিদ্ধ করয়ে, সেই অগ্নি দেবতায়
প্রাতঃকালে হেনরূপে স্তব করা যায়। ৫
যে বাহিষ্ঠ স্তব (৪) তাহা অগ্নি দেবতার,
দাও বিভাবসো! বৃহদন্ন আপনার;
তোমা হ'তে মহাধন ঊর্দ্ধদিকে ধায়,
আমরাও পাই অন্ন তোমার কৃপায়। ৬
বিশে বিশে অতিথি বহুললোক প্রিয়,
অন্নেচ্ছু তোমরা সবে অগ্নিকে অর্চ্চহ;
আমিও তাঁহাকে সেই গৃহহিতকরে
মননীয় স্তবে তুষি তোমাদের তরে। ৭
প্রকৃষ্ট স্তুতির জন্য মিত্রের সমান
মর্ত্ত্যেরা যাঁহাকে দেয় পুরোভাগে স্থান;

(৩) হে সর্ব্ব দ্রষ্টা!

(৪) মূলে "বাহিষ্ঠং" আছে। "বোঢ়ৃতম স্তোত্রং" সায়ণ। "অতি হব্য বাহক যে স্তুতি ব্রহ্মব্রত।"

তোমরা সে দীপ্তিমান্ অগ্নি দেবতায়,
অর্চ্চনা করহ বৃহদন্ন দিয়ে তাঁয়। ৮
ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্ব্বন্ রাজার নিমিত্ত
হতেছেন যিনি বৃহজ্জ্বালায় বর্দ্ধিত,
যিনি বৃত্রহন্তা, জ্যেষ্ঠ, নরহিতকারী,
আসিব সে অগ্নি কাছে পূজার্থ তাঁহারি (৫)। ৯
পরধর্ম্ম সহকারে (৬) অগ্নিদেব জাত,
সবৃত্ ঋত্বিক্‌সহ (৭) ভূমি যজ্ঞে স্থিত,
কশ্যপ যাঁহার পিতা মাতা শ্রদ্ধা দেবী,
যাঁহাকে করিলা স্তব হেন মনু কবি। ১০

(৫) "একদা গোপবন ঋষি শ্রুতর্ব্বন্ রাজার নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজা যজ্ঞে উপবিষ্ট আছেন। অগ্নিদেব মহান্ জ্বালা বিশিষ্ট হইয়া প্রবৃদ্ধ হইতেছেন। তখন তিনি অতি ভক্তি সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—এই সেই মন্ত্র।" ব্রহ্মব্রত।

(৬) "মূলে "পরেণ ধর্ম্মণা।" "পরেণ উৎকৃষ্টেন ধর্ম্মণা আধানাদি কর্ম্মণা।" সায়ণ।

(৭) মূলে "সবৃদ্ভিঃ সহ" আছে। "যজ্ঞে সহবর্ত্তন্তে ইতি সবৃতঃ ঋত্বিজঃ তৈঃসহ।" সায়ণ।

৩য় প্রপাঠক ; ১ম অর্দ্ধ ; ৩য় দশতি।

অন্ন অভিলাষী হইয়ে আমরা
তোমাদের মহা ইন্দ্রে ইন্দু দ্বারা,
কৃবির (১) মতন করি সিঞ্চন,
শতক্রতু সেই ইন্দ্রই হন। ১
আমাদের কাছে কর আগমন
স্বর্গলোক হ'তে হে ইন্দ্র এখন
শতবলে আর সহস্র বলে,
অন্ন যেন পাই মোরা সকলে ॥ ২
বৃত্রহন্তা জন্ম করিয়া গ্রহণ
ইষু ধরি মায় করিলা প্রশ্ন
কে হয় সামর্থ্যে মাতঃ বিশ্রুত ?
কে উগ্রস্বভাব বলহ মাতঃ। ২
প্রসারিত বাহু লোক রক্ষা জন্যে,
সাধকের দাতা (২) লোকের পালনে,

---

(১) "কৃবিঃ কৃষিঃ" সায়ণ।

(২) মূলে "সাধঃ কৃণ্বন্তং" আছে। সাধঃ সাধকং ধনং কৃণ্বন্তং কুর্ব্বন্তং প্রযচ্ছতং।" সায়ণ। সাধকের দাতা অর্থাৎ সাধক ধনের দাতা।

হেন ইন্দ্র দেবে স্তোতব্য অতি
আবাহন করি, করি মিনতি ॥ ৪

জানি সবিশেষ মিত্র ও বরুণ (৩)
ঋজুমার্গে আমাদিগকে নিউন,
অন্য দেব সহ অর্য্যমা প্রীত,
আমাদিগে তথা করুন নীত ॥ ৪

দূরেতেও যেন নিকট বর্ত্তিনী
শোভেন অরুণ কিরণ শালিনী
যখন সে ঊষা বর্ণ-প্রভায়,
স্বীয় কান্তি হয় প্রস্ফুট তায় ॥ ৫

মিত্র ও বরুণ সুকর্ম্মা তোমরা
গব্যূতিকে (৪) আমাদের ঘৃত দ্বারা
সুন্দর রূপেতে কর সিঞ্চিত ;
বাস স্থান কর মধু-আপ্লুত। ৬

বাক্য-জননী সে বায়ু দেবতারা,
স্বস্ব যজ্ঞে স্থিত হইয়া তাহারা,
ছড়াইয়া দেন সুন্দর পয়ঃ,
যাতার্থে অভিজ্ঞু (৫) গাভী-নিচয় ॥ ৭

---

(৩) "অহরভিমানী দেবঃ মিত্রঃ। বরুণঃ রাত্র্যভিমানী।" সায়ণ।

(৪) "গব্যূতিং গবাং মার্গং, গোনিবাসস্থানং।" সায়ণ।

(৫) মূলে "বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে" আছে। বাশ্রাঃ হম্বা রবো-

করিলেন বিষ্ণু ইহা পরিক্রম
করিলেন ক্ষেপ পদ ত্রিরকম ;
ইহাঁর পাংশুল চরণে তাই,
আবৃত হইল সকল ঠাঁই (৬)॥ ৮

পেতাঃ" গাঃ। অভিজ্ঞু জান্বভিমুখং যথা ভবতি তথা। যাতবে গন্তুং প্রেরিতবন্তঃ। সায়ণ।

(৬) ১ম মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ১৭ ঋক্ও ঠিক এই মন্ত্র। ১ম ভাগ বেদসংহিতায় ইহার পয়ারছন্দে অনুবাদ হইয়াছে। সেই অনুবাদ ও তত্রত্য টীকা দ্রষ্টব্য।

সমাপ্ত